1|65
2|[illegible]

1|65

Girindra Mohan Bhattacharya
Varanasi.

[illegible]

1|65

# শ্রীশ্রীচণ্ডী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

ষষ্ঠ সংস্করণ

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দুই টাকা

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা—৩

১৩৬০

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ—২২৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ—৫০০০
তৃতীয় সংস্করণ—৫০০০
চতুর্থ সংস্করণ—৫৪০০
পঞ্চম সংস্করণ—৫০০০
ষষ্ঠ সংস্করণ—৫০০০

মুদ্রাকর—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিন্টার্স লিঃ
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

# নিবেদন

৺জগদম্বার অশেষ কৃপায় এই চণ্ডীখানি প্রকাশিত হইল। ইহাতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল সংস্কৃত, অন্বয়মুখে প্রত্যেক শব্দেরঅর্থ, বঙ্গানুবাদ ও দুর্বোধ্য অংশের সংক্ষিপ্ত পাদটীকা প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে সানুবাদ প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য, মূর্তিরহস্য, দেবীকবচ, অর্গলাস্তব ও কীলকস্তব এবং দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত ও ধ্যানাদি অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গীতার ন্যায় চণ্ডীও হিন্দুদিগের অতি প্রিয় নিত্য-পাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। এই চণ্ডীখানিকে সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের নিত্যপাঠোপযোগী করিবার জন্য এবং সংস্কৃতে অল্পজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণ যাহাতে অনায়াসে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূলার্থ অবগত হইতে পারেন তদুপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করা হইয়াছে।

গীতার ন্যায় চণ্ডীরও বহু সংস্কৃত টীকা আছে। তন্মধ্যে গুপ্তবতী, শান্তনবী, চতুর্ধরী, জগচ্চন্দ্রচন্দ্রিকা, নাগোজীভট্টী, দংশোদ্ধার, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নকৃত দেবীভাষ্য ও শ্রীগোপাল চক্রবর্তীকৃত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক আটটী টীকা প্রকাশিত ও প্রচলিত হইয়াছে। নাগোজীভট্টের টীকা অপেক্ষাকৃত সরল ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া এই চণ্ডীর অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ তদনুযায়ী করা হইয়াছে। চণ্ডীর তত্ত্বটী পরিস্ফুট করিবার জন্য অন্যান্য টীকার প্রয়োজনীয় সারাংশ ও বহু তন্ত্রের শ্লোক অনুবাদসহ সংক্ষেপে পাদটীকায় সংযোজিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সংস্করণ ও পাঠ তুলনা করিয়া সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও টীকাসম্মত

মূল পাঠই গৃহীত হইয়াছে। রুদ্রযামল ও বারাহীতন্ত্র অপেক্ষা কাত্যায়নীতন্ত্রসম্মত চণ্ডীর মন্ত্রবিভাগই সমধিক প্রসিদ্ধ ও টীকাকারগণ কর্তৃক অনুমোদিত। সেই জন্য এই পুস্তকে কাত্যায়নীতন্ত্রানুযায়ী মন্ত্রবিভাগ করা হইয়াছে। এই প্রকার মন্ত্রবিভাগে সপ্তশতী চণ্ডীর মন্ত্রসংখ্যাও ঠিক সাত শত হইয়াছে, তবে কয়েকটী স্থানে শ্লোকবিভাগের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইয়াছে. কিন্তু অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ থাকায় উক্ত অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে।

চণ্ডী পাঠান্তর-বহুল গ্রন্থ। পাঠকপাঠিকার অর্থবোধের সুবিধার জন্য সাধারণ পাঠান্তরগুলি উল্লেখ না করিয়া যে সকল পাঠান্তর অর্থ-ভেদযুক্ত কেবল সেই অবশ্যজ্ঞাতব্য পাঠান্তরগুলিই সর্বনিম্নে দিয়াছি। উহ্য অংশগুলি অন্বয়ার্থে তৃতীয় বন্ধনীতে [ ] সংস্কৃতে বা বাংলায় এবং অনুবাদে প্রথম বন্ধনীতে( ) বাংলায় দেওয়া হইয়াছে। অর্থবোধ-সৌকর্যার্থে সংযুক্ত শব্দগুলিকে অন্বয়মুখে হাইফেন দ্বারা বিভক্ত করা হইয়াছে। অন্বয়ার্থ যথাসম্ভব আক্ষরিক এবং অনুবাদ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যামূলক করিয়াছি। সংস্কৃত মূলের অর্থাবধারণের পক্ষে অন্বয়ার্থ বিশেষ সহায়ক হইবে; আর শুধু অনুবাদ পাঠ করিলেও সমগ্র চণ্ডীর ভাবার্থ অধিগত হইবে। কিন্তু চণ্ডীর প্রতিপাদ্য তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলে পাদটীকা মনোযোগের সহিত পাঠ করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ শক্তিসাধনার প্রকৃষ্ট স্থান। এই পুণ্য বঙ্গ-ভূমিতেই বহু তন্ত্রের রচনা এবং রামপ্রসাদ প্রমুখ বহু শাক্ত সাধকের আবির্ভাব হইয়াছে। সেইজন্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এই বাংলাদেশেই চণ্ডীর উৎপত্তি

হইয়াছিল। বর্তমান যুগ শক্তি-সাধনার প্রশস্ত সময়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া দেখাইলেন যে, জগৎকারণকে জননীভাবে আরাধনা করাই যুগধর্ম। বাংলার প্রতিগৃহে চণ্ডীপাঠ ও মহামায়ার আরাধনা প্রবর্তিত হউক—ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

বেলুড় মঠের অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আমাকে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রুফ-সংশোধনাদি-কার্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি—

মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৪৭ জগদীশ্বরানন্দ
বেলুড় মঠ

দ্বিতীয় সংস্করণের

## নিবেদন

এই সংস্করণে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত উত্তমরূপে সংশোধন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আটটি অধ্যায়ের প্রথমে আটটি ধ্যান অন্বয়ার্থ ও অনুবাদসহ সংযোজিত এবং কয়েকটি স্থানে পাদ-টীকা পরিবর্ধিত হইয়াছে। অনেকের অনুরোধে একটি ভূমিকায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাচীনতা, উৎপত্তিস্থান ও টীকাবলী প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত পুস্তকে রেফযুক্ত অক্ষরে দ্বিত্ব-ব্যবহার সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত ভাষার এই প্রসিদ্ধ প্রথানুযায়ী এই সংস্করণে র্ম্ম, র্ধ্য, র্ব্ব, র্ত্ত প্রভৃতি স্থলে র্ম, র্ধ, র্ব, র্ত ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছি। অবশ্য ইহা ব্যাকরণানুমোদিত। বাংলা ভাষায় পবর্গীয় ( পেটকাটা ) ব ও ( য র ল ) ব একরূপেই লিখিত ও উচ্চারিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে এই প্রকার উচ্চারণ অশুদ্ধ। কারণ পবর্গীয় ব এর উচ্চারণ ব এবং অন্ত্য ব এর উচ্চারণ ওয় হয়। বিশেষতঃ চণ্ডীপাঠে উচ্চারণ-শুদ্ধি সম্যক্‌রূপে রক্ষা করাই শাস্ত্র-বিধি। সেই হেতু বর্তমান সংস্করণের সংস্কৃতাংশে যতদূর সম্ভব উক্ত দুই প্রকারের ব পৃথকভাবে লিখিত হইয়াছে। এখন এই সংস্করণটি পূর্ব সংস্করণের ন্যায় পাঠকপাঠিকাগণ কর্তৃক সমাদৃত হইলেই ধন্য হইব। এই পুস্তকপাঠে পাঠকপাঠিকাগণের চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিলাভ হউক—৺জগন্মাতার চরণে ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, করাচী জগদীশ্বরানন্দ
অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৪৮

# বিষয়-সূচী


| | | | |
|---|---|---|---|
| ভূমিকা | ... | ... | ( ৭ ) |
| চণ্ডীপাঠের বিধি | ... | ... | ১ |
| শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান | ... | ... | ৮ |
| অর্গলাস্তোত্র | ... | ... | ১২ |
| কীলকস্তব | ... | ... | ২১ |
| দেবীকবচ | ... | ... | ২৬ |
| রাত্রিসূক্ত | ... | ... | ৪১ |
| দেবীবাহন সিংহের ধ্যান | ... | ... | ৪৯ |
| চণ্ডীর ষট্‌-সংবাদ-কথা | ... | ... | ৫১ |
| শ্রীশ্রীচণ্ডী-মাহাত্ম্য | ... | ... | ৫২ |
| শ্রীশ্রীচণ্ডী | ... | ... | ৫৪ |
| মহাকালীর ধ্যান | ... | ... | ৫৫ |
| প্রথম অধ্যায় | ... | ... | ৫৬ |
| মহালক্ষ্মীর ধ্যান | ... | ... | ৯৯ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | ... | ... | ১০১ |
| তৃতীয় অধ্যায় | ... | ... | ১৩২ |
| চতুর্থ অধ্যায় | ... | ... | ১৫১ |
| মহাসরস্বতীর ধ্যান | ... | ... | ১৭৭ |
| পঞ্চম অধ্যায় | ... | ... | ১৮০ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | ... | ... | ২১৭ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সপ্তম অধ্যায় | ... | .. | ২২৭ |
| অষ্টম অধ্যায় | ... | . | ২৪০ |
| নবম অধ্যায় | ... | ... | ২৬৭ |
| দশম অধ্যায় | ... | ... | ২৮৪ |
| একাদশ অধ্যায় | ... | ... | ২৯৮ |
| দ্বাদশ অধ্যায় | ... | ... | ৩২৬ |
| ত্রয়োদশ অধ্যায় | ... | ... | ৩৪৩ |
| চণ্ডীপাঠাপরাধক্ষমাপণস্তোত্র | | ... | ৩৫৫ |
| দেবীসূক্ত | ... | ... | ৩৫৮ |
| অথ সপ্তশতীরহস্যত্রয়ম্ | ... | ... | ৩৬৫ |
| প্রাধানিক রহস্য | ... | ... | ৩৬৫ |
| বৈকৃতিক রহস্য | ... | ... | ৩৭৫ |
| মূর্তিরহস্য | ... | ... | ৩৮৫ |
| চণ্ডীপাঠের ফল | ... | ... | ৩৯১ |
| পুটিত চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপুরশ্চরণের বিধি | | ... | ৩৯৫ |
| কুঞ্জিকাস্তোত্র | ... | ... | ৪০০ |
| শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক ও মন্ত্র-সংখ্যা | | ... | ৪০২ |
| নির্ঘণ্ট | ... | ... | ৪০৪ |

# ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত। পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হারাপ্পা এবং সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো নগরে দেবীপূজা হইত। উক্ত প্রাচীন নগরদ্বয়ের যে ধ্বংসাবশেষ সিন্ধুনদের তীরে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবী ছিলেন উক্ত দুই নগরের অধিবাসিগণের প্রধান দেবতা।

বেদে শক্তিবাদ

বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বর্ধিত হইয়াছিল। অষ্টমন্ত্রাত্মক দেবীসূক্তের ঋষি ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্। বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন. "আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যা দেবী ও বিশ্বেশ্বরী।" ঋগ্বেদীয় রাত্রিসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন ঋষি কুশিক। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র ঋগ্বেদে প্রদত্ত। এই দেবীর বিভিন্ন মূর্তি আছে। ঋগ্বেদে বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গা এবং অন্যান্য দেবীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ—এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কেনোপনিষদের নিম্নোক্ত উপাখ্যান হইতে জানা যায়। দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি-দ্বারাই দেবতাদের বিজয় হইল। স্বশক্তিতে জয়লাভ হইয়াছে মনে করিয়া দেবগণ গৌরবান্বিত হইলেন। তাঁহাদের মিথ্যাভিমান অপনোদন করিবার জন্য স্বশক্তিপ্রভাবে ব্রহ্ম বিস্ময়কর মূর্তিতে দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ আবির্ভূত পূজ্যরূপকে

জানিতে না পারিয়া অগ্নিকে তৎসমীপে প্রেরণ করেন। পূজ্যরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম ও শক্তি কি ?" অগ্নি বলিলেন, "আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় আমি দগ্ধ করিতে পারি।" ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া উহা দগ্ধ করিতে বলিলেন। অগ্নি সর্বশক্তি-প্রয়োগেও তৃণদল দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া অবনত মস্তকে দেবতাগণের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মসমীপে বায়ু গমন করিলে ব্রহ্ম পূর্ববৎ তাঁহার নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, "ইনি বায়ু এবং পৃথিবীর সব কিছুই উড়াইয়া লইতে সমর্থ।" ব্রহ্ম একখণ্ড তৃণ বায়ুর সম্মুখে রাখিলেন। কিন্তু বায়ু স্বশক্তির প্রভাবে উহা উড়াইতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিতমুখে পলায়ন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন এবং তৎপরিবর্তে আকাশে সুশোভনা উমা হৈমবতী দেবীকে ইন্দ্র দর্শন করিলেন। দেবী তাঁহাকে জানাইলেন যে, ব্রহ্মশক্তির দ্বারা দেবতাগণ শক্তিশালী এবং অসুর-সংগ্রামে বিজয়ী। সাংখ্যায়ন গৃহসূত্রে 'ভদ্রকালী' নামটি আছে। হিরণ্যকেশী গৃহসূত্রে ভবানী দেবীকে যজ্ঞাহুতি দিবার ব্যবস্থা আছে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা দেবী রুদ্রের ভগ্নীরূপে কথিতা। আবার কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী। উক্ত আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদে আছে—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥ ২

—আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট

অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপে শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে সুতারিণি, হে সংসার-ত্রাণকারিণি দেবি, তোমাকে প্রণাম করি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদে এই দুর্গা-গায়ত্রীটী আছে—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭)। সায়নাচার্যের ভাষ্যানুযায়ী দুর্গি ও দুর্গা অভিন্ন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী বেদমূলা। ইহার প্রথম চরিত্র ঋগ্বেদস্বরূপা, মধ্যম চরিত্র যজুর্বেদস্বরূপা ও উত্তর চরিত্র সামবেদস্বরূপা।

বেদ ও চণ্ডী

চরিত্রত্রয়ের ছন্দ যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ। ঋগ্বেদের মতে উক্ত ছন্দত্রয় দ্বার-মন্ত্রপাঠে যথাক্রমে ব্রহ্মতেজ-লাভ, আয়ু-বৃদ্ধি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি হয়। চণ্ডীজপের প্রারম্ভেই গায়ত্রী ছন্দরূপে আবির্ভূতা। গায়ত্রী বেদমাতা ও শ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ বেদবিহিত। গায়ত্রী প্রাতে ঋগ্বেদধারিণী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিণী যুবতী এবং সায়াহ্নে সামবেদ-ধারিণী বৃদ্ধা। কুমারীর ন্যায় মহাকালী ব্রহ্মরূপা ব্রাহ্মী, যুবতীর ন্যায় মহালক্ষ্মী বিষ্ণুরূপা বৈষ্ণবী এবং বৃদ্ধার ন্যায় মহাসরস্বতী শিবরূপা মাহেশ্বরী। চণ্ডী ও গায়ত্রী উভয়েই প্রণবরূপা। শাস্ত্রে আছে, "ঋগ্‌ভিঃ স্তুবন্তি, যজুর্ভিঃ যজন্তি, সামভিঃ গায়ন্তি।" অর্থাৎ ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার স্তব, যজুঃমন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজন এবং সামমন্ত্র দ্বারা তাঁহার ভজন হয়। চণ্ডী পরমাত্মময়ী। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা।

হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূল

কল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র নামক দুইখানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে রচিত হয়। চীনদেশীয় ত্রিপিটকে (বৌদ্ধশাস্ত্রে) চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নালন্দা ও বিক্রমশীলা নামক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। হিন্দুদের নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীখানি এক সময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের প্রিয় হইয়াছিল। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত একখানি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। বাংলাদেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'Introduction to Buddhist Esotericism' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু তন্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্রে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মহাবিদ্যার যে বর্ণনা আছে তৎসমুদয় বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা'-পরিদৃষ্টে বুঝা যায়। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা—দেবীর এই অষ্ট রূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত। বিনয় বাবুর মতে সরস্বতী ও কালী বাংলার এই জনপ্রিয় দেবীদ্বয় বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দুতন্ত্রের অনেক মন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রসৃষ্ট মন্ত্রের অপভ্রংশ। বৌদ্ধধর্মের পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের এক একটী শক্তি আছে—তাহাদের নাম লোচনা, মামকী, পাণ্ডারা, আর্যতারা ও বজ্রধাত্রীশ্বরী। হিন্দুতন্ত্রে যেমন বামাচার ও দক্ষিণাচার—এই দুই বিভাগ আছে, বৌদ্ধতন্ত্রেরও তদ্রূপ ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র

বৌদ্ধধর্মে শক্তিবাদ

প্রভৃতি চারি বিভাগ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রমতে মহাশূন্য হইতে বীজমন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং এক একটি বীজমন্ত্র এক একটি দেবতার রূপ ধারণ করে। বৌদ্ধতন্ত্রে ৮৪ জন সিদ্ধপুরুষের নাম আছে। তাঁহারা ৭ম, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া সান্ধ্য ভাষায় তন্ত্র প্রচার করেন। এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান ৩য় শতাব্দীতে মৈত্রেয়নাথ কর্তৃক স্থাপিত হয়। বাংলার কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। হিন্দুতন্ত্রে যেমন আগম ও যামল নামক দুই বিভাগ আছে, তেমনি বৌদ্ধতন্ত্রেরও বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামক তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কাল-চক্রযানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাস তিব্বতী ভাষায় সুপণ্ডিত রুশদেশীয় বৌদ্ধতত্ত্ববিৎ ডক্টর জর্জ রোরিক (George Roerich) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সরস্বতীর তিন মুখ ও ছয় হাত। বৌদ্ধ জগতে বাগীশ্বর মঞ্জুশ্রীর শক্তি স্বরস্বতী। 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধতন্ত্রে মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য সরস্বতীর ধ্যান আছে। 'সাধনমালা'য় মহাসরস্বতীর বর্ণনা এইরূপ—"ভগবতী শরদিন্দুকরাকারা সিতকমলোপরিচন্দ্রমণ্ডলস্থা, স্মেরমুখী, অতিকরুণাময়ী, শ্বেতচন্দন-কুসুম-বসন-ধরা, মুক্তাহারোপশোভিতহৃদয়া, নানালঙ্কারবতী, দ্বাদশবর্ষাকৃতি, স্ফুরদনন্তগভস্তি ও ব্যূহাবভাসিতলোকত্রয়া।"

জাপানে এক বৌদ্ধ দেবী পূজিতা হন। তাঁহার নাম সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবী বা কোটিশ্রী। জাপানী ভাষায় চনষ্টী শব্দ এবং সংস্কৃত চণ্ডী শব্দ একার্থক। বৌদ্ধধর্মের মারীচি দেবীও দশভূজা। মূর্তিভেদে তিনি দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা ও দ্বাদশভুজা। তিব্বতী লামাগণ মারীচি দেবীকে উষা

দেবীরূপে আবাহন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র 'মহাবাস্তু'তে আছে, বুদ্ধদেব যখন জননীর সঙ্গে কপিলাবাস্তুতে আসেন তখন শাক্যবংশের শাক্যবর্ধনমন্দিরে অভয়াদেবীর পাদবন্দনা করেন। কাহারো কাহারো মতে অভয়াদেবীই দুর্গাদেবী। বৌদ্ধতন্ত্রে অপরাজিতা দেবী অষ্টভুজা ও পীতবর্ণা। চীনের ক্যাণ্টন সহরে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরে একটি শতভুজা দেবীমূর্তি আছে।

জৈনধর্মে শক্তিবাদ

জৈনধর্মেও শক্তিবাদ প্রবেশ করিয়াছিল। রাজপুতানার আবু পাহাড়ে যে বিখ্যাত শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত সুবৃহৎ জৈন মন্দির বিরাজিত তাহার চূড়াতে যোলটি জৈন দেবীর বিভিন্ন মূর্তি খোদিত আছে। কাথিয়াবাড়ের গিরনার পর্বতে পাষাণনির্মিত সরস্বতীর মূর্তি ছিল। জৈন ধর্মের উভয় সম্প্রদায়ের মন্দিরে সরস্বতী ও অন্যান্য দেবীর মূর্তি দেখা যায়। জৈনগণ সরস্বতীকে শাসনদেবীরূপে ভক্তি করেন। জৈনদের নিকট সরস্বতী বিদ্যাদেবী, জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'রত্নসাগর' নামক জৈন ধর্মগ্রন্থে সরস্বতীর যে ধ্যান আছে তাহাতে সরস্বতীকে বিশ্বরূপিণী বলা হইয়াছে। আর একটি জৈনগ্রন্থে সরস্বতীর নিম্নোক্ত ধ্যান আছে—

কুন্দেন্দু-গোক্ষীর-তুষারবর্ণা
সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা।
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা
সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা॥

খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে জৈনগণ সরস্বতীর বহু স্তোত্র, মন্ত্র, অষ্টক প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। জৈনগণ সরস্বতীকে

ভারতী, সারদা, বাগীশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রতচারিণী ইত্যাদি ষোলটি নাম দিয়াছেন। শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের 'দশম বাদশাহ কি গ্রন্থে'র ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অংশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা আছে। উহার চতুর্থ অংশ প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত। ইহাতে মধুকৈটভ, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভাদি দৈত্যবধের বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থে পঞ্চম অংশে চণ্ডীচরিত্র এবং ৬ষ্ঠ অংশে চণ্ডীস্তব আছে।

মহাভারতে দেবী-উপাসনার বিষয় উল্লিখিত আছে। ভীষ্মপর্বের ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভীষ্মপর্বোক্ত অর্জুনকৃত দুর্গাস্তোত্রে দুর্গাকে সরস্বতী বলা হইয়াছে। বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আর একটী দুর্গাস্তব আছে। বার বৎসর বনবাসান্তে একবৎসর অজ্ঞাত বাসের জন্য যখন পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে যাইতেছেন তখন ঋষিদের পরামর্শে অজ্ঞাত বাসের সাফল্যার্থ দুর্গাদেবীর স্তব করেন। কুমারী, কালী, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি দেবীর বহু নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। প্রথমে দেবী বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাসিগণ কর্তৃক কুমারীরূপে পূজিতা। শীঘ্রই তিনি শিবসঙ্গিনীরূপে পরিগণিতা এবং উমা নামে পরিচিতা হন। বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক রচিত দেবীস্তুতিতে দেবীকে মহিষাসুরনাশিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, মদ-মাংসবলিপ্রিয়া বলা হইয়াছে। বিন্ধ্যাচলে অদ্যাপি বর্তমান বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির ও দেবীপীঠ দ্বারা মহাভারতের কথা সমর্থিত হয়। দেবীর বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী নামটি চণ্ডীতেও

মহাভারতে শক্তিবাদ

আছে। মহাভারতে দেবী শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণা ভগিনীরূপেও বর্ণিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও হরিবংশে শক্তিবাদের পরিপুষ্টি হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়কেই চণ্ডী বলে। হরিবংশের ৫৯ এবং ১৬৬ অধ্যায়দ্বয়ে দেবীস্তুতিতে শক্তিবাদ সুস্পষ্ট। মহাভারতে দেবীর ভদ্রকালী ও চণ্ডী প্রভৃতি নামও আছে; কিন্তু দেবীর চামুণ্ডা নামটি মহাভারতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির 'মালতীমাধবে'র ৫ম অঙ্কে উল্লিখিত আছে যে, চামুণ্ডা দেবী নরবলিসহ পূজিতা হইতেন এবং তাঁহার মন্দির পদ্মাবতী নগরীর বাহিরে শ্মশান-পার্শ্বে বিদ্যমান। পদ্মাবতী বর্তমান উজ্জয়িনী এবং সপ্ত মোক্ষধামের অন্যতম। 'মালতীমাধব' শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরবর্তী। সুতরাং দেবীর চামুণ্ডা নাম ও চণ্ডিকা মূর্তি সর্বপ্রথম চণ্ডীতেই পাওয়া যায়।

রামায়ণে শক্তিবাদ

কৃত্তিবাসকৃত বাংলা রামায়ণ অনুসারে রাবণ ও রাম উভয়েই দেবীভক্ত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে উহা নাই। দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে, "রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।"

শারদীয়া পূজা কৃত্তিবাসের কল্পিত নহে। বহুকাল হইতেই বাংলাদেশে এই প্রবাদ প্রচলিত। কাহারও মতে ভাগবত পুরাণ হইতে এই আখ্যান কৃত্তিবাস গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকালে দেবীর অকাল বোধন করেন রাবণবধের জন্য। রাবণ ও মেঘনাদ উভয়েই দেবীর আরাধনা করিতেন। রামের আরাধনায় সম্প্রীতা হইয়া দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। এই মতে বাসন্তীপূজাই প্রকৃত দেবীপূজা।

কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে শরৎকালেই সুরথ ও সমাধি দেবীপূজা করেন। দেবীভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। সে যাহাই হউক, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্ম দ্বারা দেবীপূজার সংকল্প করেন। আবশ্যকীয় সংখ্যক পদ্ম সংগৃহীত হইল। দেবী ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য ছলনা করিলেন। তিনি একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখিলেন। পূজার সময় একটি পদ্মের অভাব হওয়ায় রামচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। পূজা পূর্ণাঙ্গ না হইলে দেবী সন্তুষ্টা হইবেন না, সংকল্পও সিদ্ধ হইবে না। রাম পদ্মলোচন নামে অভিহিত। সেইজন্য তিনি নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া উহাকে পদ্মরূপে শ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিবেন—এইরূপ সংকল্প করিলেন। তিনি ধনুর্বাণ-হস্তে চক্ষু উৎপাটন করিবার উপক্রম করিতেই দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন।

পুরাণে শক্তিবাদ

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পুরাণসমূহেও শক্তিবাদ সম্যক্ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীভাগবত, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণাদিতে শক্তিবাদের সমধিক সমৃদ্ধি দেখা যায়। ভাগবতপুরাণের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেন, 'অতো ব্রহ্মণোঽপি স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ।' অর্থাৎ অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে। বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৬) আছে, 'ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাঃ ব্রহ্মন্ প্রধানাঃ ব্রহ্মশক্তয়ঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রধান শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ন্যায় অনেক পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যশীর্ষক অধ্যায় আছে। দেবীভাগবতে ( ৩।২৭ ) এবং বামনপুরাণের

১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়ে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত। দেবগণের দেহজাত পুঞ্জীভূত শক্তিরাশি হইতে কাত্যায়নীর আবির্ভাব মার্কণ্ডেয় পুরাণের ন্থায় বামনপুরাণে (১৮শ অধ্যায়ে) এবং দেবীভাগবতে (৫।৮) বিবৃত। মহিষাসুর প্রভৃতি অসুর-বধের কাহিনীও উপরি উক্ত পুরাণত্রয়ে একই প্রকার।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (২।৬৬।৭-১০) আছে, মহাশক্তি মূলা প্রকৃতি হইতে বিশ্ব উৎপন্ন এবং তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরা সত্তা। বৃহন্নারদীয় পুরাণ দেবীকে সর্বশক্তিমতী বিশ্বপ্রসবিনীরূপে বর্ণনান্তে বলেন,

উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথাপরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ ॥
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহীতি তথাপরে ॥

—সেই দেবীকে কেহ শক্তি, কেহ উমা, কেহ বা লক্ষ্মী বলেন। ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী প্রভৃতি নামেও তিনি অভিহিতা।

দেবীভাগবতের মতে সর্বভূতে শক্তি আত্মারূপে বিদ্যমান এবং প্রাণী শক্তিহীন হইলে শববৎ নিষ্ক্রিয় হয়। উক্ত পুরাণ অনুসারে পরম পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ সচ্চিদানন্দ এবং দ্বিতীয় ভাগ পরাশক্তি, মায়া-প্রকৃতি। কিন্তু দুই ভাগ মূলতঃ অভিন্ন। বহ্নি ও তৎশক্তির ন্থায় পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি অদ্বৈত। দেবীভাগবতে আছে—

সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে ॥

—সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হইয়াও ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য রূপ ধারণ করেন।

কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণে দুর্গাপূজার বিস্তৃত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ। শেষোক্ত পুরাণটী অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইলেও উহার দুর্গাপূজা-পদ্ধতি অধুনা সর্বত্র অনুসৃত। প্রচলিত মৎস্যপুরাণে দুর্গাপূজার পদ্ধতির প্রকরণটী পাওয়া যায় না। কালীবিলাসপুরাণে শারদীয়া দুর্গাপূজার বিস্তৃত বিবরণ আছে। বহু মহাপুরাণ ও উপপুরাণে দেবীমাহাত্ম্য নানাভাবে ব্যাখ্যাত।

দুর্গাপূজা যে এক সময় বাংলার গ্রামে গ্রামে হইত তাহার প্রমাণ ধনী হিন্দুর বাড়ীতে এক একটী চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। নবদ্বীপে মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের চণ্ডীমণ্ডপে চৈতন্যদেব টোল খুলিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দ খড়দহে স্বগৃহে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করিতেন। কবি চণ্ডিদাস দেবী বাসুলির অনুরক্ত সেবক ছিলেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮০ খ্রীঃ মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকাব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী কুল্লুকভট্টের পিতা রাজা উদয়নারায়ণকে উক্ত দুর্গোৎসব করিতে পরামর্শ দেন। রমেশ শাস্ত্রীও দুর্গাপূজাপদ্ধতি লিখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অদ্যাবধি প্রতিমায় দুর্গাপূজা বঙ্গদেশে বাড়িয়া চলিতেছে। ১৩৫৭ সালে কলিকাতা মহানগরী ও তদুপকণ্ঠে পূজার সময় দুইসহস্রাধিক দুর্গাপ্রতিমা নির্মিত হয়। এই বৎসর আন্দামান, ঢাকা, রেঙ্গুন, বোম্বাই, আজমীর প্রভৃতি স্থানে

প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইয়াছে। বাংলার নানা স্থানে দ্বিভুজা হইতে অষ্টাদশভুজা পর্যন্ত দুর্গামূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

শাক্ত ভাবের স্রোত সমগ্র ভারত প্লাবিত করিলেও বাংলা দেশে ইহা বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলার ধর্মগঙ্গার দেবীভক্তি অন্যতম প্রধান ধারা। বাংলা ভাষায় প্রাচীন কাল হইতে বিশাল শাক্ত সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। বাংলাদেশে চণ্ডীর বহু অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে ও হইতেছে। চণ্ডীর একটি পদ্যানুবাদও দেখিয়াছি।

বাংলাভাষায় শাক্ত সাহিত্য

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণের শাক্ত সঙ্গীত বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাভাষায় বিশাল শাক্ত সাহিত্য রচিত হইয়াছে। এই পাঁচশত বৎসর চণ্ডী,- দুর্গা, অম্বিকা, সরস্বতী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারোদ্দেশ্যে বহু কাব্যগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার 'বাংলাসাহিত্যের কথা' নামক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে বলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক প্রায় সকল কাব্যই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী-অবলম্বনে রচিত। তখন ঐ কাব্যের সমাদর খুব বেশী ছিল।" দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকামঙ্গল, অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র বসুর দেবীমঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, বালদুর্লভের দুর্গাবিজয়, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল এবং

জগতরাম বন্দ্য ও তৎপুত্র রামপ্রসাদ কর্তৃক রচিত দুর্গাপঞ্চরাত্রি চণ্ডী-অবলম্বনে রচিত। দীনদয়ালের দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি এবং দ্বিজ রামনিধির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী দেবীভাগবত-পুরাণ-অবলম্বনে লিখিত। দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের ভারতীমঙ্গল, কৃষ্ণজীবন মোদকের অম্বিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডিকামঙ্গল, রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত, কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল, নারায়ণদেবের কালিকাপুরাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাব্য। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দুর্গামঙ্গল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। শাক্ত সাধক রামপ্রসাদের প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীত ব্যতীত কালিকামঙ্গল নামে একখানি কাব্য আছে। কালিকামঙ্গল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পরবর্তী। কলিকাতার প্রাচীনতম কবি রাধাকান্ত মিশ্রের শ্যামাসঙ্গীত-কাব্যও উল্লেখযোগ্য। উহা ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

চণ্ডীমঙ্গল নামে বহু শাক্ত কাব্য এই সময়ে বাংলায় রচিত হয়। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত।

চণ্ডীমঙ্গল

সপ্তগ্রাম-নিবাসী মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতৃগণের মধ্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অবিসংবাদিত-ভাবে শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রাজা হইলে তাঁহার উৎসাহে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে মুকুন্দরাম স্বপ্নে দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্য ও

পূজা-প্রচারই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী এবং বণিক ধনপতির উপাখ্যান—এই দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা আছে। এই দেবীমাহাত্ম্য-কাহিনী কোন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই, ইহা বাংলা দেশে বহু দিন হইতে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং দ্বিজ জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী-পাঁচালীতে শুধু ধনপতির উপাখ্যান আছে, কালকেতুর কাহিনী নাই।

মনসামঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল শীর্ষক অন্যান্য শাক্ত কাব্যও বাংলাভাষায় রচিত হইয়াছে।

বাংলায় শাক্ত সাধনস্রোত একদা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে চব্বিশ-প্রহর কালীকীর্তন হইত। উক্ত গ্রামের পুরাতন শ্মশানে বিশালাক্ষী দেবীমন্দিরের পার্শ্বে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল। বাংলার শাক্ত সাধকগণের মধ্যে হালিশহরের রামপ্রসাদ,

**বাংলার শাক্ত সাধনা**

বর্ধমানের কমলাকান্ত, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, তারাপীঠের বামাক্ষেপা, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, মেহেরের সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তাদির শাক্ত সঙ্গীত বাংলাভাষার অমর সম্পদ। এমন সঙ্গীত কোন ভারতীয় ভাষায় নাই। দক্ষিণেশ্বর ও হালিশহরের পঞ্চবটীদ্বয় এবং তারাপীঠাদি সাধনস্থল বাংলাকে তীর্থে পরিণত করিয়াছে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধন অভূতপূর্ব ও সুদূরপ্রসারী। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশে তিনি বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মেই শক্তিবাদ সমধিক সমৃদ্ধ। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রেই শাক্ত দর্শন বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যাত এবং চণ্ডীতে ইহার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র সুবিশাল। শত শত হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আছে। মহাসিদ্ধসার তন্ত্রমতে জগৎ প্রাচীন যুগে বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা—এই তিন ভাগে বিভক্ত। শক্তিমঙ্গলতন্ত্রমতে বিন্ধ্যপর্বত হইতে পূর্বদিকে জাভা দ্বীপ পর্যন্ত সকল দেশ বিষ্ণুক্রান্তা এবং বিন্ধ্যপর্বত হইতে পশ্চিমে পারস্য, মিশর ও রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশ অশ্বক্রান্তা নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

তন্ত্রের প্রাধান্য

সুদূর মিশর দেশেও মহিষাসুরমর্দিনী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। শক্তিমঙ্গল তন্ত্রানুসারে ভারত-ভূমিও তিন ভাগে বিভক্ত। বিন্ধ্যাচল হইতে চট্টলভূমি পর্যন্ত প্রদেশ বিষ্ণুক্রান্তা, বিন্ধ্যাচল হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রদেশ দাক্ষিণাত্য অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্তা এবং বিন্ধ্যাচল হইতে নেপাল, মহাচীন প্রভৃতি দেশ রথক্রান্তা নামে বিখ্যাত ছিল। প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ খানি করিয়া ১৯২ খানি তন্ত্র সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল।

সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সার চণ্ডীর মধ্যে নিহিত। সেই শাক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে চণ্ডী এত সারবতী ও সমাদৃতা। গীতার ন্যায় ইহা হিন্দুর নিত্যপাঠ্য। চণ্ডীপাঠ দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ। মহাভারতের একান্নটী দেবীপীঠস্থানে বা শক্তিসাধনার কেন্দ্রে চণ্ডী নিয়মিতভাবে পঠিত হয়। কুলার্ণবতন্ত্রমতে

তান্ত্রিক ভারত

তান্ত্রিক সাধনাই প্রশস্ত। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট তন্ত্রশাস্ত্রকে শ্রুতি বা বেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব

দ্বিবিধা কীর্ত্তিতা শ্রুতিঃ।” অর্থাৎ শ্রুতি দুই প্রকার—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। একদা সমগ্র ভারত তান্ত্রিক সাধনায় প্লাবিত হইয়াছিল। সকল তীর্থস্থানে দেবীপূজা হইয়া থাকে।

সার জন উডরফ সাহেবের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় বহু হিন্দুতন্ত্র ইংরেজী ভাষায় অনূদিত এবং তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যেও ইদানীং শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমাদর দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিবলোথিকা ইণ্ডিকাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ডক্টর কে. এম্. ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত একটি বিস্তৃত ভূমিকা আছে। উহাতে চণ্ডীর তারিখ, উৎপত্তি-স্থান প্রভৃতি বিষয় সর্বপ্রথম আলোচিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক এফ. ইডেন. পার্জিটার সাহেব এবং কলিকাতার শ্রীমন্মথনাথ দত্ত সমগ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও তদন্তর্গত চণ্ডী ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পার্জিটারের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পার্জিটার তাঁহার অনুবাদে যে বিস্তৃত উপক্রমণিকা দিয়াছেন তাহাতেও চণ্ডীর উৎপত্তি-কাল ও জন্মস্থানাদি বিষয় বিশদ্ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গীতা যেমন মহাভারতের অংশ, চণ্ডী তদ্রূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নামই ‘চণ্ডী’। দেবীমাহাত্ম্য ও দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডীর অপর দুইটি নাম। দুর্গাহোমে সপ্তশত আহুতি-প্রদানের নিমিত্ত শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশত মন্ত্রে বিভক্ত হইয়াছে। এই কারণে ইহার একটি নাম সপ্তশতী। কিন্তু দেবীমাহাত্ম্যই

ইহার মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত নাম। ইহাতে সাতশত মন্ত্র, অথবা ৫৭৮টি শ্লোক আছে। রুদ্রযামল তন্ত্রের 'রুদ্রচণ্ডী' এবং বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' দেবীমাহাত্ম্য-অবলম্বনেই লিখিত। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধনের 'দেবীশতক'ও উল্লেখযোগ্য।

দেবীশতকের উপর মহাভাষ্যটীকাকার কৈবটের টীকা আছে। আনন্দবর্ধন ধ্বনিপ্রস্থাপনাচার্য নামে অভিহিত এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রধান স্তম্ভ। বাঙ্গালী পণ্ডিত শরণদেব ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণ-বিচারের জন্য চণ্ডী হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দশম শতাব্দীতে প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত একখানি চণ্ডী পাইয়াছেন। ৮ম শতাব্দীতে জিনসেন তাঁহার আদিপুরাণে সকল হিন্দু-পুরাণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ডক্টর ভাণ্ডারকর বলেন, "সপ্তম শতাব্দীর 'গথমঙ্গলইড' (Gothmongoloid) অক্ষরে চণ্ডীর প্রসিদ্ধ শ্লোক 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ... ...' লিখিত হইয়াছিল। দণ্ডী, ভবভূতি ও বাণভট্ট ৭ম শতাব্দীতে তাঁহাদের গ্রন্থে চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ৬৭৮ খ্রীঃ রবিসেন তৎকৃত 'জৈন পদ্মপুরাণে' মার্কণ্ডেয়-পুরাণ-প্রমুখ হিন্দু পুরাণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নাগার্জুনী গুহায় এক শিলালিপিতে 'দেবীকর্তৃক অবজ্ঞাভরে মহিষাসুরের মস্তকে চরণস্থাপন' লিখিত হইয়াছিল। উপরি-উক্ত পার্জিটার সাহেবের মতে চণ্ডী খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। অতএব প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্র 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' ও 'চণ্ডী' একই শতাব্দীতে সৃষ্ট। বারাহীতন্ত্র,

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাচীনতা

স্কন্দপুরাণ, দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, বামন-পুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণাদিতে চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। চণ্ডীর ১১।৪২ মন্ত্রে আছে যে, দেবী নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভে আবির্ভূতা হইবেন। ইহা হইতে মনে হয়, ভাগবতের পূর্বে চণ্ডী রচিত। 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থে চণ্ডীর উল্লেখ আছে। সুতরাং চণ্ডী সম্ভবতঃ ৩য় শতাব্দীতে বা তৎপূর্বে রচিত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে শকগণ মধ্যদেশের ( মধ্যভারতের ) অধিবাসী। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মথুরা অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্বে ও পরে শক্তিশালী শকগণ বাস করিতেন। ৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজবংশের উদ্ভবের পূর্বেই উক্ত শকবংশ অন্তর্হিত হয়। সেই জন্য রাজপুতনা মিউজিয়ামের কিউরেটরের অভিমত এই যে, চণ্ডীর উৎপত্তি-কালকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৩৫০ অব্দের মধ্যে নির্দেশ করা অযৌক্তিক নহে। চণ্ডীর ৮ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে মৌর্যশব্দের এবং ১ম অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্রে কোলাবিধ্বংসী শব্দের উল্লেখ আছে। কোন কোন টীকাকারের মতে যবনগণই কোলাবিধ্বংসী। মৌর্যগণের আবির্ভাব ও যবনগণের আগমন খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। এই যুক্তিতে চণ্ডীর উৎপত্তি-কাল খ্রীষ্টপূর্ব বা খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ধরিলে অমূলক হয় না। চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রক্ষিপ্ত নহে, উক্ত পুরাণের প্রকৃত অংশ অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নানা যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী নর্মদা-অঞ্চলে বা উজ্জয়িনীতে উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন

শাস্ত্রী ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ বাংলাদেশই চণ্ডীর জন্মস্থান। ভারতবর্ষে প্রচলিত গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মীরী ও বিলাসী— এই চারি প্রকার তন্ত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় মতের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক। পাল রাজাদের সময় বাংলায় তন্ত্রের বিপুল প্রভাব ছিল। একটী তন্ত্রে আছে—'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা' অর্থাৎ গৌড়ে (বঙ্গদেশে) তন্ত্রবিদ্যার উদ্ভব হয়। বরদাতন্ত্রের ১০ম পটলে বাংলা অক্ষরের বর্ণনা আছে। আবার অধিক সংখ্যক প্রাচীন পীঠস্থানগুলি বঙ্গভূমিতেই অবস্থিত। বাংলার অধিকাংশ ভূভাগ দীর্ঘকালের জন্য জঙ্গলপূর্ণ ছিল। এই সকল জঙ্গলের আদিম অধিবাসিগণকে 'কিরাত' বা 'শবর' বলিত। 'কাদম্বরী', 'হরিবংশ', 'দশকুমার-চরিত', 'ভবিষ্যোত্তরপুরাণ', 'কালিকা-পুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থের অভিমত এই যে, চণ্ডী-বর্ণিত দেবতা কিরাত ও শবরগণেরই উপাস্যা দেবী ছিলেন। সুতরাং কিরাত দেশেই অর্থাৎ বাংলাদেশেই চণ্ডীর আবির্ভাব বলিয়া মনে হয়। পুরাণের অংশ হইলেও চণ্ডী তন্ত্রশাস্ত্ররূপে গৃহীত। যখন প্রধান প্রধান সকল তন্ত্রই বাংলায় উৎপন্ন তখন চণ্ডীও সম্ভবতঃ বাংলায়ই উদ্ভূত। বাংলার পূর্ব সীমান্তে চট্টল শহর হইতে দশ বার মাইল দূরে করালডাঙ্গা পাহাড়ে অবস্থিত মেধসাশ্রম কি চণ্ডীতে উক্ত মেধা মুনির আশ্রম? উপরি-উক্ত মতের অনুকূলে আর একটি বলবান যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। চণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে আছে— সুরথ ও সমাধি মহামায়ার 'মহীময়ী' মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা

বাংলাই চণ্ডীর জন্মস্থান

করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে দুর্গামূর্তি-নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। মহীময়ী মূর্তি বাংলাদেশে প্রচলিত মৃন্ময়ী প্রতিমা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে মৃন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজার প্রচলন নাই। অন্যান্য প্রদেশে ধাতু, কাষ্ঠ বা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত মূর্তিপূজাই সমধিক প্রচলিত।

বাংলাদেশে প্রতিমায় দুর্গা-পূজা সহস্র বৎসরাধিক প্রাচীন

অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে বাংলাদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অন্ততঃ এক সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন। জন-সাধারণের বিশ্বাস, প্রতিমায় দুর্গাপূজা নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারাই আরম্ভ হয়। কিন্তু এই প্রবাদ ভিত্তিহীন। আলীবর্দী খাঁ এবং তৎদৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। অথচ বাংলার উক্ত নবাব-দ্বয়ের শাসনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হন। রঘুনন্দনের (১৫০০—১৫৭৫) 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' নামক একটি প্রকরণ আছে এবং তাঁহার 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি পূর্বতন পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তৎপরবর্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণ-রচিত নিবন্ধের নাম 'দুর্গার্চ্চনকৌমুদী'। মিথিলার প্রসিদ্ধ

স্মার্ত পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র ( ১৪২৫-১৪৮০ ) তাঁহার 'ক্রিয়া-চিন্তামণি' এবং 'বাসন্তীপূজাপ্রকরণ' গ্রন্থদ্বয়ে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। বাচস্পতি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ( ১৩৭৫-১৪৫০ ) তাঁহার 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থে ১৪৭৯ খ্রীঃ মৃন্ময়ী দেবীর পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও উক্ত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না তথাপি তৎপ্রদত্ত পূজাপদ্ধতি বর্তমানে বহু শাক্ত পরিবারে চলিয়া আসিতেছে। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথের 'দুর্গোৎসব-বিবেক' গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) 'দুর্গোৎসব-বিবেক' ও 'বাসন্তীবিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব-প্রয়োগ' নামক তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমূতবাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসবনির্ণয়' গ্রন্থে মৃন্ময়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। শূলপাণি তাঁহার পূর্ববর্তী স্মৃতিনিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্রীকরের বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্ম দেবের প্রধান মন্ত্রী। বিরারের রাজা মহারাষ্ট্রদেশীয় বর্গীসর্দার রঘুজী ভোঁসলে বাংলায় চৌথ আদায় করিতে আসিয়া কাটোয়া শহরে বঙ্গীয় প্রথামতে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। উপর্যুক্ত প্রমাণসমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, প্রতিমায় দুর্গাপূজা বাংলাদেশে দশম বা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল।

গীতার ন্যায় চণ্ডীরও প্রায় ত্রিশটি টীকা আছে। আত্মারাম ব্যাস, আনন্দপণ্ডিত, একনাদ ভট্ট, কামদেব, কাশীনাথ, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, গোপীনাথ, গোবিন্দ-রাম, গৌড়পাদ, গৌরীবর চক্রবর্তী, জগদ্ধর, জয়নারায়ণ, জয়রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ চক্রবর্তী, পীতাম্বর মিশ্র, ভগীরথ, ভাস্কর রায়, ভীমসেন, রঘুনাথ মস্করী, রবীন্দ্র, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, রামানন্দ তীর্থ, ব্যাসাশ্রম, বিদ্যাবিনোদ, বৃন্দাবন শুক্ল, বিরূপাক্ষ, শঙ্কর শর্মা ও শিবাচার্য চণ্ডীর উপর টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের টীকাবলীর হস্ত-লিখিত গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। বাংলার বিখ্যাত শাস্ত্রানুবাদক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের 'দেবীভাষ্য' নামে টীকাখানি অতি বিশদ। বাঙ্গালী পণ্ডিত গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক টীকাও হৃদয়গ্রাহী। উক্ত টীকাদ্বয় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভাস্কর রায়ের গুপ্তবতী টীকা, নাগোজী ভট্টের টীকা, জগচ্চন্দ্রিকা টীকা, দংশোদ্ধার টীকা, শান্তনবী টীকা ও চতুর্ধরী টীকা—এই ছয়টী টীকা-সম্বলিত চণ্ডীর একটি উপাদেয় সংস্করণ বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস প্রকাশ করিয়াছেন। বরিশালের ৺সত্যদেব ঠাকুর-বিরচিত চণ্ডীর বাংলা ভাষ্য 'সাধনসমর' অতি চমৎকার ও মৌলিক। চণ্ডীর উপর গৌড়পাদের 'চিদানন্দ-কেলিবিলাস' নামক টীকা ছিল। ভাস্কর রায় তাঁহার 'ললিতাসহস্রনাম ভাষ্যে' চিদানন্দ-কেলিবিলাসের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়পাদ-রচিত উক্ত টীকার সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাঞ্জোরে রক্ষিত ছিল। এখন কবচ, কীলক ও অর্গলার টীকা ব্যতীত উহার অপর অংশ অপহৃত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকাবলী

নাগোজী ভট্ট ও ভাস্কর রায় সমসাময়িক ছিলেন। উভয়ের আবির্ভাব-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। উভয়ে সম্ভবতঃ পরস্পর পরিচিত ছিলেন।

নাগোজী ভট্ট পাণিনি-ব্যাকরণ-দর্শন-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য। ভাস্কর রায় নাগোজী ভট্টের নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়াছেন। নাগোজীর 'বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা' ও চণ্ডীর টীকার অংশ-বিশেষ ভাস্কর রায় কর্তৃক স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। নাগোজীর অন্যতম শিষ্য উমানন্দ নাথ ১৭৭৫ খ্রীঃ 'পরশুরামকল্পসূত্রে'র টীকা 'নিত্যোৎসব' রচনা করেন। ভাস্কর রায় স্বয়ং উক্ত টীকা সংশোধন করিয়া দেন। আবার উমানন্দ নাথ 'ভাস্করবিলাস' নামে ভাস্করের একটি জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। উহা সম্প্রতি বোম্বাই নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত ভাস্কর রায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ললিতা-সহস্র-নাম ভাষ্যে'র পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নাগোজী ভট্ট একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। তাঁহার পিতা ছিলেন শিব ভট্ট, মাতা সতী এবং গুরু হরি দীক্ষিত। শৃঙ্গ-বেরীরাজ রায় ইঁহার প্রতিপালক ছিলেন। ইঁহার পৌত্র মণিরাম ১৮০৪ খ্রীঃ বিদ্যমান ছিলেন। নাগোজী ভট্টের রচিত প্রায় পঞ্চাশখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। কাত্যায়নীতন্ত্র ইঁহারই রচনা। উক্ত তন্ত্রে চণ্ডীর বিস্তৃত মন্ত্রবিভাগকারিকা আছে। নাগোজী ভট্টের চণ্ডীর টীকাও প্রসিদ্ধ। চণ্ডীর ১৩।২৯ মন্ত্রের টীকায় নাগোজী লিখিয়াছেন, 'বক্ষ্যমাণ কাত্যায়নীতন্ত্রাৎ'। উহা হইতে জানা যায় যে, কাত্যায়নীতন্ত্র চণ্ডী-টীকার পরে রচিত। কাত্যায়নীতন্ত্রে চণ্ডীর প্রত্যেক মন্ত্রটি স্পষ্টভাবে বিভাগ করা হইয়াছে। "উক্ত

তন্ত্রে চণ্ডীর প্রয়োগবিধিও প্রসিদ্ধ। বারাহীতন্ত্রে ও রুদ্রযামলে চণ্ডীর মন্ত্রবিভাগ সংক্ষিপ্ত। কাত্যায়নীতন্ত্রসম্মত মন্ত্রবিভাগই এই চণ্ডীতে গৃহীত এবং বিশেষ প্রচলিত। কাত্যায়নীতন্ত্রে আছে—

তস্মাৎ এতৎ পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্তশতীং পরাম্।
অন্যথা শাপমাপ্নোতি হানিং চৈব পদে পদে॥
রাবণাদ্যাঃ স্তোত্রমেতৎ অঙ্গহীনং নিষেবিরে।
হতা রামেণ তে যস্মাৎ নাঙ্গহীনং পঠেৎ ততঃ॥

—চণ্ডীপাঠের সঙ্গে চণ্ডীর ষড়ঙ্গ ( কবচাদিত্রয় ও রহস্যত্রয় ) পাঠ বিধেয়। ষড়ঙ্গহীন চণ্ডীপাঠকের উপর দেবীর শাপ পতিত হয় এবং পদে পদে বিপদ আছে। রাবণাদি অঙ্গহীন চণ্ডী পাঠ করায় রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং সংকল্পপূর্বক অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠ অনুচিত।

শৈব নীলকণ্ঠ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ষড়ঙ্গের উপর শৈব নীলকণ্ঠের ষট্‌ক ব্যাখ্যান আছে। ইহার দুইখানি পুঁথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় আছে। নীলকণ্ঠ তাঁহার দেবীভাগবত-টীকায় সপ্তশত্যঙ্গ-ষট্‌ক ব্যাখ্যানের উল্লেখ বহু বার করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ কাত্যায়নীতন্ত্রেরও একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ২০-২৩ পটলের একটি পুঁথি জাম্মুর রঘুনাথ টেম্পল লাইব্রেরীতে আছে। সপ্তশত্যঙ্গ-ষট্‌ক-ব্যাখ্যানের প্রারম্ভে নীলকণ্ঠ শক্তি-উপাসনার রহস্য সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেবী ব্রহ্মস্বরূপা ও সর্ববেদান্ত-তাৎপর্যভূমি। দেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী। জীবদশার নাশই ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য। জীবত্বনাশই দেবীর সম্মুখে পশুবলির উদ্দেশ্য।

মানুষের অন্তর্নিহিত পশুভাবকে দেবীর চরণে বলি দিয়া দেবভাব-প্রতিষ্ঠাই শাক্ত সাধনার চরম উদ্দেশ্য।

ভাস্কর রায় মখী আধুনিক যুগের একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য। তিনি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, তন্ত্রশাস্ত্র, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, ছন্দ, স্তোত্রাদি বিষয়ে প্রায় ৪৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ললিতাসহস্রনাম-ভাষ্যের' রচনা ১৭৮৫ সংবতের আশ্বিন শুক্লা নবমীতে সমাপ্ত হয়। বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকা 'সেতুবন্ধ'ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। উক্ত টীকা ১৬৫৫ শকের শিবরাত্রি তিথিতে শেষ হয়। বিখ্যাত মীমাংসক চণ্ডদেব কৃত 'ভাট্টদীপিকা' গ্রন্থের উপর ভাস্কর রায় 'ভাট্টচন্দ্রোদয়' নামক টীকা রচনা করেন। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক অপ্পয় দীক্ষিতের নাম ভাস্কর রায় শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিতের শিষ্য ভট্টোজী দীক্ষিত। ভট্টোজীর শিষ্য বরদারাজ কৃত 'মধ্য সিদ্ধান্তকৌমুদীর' উপর ভাস্কর রায়ের 'রসিকরঞ্জিনী' নামক টীকা আছে। ভাস্করের জন্ম হয় ভাগা নগরীতে। তাঁহার পিতা গম্ভীর রায় এবং মাতা কোন মাম্বা। কাশীধামে উপনয়ন হইবার পর তিনি পণ্ডিত নৃসিংহাধ্বরী ও গঙ্গাধর বাজপেয়ীর নিকট নব্যন্যায়াদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আনন্দ নাম্নী বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় এবং পাণ্ডুরঙ্গ নামে তাঁহাদের একটি পুত্র লাভ হয়। নৃসিংহানন্দ নাথের নিকট ভাস্কর শ্রীবিদ্যাপঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি ভাসুরানন্দ নাথ নামে পরিচিত হন। ইহার পর তিনি শিবদত্ত শুক্লের নিকট পূর্ণাভিষেক লাভ করেন। কাশীধামে সোমযাগ সম্পাদন করিয়া

ভাস্কর রায় মখী

স্থানীয় পণ্ডিতসমাজে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার এক সামন্ত শিষ্য চন্দ্রসেনের অনুরোধে তিনি কিছু কাল কৃষ্ণানদীর তীরে বাস করেন। পরে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাধর বাজপেয়ীর সহিত চোলদেশে কাবেরীর দক্ষিণতীরবর্তী তিরুবালঙ্কটু গ্রামে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তাঞ্জোরের মারহাট্টা-রাজ ভাস্করকে কাবেরীর উত্তর তীরবর্তী ভাস্কররাজপুরম্ নামক একখানি গ্রাম দান করেন। এই গ্রামেই তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি পরিণত বয়সে মধ্যার্জুনক্ষেত্রে ( বর্তমান তিরুবিতৈমরুতুরে ) দেহত্যাগ করেন। ভাস্করের চণ্ডীর টীকা 'গুপ্তবতী' বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'গুপ্তবতী' ১৭৪১ খ্রীঃ রচিত হয়। উক্ত টীকা সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্ববহুল। 'গুপ্তবতী'র উপোদ্‌ঘাতে ভাস্কর অপ্পয় দীক্ষিতের অধুনালুপ্ত 'রত্নত্রয়পরীক্ষা' নামক গ্রন্থ হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন। চণ্ডীর টীকাকারগণের মধ্যে একমাত্র ভাস্করই রহস্যত্রয়ের টীকা লিখিয়াছেন। উহাতে শাক্ত দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের আভাস আছে। গৌড়পাদের ন্যায় ভাস্করের দেবীকবচের উপরও একটি টীকা আছে।

রুদ্রযামল তন্ত্রের পুষ্পিকাকল্পে তুর্যখণ্ডে 'রুদ্রচণ্ডী' আছে। ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডী-অবলম্বনে রচিত। উহাতে চণ্ডীর উল্লেখও দেখা যায়। রুদ্র দেবীকে বলিতেছেন, "পূর্বে তোমাকে যে দেবীমাহাত্ম্য বলিয়াছি, তাহা তুমি মনোযোগসহকারে শোন নাই। তাই তোমাকে পুনরায় উহা সংক্ষেপে বলিতেছি।" রুদ্রচণ্ডীর উপর ব্রহ্মা ও কৃষ্ণের অভিশাপ পতিত হয়। সেই জন্য চণ্ডীর দুইটি শাপবিমোচন-মন্ত্র আছে। রুদ্রচণ্ডীর শাপোদ্ধার-

রুদ্রচণ্ডী

মন্ত্র, গায়ত্রী ও কবচ শ্রীশ্রীচণ্ডীর কবচাদি হইতে পৃথক্। রুদ্র-চণ্ডীর তিনটি অবচ্ছেদ আছে। প্রথম অবচ্ছেদ ৪৭-শ্লোকবিশিষ্ট। উহাতে চণ্ডীরহস্য কথিত এবং সমাধি ও সুরথের উপাখ্যান এবং মধুকৈটভাদি-বধ বর্ণিত। মধ্যম অবচ্ছেদ মাত্র ৩৭টি-শ্লোকযুক্ত। উহাতে সাধনরহস্য কথিত। অন্তিম অবচ্ছেদে ১০৫টি শ্লোক আছে। উহাতে রুদ্রচণ্ডী-পাঠের ফল ও প্রলম্বাসুর-বধের উপাখ্যান উক্ত। প্রলম্বাসুরের উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। 'দুর্গাসপ্তশতীর বহুল প্রচারমানসে' সম্ভবতঃ রুদ্রচণ্ডীর উৎপত্তি। উহাকে চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত ও সরল সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোথাও কোথাও উহা এখনও প্রচলিত আছে। রুদ্রচণ্ডীর ধ্যানটি এইরূপ—

রক্তবর্ণাং মহাদেবীং লসচ্চন্দ্রবিভূষিতাম্।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং সর্বালঙ্কারভূষিতাং।
বরাভয়করাং দেবীং মুণ্ডমালাসুশোভিতাং ॥১
কোটীচন্দ্রসমাভাসাং বদনৈঃ শোভিতাং পরাম্।
করালবদনাং দেবীং কিঞ্চিজ্জিহ্বাগ্রলোহিতাং ॥২
স্বর্ণবর্ণমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাং।
অক্ষমালাধরাং দেবীং জপকর্মসমাহিতাম্ ॥৩

—রুদ্রচণ্ডী দেবী রক্তবর্ণা, ললাটে চন্দ্রভূষণা, পট্টবস্ত্র-পরিহিতা, অলঙ্কারশোভিতা, বরাভয়করা, গলে মুণ্ডমালাধারিণী, কোটিচন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময় বদনযুক্তা, করালবদনা, জিহ্বাগ্র কিঞ্চিৎ রক্তলিপ্তা, সুবর্ণ-কান্তি শিবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, জপমালাধরা ও জপে নিযুক্তা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১।৫৫, ৪।১৭, ১১।১০, ১১।১২, ১১।২৪,

১১৷২৯ এবং ১১৷৩৯ শ্লোক-সপ্তককে সপ্তশ্লোকী চণ্ডী বলে। এই সাতটী শ্লোকের অর্থ-ভাবনা করিলেই চণ্ডীতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

চণ্ডীর অন্যান্য টীকাকার পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেও পণ্ডিতপ্রবর ভাস্কর রায় দীক্ষিত তাঁহার 'গুপ্তবতী' টীকাতে শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারাই শাক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাই গুপ্তবতী টীকার বৈশিষ্ট্য। উক্ত টীকাতে 'চণ্ডী' আখ্যার নিম্নোক্ত অর্থ করা হইয়াছে। এই দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডী দেবীর স্বরূপবাচক মন্ত্র-শরীররূপে নানা তন্ত্রে প্রসিদ্ধ। এইজন্য ইহার নাম চণ্ডী।

চণ্ডীর সপ্তবতী নমের সার্থকতা

চণ্ড =চণ্ড+( স্ত্রীলিঙ্গে ) ঈপ্ =পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম। 'চণ্ডভানু', 'চণ্ডবাদ' ইত্যাদি পদে 'চণ্ড' শব্দটি ইয়ত্তা বা সীমা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অসাধারণ গুণশালিত্ব-অর্থে সূচিত হইয়াছে। ধর্ম ও ধর্মী, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন হইলেও ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মশক্তিই চণ্ডী। সৃজনোন্মুখ ব্রহ্মের ঈক্ষণাদি সমস্ত ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী, আদ্যাশক্তি, মহামায়া প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ'—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মধর্ম ও ধর্মীব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক অভিন্নরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মের ধর্মত্বহেতু এই জ্ঞানাদি শক্তিত্রয়রূপে অভিহিত হয়। এই ধর্ম পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রোক্ত চোদনালক্ষণ জড়ধর্ম নহে। পরন্তু উহা ব্রহ্মধর্ম বা চিৎশক্তি। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিভূতা ব্রহ্মাভিন্না তুরীয়া দেবীই চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা। তন্ত্রান্তরে চণ্ডী দেবীর অন্যান্য বহু নাম আছে। ব্যষ্টিভূতা জ্ঞানশক্তি,

ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহালক্ষ্মী নামে নির্দিষ্টা হইয়াছেন। সেই পরম সত্তা চণ্ডীই বিশ্বব্যাপিনী এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিরূপিণী। এই দেবীর সত্তা পারমার্থিকা ও ত্রিকালাবাধিতা।

মহামায়াতত্ত্বই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপা চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়ও মহামায়ার স্বরূপ। এই চণ্ডীর পাদটীকায় নানা স্থানে মহামায়ার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণিত এবং বিভিন্ন তন্ত্র হইতে বাক্যোদ্ধারপূর্বক নিঃসংশয়ে সমর্থিত। মহামায়া-তত্ত্বটি নানা শাস্ত্রে কিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মহামায়া' নামক তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের 'মা' নামক গ্রন্থখানিও চণ্ডী-তত্ত্বের একটি সুললিত ব্যাখ্যা। মহামায়া শব্দ চণ্ডীতে আট বার ব্যবহৃত হইয়াছে। চণ্ডীতে যোগমায়া শব্দটির উল্লেখ নাই। কিন্তু মহামায়া শব্দের পরিবর্তে যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া শব্দদ্বয়ের ব্যবহার কয়েক বার দেখা যায়। অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে মহামায়া, যোগমায়া, যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া এই শব্দচতুষ্টয় একার্থবোধক। গীতাতে যোগমায়া শব্দটি মাত্র একবার আছে। গীতায় ভগবান বলিতেছেন যে, অবতারপুরুষ যোগমায়া-সমাবৃত হইয়াই লীলাদি কার্য করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া শব্দের বহু বার উল্লেখ আছে। মহামায়া কাত্যায়না-শ্রমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে তিনি কাত্যায়নী নামেও অভিহিতা। এই কাত্যায়নীই ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্রজাঙ্গনাগণ মনোমত পতিলাভের

চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়

জন্য তাঁহার আরাধনা করিতেন। ব্রজকুমারীগণ প্রার্থনা করিতেন—

> কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
> নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

অর্থাৎ হে কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনি অধীশ্বরি দেবি, নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণকে আমার পতি কর। তোমাকে নমস্কার করি। ভাগবতে কাত্যায়নী দেবীকে চণ্ডিকা, ভদ্রকালী, নারায়ণী প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে মহামায়া ও যোগমায়া পৃথক।

বেদান্তের মায়া ও তন্ত্রের মহামায়া সমানার্থক নহে। বেদান্তের মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইহার কেবল ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু তন্ত্রের মহামায়া ত্রিকালাবাধিত-সত্তারূপিণী ব্রহ্মময়ী। অবশ্য, বেদান্ত ও তন্ত্রে কোন বিরোধ নাই। কারণ প্রথমটি সিদ্ধান্তশাস্ত্র ও দ্বিতীয়টি সাধন-শাস্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদ একটি বাক্যেই মহামায়া-তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই কালী ও কালীই ব্রহ্ম। যাঁহাকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম বলেন, তান্ত্রিকগণ তাঁহাকেই জগজ্জননী মহামায়ারূপে আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ও মহামায়া অভেদ।

ভাস্কর রায় তাঁহার গুপ্তবতী টীকার উপোদ্ঘাতে শাক্ত সিদ্ধান্তটি অতি সুন্দরভাবে নিম্নোক্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শাক্ত সিদ্ধান্ত

এক অদ্বিতীয় নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ মায়ার আবরণে ধর্ম এবং ধর্মিরূপে প্রতিভাসিত হন। নানা উপনিষদে ব্রহ্মের

ঈক্ষণ বহুভাবে বর্ণিত। এই ঈক্ষণই ব্রহ্মের নিত্য-জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া। ইহাকে সার জন উড্রফ creative imagination বলিয়াছেন। এই জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াই ব্রহ্মধর্ম। ধর্ম স্বরূপতঃ ধর্মী হইতে অভিন্ন। অগ্নি ও তাহার উত্তাপকে যেমন পৃথক করা যায় না, ধর্মও ধর্মী হইতে তদ্রূপ স্বতন্ত্র হয় না। এই ধর্মের অপর নাম শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যেমন জল ও তাহার তরলতা, দুগ্ধ ও তাহার শ্বেতত্ব, মণি ও তাহার জ্যোতিঃ, সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তি তেমনি অভেদ। যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম।" রামপ্রসাদ বলেন, "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" গতিহীন ও গতিশীল সর্প যেমন একই, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্মও তদ্রূপ এক। ব্রহ্মধর্ম উপাসকভেদে পুরুষরূপে বা নারীরূপে প্রতিভাত হন। পুরুষরূপে তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিই ব্রহ্মা, স্থিতিশক্তিই বিষ্ণু এবং সংহার-শক্তিই শিবরূপে উপাসিত হন। ব্রহ্মধর্ম নারীরূপে আদ্যাশক্তি ভবানী। স্বচ্ছ স্ফটিকে লাল জবাফুলের প্রতিবিম্ব পড়িলে যেমন উহা লাল দেখায়, তদ্রূপ ধর্মের কর্তৃত্বাদি গুণের প্রভায় নিষ্ক্রিয় ধর্মীও কর্তৃত্বাদি-বিশিষ্টরূপে প্রতীত হন। ব্রহ্মরূপ ধর্মীর ধর্ম জড় নহে, জীবও নহে। পরন্তু উহা চিতি, চৈতন্য। চণ্ডীতে (৫।৩৪) আছে—'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ' অর্থাৎ চিতিরূপে আদ্যাদেবী সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। শক্তিসূত্রেও বলা হইয়াছে—'চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বোৎপত্তিহেতুঃ' অর্থাৎ চিৎশক্তিই স্বতন্ত্ররূপে জগৎসৃষ্টির কারণ। শাক্ত সিদ্ধান্তের মতে চিৎশক্তিই জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদান্তমতে

মায়াশক্তিশবলিত ব্রহ্মই জগৎ প্রসব করেন। এই বিষয়ে উভয় সিদ্ধান্তে মূলতঃ ভেদ নাই। উভয় মতের পার্থক্য এই যে, বেদান্তমতে ব্রহ্মধর্ম মায়িক। কিন্তু শাক্তমতে ধর্মী ও ধর্ম, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এক ; ধর্ম চিদ্রূপা, পারমার্থিক। শাক্ত সিদ্ধান্তের সারতত্ত্ব এই যে, মহাশক্তি ব্রহ্মধর্মরূপা। ধর্ম জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া চিদ্রূপিণী, সদ্রূপিণী ও আনন্দময়ী এবং এই জগৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণাম।

চণ্ডীর বাক্যাবলীদ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়, দেবীকে চণ্ডীর ১।৫৪ মন্ত্রে জগন্মূর্তি, ১।৭৭ মন্ত্রে জগন্ময়ী, ১১।৪ মন্ত্রে মহীস্বরূপা এবং ১১।৩৩ মন্ত্রে বিশ্বরূপা বলা হইয়াছে। ইহাই বিশ্বদেবীর বিরাট রূপ। টীকাকার নাগোজী ভট্টের মতে এই সকল বাক্যে দেবীর জগদতিরিক্ত মুখ্য শরীরাভাব ধ্বনিত এবং দেবী জগদাশ্রয়ভূতা মহাশক্তি। শাক্ত সিদ্ধান্ত বিবর্তবাদ অপেক্ষা পরিণামবাদের অধিকতর সমীপবর্তী। মুণ্ডক উপনিষদে ( ২।২।১১ ) আছে, 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্' —এই জগৎ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই। পূজার আসনশুদ্ধির মন্ত্রে পৃথিবী দেবীরূপে সম্বোধিতা। দেবীসূক্তের শেষে আছে যে, ব্রহ্মময়ী দেবী পৃথিবী ও আকাশের অতীত হইয়াও পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। মহামায়া দেবী মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী—এই তিন রূপে প্রকাশিতা। মহাকালী তামসী ও ঋগ্বেদরূপা। মহালক্ষ্মী রাজসী ও যজুর্বেদরূপা এবং মহাসরস্বতী সাত্ত্বিকী ও সামবেদরূপা। সরস্বতী বাংলায় মরালবাহনা, দাক্ষিণাত্যে ময়ূরবাহনা।

সচ্চিদানন্দময়ী দেবীর গুণভেদে তিনটি ব্যষ্টিরূপ মূলতঃ এক ও অভেদ। শাস্ত্রে আছে—

মহাসরস্বতী চিতে মহালক্ষ্মী সদাত্মকে।
মহাকাল্যানন্দরূপে তত্ত্বজ্ঞানসুসিদ্ধয়ে॥
অনুসন্দধ্মহে চণ্ডি বয়ং ত্বাং হৃদয়াম্বুজে॥

অর্থাৎ মহাসরস্বতী চিদ্রূপা, মহালক্ষ্মী সদ্রূপা এবং মহাকালী আনন্দরূপা। হে চণ্ডিকে, তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য তোমাকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করি। দেবীভাগবতে আছে—

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্যচ।
যোঽসৌ সাহম্ অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

—অর্থাৎ আমি ও ব্রহ্ম এক। উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমি। আমি যাহা, তিনিও তাহাই। এই ভেদ ভ্রমকল্পিত, বাস্তব নহে।

দেবীর নামাবলী

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর নিম্নোক্ত নামাবলী আছে—চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, নারায়ণী, শাকম্ভরী, সরস্বতী, সনাতনী, মহামায়া, শতাক্ষী, রক্তদন্তিকা, ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, বিশ্বেশ্বরী, দেবজননী, বেদজননী, সাবিত্রী, মহাদেবী, মহাসুরী, পরমেশ্বরী, তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী, শিবা, সিংহবাহিনী, খড়্গিনী, কালী, গদিনী, ভদ্রকালী, শঙ্খিনী, শূলিনী, চক্রিণী, চাপিনী, অম্বিকা, ঈশ্বরী, বরদা, শ্রী, মহেশ্বরী, ত্রয়ী, দুর্গা, গৌরী, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, অপরাজিতা, মহাসুরী, পার্ব্বতী, কল্যাণী, ভীমাক্ষী, ভৈরবনাদিনী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী, কাত্যায়নী, সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী, ইত্যাদি।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ‘Eastern

Indian School of Medieval Sculpture' নামক গ্রন্থে (১১৪ পৃষ্ঠায়) বলেন, "উত্তর-ভারতে যত পার্বতী ও দুর্গামূর্তি পূজিতা হন তন্মধ্যে অষ্টভুজা, দশভুজা ও দ্বাদশভুজা প্রতিমাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যভারতে নগোদরাজ্যে ও বোম্বাই-প্রদেশান্তর্গত বিজাপুরের বাদামীতে মহিষমর্দ্দিনী-মূর্তি দশভুজা। মহিষমর্দিনীর দশভুজা, ষড়্ভুজা ও দ্বাদশভুজা মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। কাশী হইতে আনীত এবং রাজসাহী বরেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটীতে রক্ষিত দুর্গামূর্তি ষড়্ভুজা। দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে প্রাপ্ত ধাতুনির্মিত দেবী-মূর্তি দ্বাদশভুজা। তবে দশভুজা দেবীমূর্ত্তির প্রচলনই ব্যাপক।

দেবীর মূর্তি

দেবীর মহিষমর্দ্দিনী মূর্তিই বঙ্গদেশে পূজিত এবং সমগ্র ভারতে প্রচলিত। জাভা দ্বীপেও উক্ত মূর্তি পরিদৃষ্ট হয়। খ্রীষ্ট্রীয় ৪র্থ শতকের মহিষমর্দ্দিনী-মূর্তি মধ্য-ভারতের উদয়গিরি গুহাতে আছে। উহা দ্বাদশভুজা ও সম্ভবতঃ প্রাচীনতম মহিষমর্দ্দিনী-মূর্তি। মধ্য-ভারতের ভুমারস্থ শিবমন্দিরে খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকের দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা মহিষমর্দ্দিনী-মূর্তি আছে। মহাবলীপুরমের মহিষমর্দ্দিনী-মণ্ডপে খ্রীঃ ৭ম শতকের অষ্টভুজা মূর্তি অঙ্কিত আছে। ইলোরাতে অনুরূপ মূর্তি দৃষ্ট হয়। ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার একটী সুন্দর অষ্টভুজা মূর্তি আছে। কিন্তু বাংলায় দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী-মূর্তিই সর্ব্বত্র প্রচলিত ও পূজিত।

মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি

মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা, মহাকালী দশভুজা ও মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। বৈকৃতিকরহস্যের মতে দেবী সহস্রভুজা হইলেও

তিনি অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা ও ধ্যেয়া। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। সুতরাং দেবী অনন্তভুজা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী। চণ্ডীর অন্য এক স্থলে দেবীকে সহস্রনয়না অর্থাৎ বিশ্বতশ্চক্ষু বলা হইয়াছে। চণ্ডীর ৫ম অধ্যায়ে দেবতাগণ মহামায়াকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছেন যে, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, মাতা, তুষ্টি ও ভ্রান্তিরূপে দেবী সর্বভূতে বিরাজিতা। শুধু তাহাই নহে, মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গে এবং বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে দেবী প্রকাশিতা।

মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হইলেও নারীমূর্তিতে তাঁহার সমধিক প্রকাশ—ইহা চণ্ডীর নারায়ণীস্তুতিতে উক্ত। দেবীর অংশে নরীমাত্রেরই জন্ম। অল্পবয়স্কা, সমবয়স্কা বা বয়োবৃদ্ধা নারীমূর্তি জগদম্বার জীবন্তবিগ্রহ। প্রত্যেক নারীতে মাতৃবুদ্ধি করা এবং প্রত্যেক নারীকে দেবীমূর্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই জন্যই দুর্গাপূজাতে কুমারীপূজার বিধি। প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব চিন্তা করা যেমন আবশ্যক, নারীমূর্তিতে দেবীর প্রকাশ অনুধ্যান করাও তেমনি কর্তব্য। সেই জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সহধর্মিণী সারদাদেবীকে জগজ্জননীজ্ঞানে ফুল, চন্দন ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়াছিলেন। হরি ওঁ।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

# চণ্ডীপাঠের বিধি

সংযত ব্যক্তি প্রাতঃকালে স্নানান্তে সন্ধ্যা ও আহ্নিকাদি নিত্যকর্ম সমাপনপূর্বক উত্তরমুখে বা পূর্বমুখে শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তিভাবে ও একাগ্রচিত্তে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থবোধ সহিত চণ্ডীপাঠ করিবেন। প্রথমতঃ আচমন ও স্বস্তিবাচনাদি করিয়া গুরু-স্মরণ বা গুরু-পূজাপূর্বক এইরূপে সংকল্প করিতে হয়, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা সর্বাপচ্ছান্তিপূর্বকঃ শ্রীচণ্ডিকাপ্রীতিকামঃ (মনোঽভীষ্ট-সিদ্ধিকামো বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত "ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ—সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ঃ" ইত্যারভ্য "সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ" ইত্যন্তং দেবী-মহাত্ম্যং সকৃৎ (একা বৃত্তি) [ বা দ্বিঃ বা ত্রিঃ = দুই বা তিন বার ] পাঠকর্মাহং করিষ্যে ( পরার্থে—করিষ্যামি) ।

অনন্তর আসন-শুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি, পুষ্প-শুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজান্তে হ্রীঁ মন্ত্রে তিনবার প্রাণায়াম-পূর্বক জলে[১] চণ্ডীর পূজা করিবে। পূজার পূর্বে ন্যাসাদি এইরূপে করিতে হয়— যথা :

---

১ অথ পূজাধার-নিরূপণম্—
লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং পুস্তকস্থাং তথৈব চ।
মণ্ডলস্থাং মহামায়াং যন্ত্রস্থাং প্রতিমাসু চ।
জলস্থাং বা শিলাস্থাং বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—ওঁ অস্য শ্রীসপ্তশতীস্তোত্রমন্ত্রস্য নারদঋষি-র্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তির্দেবতা হ্রীঁ বীজং স্বাহা শক্তির্মমেষ্ট-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হ্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

করন্যাসঃ—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাসঃ—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

পরে হ্রীঁ মন্ত্রে সাতবার ব্যাপকন্যাস করিবে। ন্যাসান্তে দেবীর ধ্যান করিবে। [ ৮-১১ পৃষ্ঠায় চণ্ডিকার ধ্যানচতুষ্টয় দ্রষ্টব্য। ]

---

অন্যচ্চ—

যত্রাপরাজিতা পুষ্পং জবাপুষ্পঞ্চ বিদ্যতে।
করবীরে শুক্লরক্তে দ্রোণঞ্চ যত্র তিষ্ঠতি।
তত্র দেবী বসেন্নিত্যং তদ্ যন্ত্রে চণ্ডিকার্চনম্॥

—ইতি পুষ্পযন্ত্রপ্রমাণম্

চণ্ডিকার পূজাধার-নিরূপণ— যথা :

পরমেশ্বরী মহামায়া দেবীকে বাণলিঙ্গে, চণ্ডীপুস্তকে, মণ্ডলে, যন্ত্রে, প্রতিমাতে, বিষ্ণুশিলায় ( শালগ্রামে ) বা জলে পূজা করিবে।

যথায় অপরাজিতা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী ও দ্রোণপুষ্প থাকে, তথায় চণ্ডিকাদেবী নিত্য বাস করেন। সুতরাং এই সকল যন্ত্র-পুষ্পে দেবীর পূজা করিবে।

দেবীর ধ্যানান্তে মানস পূজা করিবে। অনন্তর দেবীর আবাহন করিবে। যথা—"ওঁ হ্রীং চণ্ডিকে দেবী ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব। ইহ সন্নিহিতা ভব, ইহ সন্নিহিতা ভব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, দেবি! মম পূজাং গৃহাণ।" পরে কৃতাঞ্জলিপূর্বক পাঠ করিবে—"ওঁ দেবেশি ভক্তি-সুলভে পরিবার-সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব।" পরে 'ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ'—এই মন্ত্রে দেবীর অন্ততঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া 'ওঁ ঐঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ত্রিপুরায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ক্লীঁ'—এই চণ্ডীগায়ত্রী (বা উপরোক্ত মন্ত্র বা বৈদিক গায়ত্রী বা দীক্ষামন্ত্র) জপ ও পুনরায় দেবীর ধ্যান করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

পরে 'ওঁ দেবী-মাহাত্ম্য-পুস্তকায় নমঃ' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে চণ্ডী-পুস্তকের পূজা করিয়া হ্রীং এই শক্তি-বীজ-মন্ত্র ১০৮ বার জপপূর্বক নবার্ণ মন্ত্র, উৎকীলন মন্ত্র ও শাপোদ্ধার মন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর যথাক্রমে অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব ও দেবীকবচ এবং রাত্রিসূক্তাদি পাঠ[১] করিয়া চণ্ডীপাঠ করিবে।

---

১ অর্গলাং কীলকং চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষঃ শিবোদিতঃ॥
—কেরলীয় তন্ত্র-বাক্য

অর্থাৎ, অর্গলাস্তোত্র ও কীলকস্তব-পাঠান্তে দেবীকবচ পাঠ করিবে। পশ্চাৎ চণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করিবে। চণ্ডীপাঠের এই ক্রম শিবকথিত।

রাত্রিসূক্তং জপেৎ আদৌ মধ্যে চণ্ডিস্তবং পঠেৎ।
প্রান্তে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তমিতি ক্রমঃ॥—মরীচিকল্পধৃত বচন

পুস্তক না দেখিয়া কণ্ঠস্থা চণ্ডীর বিশুদ্ধভাবে বাচনই সর্বোত্তম। তাহাতে অক্ষম হইলে আধারে পুস্তক স্থাপনপূর্বক পূজান্তে নাতি উচ্চ, নাতি মৃদু স্বরে, নাতি দ্রুত, নাতি বিলম্বিত বেগে অর্থবোধ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে পঠনই প্রশস্ত। প্রত্যেক চরিত্রপাঠের পূর্বে সেই চরিত্রের ধ্যান-পাঠ ও সেই মূর্তির ধ্যান করিতে হয়। চণ্ডীপাঠান্তে দেবীসূক্ত ও চণ্ডীপাঠাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র পাঠ ও দেবীর ধ্যান করিয়া এক গণ্ডুষ জল লইয়া 'ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেবী ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥'—এই মন্ত্রে দেবীর বাম হস্তের উদ্দেশ্যে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

## নবার্ণ-মন্ত্রঃ

যথা—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ।

অথবা—ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।—এই মন্ত্ররাজ যথাশক্তি জপ করিবে। সমর্থ সাধক এই উভয় মন্ত্রই জপ করিবে।

শক্তিমন্ত্রের মধ্যে নবার্ণ মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। নবার্ণ=নব+অর্ণ; অর্ণ অর্থে বর্ণ। স্বর্ণ (সু+অর্ণ) শব্দেও অর্ণ বর্ণবাচক। নবার্ণ মন্ত্রে নয়টী বর্ণ আছে বলিয়া উক্ত মন্ত্রের এই নাম হইয়াছে। ডামরতন্ত্রে নবার্ণ মন্ত্রের নিম্নোক্ত অর্থ উল্লিখিত আছে :

নির্ধূতনিখিলধ্বান্তে নিত্যমুক্তে পরাৎপরে।
অখণ্ডব্রহ্মবিদ্যায়ৈ চিৎসদানন্দরূপিণি ॥
অনুসন্দধ্মহে নিত্যং বয়ং ত্বাং হৃদয়াম্বুজে।
ইত্থং বিশদয়ত্যেষা যা কল্যাণী নবাক্ষরী ॥
অস্যা মহিমলেশোঽপি গদিতুং কেন শক্যতে।
বহূনাং জন্মনামন্তে প্রাপ্যতে ভাগ্যগৌরবাৎ ॥ ইত্যাদি

[—অজ্ঞানান্ধকারনাশিনি, নিত্যমুক্তা, পরাৎপরা, অখণ্ডব্রহ্ম-বিদ্যারূপিণি, চিদানন্দস্বরূপিণি জননি! আমরা হৃৎপদ্মে তোমাকে সদা অনুধ্যান করি। নবাক্ষরী (নবার্ণ) কল্যাণদায়িনী মন্ত্রের এই প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্যও বর্ণনা করা সম্ভব নহে। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে এই মন্ত্ররাজের মহিমা অনুভূত হয়। ]

ব্রহ্মশক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দভেদে ত্রিবিধরূপে কল্পিতা। তন্মধ্যে চিৎ বা জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক বলিয়া ঐঁ বীজের অর্থস্বরূপে 'নির্ধূতনিখিলধ্বান্তে' পদ দ্বারা চিদ্রূপা মহাসরস্বতীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'নিত্যমুক্তা' পদ দ্বারা হ্রীঁ বীজের অর্থভূতা সদ্রূপাত্মিকা মহালক্ষ্মী লক্ষিত হইয়াছেন। মহালক্ষ্মী নিত্যা অর্থাৎ বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালে তাঁহার সত্তা বাধিত হয় না। আবার তিনি মুক্তা, কারণ তিনি আকাশাদি ভূতের অতীত। যদিও মহালক্ষ্মীর বীজ শ্রীঁ তথাপি শ ও হ উষ্মত্বহেতু সজাতীয় এবং শ্রুতিতে একটী অপরটীর পাঠান্তররূপে ব্যবহৃত হওয়ায় বর্ণদ্বয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়। 'পরাৎপর' পদ দ্বারা 'ক্লীঁ' বীজের অর্থভূতা আনন্দরূপা মহাকালীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এখন চামুণ্ডা শব্দের অর্থ—চানাং বুদ্ধীনাং বা সুখানাং মুণ্ডামিব স্থিতা যা=বুদ্ধি বা সুখসমূহের মুণ্ডের ন্যায় শ্রেষ্ঠস্থানে অবস্থিতা যিনি। বিৎ+চ+ঈ=বিচ্চে। বিৎ জ্ঞানবাচক, চ পদ ক্লীবলিঙ্গ ও সত্যবাচক এবং ঈ আনন্দবাচক। বিচ্চে শব্দের অর্থ চিদানন্দরূপিণী ব্রহ্মমহিষী। নবার্ণ মন্ত্রের অর্থ=হে সচ্চিদানন্দরূপিণি ব্রহ্মমহিষি চণ্ডি, ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ আমরা তোমার ধ্যান করি।

নবার্ণ মন্ত্রের ঋষি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; ছন্দ—গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ; দেবী—কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; শক্তি—নন্দা, শাকম্ভরী ও ভীমা; বীজ—রক্তদন্তিকা, দুর্গা ও ভ্রামরী; এবং তত্ত্ব—অগ্নি, বায়ু ও সূর্য।

## উৎকীলন-মন্ত্রঃ

ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ চণ্ডিকে উৎকীলনং কুরু কুরু স্বাহা—এই মন্ত্র সাত বার জপ করিবে।

অর্থাৎ চণ্ডীপাঠের পূর্বে (এবং দেবীকবচ-পাঠের পরে) রাত্রিসূক্ত এবং

চণ্ডীপাঠের পরে দেবীসূক্ত পাঠ করিবে। সর্বশেষে রহস্যত্রয় পাঠ করিতে হয়। যথা কাত্যায়নীতন্ত্রে—

অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
অঙ্গষট্‌কবিহীনা তু তথা সপ্তশতীস্তুতিঃ॥

অর্থাৎ, অঙ্গহীন হইলে যেরূপ মানুষ সকল কর্মে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সপ্তশতীস্তব (বা দেবীমাহাত্ম্য)-পাঠ ষড়ঙ্গ-রহিত হইলে অভীষ্ট ফল-প্রদানে অক্ষম হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ষড়ঙ্গ যথা—দেবীকবচ, দেবী-কীলক ও অর্গলাস্তোত্র এবং প্রাধানিকরহস্য, বৈকৃতিকরহস্য ও মূর্তি-রহস্য।

[কোন কোন তন্ত্রে চণ্ডীর উপর ব্রহ্মশাপ ও শিবশাপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৎসঙ্গে বিবিধ শাপোদ্ধার ও উৎকীলন-ক্রমের বিধান আছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ১৩শ অধ্যায়-পাঠান্তে ১ম অধ্যায় এবং এই ক্রমে ১২শ ও ২য়, ১১শ ও ৩য়, ১০ম ও ৪র্থ, ৯ম ও ৫ম, ৮ম ও ৬ষ্ঠ এবং শেষে ৭ম দুই বার পাঠ—ইহাই কেবল ক্রম। প্রথমে মধ্যম চরিত্র পাঠ করিয়া পরে ১ম ও শেষে উত্তম চরিত পাঠই উৎকীলন-ক্রম।]

## শাপোদ্ধার-মন্ত্র

ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ চণ্ডিকে দেবি শাপানুগ্রহং কুরু কুরু স্বাহা—এই মন্ত্র সাত বার জপ করিবে।

প্রত্যেক অধ্যায়ের আদিতে ও অন্তে ঘণ্টাবাদন করিতে হয়। মঙ্গলবার ও শনিবার এই দুই দেবীবারে চণ্ডীপাঠ প্রশস্ত। দেবীতিথি অর্থাৎ অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশীতে চণ্ডীপাঠ বিশেষ ফলপ্রদ। নিত্য সমগ্র চণ্ডীপাঠে অসমর্থ হইলে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ১১শ অধ্যায়োক্ত চারিটি দেবীস্তোত্র পাঠ করিবে।

যাবন্ন পূর্যতেঽধ্যায়স্তাবন্ন বিরমেৎ পঠন্।
ন মানসং পঠেৎ স্তোত্রং বাচিকং তু প্রশস্যতে॥ —বারাহীতন্ত্র

অর্থাৎ যতক্ষণ এক অধ্যায় শেষ না হয় ততক্ষণ পাঠ বন্ধ করা উচিত নহে। মনে মনে পাঠ করা অপেক্ষা উচ্চারণপূর্ব্বক পাঠ করা প্রশস্ত। কীলকস্তবানুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ কর্ত্তব্য। উত্তম চণ্ডীপাঠকের লক্ষণ শাস্ত্রমতে এইরূপ—

জিতেন্দ্রিয়ান্ সদাচারান্ কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ।
ব্যুৎপন্নাংশ্চ চণ্ডীপাঠরতান্ লজ্জাদয়াবতঃ॥

—জিতেন্দ্রিয়, সদাচার-সম্পন্ন, কুলীন, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞ, লজ্জাশীল, দয়াবান ও চণ্ডীপাঠে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ বা সাধককে চণ্ডীপাঠে বরণ করিবে।

অধম চণ্ডীপাঠকের লক্ষণ—

গীতী শীঘ্রী শিরঃ-কম্পী স্বয়ংলিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥

—যিনি গান করিয়া চণ্ডী পাঠ করেন, যিনি দ্রুত পাঠ করেন, পাঠ করিতে করিতে যাঁহার মাথা কাঁপে, স্বহস্তলিখিত চণ্ডী যিনি পাঠ করেন, যিনি চণ্ডীর অর্থজ্ঞ নহেন এবং যাঁহার গলার স্বর অল্প—এই ছয়জন চণ্ডীপাঠক অধম।

সাধারণতঃ রাত্রিকালে চণ্ডীপাঠ নিষিদ্ধ। সেইজন্য দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজার সময় দিনের বেলায় চণ্ডীপাঠ করা হয়। কিন্তু কাহারো কাহারো মতে রাত্রিসূক্ত-পাঠের পরে রাত্রিতেও চণ্ডীপাঠ করা যায়।

## শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান

( ১ )

ওঁ বন্ধূক-কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্
স্ফুরচ্চন্দ্রকলা-রত্ন-মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ॥
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্।

বন্ধূক-কুসুম-আভাসাং (বন্ধূক নামক রক্তপুষ্পবর্ণা) পঞ্চ-মুণ্ড-অধিবাসিনীম্ (পঞ্চাননের [শিবের] উপরে অধিষ্ঠিতা) স্ফুরৎ-চন্দ্র-কলা-রত্ন-মুকুটাং (উদীয়মান চন্দ্রের কলা যাঁহার মুকুটে রত্নরূপে বিরাজিত) মুণ্ড-মালিনীম্ (নরশিরোমালাশোভিতা) ত্রি-নেত্রাং (ত্রিনয়না) রক্ত-বসনাং (রক্তবস্ত্রপরিহিতা) পীন-উন্নত-ঘট-স্তনীং (উন্নত-ঘটসম-কুচযুক্তা) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) পুস্তকং চ (পুস্তক) অক্ষ-মালাং (রুদ্রাক্ষমালা) বরং চ (বর-মুদ্রা) অভয়কং (ও অভয় মুদ্রা) দধতীং (ধারিণী) উত্তর-আম্নায়-মানিতাম্ (আগমশাস্ত্র-প্রতিপাদ্যা) [দেবীং = দেবীকে] নিত্যম্ (সদা) সংস্মরেৎ (উত্তমরূপে স্মরণ—ধ্যান করিবে)॥

যিনি বন্ধূকপুষ্পবর্ণা ও শিবোপরি সংস্থিতা, উদীয়মান চন্দ্রকলা যাঁহার মুকুটরত্নরূপে বিরাজিত, যিনি নর-মুণ্ড-মালা-শোভিতা ও উন্নত-ঘটবৎ-স্তনযুগলসংযুক্তা, যিনি ত্রিনয়না ও রক্তবসনা, যিনি চারি হস্তে যথাক্রমে পুস্তক ও রুদ্রাক্ষমালা এবং বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন, সেই আগমশাস্ত্র-প্রতিপাদ্যা মহাদেবীকে নিত্য উত্তমরূপে ধ্যান করিবে।

( ২ )

কালীং রত্ন-নিবদ্ধ-নূপুর-লসৎ-পাদাম্বুজামিষ্টদাং
কাঞ্চী-রত্নদুকূল-হারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।
শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিত-ভুজামূদ্বক্ত্র-পীনস্তনীং
আবদ্ধামৃতরশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্ ॥

রত্ন-নিবদ্ধ-নূপুর-লসৎ-পাদ-অম্বুজাং (রত্নযুক্ত নূপুর যাঁহার পাদপদ্মে শোভিত) ইষ্ট-দাং ([যিনি] ঈপ্সিত ভোগ ও মোক্ষ-দাত্রী) কাঞ্চী-রত্নদুকূল-হার-ললিতাং (মেখলা, রত্নখচিত বস্ত্র ও হার-শোভিতা) নীলাং (নীলবর্ণা) ত্রি-নেত্র-উজ্জ্বলাম্ (ত্রিনয়নোদ্ভাসিতা) শূল-আদি-অস্ত্র-সহস্র-মণ্ডিত-ভুজাম্ (শূলাদি সহস্র অস্ত্র শোভিত ভুজ সহস্র যুক্তা) উৎ-বক্ত্র-পীন-স্তনীং (ঊর্দ্ধমুখ স্তনযুগ্ম-সংযুক্তা) আবদ্ধ-অমৃত-রশ্মি রত্ন-মুকুটাং (অমৃতবর্ষিণী রশ্মিযুক্ত রত্নখচিত মুকুটধারিণী) মহেশ-প্রিয়াম্ (শিববল্লভা) কালীং (কালীকে) বন্দে (বন্দনা করি)॥

যাঁহার পাদপদ্মযুগলে রত্নখচিত নূপুর শোভিত, যিনি মনোভীষ্টদায়িনী, যিনি মেখলা, রত্নময় বস্ত্র ও মণি-হার-পরিহিতা, যিনি নীলবর্ণা, ত্রিনয়নোজ্জ্বলা, সহস্রভুজে শূলাদি-অস্ত্রধারিণী ও ঊর্দ্ধমুখ-স্তনযুগলশোভিতা এবং যিনি অমৃত-বর্ষিণী রশ্মিযুক্তা রত্নখচিত মুকুটধারিণী সেই শিবপ্রিয়া কালীকে বন্দনা করি।

( ৩ )

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥

যা (যে) চণ্ডী (চণ্ডিকা) মধু-কৈটভ-আদি-দৈত্য-দলনী (মধু ও কৈটভাদি অসুর-নাশিনী), যা (যিনি) মাহিষ-উন্মূলিনী (মহিষাসুর-মর্দিনী, যা (যে [দেবী]) ধূম্রেক্ষণ-চণ্ড-মুণ্ড-মথনী (ধূম্রলোচন, চণ্ড ও মুণ্ড-সংহারিণী), যা (যিনি) রক্ত-বীজ-অশনী (রক্তবীজ ভক্ষয়িত্রী), যা (যে) শক্তিঃ (মহাশক্তি) শুম্ভ-নিশুম্ভ-দৈত্য-দলনী (শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুর-নাশিনী) [এবং] পরা (উত্তমা) সিদ্ধি-দাত্রী (ফল-দায়িনী), সা (সেই) নব-কোটী-মূর্তি-সহিতা (নয় কোটী সহচরী-পরিবৃতা) বিশ্ব-ঈশ্বরী (জগদীশ্বরী) দেবী (চণ্ডিকা) মাং (আমাকে) পাতু (পালন করুন)॥

যে চণ্ডিকা মধুকৈটভাদি-দৈত্য-নাশিনী, যিনি মহিষাসুর-মর্দিনী, যিনি ধূম্রলোচন-চণ্ডমুণ্ডাসুর-সংহারিণী, যিনি রক্তবীজ-ভক্ষয়িত্রী, যে মহাশক্তি শুম্ভনিশুম্ভাসুর-বিনাশিনী ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং নবকোটী-সহচরী-পরিবৃতা, সেই জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন।

( ৪ )

মধ্যে সুধাব্‌ধিমণিমণ্ডপরত্ন-বেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্‌।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং *
দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গারবৈরিজিহ্বাম্‌॥

মধ্যে সুধা-অব্‌ধি-মণিমণ্ডপ-রত্নবেদী-সিংহাসন-উপরিগতাং (অমৃত-সাগরের মধ্যে মণিমণ্ডপস্থ রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা) পরিপীত-বর্ণাম্‌ (উত্তম পীতবর্ণ) পীত-অম্বরাং (পীতবস্ত্র-পরিহিতা) কনক-ভূষণ-মাল্য-শোভাং (স্বর্ণালঙ্কার ও মাল্য-শোভিতা) ধৃত-মুদ্গার-বৈরি-জিহ্বাম্‌ (হস্তে মুদ্গার ও শত্রুর জিহ্বাধারিণী) দেবীং (দেবীকে) ভজামি (ভজনা করি)।

সুধাসমুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপস্থ রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে সমাসীনা, উত্তমপীতবর্ণা, পীতবস্ত্রপরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কার ও মাল্য-শোভিতা এবং হস্তে মুদ্গার ও শত্রুজিহ্বাধারিণী দেবীর ধ্যান করি।

---

* কনকমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং ইতি বা।

# অর্গলা-স্তোত্র

ওঁ অস্য শ্রীঅর্গলাস্তোত্রমন্ত্রস্য বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহালক্ষ্মী-দেবতা শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থং সপ্তশতীপাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ।

এই অর্গলাস্তোত্রের* ঋষি—বিষ্ণু, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ ও দেবতা—মহালক্ষ্মী। জগদম্বার প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে অর্গলাস্তোত্রপাঠের প্রয়োগ হয়।

## ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

### ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি[১]।
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥১

ঋষি মার্কণ্ডেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নিম্নোক্ত অর্গলাস্তব বলিলেন—

হে চামুণ্ডা দেবী, তোমার জয় হউক। হে ভূতাপহারিণী, তোমার জয় হউক। হে সর্বব্যাপিনী দেবী, তোমার জয় হউক। হে কালরাত্রি (প্রলয়ান্ধকাররূপিণী), তোমাকে নমস্কার। ১

---

* "অর্গলং দুরিতং হন্তি।"—বারাহীতন্ত্র। অর্থাৎ অর্গলাস্তোত্র পাপ নাশ করে। সিদ্ধির প্রতিবন্ধক পাপ অর্গলাসদৃশ। সেই পাপনাশক স্তোত্রেরও লক্ষণা দ্বারা অর্গলা নাম হইয়াছে। —দুর্গাপ্রদীপ

১ ভূতাপসারিণি ইতি বা পাঠঃ।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে ॥২
মধুকৈটভবিধ্বংসি* বিধাতৃ-বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৩
মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।[১]
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৪

হে দেবী, তুমি জয়ন্তী ( জয়যুক্তা বা সর্বোৎকৃষ্টা ), মঙ্গলা[২] ( জন্মাদিনাশিনী ), কালী[৩] ( সর্বসংহারিণী ), ভদ্রকালী[৪] ( মঙ্গলদায়িনী ), কপালিনী ( প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপাল হস্তে বিচরণকারিণী ), দুর্গা ( দুঃখপ্রাপ্যা ), শিবা ( চিৎস্বরূপা ), ক্ষমা ( করুণাময়ী), ধাত্রী ( বিশ্বধারিণী ), স্বাহা ( দেবপোষিণী) এবং স্বধা-রূপা ( পিতৃতোষিণী ), তোমাকে নমস্কার। ২

হে মধুকৈটভবিনাশিনী, হে ব্রহ্মাবরদায়িনী, তোমাকে নমস্কার। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার ( কাম-ক্রোধাদি ) শত্রু নাশ কর। ৩

হে মহিষাসুরনাশিনী ও ভক্তগণের সুখদায়িনী, তোমাকে

* মধুকৈটভবিদ্রাবি ইতি বা।

১ মহিষাসুরনির্ণাশ-বিধাত্রি বরদে নমঃ ইতি বা পাঠঃ।

২ মঙ্গলা = মঙ্গ ( জন্মমরণাদি বিকার ) + লাতি ( নাশ করেন )।

৩ কলয়তি ( ভক্ষয়তি ) সর্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি কালী। অর্থাৎ যিনি প্রলয়কালে এই জগৎপ্রপঞ্চ গ্রাস করেন।

৪ ভদ্রং—সুখং ভক্তেভ্যঃ দাতুং কলয়তি—অঙ্গীকরোতি অর্থাৎ সুখপ্রদা।

ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৫
রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৬
নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৭

নমস্কার। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর। ৪

হে ধূম্রলোচনবিনাশিনী, হে ধর্ম অর্থ ও কামদায়িনী দেবী, আমায় রূপ[১] দাও, জয়[২] দাও, যশ[৩] দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ৫

হে রক্তবীজবধকারিণী, হে চণ্ড ও মুণ্ড-বিনাশিনী দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ৬

হে শুম্ভমর্দিনী ও নিশুম্ভনাশিনী, ত্রৈলোক্যের শুভদায়িনী দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর। ৭

---

১ রূপ্যতে ( জ্ঞায়তে ) ইতি রূপম্—পরমাত্মবস্তু
২ জয়তি অনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপম্ ইতি জয়ঃ=বেদস্মৃতিরাশি
৩ যশঃ=শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-লাভজনিত যশ।—দুর্গাপ্রদীপ

বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৮
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৯
নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১০
স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১১

ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত-পদ-যুগা দেবী, হে সর্ব-সৌভাগ্য-দায়িনী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ৮

হে অচিন্ত্য-রূপ-চরিত্রা সর্বশত্রুবিনাশিনী দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ৯

হে অপর্ণা[১], আশ্রিত ভক্তের পাপনাশিনী হে দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমায় শত্রু নাশ কর। ১০

হে চণ্ডিকে, ভক্তিপূর্বক যে তোমার স্তব করে, তুমি তাহার ব্যাধি নাশ কর। হে দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ১১

---

১ অপর্ণা=ন+পর্ণ (পত্র)। পার্বতী কুমারীকালে শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য যখন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন তখন একটী মাত্র গলিত পত্রও ভক্ষণ করেন নাই। এইজন্য তাঁহার একটী নাম অপর্ণা।

চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১২
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৩*
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৪
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৫

হে চণ্ডিকে, সতত যুদ্ধে বিজয়িনী ও পাপনাশিনী দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ১২

হে দেবী, আমায় সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও এবং পরম সুখ দাও। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ১৩

হে দেবী, আমার কল্যাণ বিধান কর এবং আমাকে বিপুল শ্রী ( ঐশ্বর্য ) প্রদান কর। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ১৪

হে দেবী, আমার শত্রুনাশের বিধান কর ও আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বল প্রদান কর। হে দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ১৫

---

* এই শ্লোকটী কোন কোন বাংলা সংস্করণে নাই, কিন্তু বোম্বাই সংস্করণে আছে।

সুরাসুরশিরোরত্ন-নিঘৃষ্টচরণাম্বুজে *।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৬
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৭
দেবি প্রচণ্ডদোর্দণ্ড-দৈত্যদর্পনিসূদিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৮
প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৯

হে দেবী, সুরগণ ও অসুরগণের মস্তকস্থিত রত্ন (মুকুটমণি) তোমার পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হয়। অতএব হে সুরাসুরবন্দিতা, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।[১] ১৬

হে দেবী, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যাবান্, যশস্বী এবং শ্রীমান্ কর। হে দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ১৭

হে প্রবলপরাক্রম-দৈত্যদর্পনাশিনী দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ১৮

হে প্রচণ্ড-দৈত্যদর্পহারিণী চণ্ডিকে, আমি তোমার চরণে সদা প্রণত। হে দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ১৯

* চরণেঽম্বিকে ইতি বা।

১ দেবীর স্বরূপ-দর্শন দ্বারা দেবাসুরগণের নির্বৈরতারূপ অদ্বৈতভাবপ্রাপ্তি ধ্বনিত হইয়াছে। —দুর্গাপ্রদীপ

চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্র-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২০
কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২১
হিমাচলসুতানাথ-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২২
ইন্দ্রাণী[১]-পতিসদ্ভাব-পূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২৩

হে চতুর্ভুজা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হে পরমেশ্বরী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুনাশ কর। ২০

কৃষ্ণ[২] (বিষ্ণু) কর্তৃক সর্বদা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হে অম্বিকে, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২১

হিমালয়ের কন্যা উমার পতি (মহাদেব) কর্তৃক সংস্তুতা হে পরমেশ্বরী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২২

---

১ দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র লক্ষ্মী-ভ্রষ্ট হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কোন সরোবরে পদ্মমৃণালের মধ্যে দীর্ঘ কাল বাস করেন। ইন্দ্রের পত্নী পৌলোমী চণ্ডীর আরাধনা দ্বারা পতির অবস্থান জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে গমন করেন। ইহা পৌরাণিকী কথা। —গুপ্তবতী

২ এই কথা দেবীভাগবতে প্রসিদ্ধ।

দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২৪
ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২৫
তারিণি দুর্গসংসার-সাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২৬

ইন্দ্র-পত্নী কর্তৃক পতির (ইন্দ্রের) অবস্থান-জ্ঞানার্থ পূজিতা হে পরমেশ্বরী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২৩

হে দেবী, ভক্তজনের হৃদয়ে অপার-আনন্দোদয়কারিণী হে অম্বিকে, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২৪

হে দেবী, আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী (অনুকূল-আচরণকারিণী) মনোরমা ভার্যা (ভরণীয়া বা ভক্তি*) দাও। হে দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২৫

দুস্তর-সংসার-সাগর-তারিণী[১] হে গিরিসুতা, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২৬

---

* ভার্যাশব্দের লাক্ষণিক অর্থ ভক্তি হইতে পারে।

১ দেবীর কৃপায় মার্কণ্ডেয়পুরাণপ্রসিদ্ধা মদালসার দ্বারা তৎপুত্র এবং যোগবাশিষ্ঠরামায়ণপ্রসিদ্ধা চূড়ালার দ্বারা তৎপতি তারিত হইয়াছিলেন। —গুপ্তবতী টীকা ও দুর্গাপ্রদীপ টীকা

ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥২৭

ইতি অর্গলাস্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ॥*

এই স্তোত্র পাঠ করিয়া মহাস্তোত্র ( সপ্তশতমন্ত্রাত্মিকা চণ্ডী ) পাঠ করা উচিত। এইরূপে সপ্তশতীর আরাধনা করিলে দুর্লভ বর ( ফল ) লাভ হয়। ২৭

গুপ্তবতী ও দুর্গাপ্রদীপ † টীকাদ্বয় অনুসারে অর্গলাস্তোত্রের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* বোম্বাই সংস্করণে অর্গলাস্তোত্রের মাত্র তেইশটী শ্লোক আছে। উক্ত সংস্করণে ১ম, ৫ম, ৭ম ও ২৬শ শ্লোক নাই।

† দুর্গাপ্রদীপ টীকা মহেশঠক্কুর-কৃত। শৈব নীলকণ্ঠ তাঁহার দেবীভাগবত-টীকায় 'দুর্গাপ্রদীপে'র উল্লেখ করিয়াছেন।

# কীলকস্তব

ওঁ অস্য শ্রীকীলকস্তবমন্ত্রস্য শিবঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীমহাসরস্বতী দেবতা। শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থং সপ্তশতীপাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ।

এই কীলকস্তবের ঋষি—মহাদেব, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ ও দেবতা—মহাসরস্বতী। শ্রীজগদম্বার প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে কীলকস্তব-পাঠের প্রয়োগ হয়।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ বিশুদ্ধজ্ঞান-দেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে ॥১*

ঋষি মার্কণ্ডেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নিম্নোক্ত কীলকস্তব বলিলেন—

নির্মল জ্ঞান[১] যাঁহার দেহ, বেদত্রয় যাঁহার তিনটী দিব্য চক্ষু, যিনি মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ এবং যাঁহার কপালে অর্ধচন্দ্র শোভিত, সেই মহাদেব শিবকে নমস্কার করি। ১

---

* ইহা মীমাংসাবার্তিকের প্রথম মঙ্গলাচরণ-শ্লোক।

১ বেদার্থের জ্ঞান বা চৈতন্য।

সর্বমেতদ্ বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামপি কীলকম্* ।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জাপ্য-তৎপরঃ ॥২
সিদ্ধন্ত্যুচ্চাটনাদীনি কর্মাণি† সকলান্যপি ।
এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ ॥৩
ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ।
বিনা জপ্যেন সিদ্ধেত্তু সর্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥৪
সমগ্রাণ্যপি সেৎস্যন্তি লোকশঙ্কামিমাং হরঃ ।
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্বমেবমিদং শুভম্ ॥৫

এই কীলকস্তব সকল মন্ত্রসিদ্ধির বিঘ্ননাশক বলিয়া জানিবে। যিনি সতত এই কীলকস্তব পাঠ করেন তিনিও কল্যাণলাভ করেন। ২

এই চণ্ডী-স্তোত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক দেবীর স্তব করিলে উচ্চাটনাদি অভিচার-কর্মসমূহ সিদ্ধ হয়। ৩

সেই ব্যক্তির সিদ্ধিলাভে মন্ত্র, ঔষধ বা অন্য কিছুও আবশ্যক নাই। মন্ত্রজপ ব্যতীত কেবল এই স্তোত্র-পাঠে তাঁহার সকল উচ্চাটনাদি সিদ্ধ হয়। ৪

অল্পায়াসসাধ্য চণ্ডীপাঠেই সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয় কিনা— লোকপ্রসিদ্ধ এই সন্দেহ অবগত হইয়া মহাদেব সকলকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন যে, এই স্তোত্রই ( সপ্তশতীই ) পরম কল্যাণপ্রদ। ৫

---

* অভিকীলকং ইতি বা    † বস্তূনি ইতি বা

স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ।
সমাপ্নোতি সুপুণ্যেন* তাং যথাবন্নিমন্ত্রিণাম্ †॥৬
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সর্বমেব ন সংশয়ঃ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ॥৭
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি[১] নান্যথৈষা প্রসীদতি।
ইত্থং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্॥৮

তাহার পর তিনি চণ্ডিকার এই স্তবটী গুপ্ত করিয়া রাখিলেন। যথাবিধি সাধনশীল ব্যক্তির ন্যায় পাঠক এই স্তোত্র (সপ্তশতী)-পাঠলব্ধ সুপুণ্যের দ্বারা দেবীকে প্রাপ্ত হন। ৬

অতএব, তিনি সকল কল্যাণ লাভ করেন, ইহাতে সংশয় নাই। যিনি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশীতে অনন্যচিত্তে বিধিপূর্বক ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রতি দেবী প্রসন্না হন, অন্য প্রকারে নহে। এইরূপ কীলকের দ্বারাই মহাদেব চণ্ডীকে কীলিত (বেষ্টিত) করিয়াছেন। ৭-৮

---

* (ক) সমাপ্তির্নচ পুণ্যস্য, (খ) স প্রাপ্নোতি ইতি পাঠান্তরদ্বয়ম্।
† নিয়ন্ত্রণাম্ ইতি বা পাঠঃ।
১ 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি' এই অংশের অর্থ দুর্গাপ্রদীপ-টীকার মতে এইরূপ—
অর্জিত বিত্তসম্পদাদি দেবীর চরণে সমর্পণপূর্বক সেইগুলিকে দেবীর মনে করা এবং সংসারযাত্রানির্বাহার্থ তাহা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ব্যয় করিয়া দেব্যধীন জীবনযাপন করা।

যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ।
সঃ সিদ্ধঃ স গণঃ সোঽথ গন্ধর্বো জায়তে ধ্রুবম্ ॥৯
ন চৈবাপাটবং তস্য ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে।
নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥১০
জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্বীত হ্যকুর্বাণো বিনশ্যতি।
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥১১
সৌভাগ্যাদি চ যৎ কিঞ্চিৎ দৃশ্যতে ললনাজনে।
তৎ সর্বং তৎপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং শুভম্ ॥১২

যে ব্যক্তি কীলকস্তব পাঠপূর্বক চণ্ডীকে কীলক-শূন্য করিয়া প্রত্যহ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে চণ্ডীপাঠ করেন, তিনি পরজন্মে নিশ্চই দেবীর গণ, সিদ্ধ বা গন্ধর্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ৯

তাঁহার কোন কার্যে অপটুতা থাকে না এবং তাঁহার কোথাও ভয় জন্মে না। তিনি অপমৃত্যুর অধীন হন না এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভ করেন। ১০

অর্থবোধসহকারে এই কীলকস্তব-পাঠান্তে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। এইরূপ যিনি না করেন, তাঁহার চণ্ডীপাঠের ফল নষ্ট হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াই পণ্ডিতগণ কীলক-স্তব-পাঠান্তে অর্থবোধপূর্বক চণ্ডীপাঠ করেন। ১১

ললনাদিগের ( নারীগণের ) যে সৌভাগ্যাদি দৃষ্ট হয়, সেই সকলই এই চণ্ডীপাঠের ফলে লাভ হয়। সুতরাং এই শুভ স্তোত্র ( চণ্ডী ) নিত্য পাঠ করা উচিত। ১২

শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ ॥১৩
ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ ॥১৪
চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ।
হৃদ্যং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ ॥১৫*
অগ্রতোঽমূং মহাদেবকৃতং কীলকবারণম্।
নিষ্কীলঞ্চ তথা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥১৬*
ইতি কীলকস্তবঃ সমাপ্তঃ।

ধীরে ধীরে চণ্ডীপাঠ করিলে সামান্য ফল লাভ হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ করিলে বিপুল সিদ্ধি লাভ হয়। অতএব উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ কর্ত্তব্য। ১৩

যদি চণ্ডীর প্রসাদে ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুনাশ এবং পরম মোক্ষলাভ হয়, তবে লোকে কেন চণ্ডীপাঠ করেন না? ১৪

যে ব্যক্তি হৃদয়ে সতত চণ্ডিকার স্মরণ করেন, তাঁহার হৃদয়ের সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহার হৃদয়ে দেবী সদা বিরাজ করেন। ১৫

প্রথমে মহাদেবকৃত সিদ্ধিবিঘ্ননাশক এই কীলকস্তব-পাঠ দ্বারা চণ্ডী নিষ্কীলক করিয়া পরে সমাহিত চিত্তে অর্থবোধ সহকারে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। ১৬

গুপ্তবতী ও দুর্গপ্রদীপ টীকাদ্বয় অনুসারে কীলকস্তবের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* ১৫শ ও ১৬শ শ্লোকদ্বয় মহারাষ্ট্রে প্রচলিত বোম্বাই সংস্করণে নাই।

# দেবীকবচ

ওঁ অস্য শ্রীদেবীকবচস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চামুণ্ডা দেবতা। শ্রীদেবীপ্রীত্যর্থং সপ্তশতীপাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ।

এই দেবীকবচের ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ ও দেবতা—চামুণ্ডা। শ্রীচণ্ডিকাদেবীর প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে দেবীকবচ-পাঠের প্রয়োগ হয়।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ যদ্ গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাম্।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥১

ব্রহ্মোবাচ

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকারকম্।
দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তৎ শৃণুষ্ব মহামুনে ॥২

ঋষি মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মাকে বলিলেন—

হে পিতামহ, এই জগতে যাহা সকল লোকের মঙ্গলকর অথচ পরম গোপনীয় এবং যাহা আর কাহারও নিকট ব্যাখ্যাত হয় নাই, তাহা আমাকে বলুন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন—হে বিপ্র, দেবীর পুণ্য কবচই ( বর্মই )

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥ ৩
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্ ॥ ৪
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥ ৫

অতি গুহ্য এবং সকল জীবের উপকারক। হে মহামুনি, তাহা শ্রবণ কর। ২

প্রথম শৈলপুত্রী,[১] দ্বিতীয় ব্রহ্মচারিণী,[২] তৃতীয় চন্দ্রঘণ্টা,[৩] চতুর্থ কুষ্মাণ্ডা,[৪] পঞ্চম স্কন্দমাতা,[৫] ষষ্ঠ কাত্যায়নী,[৬] সপ্তম কালরাত্রি,[৭] অষ্টম মহাগৌরী এবং নবম সিদ্ধিদাত্রী

---

১ কূর্মপুরাণমতে দেবী কারুণ্যবশে শৈল ভক্তের পুত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

২ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদা, কারণ ভক্তকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করানই তাঁহার স্বভাব।

৩ চন্দ্রবৎ নির্মল ঘণ্টা যাঁহার বা যিনি চন্দ্রাপেক্ষা অতিশয় লাবণ্যবতী বা আহ্লাদকারিণী।

৪ কু (কুৎসিৎ) উষ্ম (সন্তাপত্রয়) যে সংসারে, সেই সংসার যাঁহার অণ্ডে (উদরে) তিনি উষ্মাণ্ডা—ত্রিবিধতাপযুক্ত-সংসার-ভক্ষণ-কর্ত্রী। —গুপ্তবতী-টীকা

৫ ভগবতী হইতে উৎপন্ন বলিয়া সনৎকুমারের অন্য নাম স্কন্দ; তাঁহার মাতা স্কন্দমাতা।

৬ কাত্যায়নাশ্রমে দেবকার্যের জন্য আবির্ভূতা হইয়া তিনি মুনির কন্যাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কাত্যায়নী।

৭ তিনি সর্বমারক কালেরও নাশিকা, কারণ মহাপ্রলয়ে কালেরও বিনাশ হয়।—দুর্গাপ্রদীপ-টীকা

অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্যগতা রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৬

ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখভয়ঙ্করীম্[১] ॥ ৭

যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে।
যে ত্বাং স্মরন্তি দেবেশি রক্ষসি তান্ন সংশয়ঃ ॥ ৮

প্রেতসংস্থা তু চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা।
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা ॥ ৯

( মোক্ষদা )—ইঁহারা নব দুর্গা[২] বলিয়া প্রকীর্তিতা। এই সকল নাম সর্বজ্ঞ বেদ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৩-৫

অগ্নির দ্বারা দহ্যমান, রণক্ষেত্রে শত্রুমধ্যে পতিত ব বিষম বিপদে সন্ত্রস্ত হইয়া যাহারা দেবীর শরণাগত হয় তাহাদের রণসঙ্কটে কিছুমাত্র অশুভ ঘটে না এবং তাহাদের শোক ও দুঃখ-বিজড়িত বিপদ হয় না। ৬-৭

যাহারা তোমাকে নিত্য ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহাদের ঋদ্ধি ( শ্রী ) বৃদ্ধি হয়। হে দেবেশি, যে তোমাকে স্মরণ করে তাহাকে যে তুমি রক্ষা কর তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ৮

শবাসনা চামুণ্ডা, মহিষারূঢ়া বারাহী, গজাসনা, ঐন্দ্রী,

---

১ নাপদং তস্য পশ্যামি শোকদুঃখভয়ং ন হি ইতি বা পাঠঃ।

২ কাশীধামে নবদুর্গার নয়টী পৃথক মন্দির আছে। নবরাত্রির সময় প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় দিবস যথাক্রমে শৈলপুত্রী হইতে সিদ্ধিদাত্রী মন্দিরে প্রত্যহ দুর্গার দর্শনার্থ নরনারীর ভিড় হয়। যোগীর কায়ব্যূহবৎ এক দুর্গারই নবভেদ বিবিধ উপাসকের ধ্যানের জন্য শাস্ত্রে কথিত।

নারসিংহী মহাবীর্যা শিবদূতী মহাবলা ।*
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা ॥ ১০
লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া ।*
শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা ॥ ১১*
ব্রাহ্মী হংসসমারূঢ়া সর্বাভরণভূষিতা ।
ইত্যেতা মাতরঃ সর্বাঃ সর্বযোগসমন্বিতাঃ ॥ ১২*
নানাভরণশোভ্যাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ ।
শ্রেষ্ঠৈশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্বা দিব্যহারপ্রলম্বিভিঃ ॥ ১৩*
ইন্দ্রনীলৈর্মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ সুশোভনৈঃ । *
দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ ॥ ১৪

গরুড়াসনা বৈষ্ণবী, মহাবীর্যা নারসিংহী, মহাবলা শিবদূতী,[১] বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী, শিখিবাহনা কৌমারী, বিষ্ণুর প্রিয়া পদ্মাসনা এবং পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, বৃষবাহনা শ্বেতবর্ণা ঈশ্বরী দেবী এবং হংসারূঢ়া সর্বালঙ্কার-শোভিতা ব্রাহ্মী—এই একাদশ[২] মাতৃকা সর্ব-যোগৈশ্বর্য-বতী, দিব্যহার-যুক্তা এবং শ্রেষ্ঠ মুক্তা, বিবিধ রত্ন ও নানা অলঙ্কার দ্বারা শোভিতা । ৯-১৩

ক্রোধাকুলা ও রথারূঢ়া দেবীগণ ইন্দ্রনীল, মহানীল ও পদ্মরাগাদি মণি দ্বারা শোভিতা দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহারা শঙ্খ, চক্র,

১ চণ্ডীর ৮।১৮ ও ১১।২০ মন্ত্রে শিবদূতী শব্দের উল্লেখ আছে।
২ ডামরতন্ত্রমতে অষ্ট মাতৃকা। অন্য মতে সপ্ত মাতৃকা।

শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্।
খেটকং তোমরঞ্চৈব পরশুং পাশমেব চ॥ ১৫
কুন্তায়ুধং ত্রিশূলঞ্চ শার্ঙ্গমায়ুধমুত্তমম্।
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ॥ ১৬
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং দেবানাঞ্চ হিতায় বৈ।
নমস্তেঽস্তু মহারৌদ্রে মহাঘোরপরাক্রমে॥ ১৭*
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি।
ত্রাহি মাং দেবি দুষ্প্রেক্ষ্যে শত্রূণাং ভয়বর্ধিনি॥ ১৮
প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষিণেঽবতু বারাহী নৈর্ঋত্যাং খড়্গধারিণী॥ ১৯

গদা, শক্তি, হল, মুষলাস্ত্র, খেটক, তোমর, পরশু (কুঠার), পাশ (জাল), কুন্তাস্ত্র, ত্রিশূল, শার্ঙ্গ এবং আরও বহু দিব্য অস্ত্র দৈত্যগণের দেহ-নাশের জন্য, ভক্তগণকে অভয়-দানের জন্য এবং দেবতাগণের হিতের জন্য ধারণ করেন। হে মহাঘোর-পরাক্রম-শালিনি, হে মহারুদ্ররূপিণি, তোমাকে নমস্কার। ১৪-১৭

হে মহাবলে, হে মহোৎসাহে, হে মহাভয়-বিনাশিনি, হে দুর্নিরীক্ষে (দুর্দর্শনীয়া), হে শত্রুদিগের ভয়বর্ধিনি দেবি, আমাকে পরিত্রাণ (রক্ষা) কর। ১৮

পূর্বদিকে ঐন্দ্রী (ইন্দ্রশক্তি) ও অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতা আমাকে রক্ষা করুন। দক্ষিণে বারাহী (যমশক্তি) ও

প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেৎ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী[১]।
উদীচ্যাং পাতু কৌবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥ ২০
ঊর্ধ্বং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশো রক্ষেৎ চামুণ্ডা শববাহনা ॥ ২১
জয়া মামগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা ॥ ২২
শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেদুমা মূর্ধ্নি ব্যবস্থিতা।
মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবৌ রক্ষেৎ যশস্বিনী ॥ ২৩

নৈঋর্ত কোণে খড়্গধারিণী ( নিঋ'তি-শক্তি ) আমাকে রক্ষা করুন। ১৯

পশ্চিমে বারুণী ( বরুণ-শক্তি ) ও বায়ুকোণে মৃগবাহিনী বায়ু-দেবতা আমাকে রক্ষা করুন। উত্তরে কৌবেরী ( কুবের-শক্তি ) ও ঈশানকোণে শূলধারিণী ( ঈশান-শক্তি ) আমাকে রক্ষা করুন। ২০

ঊর্ধ্বে ব্রহ্মাণী ও অধোদেশে বৈষ্ণবী আমাকে রক্ষা করুন এবং শবাসনা চামুণ্ডা আমাকে দশ দিকে রক্ষা করুন। ২১

[ চণ্ডিকা দেবী দশদিকপালদেবতারূপে এখানে বর্ণিতা। দশ দিকে তিনি দশ প্রকার মূর্তিতে অবস্থিতা। ]

জয়া আমার সম্মুখ দিক এবং বিজয়া আমার পশ্চাৎ দিক, অজিতা বাম পার্শ্ব এবং অপরাজিতা দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন। ২২

১ বায়ুদেবতা ইতি বা

নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টা তু পার্শ্বকে।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন ভ্রুবোর্মধ্যে চ চণ্ডিকা ॥ ২৪*
শঙ্খিনী চক্ষুষোর্মধ্যে শ্রোত্রয়োর্দ্বারবাসিনী।
কপালং কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে তু শঙ্করী ॥ ২৫
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চর্চিকা।
অধরে চামৃতা বালা জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥ ২৬
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠদেশে তু চণ্ডিকা।
ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে ॥ ২৭
কামাক্ষী চিবুকং রক্ষেৎ বাচং মে সর্বমঙ্গলা।
গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্ধরী ॥ ২৮

দ্যোতিনী আমার শিখা রক্ষা করুন। উমা আমার মস্তকে অবস্থান করুন এবং মালাধরী ললাট ও যশস্বিনী আমার ভ্রূদ্বয় রক্ষা করুন। ২৩

চিত্রনেত্রা চক্ষুদ্বয়, যমঘণ্টা পার্শ্বদ্বয় এবং ত্রিনেত্রা চণ্ডিকা ভ্রূমধ্যদেশ রক্ষা করুন। ২৪

শঙ্খিনী নেত্রদ্বয়-মধ্যস্থ তারকাযুগল এবং দ্বারবাসিনী শ্রোত্রদ্বয়, কালিকা কপাল এবং শঙ্করী কর্ণমূল রক্ষা করুন। ২৫

সুগন্ধা নাসিকায়, চর্চিকা উপরের ওষ্ঠে, অমৃতাবালা অধরে এবং সরস্বতী জিহ্বাতে অবস্থান করুন। ২৬

কৌমারী দন্তসকল, চণ্ডিকা কণ্ঠদেশ, চিত্রঘণ্টা ঘণ্টিকা (আলজিভ) এবং মহামায়া তালু রক্ষা করুন। ২৭

নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকূবরী।
স্কন্ধয়োঃ খড়্গিনী রক্ষেদ্ বাহু মে বজ্রধারিণী ॥ ২৯
হস্তয়োর্দণ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চাঙ্গুলীষু চ।
নখান্ শূলেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষৌ রক্ষেৎ নরেশ্বরী ॥ ৩০
স্তনৌ রক্ষেৎ মহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী।
হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী ॥ ৩১
নাভৌ চ কামিনী রক্ষেৎ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা।
মেঢ্রং রক্ষতু দুর্গন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাহিনী ॥ ৩২
কট্যাং ভগবতী রক্ষেদূরূ মে মেঘবাহনা।
জঙ্ঘে মহাবলা রক্ষেৎ জানু মাধবনায়িকা ॥ ৩৩

কামাক্ষী চিবুক, সর্বমঙ্গলা বাক্য, ভদ্রকালী গ্রীবা এবং ধনুর্ধরী মেরুদণ্ড রক্ষা করুন। ২৮

নীলগ্রীবা কণ্ঠের বহির্ভাগ, নলকূবরী কণ্ঠনালী, খড়্গিনী স্কন্ধদ্বয় এবং বজ্রধারিণী বাহুদ্বয় রক্ষা করুন। ২৯

দণ্ডিনী হস্তদ্বয়, অম্বিকা অঙ্গুলিসকল, শূলেশ্বরী নখগুলি, নরেশ্বরী কুক্ষিদ্বয় ( বাহুমূলদ্বয় ) রক্ষা করুন। ৩০

মহাদেবী স্তনদ্বয়, শোকবিনাশিনী মন, ললিতা দেবী হৃদয় এবং শূলধারিণী উদর রক্ষা করুন। ৩১

কামিনী দেবী নাভি, গুহ্যেশ্বরী গুহ্যদেশ (মলদ্বার), দুর্গন্ধা দেবী মেঢ্রদেশ ( জননেন্দ্রিয় ) এবং গুহ্যবাহিনী দেবী পায়ু রক্ষা করুন। ৩২

গুল্ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে তু কৌশিকী।
পাদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ তলং পাতালবাসিনী ॥ ৩৪
নখান্ দংষ্ট্রাকরালী চ কেশাংশ্চৈবোর্দ্ধ্বকেশিনী।
রোমকূপেষু কৌমারী ত্বচং যোগেশ্বরী তথা ॥ ৩৫
রক্তমজ্জাবসামাংসান্যস্থিমেদাংসি পার্বতী।
অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিত্তঞ্চ মুকুটেশ্বরী ॥ ৩৬
পদ্মাবতী পদ্মকোশে কফে চূড়ামণিস্তথা।
জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্বসন্ধিষু ॥ ৩৭
শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা।
অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্মধারিণী ॥ ৩৮

ভগবতী আমার কটিদেশ ( কোমর ), মেঘবাহনা উরুদ্বয়, মহাবলা জঙ্ঘাদ্বয়, মাধবনায়িকা-জানুদ্বয় রক্ষা করুন। ৩৩

নারসিংহী পাদমূল দুইটী, কৌশিকী পাদপৃষ্ঠদ্বয়, শ্রীধরী পদাঙ্গুলীসকল এবং পাতালবাসিনী পদতলদ্বয় রক্ষা করুন। ৩৪

দংষ্ট্রাকরালী নখগুলি, ঊর্দ্ধ্বকেশিনী কেশরাশি, কৌমারী লোমকূপসকল এবং যোগেশ্বরী ত্বক্ রক্ষা করুন। ৩৫

পার্বতী দেবী রক্ত, মজ্জা, বসা ( চর্বি ), মাংস, অস্থি ও মেদ, কালরাত্রি অন্ত্রসকল এবং মুকুটেশ্বরী পিত্ত রক্ষা করুন। ৩৬

পার্বতী পদ্মকোশ ( ফুসফুস ), চূড়ামণি কফ, জ্বালামুখী নখস্থিত তেজ ও অভেদ্যা দেবী সন্ধিস্থান ( গ্রন্থি )-সমূহ রক্ষা করুন। ৩৭

প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্।
বজ্রহস্তা চ মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা ॥ ৩৯*
রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী। *
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা ॥ ৪০ *
আয়ু রক্ষতু বারাহী ধর্মং রক্ষতু পার্বতী। *
যশঃ কীর্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী ॥ ৪১
গোত্রমিন্দ্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা।
পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্ষ্মীর্ভার্যাং † রক্ষতু ভৈরবী ॥ ৪২
ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্যকাং তথা। *
পন্থানং সুপথা রক্ষেন্মার্গং ক্ষেমঙ্করী তথা ॥ ৪৩

ব্রহ্মাণী শুক্র, ছত্রেশ্বরী ছায়া এবং ধর্মধারিণী দেবী আমার অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি রক্ষা করুন। ৩৮

কল্যাণশোভনা বজ্রহস্তা আমার প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ু রক্ষা করুন। ৩৯

যোগিনী আমার রস, রূপ, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং নারায়ণী আমার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রক্ষা করুন। ৪০

বারাহী আয়ু রক্ষা করুন ও পার্বতী ধর্ম রক্ষা করুন। বৈষ্ণবী যশঃ, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী ( সম্পদ ) সদা রক্ষা করুন। ৪১

ইন্দ্রাণী গোত্র( কুল ), চণ্ডিকা পশুসকল, মহালক্ষ্মী পুত্রসকল ও ভৈরবী ভার্যা ( ভরণযোগ্যা বা ভক্তি ) রক্ষা করুন। ৪২

† সাধুব্রহ্মচারিগণ 'ভার্যা' স্থলে ভক্তি পাঠ করিবেন।

রাজদ্বারে মহালক্ষ্মীর্বিজয়া সর্বতঃ স্থিতা। *
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন তু॥ ৪৪
তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি জয়ন্তী পাপনাশিনী।
সর্বরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্বদা জপেৎ॥ ৪৫ *
ইদং রহস্যং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্। *
পাদমেকং ন গচ্ছেৎ তু যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ॥ ৪৬

ধনেশ্বরী ধন ও কৌমারী কন্যা[১] রক্ষা করুন। সুপথা জীবনের পথ এবং ক্ষেমঙ্করী মার্গ (গন্তব্য পথ) রক্ষা করুন। ৪৩

মহালক্ষ্মী রাজদ্বারে এবং বিজয়া সর্বত্র অবস্থিতা থাকিয়া আমাকে রক্ষা করুন। যে-সকল স্থান রক্ষাহীন এবং কবচে বর্জিত হইয়াছে, হে পাপনাশিনি জয়ন্তি দেবি, আপনি আমার সেই সকল স্থান[২] রক্ষা করুন। এই সর্বরক্ষাকর পুণ্য কবচ নিত্য পাঠ করা উচিত। ৪৪-৪৫

---

১ কন্যাস্থানীয়া শিষ্যা—এই অর্থ সাধুব্রহ্মচারিগণ গ্রহণ করিবেন।

২ দেবী দেহের অন্তরে ও বাহিরে সকল অঙ্গে বিরাজিতা—এইটী প্রথমে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিতে হয়। পরে তিনি জগতের সর্ব স্থানে ও সর্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিতা হইয়া ভক্তকে রক্ষা করেন—এইরূপ ধারণা করিবে। দেবীর সর্বব্যাপিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করানই এই কবচের উদ্দেশ্য। বারাহী তন্ত্রে আছে—"কবচং রক্ষতে নিত্যম্" অর্থাৎ দেবীকবচ পাঠককে সদা রক্ষা করে।

কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রার্থলাভশ্চ বিজয়ঃ সার্বকালিকঃ॥ ৪৭
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যতে ভূতলে পুমান্॥ ৪৮
নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
ত্রৈলোক্যে তু ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্॥ ৪৯

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, এই রহস্য ভক্তিপূর্বক আমার দ্বারা তোমার নিকট কথিত হইল। যদি নিজের শুভ কামনা কর, তবে (দেবীকবচে রক্ষিত না হইয়া) এক পদও গমন করিবে না।[১] ৪৬

নিত্য কবচাবৃত হইয়া যত্র যত্র যাইবে তত্র তত্র সর্বকালেই অর্থ ও বিজয় লাভ হইবে। কবচপাঠান্তে মানুষ যাহা যাহা কামনা করে তাহা তাহা নিশ্চিতই প্রাপ্ত হয় এবং ভূতলে অতুল পরমৈশ্বর্য লাভ করে। ৪৮

কবচ-পাঠক জীবন-সংগ্রামে নির্ভয় ও অপরাজিত হয়। কবচাবৃত ব্যক্তি ত্রিজগতে পূজ্য হয়। ৪৯

---

১ মুহূর্তমাত্রও দেবীস্মরণ ব্যতীত কাটান উচিত নয়, ইহাই তাৎপর্য। পুরাণে আছে :

স্বপংস্তিষ্ঠন্ ব্রজন্ মার্গে প্রলপন্ ভোজনে রতঃ।
কীর্তয়েৎ সততং দেবীং স বৈ মুচ্যতে বন্ধনাৎ॥

অর্থাৎ যিনি নিদ্রায়, উপবেশন ও গমন-কালে, আহার ও আলাপের সময় সতত দেবীর স্মরণ করেন তিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।
— দুর্গাপ্রদীপ।

ইদন্তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৫০
দৈবী কলা ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ ৫১
নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বে লূতাবিস্ফোটকাদয়ঃ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব কৃত্রিমঞ্চৈব যদ্ বিষম্ ॥ ৫২
অভিচারাণি সর্বাণি মন্ত্রযন্ত্রাণি ভূতলে।
ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশিকাঃ ॥ ৫৩
সহজা কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা।
অন্তরীক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহারবাঃ ॥ ৫৪

এই দেবীকবচ দেবতাগণের ও দুর্লভ। যে শ্রদ্ধা-সহকারে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল) ইহা পাঠ করে সে দৈবী সম্পদ লাভ করে ও ত্রিভুবনে অপরাজিত হয় এবং অপমৃত্যু-বর্জিত হইয়া সাগ্র (সম্পূর্ণ) একশত বর্ষ জীবিত থাকে। ৫০-৫১

লূতাবিস্ফোটকাদি (পৃষ্ঠব্রণ) ব্যাধি, সকল স্থাবর (খনিজ বা উদ্ভিজ্জ) ও জঙ্গম (সর্পাদি জন্তু) এবং কৃত্রিম বিষ দেবী-কবচ-পাঠকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ৫২

এই ভূতলে অভিচারমূলক মন্ত্র ও যন্ত্রসকল, ভূচর, খেচর, কুলজা (নদী বা সাগরকুলবাসিগণ), উপদেশিকা (ক্ষুদ্র দেবতা), সহজা (সহোদর), কুলজা (দুষ্ট দেবতা), মালা, ডাকিনী, শাকিনী, ঘোরা অন্তরীক্ষচরা (উপদেবতা), মহারবা ডাকিনী, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য,

গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ।
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ॥ ৫৫
নশ্যন্তি দর্শনাৎ তস্য কবচেনাবৃতো হি যঃ।
মানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞস্তেজোবৃদ্ধিঃ পরা ভবেৎ॥ ৫৬
যশোবৃদ্ধির্ভবেৎ পুংসাং কীর্তিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
তস্মাৎ জপেৎ সদা ভক্তঃ কবচং কামদং মুনে॥ ৫৭*
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা।
নির্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপসমুদ্ভবা॥ ৫৮
যাবদ্‌ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্‌।
তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাং সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী॥ ৫৯

বেতাল, কুষ্মাণ্ড ও ভৈরবাদি কবচাবৃত ব্যক্তির দর্শনে নষ্ট (অপসৃত) হয়। আর এইরূপ কবচাবৃত ব্যক্তির রাজসকাশে মানোন্নতি এবং অন্তত্র পরম তেজবৃদ্ধি হয়। ৫৩-৫৬

এইরূপ কবচাবৃত পুরুষের যশোবৃদ্ধি ও কীর্তিবৃদ্ধি হয়। হে মুনি, এই সর্বকামদ কবচ সদা ভক্তিযুক্ত চিত্তে পাঠ করা উচিত। ৫৭

এই দেবীকবচ পাঠ করিবার পরে সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করিবে। তাহা হইলে নির্বিঘ্নে চণ্ডীজপ-জনিত সিদ্ধিলাভ হইবে। ৪৮

যাবৎ শৈল, বন ও কাননযুক্ত ভূমণ্ডল অনন্তনাগ ধারণ করিবে তাবৎ চণ্ডী-পাঠকের পুত্র-পৌত্রাদি[১] সন্ততি পৃথিবীতে অবস্থান করিবে। ৫৯

১ সাধু-ব্রহ্মচারীর পক্ষে শিষ্যপ্রশিষ্যাদি।

দেহান্তে পরমং স্থানং সুরৈরপি সুদুর্লভম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥ ৬০

তত্র গচ্ছতি গত্বাসৌ পুনশ্চাগমনং ন হি। *
লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ ॥ ৬১ *

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে[১] হরিহরব্রহ্মবিরচিতং
দেবীকবচং সমাপ্তম্।

মহামায়ার প্রসাদে[২] চণ্ডীপাঠক দেবতাদিগের সুদুর্লভ নিত্য পরমস্থান (মোক্ষ) দেহান্তে প্রাপ্ত হন। ৬০

সেই ব্যক্তি সেই পরম শিবলোকে গমন করেন। তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। তিনি সেই স্থানে শিবের সহিত সমত্ব প্রাপ্ত হন। ৬১

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিহরব্রহ্মবিরচিত
দেবীকবচের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* মহারাষ্ট্রে প্রচলিত পাঠানুসারে ও দেবীকবচের প্রামাণ্য টীকাদ্বয় 'দুর্গাপ্রদীপ' ও 'গুপ্তবতী' মতে দেবীকবচের মাত্র ৫০টী শ্লোক আছে। মহারাষ্ট্রীয় পাঠে উপরোক্ত * চিহ্নিত শ্লোকার্ধগুলি নাই।

১ কাহারও মতে দেবীকবচ মার্কণ্ডেয় পুরাণে, কাহারও মতে বরাহপুরাণে এবং কাহারও মতে রুদ্রযামলে আছে।

২ শ্রুতিতে আছে—"য এতাং মায়াশক্তিং বেদ, স মৃত্যুং জয়তি, স পাপ্মানং তরতি, সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি।" =যিনি এই ব্রহ্মরূপ মহামায়াকে বিজ্ঞাত হন, তিনি মৃত্যু জয় করেন, তিনি পাপমুক্ত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। সুতসংহিতায় আছে—

পার্বতী পরমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী।
বিশেষেণৈব জন্তূনাং নাত্র সন্দেহকারণম্ ॥

অর্থাৎ মহামায়া পার্বতী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী। বিশেষতঃ তিনি ভক্তগণকে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

# রাত্রিসূক্ত

## ( ১ )

### ( ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৭ সূক্ত )

রাত্রীতিসূক্তস্য কুশিকঃ ঋষিঃ রাত্রির্দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ,
শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থে সপ্তশতী পাঠাদৌ জপে বিনিয়োগঃ।

রাত্রিসূক্তের ঋষি ( মন্ত্রদ্রষ্টা )—কুশিক, ছন্দঃ—গায়ত্রী ও দেবতা—রাত্রি। শ্রীজগদম্বার প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের পূর্বে রাত্রিসূক্ত পাঠ করিতে হয়।

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১

ব্যখ্যদায়তী = ব্যখ্যৎ + আয়তী, দেব্যক্ষভিঃ = দেবী + অক্ষভিঃ

ওঁ ( ওঁকারময়ী ) পুরুত্রা ( বহুদেশে, সর্বদেশে ) অক্ষভিঃ ( [ প্রকাশমান ] ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা, চক্ষুস্থানীয় মহদাদি তত্ত্ব দ্বারা ) দেবী ( সর্ববস্তুর দ্যোতনশীলা ) আয়তী ( আগমনকারিণী, সর্বত্র বিদ্যমানা ) রাত্রী ( ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রি দেবতা ) ব্যখ্যৎ ( [ জগৎপ্রপঞ্চ ] বিশেষরূপে দেখিলেন )। [ অথ = অনন্তর ] বিশ্বাঃ ( সকল ) শ্রিয়ঃ ( শ্রী, কল্যাণ ) [ সা = তিনি ] অধি-অধিত ( ধারণ [ প্রদান ] করিলেন ) ॥ ১

ওঁকারময়ী সর্বব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী রাত্রি[1] দেবী সর্বদেশে তাঁহার চক্ষুঃস্থানীয় মহদাদি তত্ত্ব দ্বারা সর্ববস্তুর দ্যোতন-

---

১ রাতি ( দদাতি = দান করেন ) অভীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ। রাত্রি দ্বিবিধ—জীবরাত্রি ও ঈশ্বররাত্রি। জীবরাত্রিরূপ সুষুপ্তিতে

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বত।

জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২

ওর্বপ্রা = উরু + অপ্রাঃ, দেব্যুদ্বত = দেবী + উদ্বতঃ।

অমর্ত্যা (মৃত্যুরহিতা) [সা = সেই] দেবী (দ্যোতনশীলা রাত্রি দেবতা) উরু (বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ, নিখিল প্রপঞ্চ) অপ্রাঃ ([স্বীয় চৈতন্য-রূপে] পরিব্যাপ্ত করিলেন) [তথা = এবং] নিবতঃ (নীচ লতাগুল্মাদি) উদ্বতঃ (ও উচ্চ বৃক্ষাদি) [চৈতন্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন]। [এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের] তমঃ (অন্ধকার, অজ্ঞান) জ্যোতিষা (স্বীয় ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ দ্বারা) বাধতে (নাশ করিলেন) ॥ ২

শীলা (প্রকাশিকা) হইয়া (অর্থাৎ আপনাকে জগদাকারে প্রকাশ করিয়া) স্বোৎপাদিত সদসৎকর্মপূর্ণ জগজ্জাল বিশেষরূপে দর্শন করিলেন। অনন্তর সকল জীবের স্ব স্ব কর্মানুরূপ ফল প্রদান করিলেন।

[সর্ব-কারণ-ভূতা মহামায়া পূর্বকল্পীয় সকল প্রাণীর সদসৎ কর্মসমূহের ফলপ্রদানের সময় আগত না হওয়ায় তাঁহাদিগকে (জীব ও জগৎপ্রপঞ্চকে) ফলপ্রদানের সময় পর্যন্ত স্বীয় কারণশরীরে প্রলীন করিলেন। পরে ফল-প্রদানের কাল উপস্থিত হইলে মহদাদি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের কর্মফলদানে প্রবৃত্তা হইলেন।]

---

প্রতিদিন জীবগণের ব্যবহার লুপ্ত হয় ও ঈশ্বররাত্রিরূপ প্রলয়কালে ঈশ্বরব্যবহার লুপ্ত হয়। দেবীপুরাণে আছে—

ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী তু ভুবনেশী প্রকীর্তিতা ॥

অর্থাৎ রাত্রিদেবী ঈশ্বরলয়রূপা ও ব্রহ্মমায়াত্মিকা। তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ভুবনেশ্বরী আদ্যাশক্তিরূপে প্রসিদ্ধা।

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নিতে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ ॥ ৪

স্বসারমস্কৃতোষসং = স্বসারম্ + অস্কৃত + উষসং। দেব্যায়তী = দেবী + আয়তী। আয়তী (আগমনকারিণী) দেবী (দ্যোতনশীলা রাত্রি দেবতা) স্বসারম্ (স্বীয় ভগিনী) উষসং (উষাকে, প্রকাশরূপাকে, অবিদ্যার আবরণী শক্তিকে) নিরু-অস্কৃত (= নিরস্কৃত, দগ্ধ-জীব-স্বরূপ [নিরাস] করেন)। [তস্যাম্ উষসি = উষার সেইরূপ অবস্থায়] তমঃ (অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার) অপেদুহাসতে (অপগত হয়) ॥ ৩

অদ্য (এখন, এই সময়) নঃ (আমাদের প্রতি) সা (সেই, রাত্রি দেবী, চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী) [প্রসীদতু = প্রসন্না হউন] যস্যাঃ (যাঁহার) যামন্ = যামনি, [প্রসাদ] প্রাপ্তিতে) বয়ং (আমরা) নি + অবিক্ষ্মহি, ([সুখে, স্বস্বরূপে] অবস্থান করি) [যথা = যেরূপ] বয়ঃ (পক্ষিগণ) বৃক্ষেণ (বৃক্ষে, নীড়াশ্রয়ে) বসতিং (রাত্রিনিবাস) [কুর্বন্তি = করে] ॥ ৪

অমরণধর্মা নিত্যা রাত্রি দেবী (বা মহামায়া) বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চগত উচ্চ নীচ বৃক্ষলতাগুল্মাদি স্বীয় আত্ম-চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত করিলেন। ২ [পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থমতে সৌর দীপ্তি যেমন তৃণাদি নিখিল বিশ্বের প্রকাশক হইলেও সূর্যকান্তমণিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তৃণাদির দাহক হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য উচ্চাবচ নিখিল প্রপঞ্চের ভাসক হইয়াও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়স্থ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহার অজ্ঞানের নাশক হন।]

ঐ রাত্রি দেবতা সহোদরা-স্থানীয়া প্রকাশময়ী উষার

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ॥ ৫

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয়স্তেনমূর্ম্যে।
অথা ন সুতরা ভব॥ ৬

যবয়স্তেনমূর্ম্যে=যবয়+স্তেন+মূর্ম্যে

গ্রামাসঃ (গ্রামসমূহ, গ্রামবাসিগণ) নি+অবিক্ষত ([সুখে] শয়ন করে) [তথা=এবং] পদ্বন্তঃ (পাদযুক্ত, গবাশ্বাদি) নি (=নিবিশন্তে, নিবাস করে), পক্ষিণঃ (পক্ষযুক্তা, পক্ষিগণ) নি (=নিবিশন্তে, নিবাস করে), অর্থিনঃ (কামার্থিগণ, পথস্থিতগণ) শ্যেনাসঃ চিৎ (শ্যেন-সকলও) নি (=নিবিশন্তে, নিবাস করে)॥ ৫

ঊর্ম্যে (হে জননী, রাত্রিদেবী) বৃক্যং ([নানা বাসনারূপা] ব্যাঘ্রী) বৃকং (ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রসদৃশা হিংসাকারী পাপকে) যাবয়া (=যাবয়, আমাদিগ হইতে দূর করুন) [তথা=এবং] স্তেনং (তস্কর, চিত্তাপহারক কামাদিকে) যবয়, (=যাবয়, আমাদিগ হইতে দূর করুন)। অথ (অনন্তর) নঃ (আমাদের) সুতরা (অনায়াসে পারকর্ত্রী) ভব (হউন)॥ ৬

(অবিদ্যার) আবরণী শক্তি বিনাশ করেন। উষার সেইরূপ অবস্থায় (প্রারব্ধ কর্মক্ষয়ে বিক্ষেপশক্তি নষ্ট হওয়ায়) মূলাজ্ঞান অপসৃত হয়। ৩

এই মন্ত্রে রাত্রিদেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে—

সেই দেবী ভুবনেশ্বরী আমাদের প্রতি এই (প্রার্থনার) সময় প্রসন্না হউন। তাঁহার প্রসাদে পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষে নীড়াশ্রয়ে সুখে রাত্রিবাস করে, সেইরূপ আমরা আমাদের স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিব। ৪

ঐ কৃপাময়ী ভুবনেশ্বরী দেবীর করুণায় আপামর

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭

পেপিশত্তমঃ=পেপিশৎ+তমঃ; ব্যক্তমস্থিত=ব্যক্তম্+অস্থিত

পেপিশৎ ([সর্ববস্তুতে] অতিমাত্র সংশ্লিষ্ট) কৃষ্ণং ([তমঃপ্রাধান্য-হেতু] কৃষ্ণবর্ণ) ব্যক্তম্ (ব্যক্ত, প্রকাশিত) তমঃ (নৈশ অন্ধকার, অজ্ঞান) মা (মাং, আমার নিকট) উপ-অস্থিত (আসিয়াছে)। উষঃ (হে উষাদেবী, হে রাত্রিদেবতা) [ভবতী=আপনি] ঋণেব (=ঋণানীব, [স্তোতৃগণের] ঋণাপগমের ন্যায়) [তৎ=তাহা, অজ্ঞান] যাতয় (দুর করুন)॥ ৭

গ্রামবাসিগণ, গবাশ্বাদি পশু, পক্ষিগণ, কামার্থিগণ এবং শ্যেনাদিও সুখে শয়ন করে। ৫ [মূঢ় বালকগণ যেমন জননীর অসীম করুণায় নিশ্চিন্ত হইয়া নির্বিঘ্নে শয়ন করে, সেইরূপ প্রাণিগণ করুণাময়ী রাত্রিদেবীকে না জানিয়াও তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আত্ম-স্থ হয়।]

হে জননি রাত্রিদেবী, আপনি দয়াবতী। আপনি করুণাপূর্ব্বক আমাদের অনুষ্ঠিত পাপাচরণ উপেক্ষা করিয়া নানা বাসনারূপ ব্যাঘ্রী ও ব্যাঘ্র-সদৃশ হিংসাকারী পাপসকল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদের চিত্তাপহারক কামাদি তস্করসমূহ দুর করিয়া অনায়াসে আমাদিগকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করুন অর্থাৎ আমাদের মোক্ষদাত্রী হউন। ৬

হে রাত্রি দেবতা, সকল বস্তুতে অতিশয় সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় নৈশ তমোতুল্য অজ্ঞান আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।

রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮

ইতি ঋগ্বেদোক্তং রাত্রিসূক্তং[১] সমাপ্তম্।

রাত্রি ( হে রাত্রি দেবি, তে ( আপনাকে ) গা ইব ( দুগ্ধবতী ধেনুর ন্যায় ) উপ [ =উপেত্য ] আকরং ( [ স্তুতিজপাদি দ্বারা ] প্রসন্না করিতেছি )। [ হে ] দিবঃ ( পরমাকাশের, পরমাত্মার ) দুহিতঃ ( দুহিতা, কন্যা ) [ ত্বৎপ্রসাদাৎ কামাদীন্ শত্রূন্=আপনার কৃপায় কামাদি শত্রু ] জিগ্যুষে ( জয় করিব ), নঃ ( আমাদের ) স্তোমং ( স্তোত্র ) [ হবিরপি=হবিও ] বৃণীষ্ব ( গ্রহণ কর ) ॥ ৮

হে উষা দেবতা, আপনার স্তোতৃগণকে ধনপ্রদানের দ্বারা আপনি যেমন তাহাদের ঋণাপগম করেন, সেইরূপ আমার অজ্ঞান অপসারণ করুন। ৭

হে রাত্রিদেবী, দুগ্ধবতী ধেনুর ন্যায় আমি আপনাকে স্তুতিজপাদি দ্বারা প্রসন্না করিতেছি। আপনি পরমাকাশরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মার কন্যা। আপনার প্রসাদে আমি কামাদি শত্রু জয় করিব। আমার এই স্তোত্র ও প্রদত্ত হবি কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন। ৮

ঋগ্বেদোক্ত রাত্রিসূক্তের সায়ণভাষ্যানুযায়ী অন্বয়ার্থ ও

অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ ইহাই বৈদিক রাত্রিসূক্ত। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ৭০ হইতে ৮৭ মন্ত্রই তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী তন্ত্রগ্রন্থ বলিয়া বৈদিক রাত্রিসূক্তের স্থলে তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত-পাঠই কর্তব্য।

## ( ২ )

### সামবিধান ব্রাহ্মণ, ৩. ৮. ২

ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ শ্রীচক্ষুষে বাতঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায় আপঃ স্নেহায় মনঃ অনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরম্ ॥ ১

ইতি সামবিধানব্রাহ্মণোক্তং রাত্রিসূক্তম্ ।

ওঁ (ব্রহ্মরূপা)* পুনঃ-ভূং ( [অসুরবধার্থ] পুনঃ পুনঃ যিনি অবতীর্ণা হন ), ময়ঃ-ভূং ( [ প্রাণিগণের ] সুখদাত্রী), কন্যাং ( আরাধ্যা, কুমারী ) শিখণ্ডিনীং ( বৈষ্ণবী, ময়ূরপুচ্ছভূষণা ) পাশ-হস্তাং ( [ অসুরবন্ধনার্থ ] হস্তে পাশ-ধারিণী ) যুবতীং † ( নিত্যা, বাল্য ও বার্ধক্য-অবস্থারহিতা ) কুমারিণীং ( কুমারী প্রভৃতি শক্তিসমূহের সমষ্টিভূতা ) রাত্রিং ( ব্রহ্মময়ী দেবীর ) প্রপদ্যে ( শরণাপন্ন হই ) । [ এবম্ভূতায়া রাত্র্যভিমানিন্যা দেবতায়াঃ প্রভাবাৎ—উক্তপ্রকার রাত্রি-অভিমানিনী দেবতার প্রভাবে ] আদিত্যঃ ( সূর্য ) শ্রীচক্ষুষে [ ভবতু ] ( চক্ষুর্দ্বয় শ্রীযুক্ত করুন ), বাতঃ ( বায়ু দেবতা ) প্রাণায় [ ভবতু ] ( পঞ্চ প্রাণ রক্ষা করুন ), সোমঃ ( সোমদেব ) গন্ধায় [ ভবতু ] ( ঘ্রাণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন ), আপঃ ( জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ) স্নেহায় [ ভবতু ] ( সকল তরল পদার্থ রক্ষা করুন ), মনঃ ( তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র ) অনুজ্ঞায় [ ভবতু ] ( সঙ্কল্প—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন ) পৃথিব্যৈ ( —পৃথিবী, তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) শরীরম্ ( —শরীরায়, শরীরকে ) [ ভবতু—রক্ষা করুন ] ॥ ১

---

* ওঙ্কার ব্রহ্মবাচক। কঠোপনিষদে আছে এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম—ওঁ এই অক্ষরই ব্রহ্ম।

† যুবতী—যু+কনিন্। যা যৌতি—যিনি সর্বকাম্য দান করেন

যে ব্রহ্মরূপা মহামায়া পুনঃ পুনঃ অসুরবধার্থ আবির্ভূতা হন, যিনি প্রাণিগণের সুখদাত্রী ও কন্যারূপিনী, যিনি ময়ূরপুচ্ছভূষণা (শিখণ্ডিনী)[১] ও অসুরবধার্থ পাশহস্তা এবং যিনি নিত্য বাল্য ও বার্ধক্যাবস্থা-রহিতা ও কুমারী প্রভৃতি শক্তিসমূহের সমষ্টি-ভূতা, সেই রাত্রিরূপা[২] দেবীর শরণাপন্ন হই। তাঁহার প্রভাবে সূর্য চক্ষুদ্বয়কে শ্রীযুক্ত করিয়া রক্ষা করুন; বায়ুদেবতা পঞ্চ প্রাণ রক্ষা করুন; সোমদেব ঘ্রাণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন; বরুণদেব সকল তরল পদার্থ রক্ষা করুন; চন্দ্রদেব আমার মন রক্ষা করুন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার শরীর রক্ষা করুন। ১

[সামবিধিব্রাহ্মণমতে রাত্রিতে এই দেবীমন্ত্রজপমাত্রেই সিদ্ধিলাভ হয়। এই সূক্তপাঠের অবান্তর ফল মরণকাল-জ্ঞান ও পরম ফল মোক্ষ-প্রাপ্তি। নাগোজীভট্টকৃত টীকা অনুযায়ী অনুবাদ প্রদত্ত হইল।]

সামবিধিব্রাহ্মণোক্ত রাত্রিসূক্তের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ শিখণ্ডী=বিষ্ণু; শিখণ্ডিনী=বৈষ্ণবী, বিশ্বব্যাপিনী শক্তি।

যথা—ভূষণৈস্তু ময়ূরাণামঙ্গদাদ্যৈস্তু ভাস্বরা।
ধ্বজেন শিখিবর্হানামুচ্ছ্রিতেন সমাবৃতা॥
—হরিবংশ

—দেবীর অঙ্গ ময়ূরপুচ্ছময় (অঙ্গদাদি) অলঙ্কার দ্বারা উজ্জ্বল এবং তাঁহার মস্তক উচ্ছ্রিত শিখিপুচ্ছালঙ্কৃত মুকুট দ্বারা সুশোভিত। অন্য মতে দেবী একাই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই হন বলিয়া শিখণ্ডিনী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি=তুমি স্ত্রী এবং তুমিই পুরুষ।

২ যথা—হরিবংশে "অন্তাস্তনুস্তমোদ্বারা নিশাদিবসনাশিনী"=রাত্রিরূপা দেবী স্বীয় তমোময় তনু দ্বারা নিশাও নাশ করেন।

# দেবীবাহন সিংহের ধ্যান

গ্রীবায়াং মধুসূদনোঽস্য শিরসি শ্রীনীলকণ্ঠঃ স্থিতঃ
শ্রীদেবী গিরিজা ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে শারদা।
ষড়্‌বক্ত্রো মণিবন্ধসন্ধিষু তথা নাগাস্তু পার্শ্বস্থিতাঃ
কর্ণৌ যস্য তু চাশ্বিনৌ স ভগবান্ সিংহো মমাস্ত্বিষ্টদঃ ॥ ১

যন্নেত্রে শশিভাস্করৌ বসুকুলং দন্তেষু যস্য স্থিতং
জিহ্বায়াং বরুণস্তু হুঙ্কৃতিরিয়ং শ্রীচর্চিকা চণ্ডিকা।
গণ্ডৌ যক্ষযমৌ তথৌষ্ঠযুগলং সন্ধ্যাদ্বয়ং পৃষ্ঠকে
বজ্রী যস্য বিরাজতে স ভগবান্ সিংহো মমাস্ত্বিষ্টদঃ ॥ ২

যাঁহার গ্রীবাতে মধুসূদন (বিষ্ণু), শিরে (মস্তকে) নীলকণ্ঠ (শিব), ললাটে পার্বতী দেবী, বক্ষস্থলে দুর্গা, করগ্রন্থি- (হাতের কব্জা) সমূহে ষড়্‌বক্ত্র (কার্তিকেয়), পার্শ্বে নাগ-সকল এবং কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিরাজিত, সেই দেবী-বাহন ভগবান সিংহ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন। ১

যাঁহার নয়নযুগলে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে অষ্ট বসু, জিহ্বাতে বরুণ, হুঙ্কারে শ্রীদুর্গা চণ্ডিকা, গণ্ডদ্বয়ে যক্ষ ও যম,

গ্রীবাসন্ধিষু সপ্তবিংশতিমিতান্যৃক্ষাণি সাধ্যা হৃদি
প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমোঽস্য তু মহাক্রৌর্যৈঃ
সমাঃ পূতনাঃ।
প্রাণে যস্য তু মাতরঃ পিতৃকুলং যস্যাস্ত্যপানাত্মকং
রূপে শ্রীকমলা কচেষু বিমলা তে স্যু রবে রশ্ময়ঃ ॥ ৩

ইতি দেবীপুরাণে দেবীবাহন-সিংহধ্যানং সমাপ্তম্।

ওষ্ঠযুগলে সন্ধ্যাদেবীদ্বয় এবং পৃষ্ঠে বজ্রী ( ইন্দ্র ) অবস্থিত, সেই দেবীবাহন ভগবান সিংহ আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন। ২

সেই সর্বদেবময় সিংহের গ্রীবাসন্ধিসমূহে সপ্তবিংশতি-সংখ্যক ঋক্ষ ( নক্ষত্র ) ও হৃদয়ে সাধ্যগণ অবস্থিত। তাঁহার তমঃ (অজ্ঞান ) বিবৃদ্ধ নির্দয়তা এবং মহাক্রূরতা পূতনাতুল্য। তাঁহার প্রাণবায়ুতে মাতৃকুল, অপানবায়ুতে পিতৃকুল, রূপে লক্ষ্মী এবং রবি-রশ্মিতুল্য ( কচ-কেশ-দামে ) বিমলা সংস্থিতা আছেন। ৩

শ্রীদেবীপুরাণে দেবীবাহন-সিংহের ধ্যানানুবাদ সমাপ্ত।

# চণ্ডীর ষট্-সংবাদ-কথা

মেধাস্তু কথয়মাস সুরথায় সমাধয়ে।
সা কথা কথিতা পশ্চাৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ। ১
তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণো জৈমিনিং প্রতি।
অনেনৈব বিধানেন কথাঃ ষড়্বিধিকা মতাঃ। ২
( এষা ষট্সংবাদ-কথা সপ্তশত্যাঃ পুরাতনীতি বা। )

মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে যে চণ্ডী-কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মার্কণ্ডেয় মুনি পরে স্বশিষ্য ভাগুরি মুনিকে বলেন। ভাগুরি-কথিত বিবরণ দ্রোণ মুনির চারি পুত্র (অভিশাপে পক্ষিযোনিপ্রাপ্ত পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ) ব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনিকে বলেন। এইরূপে চণ্ডীর ষট্-সংবাদ-কথা পরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়াছে। ১-২

[ পুরাকালে জৈমিনি স্বীয় গুরু ব্যাসদেবের নিকট অখিল ধর্মতত্ত্ব-শ্রবণান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া মার্কণ্ডেয় মুনিকে কয়েকটী প্রশ্ন করেন। ( অন্যমতে মহাভারতপাঠান্তে কয়েকটী বিষয়ে সন্দিহান হইয়া স্বীয় গুরুর নিকট যান। কিন্তু ব্যাসদেবের অবসর না থাকায় তিনি স্বশিষ্যকে মার্কণ্ডেয়ের নিকট যাইতে বলেন। ) সময়াভাবে মার্কণ্ডেয় জৈমিনিকে বলিলেন, "আমার অবসর নাই। তুমি বিন্ধ্যাচলে পক্ষিরূপধারী মুনিপুত্রগণের নিকট গমন কর।" পক্ষি-চতুষ্টয় জৈমিনির প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মময়ী দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন করেন। ]

# শ্রীশ্রীচণ্ডীর মাহাত্ম্য

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুষু দেবানাং চ যথা হরিঃ।
স্তবানামপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ॥

—বারাহীতন্ত্র

যেমন অশ্বমেধ সকল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেমন হরি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তবসমূহের মধ্যে সপ্তশতী-স্তব (চণ্ডী) শ্রেষ্ঠ।

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাস্তু পুরাণাদিষু কীর্তিতম্।
পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি সর্বকামসমৃদ্ধয়ে॥

—সংবৎসর-প্রদীপ

মানবগণ সর্বকামনাসিদ্ধির নিমিত্ত পুরাণাদিতে কীর্তিত দেবী-মাহাত্ম্য (চণ্ডী) পাঠ বা শ্রবণ করিবে।

মকারাদিনুকারান্তো মন্ত্রঃ পরমদুর্লভঃ।

—কাত্যায়নীতন্ত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম মন্ত্রের ১ম শব্দ 'মার্কণ্ডেয়' এবং অন্ত মন্ত্রের অন্ত শব্দ 'মনু'—ম হইতে নু পর্যন্ত মন্ত্র (সপ্তশতী চণ্ডী) পরম দুর্লভ।

সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্‌ ॥
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্‌ ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা ।
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিম্‌ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥

—দেবীর উক্তি ( শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১২।২০-২১ )

আমার এই সমগ্র মাহাত্ম্য-পাঠই আমার সান্নিধ্য-কারক। এক বৎসরকাল যথাবিধি উত্তম পশুবলি, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, পঞ্চামৃতাদি অভিষেক দ্রব্য ও অন্যান্য নানাবিধ ভোগসাধনদ্রব্যে আমার যে প্রীতি হয়, আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য একবারমাত্র শ্রবণ ( বা পাঠ ) করিলে আমার তাদৃশী প্রীতি জন্মে।

বাচকঃ পূজিতো যেন প্রসন্না তস্য দেবতা ।
জ্ঞাত্বা সর্বসমাপ্তিঞ্চ পূজয়েদ্বাচকং বুধঃ ।
আত্মানমপি বিক্রীয় য ইচ্ছেৎ সফলং ক্রতুম্‌ ॥

—বারাহীতন্ত্র

[ দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণের এত মহিমা যে—] যিনি বাচককে ( চণ্ডীপাঠককে ) পূজা করেন, তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন। যে বিবেকী স্বীয় ক্রতু ( যজ্ঞ ) সফল করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি চণ্ডীপাঠ-সমাপ্তির পরে নিজেকে বিক্রয় করিয়াও চণ্ডী-পাঠককে পূজা করিবেন।

# শ্রীশ্রীচণ্ডী

## প্রথম চরিত্রের ঋষি ও দেবতাদি

### ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ অস্য শ্রীপ্রথমচরিত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, মহাকালী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, নন্দা শক্তিঃ, রক্তদন্তিকা বীজম্, অগ্নিস্তত্ত্বম্, ঋগ্বেদঃ স্বরূপম্। শ্রীমহাকালী-প্রীত্যর্থং ( ধর্মার্থে ) প্রথমচরিত্রজপে বিনিয়োগঃ।

[ ডামরতন্ত্রমতে ] শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের ঋষি ( মন্ত্রদ্রষ্টা )— ব্রহ্মা, দেবতা— মহাকালী, ছন্দঃ – গায়ত্রী, শক্তি— নন্দা, বীজ— রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব— অগ্নি এবং স্বরূপ— ঋগ্বেদ। শ্রীমহাকালীর প্রীতির জন্য ( ধর্মলাভের[১] নিমিত্ত ) প্রথম চরিত্র-পাঠের-বিনিয়োগ[২] ( প্রয়োগ ) হয়।

---

১ শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্র ( ১ম অধ্যায় ), মধ্যম চরিত্র ( ২য় হইতে ৪র্থ অধ্যায় ) এবং উত্তর চরিত্র ( ৫ম হইতে ১৩শ অধ্যায় ) সকামভাবে পাঠ করিলে যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ ও কাম অর্থাৎ অভ্যুদয় ( ঐহিক উন্নতি ) লাভ হয়। আর নিষ্কামভাবে পাঠ করিলে প্রত্যেক চরিত্র হইতে মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং চণ্ডীপাঠে মানবজীবনের চতুর্বর্গলাভ হয়। এই হেতু দেবীর আরাধনা করিয়া রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি যথাক্রমে অপহৃত রাজ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

২ মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত বিবিধ বিধির মধ্যে বিনিয়োগ অন্যতম বিধি।

## মহাকালীর ধ্যান

ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং* সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতান্† ।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌচ্ছয়িতেঃ‡ হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্ ।

ওঁ খড়্গং ( খড়্গ ) চক্র-গদা-ইষু-চাপ-পরিঘান্ ( চক্র, গদা, তীর, ধনু ও লগুড় ) শূলং ( শূল ) ভুশুণ্ডীং ( অস্ত্রবিশেষ ) শিরঃ ( নরমুণ্ড ) শঙ্খং ( এবং শঙ্খ ) করৈঃ ( দশ করে[১] সন্দধতীং ( ধারণকারিণী ) ত্রি-নয়নাং ( চক্ষুত্রয়যুক্তা ) সর্ব-অঙ্গ-ভূষা-আবৃতাম্ ( সর্বপ্রকার অলঙ্কারে সুশোভিতা বা সর্বাঙ্গ অলঙ্কার দ্বারা আবৃতা ) নীল-অশ্ম-দ্যুতিম্ ( নীলকান্তমণিসদৃশ প্রভাময়ী ) আস্য-পাদ-দশকাং ( দশ মুখ ও দশ পদযুক্তা ) মহাকালিকাং ( মহাকালী ) যাম্ ( যাঁহাকে ) হরৌ ( হরি, বিষ্ণু ) শয়িতে ( যোগনিদ্রা-যুক্ত হইলে ) কমল-জঃ ( ব্রহ্মা ) মধুং ( মধুকে ) কৈটভং ( ও কৈটভকে ) হন্তুং ( বধ করিবার জন্য ) অস্তৌৎ ( স্তব করিয়াছিলেন ) [ তাং= তাঁহাকে ] [ অহম্=আমি ] সেবে ( সেবা [ ধ্যান ] করি ) ॥

যিনি দশ হস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, শূল, ভুশুণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন ; যিনি ত্রিনয়না, সর্ব প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিতা ( বা যাঁহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে আবৃত ) এবং নীলকান্তমণিতুল্য প্রভাবিশিষ্টা ; যাঁহার দশটী মুখ ও দশটী[১] পদ ; বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত হইলে মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়-বিনাশের জন্য ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাকালীর ধ্যান করি ।

---

* পাশান্ ইতি বা । † ভূতাম্ ইতি ক্বচিৎ । ‡ স্বপিতে ইতি বা ।

১ মহাকালীর দশটী মুখ ও দশটী পদ—এই বিষয়ে বৈকৃতিক রহস্যের ২—৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

# প্রথম চরিত্র

## প্রথম অধ্যায়—মধুকৈটভবধ

### ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

(ওঁ ক্লীং) মার্কণ্ডেয় উবাচ। ১

সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম ॥ ২

মার্কণ্ডেয়ঃ (মৃকণ্ড ঋষির তনয়, মার্কণ্ডেয় মুনি) [স্বশিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে] উবাচ (বলিলেন)—সূর্য-তনয়ঃ (সূর্যের পুত্র) সাবর্ণিঃ (সাবর্ণি) যঃ (যিনি) অষ্টমঃ (অষ্টম) মনুঃ (মনু) [বলিয়া] কথ্যতে

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়[1] স্বীয় শিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে বলিলেন—সূর্যতনয় সাবর্ণি,[2] যিনি অষ্টম মনু[3] বলিয়া কথিত,

---

১ শ্রীভাগবতমতে মৃকণ্ড নামক ঋষির প্রাণ হইতে বেদশিরা নামে যে মুনি আবির্ভূত হন, তিনিই মার্কণ্ডেয়।

২ সূর্যপত্নী সবর্ণার পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম সাবর্ণি। বিষ্ণুপুরাণমতে সূর্যপত্নী সংজ্ঞার সৃষ্ট ছায়ার (সংজ্ঞার সমবর্ণ ছিলেন বলিয়া ছায়ার অন্য নাম সবর্ণা) গর্ভে সূর্যের ঔরসে যে দ্বিতীয় পুত্র জন্মিয়াছিলেন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শনৈশ্চরের সমান বর্ণ হইয়াছিলেন (বা সবর্ণার পুত্র ছিলেন) বলিয়া সাবর্ণি নামে খ্যাত হন। অষ্টম মনু সাবর্ণি দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মন্বন্তরে রাজা সুরথ হইয়াছিলেন।

৩ মনুর সংখ্যা চৌদ্দ, যথা—স্বায়ম্ভুব (ব্রহ্মার মানস পুত্র), স্বারোচিষ (স্বায়ম্ভুবপুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র), ঔত্তম (প্রিয়ব্রতপুত্র উত্তমের পুত্র)

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ ॥ ৩

( কথিত, খ্যাত ), তৎ-উৎপত্তিং ( তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত ) বিস্তরাৎ ( বিস্তৃত ভাবে ) গদতঃ ( বর্ণনকারী ) মম ( আমার নিকট ) নিশাময় ( শ্রবণ কর ) ॥ ১-২

সঃ ( সেই ) মহাভাগঃ ( মহা ঐশ্বর্যযুক্ত ) রবেঃ ( রবির, সূর্যের ) তনয়ঃ ( পুত্র ) সাবর্ণিঃ ( সবর্ণার পুত্র ) মহামায়া-অনুভাবেন ( মহামায়ার অনুগ্রহে, পরমেশ্বরীর কৃপায় ) যথা ( যেরূপে ) মন্বন্তর-অধিপ ([ অষ্টম ] মন্বন্তরের অধিপতি ) বভূব ( হইলেন ) [ তৎ শৃণু—তাহা শ্রবণ কর ] ॥ ৩

তাঁহার উৎপত্তি বিস্তারপূর্বক বলিতেছি। আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর। ১-২

সেই মহাভাগ[১] সূর্যতনয় সাবর্ণি মহামায়ার[২]

---

তামস ( প্রিয়ব্রতের পুত্র ) রৈবত ( প্রিয়ব্রতের পুত্র ) চাক্ষুষ ( অঙ্গরাজের পুত্র ), বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ( রৌচ্য ) এবং ইন্দ্রসাবর্ণি ( ভৌত্য )। এক এক মনুর অধিকৃত কালের নাম মন্বন্তর। এক মন্বন্তর কিঞ্চিদধিক ৭১ দিব্য যুগ। ব্রহ্মার এক একটি দিন ও রাত্রিকে এক একটি কল্প বলে। দিনরূপ কল্পে সৃষ্টি ও রাত্রিরূপ কল্পে প্রলয় হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পে ১৪টি মন্বন্তর হয় অর্থাৎ ১৪ জন মনু যথাক্রমে জগতের অধীশ্বর হন। অধুনা বৈবস্বত মনুর অধিকার। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে এক দৈব যুগ হয়। এইরূপ এক সহস্র দৈব যুগই এক সৃষ্টিকল্পের পরিমাণকাল।

১ ভাগ = ভগ = ঐশ্বর্য

২ মহামায়া = পরমেশ্বরী-শক্তি, বিসদৃশ-প্রতীতি-সাধিকা ঈশ্বর-শক্তি ( নাগোজীভট্টী টীকা )। ইহাই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি ( তত্ত্ব-

প্রকাশিকা টীকা )। এই মহাশক্তির দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি-সংহারাদি ও জন্মলীলাদি কার্য করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তি মহামায়াই সম্পন্ন করেন। ইনিই উপাসকগণের কার্যের জন্য অভৌতিক রূপ ধারণ করিয়া দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। দেবীভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ এইরূপে বলিয়াছেন—

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপো স্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে॥ ৫৮
তথৈষা দেবকার্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ॥ ৫৯

অর্থাৎ নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোক-রঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য-সম্পাদনের জন্য স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়েও ব্রহ্মা নারদকে মহামায়ার তত্ত্ব বলিয়াছেন। দেবীভাগবতে মহামায়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবতী নামে অভিহিতা। রুদ্রযামলে মহামায়াকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা—'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।'—রুদ্রযামল, ৪৭ পটল। গুপ্তবতীমতে চণ্ডী পরব্রহ্মের পাটমহিষী দেবতা।

'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।' —শ্রীরামপ্রসাদ।

'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।' —শ্রীরামকৃষ্ণ।

দেবীপুরাণে নামনির্বচনাধ্যায়ে ও কালিকাপুরাণে মহামায়ার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে, যথা—

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্॥ ১
পূর্বাতিপূর্বসংস্কারসঙ্ঘাতেন নিয়োজ্য চ।
অহরাদৌ ততো মোহমমত্বজ্ঞানসংশয়ম্॥ ২
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্॥ ৩

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে॥ ৪
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তদা॥ ৫

পূর্বং (পূর্বকালে) স্বারোচিষে ([দ্বিতীয় মনু] স্বারোচিষের) অন্তরে (মন্বন্তরে, অধিকারকালে) সমস্তে (সমগ্র) ক্ষিতি-মণ্ডলে (ভূমণ্ডলে) চৈত্র-বংশ-সমুদ্ভবঃ ([স্বারোচিষ মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র] চৈত্রের বংশে উৎপন্ন) সুরথঃ নাম (সুরথ নামে) রাজা (নরপতি) অভূৎ (হইয়াছিলেন)॥ ৪

ঔরসান্ (ঔরসজাত) পুত্রান্ ইব (পুত্রগণের ন্যায়) প্রজাঃ (প্রজা-

(পরমেশ্বরীর) কৃপায় যেরূপে অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৩

পূর্বকালে দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের[১] অধিকার সময়ে (স্বারোচিষের জ্যেষ্ঠ পুত্র) চৈত্রের বংশে উৎপন্ন সুরথ নামক এক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। ৪

রাজা সুরথ প্রজাদিগকে ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় যথানীতি

---

আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী॥ ৪

অর্থাৎ মাতৃগর্ভমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন শিশু প্রসূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যিনি তাহাকে নিরন্তর জ্ঞানরহিত করেন, যিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারসমূহ দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত করিয়া অহর্নিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও ব্যসনাসক্ত করেন, সেই জগদীশ্বরই এই কারণে মহামায়া নামে অভিহিতা।

১ কলি নামক গন্ধর্বের ঔরসে বরূথিনী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে স্বরোচিষের জন্ম হয়। এই স্বরোচিষের পুত্র স্বারোচিষ।

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥ ৬
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৭

বর্গকে ) সম্যক্ ( উত্তমরূপে, নীতিশাস্ত্রানুসারে ) পালয়তঃ ( পালনকারী ) তস্য ( তাঁহার, রাজা সুরথের ) তদা ( সেই সময় ) কোলা-বিধ্বিংসিনঃ ( কোলা-ধ্বংসকারী ) ভূ-পাঃ ( রাজগণ ) শত্রবঃ ( শত্রু ) বভূবুঃ ( হইয়াছিলেন ) ॥ ৫

তৈঃ ( তাহাদিগের সহিত ) অতি-প্রবল-দণ্ডিনঃ ( অতি প্রবল শত্রুদিগের দণ্ডদাতা ) তস্য ( তাঁহার, সুরথের ) যুদ্ধম্ ( যুদ্ধ ) অভবৎ ( হইয়াছিল )। ন্যূনৈঃ অপি ( অল্পসংখ্যক, তৈঃ ( সেই সকল ) কোলা-বিধ্বংসিভিঃ ( কোলাবিধ্বংসি [ যবন ]-গণ কর্তৃক ) যুদ্ধে ( সংগ্রামে ) সঃ ( তিনি, সুরথ ) জিতঃ ( পরাভূত হন ) ॥ ৬

ততঃ ( অনন্তর ) সঃ ( সেই ) মহাভাগঃ ( মহৈশ্বর্যযুক্ত [ সুরথ ] ) তৈঃ ( সেই সকল ) প্রবল-অরিভিঃ ( প্রবল শত্রুগণ কর্তৃক ) আক্রান্তঃ ( আক্রান্ত, পরাভূত, হইয়া ) স্ব-পুরম্ ( নিজ রাজধানীতে

পালন করিতেন। সেই সময় কোলাবিধ্বংসী[১] যবন নরপতিগণ তাঁহার শত্রু হইলেন। ৫

সেই কোলাবিধ্বংসী যবনগণের সহিত অতি প্রবল শত্রুদিগের দণ্ডদাতা রাজা সুরথের যুদ্ধ হইয়াছিল। সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহাদের দ্বারা সুরথ যুদ্ধে পরাজিত হন। ৬

অনন্তর মহাভাগ সুরথ প্রবল শত্রুগণ কর্তৃক

---

১ কাশ্মীরপ্রান্তদেশস্থ যবনরাজগণ। —দেবীভাষ্য
কোলা—ক্ষত্রিয়কুলবিশেষ বা সুরথের রাজধান্যন্তর জাতিবিশেষ।

অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ *। ৮
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্॥ ৯

আয়াতঃ ( আগত হইয়া ) তদা ( তখন ) নিজ-দেশ-অধিপঃ ( স্বদেশের অধিপতি ) অভবৎ ( হইলেন )॥ ৭

ততঃ (অনন্তর ) তত্র ( তথায় ) স্ব-পুরে অপি ( নিজ রাজধানীতেও ) দুষ্টৈঃ ( দুষ্ট ) দুরাত্মভিঃ ( দুরাত্মা, দুরাশয় ) বলিভিঃ ( বলবান্ ) অমাত্যৈঃ ( অমাত্যগণ দ্বারা, মন্ত্রিগণ কর্তৃক ) দুর্বলস্য ( দুর্বলের, সুরথের ) কোষঃ ( ধনাগার ) বলং চ ( ও সৈন্যাদি ) অপহৃতং ( অপহৃত, অধিকৃত, হইল )॥৮

ততঃ ( অনন্তর ) সঃ ( সেই ) ভূপতিঃ ( রাজা, সুরথ ) হৃত-স্বাম্যঃ ( রাজত্ব হারাইয়া ) মৃগয়া-ব্যাজেন ( শিকারছলে ) একাকী ( একক ) হয়ম্ ( হয়ে, অশ্বে ) আরুহ্য ( আরোহণ করিয়া ) গহনং ( গভীর, দুর্গম ) বনম্ ( বনে, অরণ্যে ) জগাম ( গমন করিলেন )॥ ৯

পরাভূত হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক স্বদেশের অধিপতি রহিলেন। ৭

অনন্তর স্বীয় রাজধানীতেও দুষ্ট, দুরাশয় ও বলবান অমাত্যগণ অধুনা বলহীন রাজার ধন-ভাণ্ডার ও সৈন্যাদি অধিকার করিল। ৮

অনন্তর সেই রাজা রাজত্ব হারাইয়া মৃগ শিকার করিবার ছলে একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে গমন করিলেন। ৯

* সতঃ ইতি বা পাঠঃ।

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ দ্বিজবর্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥ ১০
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥ ১১

সঃ (তিনি, সুরথ) তত্র (তথায়, সেই বনে) প্রশান্ত-শ্বাপদ-আকীর্ণং (শান্তভাবাপন্ন হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ) মুনি-শিষ্য-উপশোভিতম্ (মুনির শিষ্যগণ কর্তৃক পরিশোভিত) দ্বিজ-বর্যস্য (বিপ্রবর) মেধসঃ (মেধার) আশ্রমম্ (আশ্রম) অদ্রাক্ষীৎ (দেখিলেন)॥ ১০

সঃ চ (তিনি, সুরথ) তেন (সেই) মুনিনা (মুনি কর্তৃক) সৎকৃতঃ (সৎকারপ্রাপ্ত, সমাদৃত হইয়া) তস্মিন্ (সেই) মুনিবর-আশ্রমে (মুনিবরের আশ্রমে) ইতঃ চ ইতঃ চ (ইতস্ততঃ) বিচরন্ (বিচরণ করিয়া) কঞ্চিৎ (কিছু) কালং (সময়) তস্থৌ (রহিলেন)॥ ১১

সুরথ সেই বনে শান্তভাবাপন্ন হিংস্রপশু-পরিপূর্ণ ও মুনি-শিষ্যশোভিত দ্বিজবর মেধা[১] মুনির আশ্রম[২] দেখিতে পাইলেন। ১০

সেই মুনি কর্তৃক সমাদৃত হইয়া সুরথ মুনিবরের আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্বক কিছু সময় কাটাইলেন। ১১

---

১ লক্ষ্মীতন্ত্রমতে বশিষ্ঠ ঋষি ও মেধা মুনি এক ব্যক্তি। দেবীভাগবতমতে মেধা মুনি শালবৃক্ষতলে মৃগাজিনাসনে সমাসীন, সুশান্ত, তপস্যার দ্বারা অতি কৃশ, ঋজু, শীত ও গ্রীষ্মে অনভিভূত, শাস্ত্রাধ্যাপনরত, বেদশাস্ত্রার্থদর্শী, ক্রোধলোভাদিরহিত, বিমৎসর, শমযুক্ত ও সত্যবাদী।

২ দেবীভাগবতের মতে মেধা মুনির আশ্রমটী বহুবৃক্ষ-সমাযুক্ত, নদী-পুলিন-সংস্থিত, নির্বৈর-শ্বাপদাকীর্ণ, কোকিলারাবমণ্ডিত, শিষ্যাধ্যায়নশব্দাঢ্য, মৃগযূথশতাবৃত, নীবারান্নসুপক্কাঢ্য, সুপক্কফলপাদপপূর্ণ, হোম-ধূপ-সুগন্ধে আমোদিত, বেদধ্বনিসমাক্রান্ত এবং স্বর্গাদপি সুমনোহর।

সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ* ॥
মৎপূর্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ। ১২
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥
ন জানে স প্রধানো† মে শূরহস্তী সদামদঃ। ১৩
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ। ১৪

সঃ ( তিনি ) তদা ( তখন ) তত্র ( তথায়, মেধা ঋষির আশ্রমে ) মমত্ব-আকৃষ্ট-চেতনঃ ( মমতাভিভূত চিত্তে ) অচিন্তয়ৎ ( চিন্তা করিতে লাগিলেন )—পূর্বং ( পূর্বে ) মৎ-পূর্বৈঃ ( আমার পূর্বপুরুষ [ চৈত্রাদি ] কর্তৃক ) পালিতং ( পালিত, রক্ষিত ) [ অধুনা ] ময়া হি ( আমা কর্তৃক অবশ্যই ) হীনং ( ত্যক্ত ) তৎ ( সেই ) পুরং ( নগর ) অসদ্-বৃত্তৈঃ ( অসচ্চরিত্র ) মৎ-ভৃত্যৈঃ ( আমার ভৃত্যগণ [ অমাত্যাদি ] কর্তৃক ) ধর্মতঃ ( ধর্মানুসারে ) পাল্যতে ( পালিত হইতেছে ) ন বা ( কি-না ) ॥ ১২-১৩

মে ( আমার ) সঃ ( সেই ) প্রধানঃ ( শ্রেষ্ঠ ) সদা-মদঃ ( সতত মদ-স্রাবী ) শূর-হস্তী ( মহাবল হস্তী ) মম ( আমার ) বৈরি-বশং ( শত্রুর

সেই স্থানে তিনি তখন মমতাভিভূত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—অতীত কালে আমার পূর্বপুরুষগণ চৈত্রাদি কর্তৃক সুরক্ষিত ও সম্প্রতি আমার দ্বারা পরিত্যক্ত সেই রাজধানী আমার অসচ্চরিত্র অমাত্যগণ ধর্মানুসারে রক্ষা করিতেছে কিনা। ১২-১৩

জানি না, সর্বদা মদস্রাবী মহাবল ( আমার ) প্রধান

* মমত্বাকৃষ্টমানসঃ ইতি বা পাঠঃ।

† সপ্রাধনো ইতি বা।

অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥
অসম্যগ্ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্ । ১৫
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ । ১৬

বশবর্ত্তী ) যাতঃ ( হইয়া ) কান্ ( কি কি, কিরূপ ) ভোগান্ ( ভোগ, আহার্য ) উপলপ্স্যতে ( পাইতেছে ) [ ইতি—ইহা ] ন জানে ( [ আমি ] জানি না ) ॥ ১৩-১৪

যে ( যাহারা ) প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ ( পারিতোষিক, বেতন, ভোজ্যদ্রব্যাদি-লাভে ) নিত্যং ( সর্বদা ) মম ( আমার ) অনুগতাঃ ( অনুগত ছিল ), তে ( তাহারা ) অদ্য ( আজ, বর্ত্তমানে ) ধ্রুবম্ ( নিশ্চয়ই ) অন্য-মহীভৃতাম্ ( অন্য ভূপালগণের ) অনুবৃত্তিং ( দাসত্ব, আনুগত্য ) কুর্বন্তি ( করিতেছে ) ॥ ১৪-১৫

অসম্যক্-ব্যয়শীলৈঃ ( অযথা ব্যয়কারী ) সততং ( সদা ) ব্যয়ম্ [ অমিত ] ব্যয় ) কুর্বদ্ভিঃ ( কারী ) তৈঃ ( সেই সকল [ অমাত্যাদি ] দ্বারা অতি-দুঃখেন ( অতি কষ্টে ) [ ময়া—আমার দ্বারা ] সঞ্চিতঃ ( সংগৃহীত ) সঃ ( সেই ) কোষঃ (ধনরাশি) ক্ষয়ং (ক্ষয়, নিঃশেষ) গমিষ্যতি ( হইবে ) ॥ ১৫-১৬

হস্তী শত্রুর অধীন হইয়া কিরূপ আহার্যাদি পাইতেছে । ১৩ ১৪

যাহারা পারিতোষিক, বেতন ও ভোজ্যদ্রব্যাদি পাইয়া সর্বদা আমার অনুগত ছিল, এখন তাহারা নিশ্চয়ই অন্য নরপতিগণের দাসত্ব করিতেছে । ১৪-১৫

যে ধনরাশি আমি অতি দুঃখে সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা আমার সেই সদা অমিতব্যয়ী অমাত্যগণের অমিত ব্যয়ে শীঘ্র ক্ষয় পাইবে । ১৫-১৬

তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ * ॥

স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বম্ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ। ১৭

সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্। ১৮

সঃ (সেই) পার্থিবঃ (রাজা) এতৎ (ইহা, এই বিষয়) অন্যৎ চ (ও অন্যান্য [বিষয়]) সততং (সদা, বহুক্ষণ) চিন্তয়মাস (চিন্তা করিলেন) চ (এবং) বিপ্র (হে দ্বিজ, হে ভাগুরে) তত্র (তথায়) আশ্রম-অভ্যাসে (আশ্রমের সমীপে) একং (একজন) বৈশ্যম্ (বৈশ্যকে) দদর্শ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ১৬-১৭

তেন (তাঁহার, রাজার দ্বারা) সঃ (তিনি, বৈশ্য) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত হইলেন)—ভোঃ (হে ভদ্র), ত্বম্ (তুমি, আপনি) কঃ (কে)? অত্র (এখানে) আগমনে (আগমনের) হেতুঃ চ (কারণ) কঃ (কি)? ত্বং (তুমি, আপনি) কস্মাৎ (কি হেতু) স-শোকঃ ইব (যেন শোকাকুল) দুঃ-মনাঃ ইব (যেন বিষণ্ণ) লক্ষ্যসে (লক্ষিত হইতেছেন) ॥ ১৭-১৮

হে বিপ্র ভাগুরি, সেই রাজা উক্ত ও অন্যান্য বিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে তথায় আশ্রমের সমীপে একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন। ১৬-১৭

রাজা বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভদ্র, আপনি কে, আপনার এখানে আগমনের কারণই বা কি এবং কেন আপনাকে যেন শোকাকুল[১] ও দুর্মনা[২] দেখাইতেছে? ১৭-১৮

---

* দদর্শ ইতি বা।

১ প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির বিয়োগে দুঃখ—শোক

২ দুঃখনিমিত্ত চিত্তের অবসাদ—দৌর্মনস্য

প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥ ১৯

বৈশ্য উবাচ । ২০

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে । ২১

পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥

বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্ । ২২

বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥

সঃ ( সেই ) বৈশ্যঃ ( বৈশ্য, সমাধি ) তস্য ( সেই ) ভূ-পতেঃ ( ভূপতির, সুরথের ) প্রণয়-উদিতম্ ( প্রীতির সহিত কথিত ) ইতি ( এইরূপ ) বচঃ ( বাক্য ) আকর্ণ্য ( শুনিয়া ) প্রশ্রয়-অবনতঃ ( বিনয়-নম্র হইয়া ) তৎ ( সেই ) নৃপম্ ( নৃপকে, রাজাকে ) প্রত্যুবাচ ( প্রত্যুত্তর করিলেন ) ॥ ১৮-১৯

বৈশ্যঃ ( বৈশ্য, সমাধি ) উবাচ ( বলিলেন )—অহম্ ( আমি ) সমাধিঃ নাম ( সমাধি নামক ) বৈশ্যঃ ( বৈশ্য ) চ ( এবং ) ধনিনাং ( ধনিগণের ) কুলে ( বংশে ) উৎপন্ন ( জাত ) । ধন-লোভাৎ ( ধনলোভে ) অসাধুভিঃ ( অসাধু, অসৎ, অধার্মিক ) পুত্র-দারৈঃ ( স্ত্রী-পুত্রগণ কর্তৃক ) নিরস্তঃ ( পরিত্যক্ত ) ॥ ২০-২২

দারৈঃ ( স্ত্রী ) পুত্রৈঃ চ ( ও পুত্রগণ ) মে ( আমার ) ধনম্ ( ধন ) আদায় ( আত্মসাৎ করায় ) ধনৈঃ ( ধন ) বিহীনঃ ( রহিত ) আপ্ত-বন্ধুভিঃ চ ( এবং আত্মীয় বন্ধুগণ কর্তৃক ) নিরস্তঃ ( পরিত্যক্ত হইয়া )

সেই বৈশ্য রাজার প্রীতিপূর্ণ বাক্যশ্রবণে বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন— । ১৮-১৯

বৈশ্য বলিলেন—আমি সমাধি-নামক বৈশ্য এবং ধনবানের বংশে জাত। আমার অসাধু স্ত্রী-পুত্রগণ ধনলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ২০-২২

সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্। ২৩
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ॥
কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্। ২৪
কথন্তে কিন্নু সদ্‌বৃত্তা দুর্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ॥ ২৫

দুঃখী (দুঃখিত) [অহম্—আমি] বনম্ (বনে) অভ্যাগতঃ (আসিয়াছি)॥ ২২-২৩

সঃ (সেই) অহম্ (আমি) অত্র (এখানে, বনে) সংস্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) পুত্রাণাং (পুত্রগণের) স্ব-জনানাং চ (ও আত্মীয়গণের) দারাণাং চ (ও পত্নীগণের) কুশল-অকুশল-আত্মিকাম্ (শুভাশুভসূচক) প্রবৃত্তিং (বার্তা, বৃত্তান্ত) ন বেদ্মি (জানি না)॥ ২৩-২৪

সাম্প্রতং (সম্প্রতি, এখন) তেষাং (তাহাদের) গৃহে (ঘরে) কিংনু (কি) ক্ষেমম্ (কুশল, কল্যাণ) কিংনু (কিবা) অক্ষেমম্ (অকুশল, অকল্যাণ)। মে (আমার) তে (সেই) সুতাঃ (পুত্রগণ) কথং (কিরূপ) কিংনু (কি) সৎ-বৃত্তাঃ (সদ্ব্যবহারশীল) কিংনু (কিংবা) দুঃবৃত্তাঃ (অসদ্ব্যবহারশীল) [অহম্ ন জানে—আমি জানি না]॥ ২৪-২৫

স্ত্রী ও পুত্রগণ আমার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করায় আমি ধনহীন হইয়াছি এবং আত্মীয়বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিত মনে বনে আসিয়াছি। ২২-২৩

আমি বনবাসী হইয়া স্ত্রী, পুত্রগণ ও স্বজনগণের শুভাশুভ কোন সংবাদ পাইতেছি না। ২৩-২৪

সম্প্রতি তাহাদের গৃহে কুশল কি অকুশল, আমার সেই পুত্রগণ কিরূপ আছে এবং অধুনা তাহারা সৎ পথে কি অসৎ পথে চলিতেছে জানি না॥ ২৪-২৫

রাজোবাচ। ২৬

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ। ২৭
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥ ২৮

বৈশ্য উবাচ। ২৯

এবমেতদ্‌যথা প্রাহ ভবানস্মদ্‌গতং বচঃ। ৩০
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥

রাজা ( রাজা, সুরথ ) উবাচ ( কহিলেন )—ধনৈঃ ( ধন দ্বারা ) লুব্ধৈঃ ( লুব্ধ ) যৈঃ ( যে ) পুত্র-দারা-আদিভিঃ ( স্ত্রীপুত্রাদিগণ কর্তৃক ) ভবান্ ( আপনি ) ( নিরস্তঃ ( দূরীকৃত ) তেষু ( তাহাদের প্রতি ) কিং ( কেন ) ভবতঃ ( আপনার ) মানসং ( মন ) স্নেহং ( স্নেহে ) অনুবধ্নাতি ( আবদ্ধ হইতেছে ) ? ২৬-২৮

বৈশ্যঃ ( বৈশ্য, সমাধি ) উবাচ ( কহিলেন )—ভবান্ ( আপনি ) অস্মদ্‌গতং ( আমার সম্বন্ধে ) বচঃ ( বাক্য ) যথা ( যেরূপ ) প্রাহ ( বলিলেন ) এতৎ ( তাহা ) এবম্ ( এইরূপই, সত্যই )। [ কিন্তু ] কিং ( কি ) করোমি ( করি ) মম ( আমার ) মনঃ ( চিত্ত ) নিষ্ঠুরতাং নিষ্ঠুর ভাব, কঠোর ভাব ) ন বধ্নাতি ( ধারণ করিতেছে না ॥ ২৯-৩১

রাজা সুরথ বলিলেন—যে ধনলোভী আত্মীয় ও স্ত্রী-পুত্রগণ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আপনার চিত্ত তাহাদের প্রতি কেন স্নেহাসক্ত হইতেছে ? ২৬-২৮

বৈশ্য সমাধি বলিলেন—আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা সত্যই। কিন্তু আমি কি করি, আমার চিত্ত নিষ্ঠুর হইতেছে না। ২৯-৩১

যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ। ৩১
পতিস্বজনহার্দঞ্চ হার্দি তেষ্বেব মে মনঃ ॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে। ৩২
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু ॥
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে। ৩৩

যৈঃ (যে) ধন-লুব্ধৈঃ (ধনলোভিগণ কর্তৃক) পিতৃস্নেহং (পিতার স্নেহ) পতি-স্বজন-হার্দং চ (এবং পতি-প্রেম ও স্বজন-স্নেহ) সন্ত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) [অহম্—আমি] নিরাকৃতঃ বহিস্কৃত হইয়াছি) তেষু এব (তাহাদিগের প্রতিই) মে (আমার) মনঃ (চিত্ত) হার্দি (=হার্দী, অনুরক্ত, আসক্ত) ॥ ৩১-৩২

মহামতে (হে মহাশয়), বি-গুণেষু (গুণহীন) বন্ধুষু ([স্ত্রীপুত্রাদি] বন্ধু [আত্মীয়] গণের প্রতি) চিত্তং (চিত্ত) যৎ (যে) প্রেম-প্রবণঃ (স্নেহাসক্ত) এতৎ (ইহা) জানন্ অপি (জানিয়াও) কিং (কেন) ন অভিজানামি (বুঝিতে পারিতেছি না) ॥ ৩২-৩৩

তেষাং (তাহাদের) কৃতে (নিমিত্ত) মে (আমার) নিঃশ্বাসঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) দৌর্মনস্যং চ (ও দুশ্চিন্তা, মনঃপীড়া) জায়তে (জাত হইতেছে)। অপ্রীতিষু (প্রীতিরহিত) তেষু (তাহাদের প্রতি) মনঃ

যে ধনলোভিগণ পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম ও স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগপূর্বক আমাকে বহিস্কৃত করিয়াছে তাহাদের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত হইতেছে। ৩১-৩২

স্নেহহীন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আমার চিত্ত প্রেমপ্রবণ (মমতাযুক্ত) হইয়াছে, ইহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। ৩২-৩৩

করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু * নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ৩৫

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ। ৩৬

( চিত্ত ) যৎ ( যে ) নিষ্ঠুরং ( নির্দয় ) ন ( [ হয় ] না ) কিং ( কি ) করোমি ( করি ) ॥ ৩৩-৩৪

মার্কণ্ডেয়ঃ ( [ মহর্ষি ] মার্কণ্ডেয় ) উবাচ ( বলিলেন )—বিপ্র ( হে দ্বিজ ), ততঃ ( অনন্তর ) সমাধিঃ নাম ( সমাধি নামক ) অসৌ ( সেই ) বৈশ্যঃ ( বৈশ্য ) সঃ চ ( এবং সেই ) পার্থিব-সত্তমঃ ( নৃপতিশ্রেষ্ঠ ) তৌ ( উভয়ে ) সহিতৌ ( মিলিত হইয়া ) তং ( সেই ) মুনিং ( [ মেধা নামক ] মুনির নিকট ) সমুপস্থিতৌ ( উপস্থিত হইলেন ) ॥ ৩৫-৩৭

তাহাদের জন্য আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে এবং দুশ্চিন্তা হইতেছে। আমি কি করি, আমার প্রতি প্রীতিহীন পুত্রাদিতে আমার মন নির্দয় হইতেছে না। ৩৩-৩৪ [ ইহাই মহামায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। এই শক্তির প্রভাবে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা হয় এবং নিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি না হইয়া অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে। ]

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বশিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে বলিলেন—হে বিপ্র, বৈশ্য সমাধি ও রাজা সুরথ উভয়ে মিলিত হইয়া মেধা মুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৩৫-৩৭

---

* অপ্রীতি-স্বনিষ্ঠুরম্ ইতি বা পাঠঃ।

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্ । ৩৭
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ ॥ ৩৮

রাজোবাচ । ৩৯

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ । ৪০
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥

বৈশ্য-পার্থিবৌ ( বৈশ্য ও রাজা, সমাধি ও সুরথ ) তৌ তু ( উভয়েই ) যথা-ন্যায়ং ( যথাবিধি ) যথা-অর্হং ( যথাযোগ্য ) তেন ( তাঁহার সহিত, মুনির সহিত ) সংবিদম্ ( সম্ভাষণ ) কৃত্বা ( করিয়া ) উপবিষ্টৌ ( উপবিষ্ট হইয়া ) কাঃ চিৎ ( কয়েকটী ) কথাঃ ( কথা, প্রশ্ন ) চক্রতুঃ ( [ জিজ্ঞাসা ] করিলেন ) ॥ ৩৭-৩৮

রাজা ( সুরথ ) উবাচ ( বলিলেন )—ভগবন্ ( হে প্রভু ), ত্বাম্ ( আপনাকে ) অহম্ ( আমি ) একং ( একটী ) প্রষ্টুম্ ( প্রশ্ন করিতে ) ইচ্ছামি ( ইচ্ছা করি ) তৎ ( তাহা ) বদস্ব ( বলুন )। স্ব-চিত্ত-আয়ত্ততাং বিনা ( স্বীয় চিত্তের বশীভূততা অভাবে ) গত-রাজ্যস্য ( হৃত রাজ্যের ) অখিলেষু (সমুদয় ) রাজ্য-অঙ্গেষু অপি ( রাজ্যাঙ্গের প্রতি ) মমত্বং ( মমতা, আসক্তি ) মে ( আমার ) মনসঃ ( মনের ) দুঃখায় ( দুঃখের

সমাধি ও সুরথ উভয়েই মুনিকে যথাবিধি ও যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্বক উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৭-৩৮

রাজা সুরথ মেধা মুনিকে বলিলেন—হে ভগবন, আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্বক তাহার উত্তর আমাকে উপদেশ করুন ।

মমত্বং * গতরাজ্যস্ত রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি ॥ ৪১

জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ।

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ‡ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্‌ঝিতঃ । ৪২

স্বজনেন † চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি ॥

নিমিত্ত ) [ হইয়াছে ] [ ইতি=ইহা ] জানতঃ অপি ( জানা সত্ত্বেও ) যথা ( যেরূপ ) অজ্ঞস্য ( অজ্ঞের ) [ তথা=সেইরূপ ] [ মম=আমার ] যৎ ( যে ) [ মমত্বং=মমতা ] মুনি-সত্তম ( হে মুনিশ্রেষ্ঠ ), এতৎ ( ইহা ) কিম্ ( কেন ) ? ৩৯-৪২

অয়ং চ ( এবং ইনিও, বৈশ্যও ) পুত্রৈঃ ( পুত্রগণ ) দারৈঃ ( ও স্ত্রীপুত্রাদি কর্তৃক ) নিকৃতঃ ( বঞ্চিত ) তথা ( এবং ) ভৃত্যৈঃ ( অমাত্যগণ কর্তৃক ) উজ্‌ঝিতঃ ( বর্জিত ) স্বজনেন চ ( ও আত্মীয়গণ কর্তৃক ) সন্ত্যক্তঃ ( পরিত্যক্ত হইয়াছেন )। তথা অপি ( তাহা সত্ত্বেও ) তেষু ( তাহাদের প্রতি ) অতি ( অতিশয় ) হার্দী ( আসক্ত, স্নেহবান )॥ ৪২-৪৩

হে মুনিবর, আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয় বলিয়া হৃত রাজ্যাদিতে আমার মমতা এখনও আছে। এই মমতাই আমার দুঃখের কারণ—ইহা আমি জানি। কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও হৃত রাজ্যের রাজ্যাঙ্গসমূহে[১] অজ্ঞের ন্যায় আমার যে মমতা রহিয়াছে, ইহার কারণ কি ? ৩৯-৪২

এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রগণ কর্তৃক বঞ্চিত, অমাত্যাদি কর্তৃক বর্জিত এবং আত্মীয়সকল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তথাপি তাহাদের প্রতি ইনি অতিশয় আসক্ত। ৪২-৪৩

---

* মম রাজ্যস্য ইতি বা। ‡ নিষ্কৃতঃ ইতি নিঃকৃতঃ ইতি চ পাঠে।
† স্বজনৈরপি ইতি বা পাঠঃ।
১ স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল—এই সপ্ত রাজ্যাঙ্গ।

এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ। ৪৩
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ * যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি। ৪৪
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥ ৪৫

এবম্ (এই প্রকারে) এষঃ (ইনি, বৈশ্য) তথা চ (এবং) অহং (আমি, সুরথ) দ্বৌ অপি (উভয়েই) অত্যন্ত-দুঃখিতৌ (অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি)। [কারণ] বিষয়ে ([স্ত্রীপুত্রাদি ও রাজ্যাদি] বিষয়ে) দৃষ্ট-দোষে অপি (দোষ দেখিয়াও) মমত্ব-আকৃষ্ট-মানসৌ ([আমাদের] চিত্ত মমতাযুক্ত হইয়াছে)॥ ৪৩-৪৪

মহাভাগ (হে মহামতি), মম (আমার) অস্য চ (ও ইঁহার) জ্ঞানিনোঃ অপি ([বিষয়দোষযুক্ত] এই জ্ঞানবানেরও) এতৎ (এই) মোহঃ (মোহ, অজ্ঞান) তৎ (তাহা) কেন (কি হেতু) যৎ (যেহেতু) বিবেক-অন্ধস্য (বিবেকহীনের) এষা (এইরূপ) মূঢ়তা (অজ্ঞান) ভবতি (হয়)॥ ৪৪-৪৫

এই প্রকারে ইনি ও আমি উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কারণ স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যাদি বিষয়ে দোষ দেখিয়াও তাহাদের প্রতি আমাদের চিত্ত মমতাযুক্ত হইয়াছে। ৪৩-৪৪

হে মহামতি, রূপরসাদি বিষয় দোষযুক্ত—ইহা ইনি ও আমি জানি। তথাপি আমাদের এই মোহ কি হেতু হইতেছে? এইরূপ মূঢ়তা বিবেকহীন[১] ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। ৪৪-৪৫

---

* কিম্ ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

১ বস্তুতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানই বিবেক। নিত্য বস্তুর নিত্যত্ব-জ্ঞান এবং অনিত্য বস্তুর অনিত্যত্ব-জ্ঞানই বিবেক। —চতুর্ধরী টীকা

ঋষিরুবাচ। ৪৬

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে। ৪৭
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। ৪৮
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥

ঋষিঃ ( মেধা ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—মহাভাগ ( হে মহামতি ), সমস্তস্য ( সকল ) জন্তোঃ ( জন্তুর, প্রাণীর ) বিষয়-গোচরে ( [ রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ] বিষয়ে ) জ্ঞানম্ ( জ্ঞান ) অস্তি ( আছে ) বিষয়ঃ চ ( এবং বিষয়ও ) এবং চ (এইরূপে ) পৃথক্ পৃথক্ ( পৃথক্‌ভাবে ) যাতি ( [ জ্ঞানের বিষয় ] হয় ) ॥ ৪৬-৪৮

কেচিৎ ( কোন কোন ) প্রাণিনঃ ( প্রাণী ) দিবা-অন্ধাঃ ( দিবসে অন্ধ ) তথা (সেইরূপ ) অপরে ( অন্যান্য [ প্রাণী ]) রাত্রৌ ( রাত্রিতে ) অন্ধাঃ ( দৃষ্টিশক্তিহীন )। কেচিৎ ( কেহ কেহ ) দিবা-রাত্রৌ ( দিবা ও রাত্রিতে ) তথা ( সেইরূপ, অন্ধ ) [ আবার ] প্রাণিনঃ ( কোন কোন প্রাণী ) তুল্য-দৃষ্টয়ঃ ( সমানদৃষ্টিসম্পন্ন ) ॥ ৪৮-৪৯

মেধা ঋষি বলিলেন—হে মহামতি, সমস্ত প্রাণীরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়ে জ্ঞান আছে এবং বিষয়সমূহ এইরূপে পৃথক্‌ভাবে তাহাদের জ্ঞানগোচর হয়। ৪৬-৪৮

পেচকাদি কোন কোন প্রাণী দিবসে দৃষ্টিশক্তিহীন; কাক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণী আবার রাত্রিতে অন্ধ। কিঞ্চু-লুকাদি ( কেঁচো ) কোন কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে দৃষ্টিশক্তিহীন এবং বিড়াল ও রাক্ষসাদি কোন কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে সমানদৃষ্টিসম্পন্ন। ৪৮-৪৯

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্। ৪৯
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্। ৫০
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ ॥

মনু-জাঃ (মনুর অপত্যগণ, মানুষগণ) জ্ঞানিনঃ ([বিষয়ের] জ্ঞানযুক্ত) সত্যম্ (যথার্থ)। কিন্তু (পরন্তু) কেবলং (কেবল) তে (তাহারা, মানবগণ) ন হি ([জ্ঞানবান] নহে)। যতঃ (যেহেতু) হি (নিশ্চিতই) সর্বে (সকল) পশু-পক্ষি-মৃগ-আদয়ঃ (পশু, পক্ষী, মৃগাদি [প্রাণী]) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানী, বিষয়জ্ঞানযুক্ত) ॥ ৪৯-৫০

তেষাং (সেই সকল) মৃগ-পক্ষিণাম্ (পশুপক্ষিগণের) যৎ (যে) জ্ঞানং ([বিষয়ের] জ্ঞান) মনুষ্যাণাং চ (মনুষ্যগণেরও) তৎ (তাহাই, তদ্রূপ)

সত্যই মানবগণের বিষয়জ্ঞান আছে। কিন্তু কেবল তাহারাই বিষয়জ্ঞানবান নহে। কারণ পশু, পক্ষী, মৃগ ও মৎস্যাদি সকল প্রাণীরই বিষয়জ্ঞান আছে। ৪৯-৫০

পশুপক্ষিগণের যেমন বিষয়জ্ঞান, মনুষ্যগণেরও তদ্রূপ বিষয়জ্ঞান। আবার মনুষ্যগণের যেরূপ বিষয়জ্ঞান, পশুপক্ষিগণেরও তদ্রূপ। আহার-নিদ্রাদি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান পশু ও মানুষ উভয়েরই সমান[১]। ৫০-৫১

---

১ আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষাম্ অধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥
অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদির জ্ঞান পশু ও মানুষ উভয়েরই সমান। কেবল মানুষের ধর্মবুদ্ধি আছে, কিন্তু পশুদের নাই। ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান।

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু। ৫১
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি। ৫২
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে * কিং ন পশ্যসি॥

মনুষ্যাণাং চ (এবং মনুষ্যগণেরও) যৎ (যাহা, বিষয়জ্ঞান) তেষাং (তাহাদের, পশুপক্ষীদের) [তৎ=তাহাই] তথা (সেইরূপ) অন্যৎ ([আহারনিদ্রাদি] অন্যান্য বিষয়ও) উভয়োঃ (উভয়ের, পশু ও মানুষের) তুল্যং (সমান)॥ ৫০-৫১

জ্ঞানে (জ্ঞান) সতি অপি (থাকা সত্ত্বেও) ক্ষুধা (ক্ষুধা দ্বারা) পীড্যমানান্ অপি (পীড়িত হইয়াও) মোহাৎ (মোহবশতঃ) শাব-চঞ্চুষু (শাবকদের চঞ্চুপুটে (কণ-মোক্ষ-আদৃতান) শস্যকণাদানে অনুরক্ত) এতান্ (এই) পতগান্ (পক্ষিগণকে) পশ্য (দেখুন)॥ ৫১-৫২

মনু-জ-ব্যাঘ্র (হে মানবশ্রেষ্ঠ, হে নরবর) ননু (আহা) এতে (এই) মানুষাঃ (মনুষ্যগণ) প্রত্যুপকারায় (উপকারলাভের আশায়) লোভাৎ (লোভহেতু) সুতান্ প্রতি (পুত্রগণের প্রতি) স-অভিলাষাঃ (অভিলাষী, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত) কিং (কেন) ন পশ্যসি (দেখিতেছেন না)? ৫২-৫৩

দেখুন, শাবকের ভোজনে নিজেদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না—ইহা জানিয়াও পক্ষিগণ নিজেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়াও মোহবশতঃ শাবকগণের চঞ্চুপুটে শস্যকণাপ্রদানে কত অনুরক্ত। ৫১-৫২

হে নরশ্রেষ্ঠ, আহা! এই মানবগণ প্রত্যুপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হয়, ইহা কি দেখিতেছেন না? ৫২-৫৩

---

৬ * নন্বেতান্ ইতি বা পাঠঃ।

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। ৫৩
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা * ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। ৫৪
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥

তথা অপি ( তাহা সত্ত্বেও ) [ ধীরগণ ] সংসার-স্থিতি-কারিণা ( সংসারের স্থিতিকারী ) মহামায়া-প্রভাবেণ ( মহামায়ার প্রভাবে ) মমতা-আবর্তে ( [ আমার এই ] অজ্ঞানরূপ আবর্তে ) [ প্রাণিনঃ = প্রাণিগণ ] মোহ-গর্তে ( মোহরূপ গর্তে ) নিপাতিতাঃ [ ভবন্তি ] ( নিক্ষিপ্ত হয় ) ॥ ৫৩-৫৪

মহামায়া ( মায়া-শক্তি ) জগৎ-পতেঃ ( জগৎপতি ) হরেঃ চ ( হরিরও, বিষ্ণুরও ) যোগ-নিদ্রা ( তমঃপ্রধানা শক্তি )। তয়া ( তাঁহার দ্বারা ) এতৎ ( এই ) জগৎ ( বিশ্ব ) সংমোহ্যতে ( সংমোহিত রহিয়াছে )। তৎ ( অতএব ) অত্র ( এই বিষয়ে ) বিস্ময়ঃ ( বিস্ময় ) ন কার্যঃ ( কর্তব্য নহে ) ॥ ৫৪-৫৫

তথাপি সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। ৫৩-৫৪

এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা[১] ( তমপ্রধানা শক্তি )। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। অতএব, এই বিষয়ে বিস্মিত হওয়া কর্তব্য নহে। ৫৪-৫৫

---

* সংসারস্থিতিকারিণঃ ( = সংসারস্থিতিকারীর, বিষ্ণুর ) ইতি বা পাঠঃ।

১ ভাগবতে ( ১০।১।২৫ ) আছে—বিষ্ণুমায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ। অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তি ভগবতী, যাঁহার দ্বারা জগৎ সম্মোহিত।

কালিকাপুরাণে ( ৬।৫৭ ) ব্রহ্মা মদনকে যোগনিদ্রার এইরূপ বর্ণনা দিতেছেন—

যা নিম্নান্তঃস্থলাধস্থা জগদণ্ডকপালতঃ।
বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে ॥

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, অন্তর ও অধোদেশে অধিষ্ঠিত থাকিয়া

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। ৫৫
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ *। ৫৬
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

সা ( সেই ) দেবী ( দ্যোতনশীলা ) ভগবতী ( সর্বৈশ্বর্যশালিনী ) মহামায়া ( অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি ) জ্ঞানিনাম্ অপি ( জ্ঞানিগণেরও, বিবেকিগণেরও ) চেতাংসি ( চিত্তসকল ) বলাৎ ( বলপূর্বক ) আকৃষ্য ( আকর্ষণ করিয়া ) মোহায় ( মোহে ) হি ( নিশ্চিতই ) প্রযচ্ছতি ( প্রদান [ নিক্ষেপ ] করেন ॥ ৫৫-৫৬

এতৎ ( এই ) বিশ্বং ( সমগ্র ) চর-অচরম্ ( চেতন ও অচেতন, স্থাবর ও জঙ্গম ) জগৎ ( জগৎ-প্রপঞ্চ ) তয়া ( তাঁহার দ্বারা ) বিসৃজ্যতে ( সৃষ্ট হয় ) সা ( সেই ) এষা ( ইনি ) প্রসন্না ( সন্তুষ্টা হইলে ) নৃণাং ( নরগণের ) মুক্তয়ে ( মুক্তির নিমিত্ত ) বর-দা ( [ অভীষ্ট ] বর-দাত্রী ) ভবতী ( হন ) ॥ ৫৬-৫৭

বিবেকহীনগণের কি কথা? দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন।[১] ৫৫-৫৬

সেই মহামায়া এই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন। ৫৬-৫৭

---

পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক্ করিবার পর স্বয়ং অন্তর্হিত হন, তাঁহারই নাম যোগনিদ্রা।

* ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ইতি বা পাঠঃ।

১ ভবাদৃশ সংসারিগণের কি কথা? মহামায়া অপক্বকষায় যোগিগণেরও মোহিকা।

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। ৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮

রাজোবাচ। ৫৯

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্। ৬০
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥

সা (তিনি) মুক্তেঃ (মুক্তির) হেতু-ভূতা (কারণ-স্বরূপা) পরমা (শ্রেষ্ঠা, মোক্ষসাধিকা) বিদ্যা (ব্রহ্ম-বিদ্যা) [চ=এবং] সনাতনী (নিত্যা, অনাদি ও অনন্তা)। সা এব (তিনিই) সংসার-বন্ধ-হেতুঃ (সংসারবন্ধনের কারণ [অবিদ্যা]) সর্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বরী চ (এবং [ব্রহ্মা-বিষ্ণু আদি] সকল নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রী) ॥ ৫৭-৫৮

রাজা (সুরথ) উবাচ (বলিলেন)—ভগবন্ (প্রভো), সা হি (সেই) দেবী (ঈশ্বরী) কা (কে) যাং (যাঁহাকে) ভবান্ (আপনি) মহামায়া

তিনি সংসার-মুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী। ৫৭-৫৮
[ কারণ, তিনি সদসদাত্মিকা বা চিৎ-জড়াত্মিকা ব্রহ্ম-শক্তি। ]

রাজা সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, যাঁহাকে আপনি মহামায়া[১] বলিতেছেন, সেই দেবী কে? মুনিবর, তিনি কিরূপে উৎপন্না হন এবং তাঁহার কার্যই বা কি? ৫৯-৬১

---

১ 'মহামায়া' শব্দটী চণ্ডীতে আট বার উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—১।৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৭৭, ৯৪ এবং ১১।২২। মহামায়াতত্ত্বের বিষয়ে ১।৩ শ্লোকের বিস্তৃত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

যৎস্বভাবা* চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা। ৬১
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥ ৬২
ঋষিরুবাচ। ৬৩
নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্। ৬৪
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥

ইতি ( মহামায়া এইরূপ ) ব্রবীতি ( বলিতেছেন )। দ্বি-জ ( হে বিপ্র ), সা ( তিনি ) কথম্ ( কিরূপে ) উৎপন্না ( আবির্ভূতা হন ) অস্যাঃ চ ( এবং ইঁহার ) কিং ( কি ) কর্ম ( কার্য, মহিমা )॥ ৫৯-৬১

[ হে ] ব্রহ্ম-বিদাং ( বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞগণের ) বর ( শ্রেষ্ঠ, শিরোমণি ) সা ( সেই ) দেবী ( মহামায়া ) যৎ-স্বভাবা ( যেরূপ প্রকৃতিযুক্তা ) যৎ-স্বরূপা চ ( ও যেরূপ আকৃতিবিশিষ্টা ) যৎ-উদ্ভবা ( যে নিমিত্ত আবির্ভূতা ) ত্বত্তঃ ( আপনার নিকট ) তৎ ( সেই ) সর্বং ( সকল ) শ্রোতুং ( শুনিতে ) ইচ্ছামি ( ইচ্ছা করি )॥ ৬১-৬২

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—সা ( তিনি, মহামায়া ) নিত্যা এব ( সনাতনী, জন্মমৃত্যুরহিতা ) জগৎ-মূর্তিঃ ( বিশ্বরূপা )। তয়া ( তাঁহার দ্বারা ) ইদং ( এই ) সর্বম্ ( সমগ্র বিশ্ব, জগৎপ্রপঞ্চ ) ততম্ ( ব্যাপ্ত )। তথা অপি ( সেইরূপ হইলেও ) বহু-ধা ( বহু প্রকারে ) তৎ-সমুৎপত্তিঃ ( তাঁহার আবির্ভাব ) মম ( আমার নিকট ) শ্রূয়তাং ( শ্রবণ করুন )॥ ৬৩-৬৫

হে ব্রহ্মবিদ্বর, সেই মহামায়ার যেরূপ স্বভাব, যাদৃশ স্বরূপ এবং যে জন্য আবির্ভাব হয়, সেই সমুদয় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ৬১-৬২ ( 'ব্রহ্মবিদ্বর' এই সম্বোধনের দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের বেদানুগামিত্ব সূচিত। )

---

* যৎপ্রভাবা ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। ৬৫
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥
যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে। ৬৬
আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥

সা (তিনি) যদা (যখন) দেবানাং (দেবগণের) কার্য-সিদ্ধি-অর্থম্ (কার্যসিদ্ধির জন্য) আবির্ভবতি (আবিভূ´তা হন) তদা (তখন) সা (তিনি) নিত্যা অপি (জন্মাদিরহিতা হইয়াও) লোকে (জগতে) উৎপন্না (আবির্ভূ´তা) ইতি (এইরূপে) অভিধীয়তে (অভিহিতা হন)॥ ৬৫-৬৬

কল্প-অন্তে (ব্রহ্মার দিবা-অবসানে, প্রলয়কালে) জগতি (জগৎ)

মেধা ঋষি বলিলেন—সেই মহামায়া নিত্যা (জন্মমৃত্যু-রহিতা); আবার সেই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্তি।[১] তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্যা হইলেও তাঁহার বহুপ্রকার আবির্ভাবের[২] বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন। ৬৩-৬৫

যখন তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আবিভূ´তা হন, স্বরূপতঃ নিত্যা হইলেও তিনি তখন পৃথিবীতে উৎপন্না, এইরূপে অভিহিতা হন। ৬৫-৬৬

প্রলয়কালে (ব্রহ্মার[৩] দিবাবসানে) পৃথিবী এক বিরাট্

---

১ অত্র দেবীর জগদতিরিক্ত মুখ্যশরীরা ভাব ধ্বনিত। তিনি জগদাশ্রয়ভূতা শক্তি। চণ্ডী—১১।৪, ১।৭৭ দ্রঃ।

২ চণ্ডী—১২।৩৬ দ্রঃ।

৩ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—মানুষের এই চারি যুগে দেবতার এক যুগ হয়। এইরূপ কিঞ্চিদধিক একাত্তর (৭১) দিব্য যুগে এক মন্বন্তর হয়। এইরূপ চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস। ব্রহ্মার দিবাসানুযায়ী মাস ও বৎসর-গণনার দ্বারা যে একশত বর্ষ হয় তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু।

তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ। ৬৭
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ। ৬৮
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দনম্ ॥

এক-অর্ণবীকৃতে ( এক বিরাট [ কারণ ] সমুদ্রে পরিণত হইলে ) যদা ( যখন ) ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্যশালী ) প্রভুঃ ( অপ্রতিহত-ইচ্ছাসম্পন্ন ) বিষ্ণুঃ ( ঈশ্বর ) শেষম্ ( অনন্ত নাগকে ) আস্তীর্য ( বিস্তৃত করিয়া ) যোগ-নিদ্রাম্ ( তামসী শক্তির ) অভজৎ ( ভজনা করিলেন ) ॥ ৬৬-৬৭

তদা ( তখন ) বিখ্যাতৌ ( বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ) দ্বৌ ( দুইটী ) ঘোরৌ ( ঘোর, ভয়ঙ্কর ) অসুরৌ ( অসুর ) মধু-কৈটভৌ ( মধু ও কৈটভ ) বিষ্ণু-কর্ণমল-উদ্ভূতৌ ( বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া ) ব্রহ্মাণং ( ব্রহ্মাকে ) হন্তুম্ ( বধ করিতে ) উদ্যতৌ ( উদ্যত হইল ) ॥ ৬৭-৬৮

সঃ ( সেই ) প্রজাপতিঃ ( জগজ্জনক, বিশ্ব-নিয়ন্তা ) প্রভুঃ ( ঈশ্বর ) ব্রহ্মা ( সৃষ্টিকর্তা ) বিষ্ণোঃ ( বিষ্ণুর ) নাভি-কমলে ( নাভিপদ্মে ) স্থিতঃ ( অবস্থিত হইয়া ) তৌ ( সেই ) উগ্রৌ ( উগ্র, ভয়ঙ্কর ) অসুরৌ ( অসুরদ্বয় ) জন-অর্দনম্ চ ( জনাসুরনাশক [ বিষ্ণু ] কে ) প্রসুপ্তং ( প্রসুপ্ত, নিদ্রিত )

কারণ-সমুদ্রে পরিণত হইলে যখন ভগবান প্রভু বিষ্ণু অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া যোগনিদ্রায় নিমগ্ন[১] হইলেন—। ৬৬-৬৭

তখন মধু ও কৈটভ[২] নামে প্রসিদ্ধ ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। ৬৭-৬৮

---

১ বিষ্ণু পালনকর্তা। পৃথিবী প্রলীন হওয়ায় তাঁহার কার্য বন্ধ হইল; তিনি নিষ্ক্রিয় হইলেন। দেবীর সত্ত্বগুণ বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত। প্রলয়কালে সাত্ত্বিকী পালনী শক্তি নিষ্ক্রিয় হইল।

২ মধুকৈটভের উপাখ্যানটী দেবীভাগবতের ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে

কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত আকারে পাওয়া যায়। শৌনক প্রমুখ ঋষিগণের প্রশ্নোত্তরে সূত তাঁহাদিগকে উপাখ্যানটী এইভাবে বলিয়াছিলেন। মহাকায় মহাবীর ক্রুরপ্রকৃতি দানবদ্বয় একার্ণবসলিলে শেষশয্যাশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়প্লাবিত সাগরমধ্যে পরিবর্ধিত হইল। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ কারণসলিলে ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ে মনে মনে ভাবিল, 'এই অসীম জলরাশি কে সৃষ্টি করিল? আমরাই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইলাম?' তাহারা এই প্রকার বিচার করিয়া বুঝিল, অনির্বচনীয় মহাশক্তিই এই সকলের মূলীভূত কারণ। যখন বিচারশীল অসুরদ্বয় এই দুষ্প্রাপ্য বোধলাভে সমর্থ হইল তখন তাহারা একটী মনোহর বাগ্‌বীজ মন্ত্র আকাশে শুনিল। সুশ্রুত মন্ত্রটী উপদেশরূপে গ্রহণপূর্বক তাহারা উহা জপ করিতে লাগিল। দৃঢ়াভ্যাসের ফলে জপ্ত মন্ত্রটী সৌদামিনীরূপে আকাশে সমুদিত হইল। সেই সময় তাহারা গগনে মাল্য-পুস্তক-পাশাঙ্কুশ-ধারিণী সরস্বতীর সগুণ ধ্যানমূর্তি দেখিতে পাইল। তাহারা নিরাহার, জিতাত্মা, তন্মনস্ক ও সমাহিত হইয়া দেবীর মন্ত্রজপে মূর্তিধ্যানে ব্রতী হইল। এইরূপে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় কাটাইবার পর পরমা চিৎশক্তিরূপিণী দেবী তাহাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া আকাশাভ্যন্তরে অদৃশ্য থাকিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহার্থ অশরীরী বাণী উচ্চারণ করিলেন, 'রে দৈত্যদ্বয়, তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর।' তপঃক্লিষ্ট দানবদ্বয় আকাশবাণী-শ্রবণান্তে স্বেচ্ছামৃত্যুবর প্রার্থনা করিল। দেবী কহিলেন, 'মৎপ্রসাদে তোমাদের ইচ্ছামত মরণ হইবে। তোমরা উভয়ে সুরাসুরের অজেয় হইবে।' দেবীর নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া দুর্দান্ত মধুকৈটভ মদগর্বিতভাবে প্রলয়সাগরমধ্যে জলজন্তুগণের সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইভাবে ভ্রমণকালে যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় শুভাসন পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র যাইতে বলিল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে যখন বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন না তখন তিনি বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিরাজিতা ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবীভাগবতে ব্রহ্মার যে স্তব আছে তাহা চণ্ডীতে প্রাপ্ত ব্রহ্মার স্তব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথচ সুন্দর ও সারগর্ভ।

তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ । ৬৯
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥
(ওঁঐঁ)বিশ্বেশ্বরীং*জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্ ।৭০
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥ ৭১

দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ) হরেঃ ( হরির, বিষ্ণুর ) বিবোধন-অর্থায় ( জাগরণের নিমিত্ত ) এক-অগ্র-হৃদয়-স্থিত ( একাগ্রচিত্তে অবস্থিত হইয়া ) হরি-নেত্র-কৃত-আলয়াং ( বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা ) তেজসঃ ( তেজস্বরূপ ) বিষ্ণোঃ ( বিষ্ণুর )

বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে অবস্থিত সেই প্রজাপতি প্রভু ব্রহ্মা বিষ্ণুকে যোগনিদ্রামগ্ন এবং উগ্র অসুরদ্বয়কে সমীপে দেখিয়া বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত তেজঃস্বরূপ বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা অতুলা তামসী-শক্তি বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহার-

---

[ প্রথম চরিত্রের দেবতা তমোগুণ-প্রধানা মহাকালীই যোগনিদ্রা। ইনিই মহামায়া। গুপ্তবতীটীকামতে চণ্ডীর তিনটী মাহাত্ম্যে দেবীর তিনটী বিভিন্ন স্বরূপ বর্ণিত হইলেও ইঁহারা এক মহামায়ারই পৃথক প্রকাশমাত্র। উক্ত বিষয়ে দেবীভাগবতে এইরূপ আছে—

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাঽবিকৃতা শিবা ।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা ।
মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

দেবীভাগবত— ১।২।১৯-২০

অর্থাৎ, যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী ও শিবা ( মঙ্গলরূপিণী ) এবং যিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়া-রূপে সংস্থিতা, তাঁহার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী। ]

* বিশ্বেশ্বর্যাদি সূক্ত ব্রহ্মা কর্তৃক দৃষ্ট। উহাতে কালরাত্রি মোহ-

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা। ৭৩
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥

অতুলাং ( নিরুপমা ) নিদ্রাং [ বহিরিন্দ্রিয় নিমীলনকারিণী ] তামসী শক্তি) বিশ্ব-ঈশ্বরীং ( জগদীশ্বরী ) জগৎ-ধাত্রী ( জগজ্জননী ) স্থিতি-সংহার-কারিণীম্ ( পালন ও নাশকারিণী ) ভগবতীং ( সর্বশক্তিমতী ) তাম্ ( সেই ) যোগ-নিদ্রাং ( মহামায়াকে ) তুষ্টাব ( স্তব করিতে লাগিলেন ) ॥ ৬৮-৭১

ব্রহ্মা ( সৃষ্টিকর্তা ) উবাচ ( বলিলেন )—নিত্যে ( সনাতনি, জন্ম-নাশাদিরহিতে ) অ-ক্ষরে ( হ্রাসবৃদ্ধি-আদি-পরিণামহীনা, সত্তামাত্ররূপা ) ত্বং (আপনি) স্বাহা ( [ দেবগণকে আহুতিদানের ] মন্ত্ররূপা ) ত্বং ( আপনি ) স্বধা ( পিতৃগণকে পিণ্ডাদি-দানের মন্ত্ররূপা ) ত্বং হি

কারিণী, ভগবতী সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। ৬৮-৭১

ব্রহ্মা বলিলেন—নিত্যে, অক্ষরে, আপনিই দেবোদ্দেশে হবির্দানের স্বাহামন্ত্ররূপা। আপনিই যজ্ঞে দেবাহ্বানের স্বধামন্ত্র-

---

রাত্রি আদি শব্দের ব্যবহার থাকায় উহাকে তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত বলে। তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত এই শ্লোক হইতেই আরম্ভ। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

বিশ্বেশ্বর্যাদিকং সূক্তং দৃষ্টং তদ্ব্রহ্মণা তদা।
স্তুতয়ে যোগনিদ্রায়াঃ সমং দেব্যাঃ পুরন্দরঃ ॥
অস্যাঃ দেব্যাঃ সমুৎপত্তিশ্চরিতং স্তোত্রমিত্যপি।
হিতায় সর্বভূতানাং ধার্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥

'বিশ্বেশ্বরী' ইত্যাদি সূক্ত তখন ব্রহ্মা কর্তৃক দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মাও দেবী যোগনিদ্রার স্তব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদিগণ সকল প্রাণীর কল্যাণের নিমিত্ত এই দেবীর আবির্ভাব, চরিত্র ও স্তোত্র বিধান করেন।

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ ॥ ৭৪
ত্বমেব সা ত্বং*সাবিত্রী ত্বং দেবজননী†পরা ॥
ত্বয়ৈব[১] ধার্যতে সর্বং[২] ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ। ৭৫
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা ॥

( আপনিই ) বষট্‌কারঃ ( যজ্ঞমন্ত্ররূপা ) স্বর-আত্মিকা ( [ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বা অকারাদি ] স্বররূপা ) ত্বম্ ( আপনি ) সুধা ( [ দেবভোগ্য ] অমৃতরূপা ) ত্রি-ধা ( তিন প্রকারে ) মাত্রা-আত্মিকা ( [ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত বা অকার উকার মকারলক্ষণা ] মাত্রা-ত্রয়রূপা ) স্থিতা ( অবস্থিতা ) ॥ ৭২-৭৪

যা ( যাহা ) বিশেষতঃ ( বিশেষরূপে ) ন-উচ্চার্যা ( উচ্চার্য নয়, বাক্যাতীতা ) অর্ধ-মাত্রা ( নিগুর্ণা বা তুরীয়ারূপে ) স্থিতা ( অবস্থিতা ) সা ( তাহা ) ত্বম্ এব ( আপনি )। ত্বং ( আপনি ) সাবিত্রী ( ব্যাহৃতিরহিতা, গায়ত্রীমন্ত্ররূপা )। ত্বং ( আপনি ) পরা ( শ্রেষ্ঠা, সর্বোত্তমা ) নিত্যা ( পরিণামহীনা ) দেবজননী ( দেবগণের আদিমাতা ) ॥ ৭৪-৭৫

দেবি ( জননী ) ত্বয়া এব ( আপনার দ্বারাই ) সর্বং ( সমস্ত ) ধার্যতে ( ধৃত আছে )। ত্বয়া ( আপনার দ্বারা ) এতৎ ( এই ) জগৎ ( বিশ্ব ) সৃজ্যতে ( সৃষ্ট হয় )। ত্বয়া ( আপনার দ্বারা ) এতৎ ( এই, জগৎ ) পাল্যতে ( পালিত হয় ) চ ত্বম্ ( এবং আপনি ) সর্বদা ( সর্বকালে ) অন্তে ( প্রলয়সময়ে ) অৎসি ( গ্রাস করেন ) ॥ ৭৫-৭৬

স্বরূপা। আপনিই পিতৃলোকের উদ্দেশে দ্রব্যদানের স্বধা-মন্ত্ররূপা ও উদাত্তাদিস্বররূপা। আপনিই অমৃতরূপা এবং অ-উ-ম ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা। ৭২-৭৪

---

* সন্ধ্যা সাবিত্রী ইতি বা।
† বেদজননী ইতি বা পাঠঃ। বেদজননী = সব্যাহৃতিকা গায়ত্রী।
১ ত্বয়ৈতৎ ইতি বা পাঠঃ। ২ বিশ্বং ইতি বা পাঠঃ।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে। ৭৬
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে * ॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ। ৭৭
মহামোহা চ ভবতী † মহাদেবী মহাসুরী ‡ ॥

জগৎ-ময়ে ( হে জগৎস্বরূপা ) ত্বম্ ( আপনি ) অস্য ( এই, দৃশ্যমান ) জগতঃ ( জগতের ) বিসৃষ্টৌ ( সৃষ্টিকালে ) সৃষ্টি-রূপা ( সৃষ্টিশক্তিরূপা ) পালনে চ ( ও পালনকালে ) স্থিতি-রূপা ( স্থিতিশক্তিরূপা ) তথা ( এবং ) অন্তে ( প্রলয়কালে ) সংহৃতি-রূপা ( সংহারশক্তিরূপা )॥ ৭৬-৭৭

ভবতী ( আপনি ) মহাবিদ্যা ( মহাবাক্যলক্ষণা, ব্রহ্মবিদ্যারূপা ) মহা-মায়া ( মহা অবিদ্যারূপা ) মহা মেধা ( মহতী স্মৃতিরূপা ) মহা-অস্মৃতিঃ ( মহতী অস্মৃতিরূপা ) মহা-মোহা ( মহৎ অজ্ঞানরূপা ) মহা-দেবী ( সর্বদেবশক্তিরূপা ) চ মহা-অসুরী ( এবং মহতী অসুরশক্তিরূপা )॥ ৭৭-৭৮

বিশেষরূপে যাহা অনুচ্চার্যা নির্গুণা বা তুরীয়া, তাহাও আপনি। হে দেবি, আপনি গায়ত্রীমন্ত্ররূপা এবং আপনি পরিণামহীনা শ্রেষ্ঠা শক্তি ও দেবগণের আদিমাতা। ৭৪-৭৫

হে দেবি, আপনিই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, আপনিই ইহা পালন করেন এবং সর্বদা প্রলয়কালে আপনি ইহা সংহার করেন। ৭৫-৭৬

হে জগৎস্বরূপা, আপনি এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপা, পালনকালে স্থিতিশক্তিরূপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপা। ৭৬-৭৭

---

* জগন্ময়ি ইতি বা পাঠঃ। † মহামোহা ভগবতী ইতি বা।
‡ মহেশ্বরীতি বা।

প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী। ৭৮
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥

ত্বং হি ( তুমিই, আপনিই ) গুণ-ত্রয়-বিভাবিনী ( ত্রিগুণের তারতম্য-বিধায়িনী ) [ চ=ও ] সর্বস্য ( সর্বভূতের ) প্রকৃতিঃ ( স্বভাবরূপা ) কালরাত্রিঃ ( প্রলয়রাত্রি [ যাহাতে ব্রহ্মারও লয় হয় ] ) মহারাত্রিঃ ( ব্রহ্মার রাত্রি [ যাহাতে জগতের লয় হয় ] ) চ দারুণা ( এবং ভয়ঙ্করী, দুষ্পরিহারা ) মোহ-রাত্রিঃ ( মোহনিশা বা মানুষী রাত্রি ) ॥ ৭৮-৭৯

আপনি মহাবাক্যলক্ষণা ব্রহ্মবিদ্যা ও সংস্থিতিকর্ত্রী মহামায়া। আপনি মহতী মেধা ( স্মৃতি ), মহতী বিস্মৃতি ও মহামোহ। আপনি মহতী দেবশক্তি এবং মহতী অসুরশক্তি। ৭৭-৭৮

আপনিই সর্বভূতের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের পরিণামবিধায়িনী। আপনি কালরাত্রি ( যাহাতে ব্রহ্মার লয় হয় ) ও মহারাত্রি ( যাহাতে জগতের লয় হয় )। আপনি দুষ্পরিহারা[১] মহামোহ-নিশা বা মানুষী রাত্রি (যাহাতে জীবের নিত্য লয় হয়)[২]। ৭৮-৭৯ ( ৪১-৪৮ পৃষ্ঠায় রাত্রিসূক্তের অনুবাদ দ্রষ্টব্য। )

---

১ কারণ, এই মোহরাত্রির অবসান একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সম্ভব; অন্য উপায় নহে।

২ কালও যে স্থানে প্রকাশিত হয় না তাহাই কালরাত্রি। সত্ত্বগুণের লয়স্থানকে কালরাত্রি কহে। এইরূপ রজোগুণের লয়স্থানকে মহারাত্রি এবং তমোগুণের লয়স্থানকে মোহরাত্রি বলে। —সাধনসমর। প্রাধানিক রহস্যের ১১শ শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা। —দেবীপুরাণ
অর্থাৎ যেখানে পরমেশ্বর বিলীন হন, সেই ব্রহ্মমায়াই চণ্ডীর স্বরূপ।

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং * বুদ্ধির্বোধলক্ষণা। ৭৯
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা। ৮০
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূশুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥

ত্বং (আপনি) শ্রীঃ (লক্ষ্মী), ত্বম্ (আপনি) ঈশ্বরী (সর্বনিয়ন্ত্রী, ঐশ্বর্যশক্তিরূপা), ত্বং (আপনি) হ্রীঃ (স্বতঃ অধর্মবিমুখতা), ত্বং (আপনি) বোধ-লক্ষণা (নিশ্চয়াত্মিকা, অধ্যবসায়রূপা) বুদ্ধিঃ (ধীশক্তি) লজ্জা (লোকনিন্দার ভয়) পুষ্টিঃ (উপচয় বা বৃদ্ধি) তথা (এবং) তুষ্টিঃ (সন্তোষ)। ত্বম্ এব (আপনিই) শান্তিঃ (ইন্দ্রিয়সংযম, বিষয়-বিরতি) ক্ষান্তিঃ চ (এবং ক্ষমা, পরের অপরাধসহিষ্ণুতা)॥ ৭৯-৮০

[ত্বম্=আপনি] খড়্গিনী (খড়্গযুক্তা) শূলিনী (শূলযুক্তা) ঘোরা (ভয়ঙ্করী) গদিনী (গদাযুক্তা) চক্রিণী (চক্রযুক্তা) শঙ্খিনী (শঙ্খযুক্তা) চাপিনী (ধনুর্ধারিণী) তথা (এবং) বাণ-ভূশুণ্ডী-পরিঘ-আয়ুধা (বাণ, ভূশুণ্ডী ও পরিঘাস্ত্র-যুক্তা)॥ ৮০-৮১

আপনি লক্ষ্মী, আপনি ঈশ্বরশক্তি, আপনি হ্রী, আপনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। আপনি লজ্জা, পুষ্টি এবং তুষ্টি। আপনিই শান্তি ও ক্ষান্তি। ৭৯-৮০

আপনি খড়্গধারিণী, ত্রিশূলধারিণী, (একহস্ত নরশির-ধারণে) ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খধারিণী, ধনু-র্ধারিণী এবং বাণ, ভূশুণ্ডী ও পরিঘাস্ত্রধারিণী। ৮০-৮১

(মহাকালী দশভুজা এবং দশ হস্তে দশপ্রহরণধারিণী। —বৈকৃতিকরহস্য দ্রষ্টব্য।)

* হ্রীমিতি বা পাঠঃ। হ্রীংকারো বৈ প্রাণঃ ইতি শ্রুতিঃ।

সৌম্যাঽসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী। ৮১
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে। ৮২
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া * ॥

ত্বম্ এব (আপনিই) সৌম্যা ([দেবগণের প্রতি] প্রশান্তা) অসৌম্যতরা ([দৈত্যগণের প্রতি] ততোধিক রুদ্রা) অশেষ-সৌম্যেভ্যঃ তু (সকল সুন্দর বস্তু হইতেও) অতিসুন্দরী (অধিকতর সুদর্শনা) পরাণাং ([ইন্দ্রাদি] শ্রেষ্ঠগণের) পরা (শ্রেষ্ঠা) পরমা (সর্ব-প্রধানা) পরম-ঈশ্বরী (পরমেশ্বরের শক্তি) ॥ ৮১-৮২

অখিল-আত্মিকে (হে বিশ্বরূপিণী), যৎ চ (এবং যাহা) কিম্ চিৎ (কিছু) ক্ব-চিৎ (কোনও স্থানে) অসৎ (জড়, অতীত ও অনাগত) বা (অথবা) সৎ (চেতন, বর্তমানে বিদ্যমান) বস্তু

আপনি দেবগণের প্রতি সৌম্যা ও দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা। আপনি সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ইন্দ্রাদিরও শ্রেষ্ঠা। আপনি সর্বপ্রধানা দেবী এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি। ৮১-৮২

হে বিশ্বরূপিণী, যে-কোনও স্থানে যাহা কিছু চেতন বা জড় বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে সেই সকলের যে শক্তি, তাহা আপনিই। সুতরাং কিরূপে আপনার স্তব করিব? বিশ্বপ্রপঞ্চে আপনি ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন আপনার স্তব কিরূপে সম্ভব? ৮২-৮৩

---

* স্তূয়সে তদা ইতি বা।

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি * যো জগৎ। ৮৩
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। ৮৪
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

পদার্থ, নামগ্রাহ) তস্য (সেই) সর্বস্য (সকলের) যা (যে) শক্তিঃ (শক্তি) সা (তাহা) ত্বং (আপনি) ময়া (আমার দ্বারা) কিং (কিরূপে) স্তূয়সে ([আপনার] স্তব হইবে)? ৮২-৮৩

যয়া (যে) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) জগৎ-স্রষ্টা (জগজ্জনক) জগৎ-পাতা (জগৎপালক) যঃ (যিনি) জগৎ (বিশ্ব) অত্তি (ভক্ষণ করেন) সঃ অপি (তিনিও) নিদ্রা-বশং (নিদ্রাবশে) নীতঃ (আনীত হইয়াছেন)। ত্বাং (আপনাকে) স্তোতুম্ (স্তব করিতে) ইহ (এই জগতে) কঃ (কে) ঈশ্বরঃ (সমর্থ)? ৮৩-৮৪

যতঃ (যেহেতু) বিষ্ণুঃ (নারায়ণ) অহম্ (আমি, ব্রহ্মা) ঈশানঃ এব চ (এবং মহাদেবও) তে (=ত্বয়া, আপনার দ্বারা) শরীর-গ্রহণম্ (দেহধারণ) কারিতাঃ (করিয়াছি)। অতঃ (অতএব) ত্বাং (আপনাকে) স্তোতুং (স্তব করিতে) কঃ (কে) শক্তিমান্ (সমর্থ) ভবেৎ (হইবে)? ৮৪-৮৫

যিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন এবং শিবরূপে জগৎ সংহার করেন, সেই পরমেশ্বরকেই আপনি নিদ্রাবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং এই সংসারে কে আপনার স্তব করিতে সমর্থ? ৮৩-৮৪

আপনি আমাকে, বিষ্ণুকে ও রুদ্রকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছেন। অতএব কে আপনার স্তব করিতে পারে? ৮৪-৮৫

---

* জগৎপাত্যত্তি ইতি বা।

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা। ৮৫
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু। ৮৬
বোধশ্চ * ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥ ৮৭

দেবী ( হে জগজ্জননী ), সা ( সেই ) ত্বম্ ( আপনি ) ইত্থং ( এবম্বিধ ) স্বৈঃ ( স্বীয় ) উদারৈঃ ( উদার, অলৌকিক ) প্রভাবৈঃ ( মহিমাসমূহ ( দ্বারা ) সংস্তুতা ( সম্যক্‌রূপে স্তুতা হইয়া ) এতৌ ( এই দুইটি ) দুরাধর্ষৌ ( দুর্জয় ) অসুরৌ ( অসুর ) মধু-কৈটভৌ ( মধু ও কৈটভকে ) মোহয় ( মোহিত করুন )॥ ৮৫-৮৬

জগৎ-স্বামী ( বিশ্বপতি ) অচ্যুতঃ ( বিষ্ণুর ) লঘু ( শীঘ্র ) প্রবোধং চ ( জাগরণ ) নীয়তাং ( আনয়ন করুন ) চ এতৌ ( এবং এই ) মহা-অসুরৌ ( মহাসুরদ্বয়কে ) হন্তুম্ ( বধ করিতে ) অস্য ( ইঁহার, বিষ্ণুর ) বোধঃ ( প্রবৃত্তি ) ক্রিয়তাম্ ( দান করুন )॥ ৮৬-৮৭

হে দেবি, আপনি এবম্বিধ অলৌকিক স্বীয় মহিমায় সংস্তুতা হইয়া মধু ও কৈটভ নামক এই দুর্জয় অসুরদ্বয়কে মোহিত করুন। ৮৫-৮৬

শীঘ্র আপনি জগৎস্বামী বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া এই মহাসুরদ্বয়কে বধ করিবার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি সঞ্চার করুন। ৮৬-৮৭

---

* ভাবশ্চ ইতি বা।

ঋষিরুবাচ। ৮৮

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা। ৮৯
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ॥
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ। ৯০
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—তামসী ( তমঃপ্রধানা, যোগ-নিদ্রারূপা ) দেবী ( দেব-শক্তি ) তদা ( তখন ) তত্র ( তথায় ) এবং ( এইরূপে ) বেধসা ( বেধা দ্বারা, ব্রহ্মা কর্তৃক ) স্তুতা ( সংস্তুতা হইয়া ) মধু-কৈটভৌ ( মধুকে ও কৈটভকে ) নিহন্তুং ( নিহত করিবার জন্য ) বিষ্ণোঃ ( বিষ্ণুর ) প্রবোধন-অর্থায় ( যোগনিদ্রা-ভঙ্গের জন্য ) [ বিষ্ণুর ] নেত্র-আস্য-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যঃ ( চক্ষু, মুখ, নাক, বাহু ও হৃদয় হইতে ) তথা ( এবং ) উরসঃ ( বক্ষঃস্থল হইতে ) নির্গম্য ( নির্গত হইয়া ) অব্যক্ত-জন্মনঃ ( স্বয়ম্ভু ) ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মার ) দর্শনে ( দৃষ্টিতে ) তস্থৌ ( উপস্থিত হইলেন ) ॥ ৮৮-৯১

মেধা ঋষি বলিলেন—তখন তথায় তামসী দেবী ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে সংস্তুতা হইয়া মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ এবং বিষ্ণুর যোগনিদ্রাভঙ্গের জন্য বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইলেন। ৮৮-৯১ ( জ্ঞানের আবরক বলিয়া এই শক্তি তামসী। চণ্ডিকার চরিত্র-ত্রয়ের দেবতা মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী যথাক্রমে তমোরূপা, রজোরূপা ও সত্ত্বরূপা )।

উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ। ৯১
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্যপরাক্রমৌ। ৯২
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং * ব্রহ্মাণং জনিতোত্যমৌ ॥
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ। ৯৩
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥

তয়া ( তাহা হইতে, যোগনিদ্রা হইতে ) মুক্তঃ ( মুক্ত ) জন-অর্দনঃ ( জন-নামক-অসুরনাশক, বিষ্ণু ) জগৎ-নাথঃ ( জগৎ-প্রভু ) এক-অর্ণবে ( একীভূত কারণসাগরে ) অহি-শয়নাৎ ( শেষশয্যা হইতে ) উত্তস্থৌ চ ( উত্থিত হইলেন )। ততঃ ( অনন্তর ) সঃ ( তিনি ) দুরাত্মানৌ ( দুরাত্মা, দুষ্টস্বভাব ) অতি-বীর্যপরাক্রমৌ ( অতিশয় বীর্যবান্ ও বিক্রমশালী ) ক্রোধ-রক্ত-ঈক্ষণৌ ( ক্রোধে আরক্তচক্ষু ) তৌ ( সেই ) মধুকৈটভৌ ( মধু ও কৈটভ ) ব্রহ্মাণম্ ( ব্রহ্মাকে ) অত্তুং ( ভক্ষণ করিতে ) জনিত-উত্যমৌ ( কৃতোত্যম ) দদৃশে ( দেখিলেন )॥ ৯১-৯৩

ততঃ ( অনন্তর ) সমুত্থায় ( সম্যক্‌রূপে উত্থিত হইয়া ) ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্যশালী ) বিভুঃ ( প্রভু ) হরিঃ ( বিষ্ণু ) বাহু-প্রহরণঃ ( বাহুরূপ

যোগনিদ্রামুক্ত জগন্নাথ জনার্দন একীভূত কারণসাগরে অবস্থিত শেষশয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক দেখিতে পাইলেন দুরাত্মা, মহাবীর্য ও মহাবিক্রমশালী, ক্রোধে আরক্তলোচন সেই মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত। ৯১-৯৩

অনন্তর সম্যকরূপে গাত্রোত্থানপূর্বক জগৎপ্রভু ভগবান

* হন্তুম্ ইতি বা।

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ। ৯৪
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্॥ ৯৫

শ্রীভগবানুবাচ। ৯৬

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি। ৯৭
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম॥ ৯৮

অস্ত্র দ্বারা) তাভ্যাং (তাহাদের সহিত) পঞ্চ-বর্ষ-সহস্রাণি (পাঁচ হাজার বৎসর) যুযুধে (যুদ্ধ করিলেন)॥ ৯৩-৯৪

অতি-বল-উন্মত্তৌ (অত্যন্ত বলগর্বিত) তৌ অপি (তাহারা উভয়েই) মহামায়া-বিমোহিতৌ (মহামায়ার দ্বারা সম্যক্ মোহিত হইয়া) অস্মত্তঃ (আমাদের নিকট হইতে) বরঃ (বর) ব্রিয়তাম্ (প্রার্থনা করুন) ইতি (এইরূপ) কেশবম্ (কেশবকে, বিষ্ণুকে) উক্তবন্তৌ (বলিল)॥ ৯৪-৯৫

শ্রীভগবান্ (শ্রীবিষ্ণু) উবাচ (বলিলেন)—[যদি] মে (আমার প্রতি) উভৌ অপি (উভয়েই) তুষ্টৌ (সন্তুষ্ট হইয়া থাক) [তর্হি—তবে] অদ্য (এখন) মম (আমার) বধ্যৌ (বধ্য) ভবেতাম্ (হও)।

বিষ্ণু পাঁচ হাজার বৎসর তাহাদের সহিত বাহুযুদ্ধ করিলেন। ৯৩-৯৪

অনন্তর সেই অতিবলগর্বিত অসুরদ্বয় মহামায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিল, "আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করুন।" ৯৪-৯৫

ভগবান বিষ্ণু বলিলেন—যদি তোমরা আমার যুদ্ধে তুষ্ট হইয়া থাক, তবে তোমরা উভয়ে এইক্ষণে আমার বধ্য

ঋষিরুবাচ। ৯৯

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ। ১০০
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ॥
[ প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ। * ]
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥ ১০১

অত্র ( এখানে, এখন ) অন্যেন ( অন্য ) বরেণ ( বরে ) কিম্ ( কি প্রয়োজন ) ? এতাবৎ হি ( ইহাই ) মম ( আমার ) বৃতং ( ঈপ্সিত ) ॥ ৯৬-৯৮

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—ইতি ( এই প্রকারে ) বঞ্চিতাভ্যাং ( [ মহামায়া কর্ত্তৃক ] বঞ্চিত, বিমোহিত ) তাভ্যাং ( সেই উভয়

হও, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। এখন অন্য বরের প্রয়োজন কি ? ৯৬-৯৮

মেধা ঋষি বলিলেন—মহামায়া কর্ত্তৃক এইরূপে বিমোহিত[1] অসুরদ্বয় মধু ও কৈটভ তখন সমগ্র বিশ্ব কারণজলে মগ্ন দেখিয়া কমললোচন বিষ্ণুকে বলিল—। ৯৯-১০১

আপনার যুদ্ধে আমরা উভয়ে প্রীত হইয়াছি। আপনার

---

* এই শ্লোকার্ধ অনেক টীকাকার গ্রহণ করেন নাই।

শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ ইতি বা।

১ দেবীভাগবতমতে বিষ্ণু অসুরদ্বয়কে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিতে অক্ষম হইয়া মহাকালীর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবীকে স্তব করিলেন। বিষ্ণুর স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া তামসী দেবী রণাঙ্গণে আসিয়া অট্টহাস্য করিলেন। পরে আরক্তনয়নে অসুরদ্বয়ের প্রতি স্মিতযুক্ত দ্বিতীয়কন্দর্পশরসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিলেন। পাপিষ্ঠ মধুকৈটভ মন্মথবাণ-প্রপীড়িত হইয়া দেবীর প্রতি একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক জড়বৎ তথায় অবস্থিত রহিল। বিষ্ণু তাহাদিগকে বর দিতে চাহিলে তাহারা বিষ্ণুকে বর প্রর্থনা করিতে বলিল। বিষ্ণু তখন তাহাদিগকে তাঁহার হস্তে মৃত্যুবর লইতে বলিলেন।

ঋষিরুবাচ। ১০২

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।

কর্তৃক ) তদা ( তখন ) সর্বম্ ( সমগ্র ) জগৎ ( বিশ্ব ) আপোময়ং ( জলময়, কারণজলে মগ্ন ) বিলোক্য ( দেখিয়া ) ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্যশালী ) কমল-ঈক্ষণঃ ( পদ্মলোচনকে, বিষ্ণুকে ) গদিতঃ ( উক্ত হইল )—॥ ৯৯-১০১

তব ( আপনার ) যুদ্ধেন ( যুদ্ধে ) [ আবাম্ = আমরা ] প্রীতৌ স্বঃ ( প্রীত হইয়াছি )। আবয়োঃ ( আমাদিগের ) মৃত্যুঃ ( মরণ ) ত্বৎ ( আপনার হস্তে ) শ্লাঘ্যঃ ( শ্লাঘার [ গৌরবের ] বিষয়, বাঞ্ছনীয় )। যত্র ( যেখানে ) উর্বী ( পৃথিবী ) সলিলেন ( জলদ্বারা ) ন পরিপ্লুতা ( প্লাবিত হয় নাই ) [ তত্র = তথায় ] আবাং ( আমাদের উভয়কে ) জহি ( বিনাশ করুন )॥ ১০১

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—ভগবতা ( ভগবান্ ) শঙ্খ-চক্র-গদা-ভৃতা ( শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, বিষ্ণু ) তথা ( = তথাস্তু, তাহাই হউক ) ইতি ( ইহা ) উক্ত্বা ( বলিয়া ) তয়োঃ ( তাহাদের উভয়ের ) শিরসী ( মস্তকদ্বয় ) জঘনে ( জঙ্ঘাদেশে ) কৃত্বা ( করিয়া, রাখিয়া ) চক্রেণ বৈ ( চক্র দ্বারাই ) ছিন্নে ( ছেদন করিলেন )॥ ১০২-১০৩

হস্তে আমাদের মৃত্যু শ্লাঘ্য। পৃথিবীর যে স্থান জলপ্লাবিত হয় নাই তথায় আমাদের উভয়কে বিনাশ করুন। ১০১

মেধা ঋষি বলিলেন—শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান বিষ্ণু 'তাহাই হউক' বলিয়া অসুরদ্বয়ের মস্তক জঙ্ঘাদেশে রাখিয়া সুদর্শনচক্র দ্বারাই ছেদন[১] করিলেন। ১০২-১০৩

১। দেবীভাগবতমতে অসুরদ্বয় গতাসু হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয়প্লাবিত কারণসমুদ্র তাহাদের মেদদ্বারা পরিপূর্ণ হইল। সেইজন্য পৃথিবীর এক নাম মেদিনী। মধুবধের জন্য বিষ্ণুর নাম মধুসূদন। দেবীর রজঃশক্তি ব্রহ্মারূপে ক্রিয়াশীল। সৃষ্টিই রজোগুণের কার্য। প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হইল। বিশ্ব সৃষ্ট হওয়াতে পালকের প্রয়োজন হইল।

কৃত্বা চক্রেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০৩
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥ ১০৪
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

এষা ( ইনি, মহামায়া ) এবম্ ( এইরূপে ) ব্রহ্মণা ( ব্রহ্মা কর্তৃক ) সংস্তুতা ( সম্যক্‌রূপে স্তুতা হইয়া ) স্বয়ম্ ( সাক্ষাৎ ) সমুৎপন্না ( আবির্ভূতা হইলেন )। অস্যাঃ ( এই ) দেব্যাঃ ( দেবীর ) প্রভাবম্ ( আবির্ভাব ) ভূয়ঃ ( পুনরায় ) শৃণু ( শুনুন )। ( তে আপনাকে ) তু ( নিশ্চিতই ) বদামি ( বলিব ) ॥ ১০৪

এই মহাময়া উক্তরূপে ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হইয়া স্বয়ং আবির্ভূতা[১] হইলেন। এই দেবীর[২] আবির্ভাব পুনবায় আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। ১০৪ ( কালিকাপুরাণের ৫ম অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার আর একটি স্তব আছে। )

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকার-
কালে দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে মধুকৈটভবধ নামক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

সেইজন্য বিষ্ণু যোগনিদ্রামুক্ত হইয়া জাগ্রত হইলেন। প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দেব্যধীনত্ব কীর্তিত।

১ ইহার দ্বারা দেবীদেহের শুদ্ধমায়িকত্ব ও অপাঞ্চভৌতিকত্ব সিদ্ধ হইল।

২ ইনি মহাকালী। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

যোগনিদ্রা হরেরুক্তা যা সা দেবী ত্বরত্যয়া।
মহাকাল্যাস্তনুং বিদ্ধি তাং মাং দেবীং সনাতনীম্ ॥
মধুকৈটভনাশার্থং মোহিতৌ চ তদা তয়া।
জঘ্নাতে বরলাভেন দেবদেবেন বিষ্ণুনা ॥

# শ্রীশ্রীচণ্ডী

## মধ্যম চরিত্রের ঋষি ও দেবতাদি

### ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ অস্য শ্রীমধ্যমচরিত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিঃ, মহালক্ষ্মীঃ দেবতা, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, শাকম্ভরী শক্তিঃ, দুর্গা বীজং, বায়ুস্তত্ত্বং, যজুর্বেদঃ স্বরূপং, মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং (অর্থার্থে) মধ্যমচরিত্রজপে বিনিয়োগঃ।

[ ডামরতন্ত্রমতে ] শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের (মাহাত্ম্যের) ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা)—বিষ্ণু, দেবতা—মহালক্ষ্মী, ছন্দ—উষ্ণিক্, শক্তি—শাকম্ভরী, বীজ—দুর্গা, তত্ত্ব—বায়ু, এবং স্বরূপ—যজুর্বেদ। শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রীতির নিমিত্ত (ধনপ্রাপ্তির জন্য) মধ্যম চরিত্রপাঠের বিনিয়োগ (প্রয়োগ) হয়।

### মহালক্ষ্মীর ধ্যান

ওঁ অক্ষস্রক্‌পরশুং † গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃকুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং ‡
সেবে সৈরিভ-মর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥

ওঁ অক্ষস্রক্-পরশুং (রুদ্রাক্ষ, মালা ও কুঠার) গদা-ইষু-কুলিশং

---

এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া।
স্তুতা বশীকৃতা কুর্যাৎ দিশঃ স্তোতুশ্চরাচরম্॥

যিনি হরির যোগনিদ্রা, তিনিই দুরধিগম্যা দেবী। তাঁহাকে মহাকালীরূপা এবং আমাকে সনাতনী দেবী বলিয়া জানিবে। দেবী কর্তৃক মোহিত হইয়া মধু ও কৈটভ বিষ্ণুকে বর দেন। সেই বরলাভ করিয়া দেবদেব বিষ্ণু অসুরদ্বয়কে নাশ করেন। ইনিই বৈষ্ণবী মায়াশক্তি। ইনিই দুরতিক্রমণীয়া মহাকালী। ব্রহ্মার স্তবের দ্বারা ইনি সহজে পরিতুষ্টা হন। উক্ত স্তোত্রপাঠে চরাচর ও দশদিক বশীভূত হয়।

† অক্ষস্রক্‌পরশু ইতি বা। ‡ প্রসন্নানাং ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

( গদা, শর ও বজ্র ) পদ্মং ( পদ্ম ) ধনুঃ ( ধনুক ) কুণ্ডিকাং ( কমণ্ডলু ) দণ্ডং ( দণ্ড ) শক্তিম্ ( শক্তি ) অসিং চ ( ও অসি ) চর্ম ( চর্মনির্মিত ঢাল ) জলজং ( শঙ্খ ) ঘণ্টাং ( ঘণ্টা ) সুরা-ভাজনম্ ( সুরাপাত্র ) শূলং ( শূল ) পাশ-সুদর্শনে চ ( এবং পাশ ও সুদর্শনচক্র ) হস্তৈঃ ( [অষ্টাদশ] হস্তে ) দধতীং ( ধারণকারিণী ) প্রবাল-প্রভাং ( [ অঙ্গে ] প্রবালের আভাযুক্তা ) সৈরিভ-মর্দিনীম্ ( মহিষাসুরনাশিনী ) সরোজ-স্থিতাম ( পদ্মাসীনা ) মহালক্ষ্মীম্ ( মহালক্ষ্মীকে ) ইহ ( এখানে ) সেবে ( সেবা [ ধ্যান ] করি ) ॥

ওঁ যিনি অষ্টাদশ হস্তে রুদ্রাক্ষের জপমালা, কুঠার, গদা, শর, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ এবং সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়া আছেন, এখন আমি সেই প্রবালপ্রভা মহিষাসুরমর্দিনী কমলাসীনা মহালক্ষ্মীর ধ্যান করি।

[ বৈকৃতিকরহস্যমতে দক্ষিণাধঃকরক্রমে অক্ষমালা, কমল, বাণ, অসি, কুলিশ, গদা, চক্র, শূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম, চাপ, সুরাপাত্র ও কমণ্ডলু—এই ১৮টি আয়ুধ সর্বদেবময়ী মহালক্ষ্মীর অষ্টাদশ হস্তে শোভিত।

লক্ষ্মীতন্ত্রে লক্ষ্মীদেবী বলিতেছেন—

মহালক্ষ্মীরহং শক্র পুনঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
হিতায় সর্বদেবানাং জাতা মহিষমর্দিনী ॥
মদীয়া শক্তিলেশা যে তত্র দেবশরীরগাঃ।
ধৃতং ময়া তৈঃ সম্ভূতৈ রূপং পরমশোভনম্ ॥
আয়ুধানি চ দেবানাং যানি যানি সুরেশ্বরী।
মচ্ছক্ত্যস্তদাকারাণ্যায়ুধানি মমাভবন্ ॥

হে ইন্দ্র, আমি মহালক্ষ্মী। আমি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সকল দেবতার মঙ্গলের জন্য মহিষমর্দিনীরূপে পুনরায় আবির্ভূতা হইয়াছিলাম। দেবশরীরস্থিত আমারই শক্তিকণাসমূহ হইতে সম্ভূত পরমশোভন রূপ আমি ধারণ করিয়াছিলাম। হে সুরেশ্বর, দেবগণের যে সকল আয়ুধ আছে সেইগুলি আমারই শক্তির অংশ। আমার আয়ুধসমূহও দেবায়ুধের আকারসদৃশ হইয়াছিল। ]

## মধ্যম চরিত্র

### দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুরসৈন্যবধ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

(ওঁ হ্রীঁ) ঋষিরুবাচ। ১

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ২

ঋষি ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—পুরা (পূর্বকালে, প্রথম মন্বন্তরে) [যখন] মহিষে (মহিষাসুরে) অসুরাণাম্ (অসুরগণের) চ (এবং) পুরন্দরে* (ইন্দ্র) দেবানাং (দেবগণের) অধিপে (অধিপতি) [ছিলেন] [তখন] পূর্ণম্ (পূর্ণ, অন্যূন) অব্দ-শতং (এক শত বৎসর (দেব-অসুরম্ (দেবতা ও অসুরের মধ্যে) যুদ্ধম্ (যুদ্ধ) অভূৎ (হইয়াছিল) ॥ ১-২

মেধা ঋষি বলিলেন—পূর্বকালে (প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবের অধিকারসময়ে) যখন মহিষাসুর অসুরগণের রাজা এবং ইন্দ্র দেবগণের অধীশ্বর ছিলেন, তখন পূর্ণ একশত বৎসর দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। ১-২

---

* পুরাণি [অরীণাং] দারয়তি (দলন করেন) ইতি পুরন্দরঃ (শত্রুর পুরী নাশকারী)।

তত্রাসুরৈর্মহাবীর্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥ ৩

তত্র (সেই যুদ্ধে) মহা-বীর্যৈঃ (মহাবীর) অসুরৈঃ (অসুরগণ কর্তৃক) দেব-সৈন্যং (দেব-সৈন্য) পরাজিতম্ (পরাজিত হইয়াছিল) চ মহিষাসুরঃ (এবং মহিষাসুর) সকলান্ (সকল) দেবান্ (দেবতাকে) জিত্বা (পরাজিত করিয়া) ইন্দ্রঃ (সুররাজ, স্বর্গাধিপতি) অভূৎ (হইয়াছিল) ॥ ৩

সেই যুদ্ধে মহাবীর অসুরগণ দেবসৈন্যসমূহকে পরাজিত করিল এবং মহিষাসুর[১] দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গের অধিপতি হইল। ৩

---

১ বরাহপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও দেবীভাগবতে মহিষাসুরের জন্ম-বৃত্তান্ত এইরূপ আছে: বরাহপুরাণমতে দৈত্য বিপ্রচিত্তির মাহিষ্মতী নাম্নী পুত্রী সিন্ধুদ্বীপ নামক তপস্যারত ঋষিকে মহিষীবেশে ভয় দেখাইয়াছিল। তখন ঋষি তাহাকে 'মহিষীই হও' এই অভিশাপ প্রদান করেন। সেই মাহিষ্মতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। চণ্ডীর ১১।৪৩-৪৪ মন্ত্রদ্বয়ে বিপ্রচিত্তি শব্দের উল্লেখ আছে। কালিকাপুরাণমতে মহিষাসুর রম্ভাসুরের তনয় এবং শিবাংশে জাত। রম্ভাসুরের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া মহাদেব তাহাকে অমর পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। মহিষাসুর তপস্যার দ্বারা দেবীর নিকট দেবীর সাযুজ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। দেবীভাগবতমতে দনুর দুই পুত্র রম্ভ ও করম্ভ অমরত্বলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করে। করম্ভাসুর নদীজলে দাঁড়াইয়া তপশ্চর্যায় রত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন। তিনি কুম্ভিররূপে করম্ভকে আক্রমণ ও নিহত করিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে রম্ভাসুর ব্যথিত হইয়া কঠোরতর তপস্যায় মগ্ন হইল। তাহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা তাহাকে অমরত্ব-বর দান করেন। অমরত্বলাভে উৎফুল্ল হইয়া রম্ভ গৃহাভিমুখে গমনকালে এক সুন্দরী মহিষীকে বিবাহ করে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া নব দম্পতী অন্য এক অসুর কর্তৃক আক্রান্ত

তত: পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্ ।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ ॥ ৪
যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্ ।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্ ॥ ৫
সূর্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দুনাং যমস্য বরুণস্য চ ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৬

ততঃ ( অনন্তর ) পরাজিতাঃ ( পরাজিত ) দেবাঃ ( দেবগণ ) প্রজাপতিম্ ( প্রজাপতি, সৃষ্টিকর্তা ) পদ্ম-যোনিং ( [ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম জাত ] ব্রহ্মাকে ) পুরস্কৃত্য ( পুরোবর্তী করিয়া ) যত্র ( যেথানে ) ঈশ-গরুড়ধ্বজৌ ( শিব ও বিষ্ণু ) [ ছিলেন ] তত্র ( তথায় ) গতাঃ ( গমন করিলেন ) ॥ ৪

ত্রি-দশাঃ ( দেবগণ ) তয়োঃ ( তাঁহাদের উভয়ের নিকট ) মহিষাসুর-চেষ্টিতম্ ( মহিষাসুর কতৃক সংঘটিত ) দেব-অভিভব-বিস্তরম্ ( দেবগণের পরাজয়বিবরণ ) যথাবৃত্তং ( যেরূপ ঘটিয়াছিল ) তৎ-বৎ ( সেইরূপ ) কথয়ামাসুঃ ( বলিলেন ) ॥ ৫

সূর্য ইন্দ্র-অগ্নি-অনিল-ইন্দুনাং ( সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও চন্দ্রের ) যমস্য ( যমের ) বরুণস্য চ ( ও বরুণের ) অন্যেষাং চ ( ও অন্যান্য-[ দেবতা ও ব্রহ্মর্ষি ] গণের ) অধিকারান্ ( অধিকারসমূহে ) সঃ ( সে, মহিষাসুর ) স্বয়ম্ এব ( নিজেই ) অধিতিষ্ঠতি ( অধিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬

অনন্তর পরাভূত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন । ৪

দেবগণ তাঁহাদের পরাভব-কাহিনী মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে যেরূপ ঘটিয়াছিল সেইরূপ বিষ্ণু ও শিবের নিকট বর্ণনা করিলেন । ৫

---

হয় । পত্নীর প্রাণরক্ষার জন্য রম্ভ নিহত হইল । রম্ভপত্নী মহিষীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয় । মহিষাসুর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব লাভ করে ।

স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥ ৭
এতদ্ বঃ কথিতং সর্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো * বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৮

তেন (সেই) দুরাত্মনা (দুরাত্মা, দুষ্টস্বভাব) মহিষেণ (মহিষাসুর কর্তৃক) সর্বে (সকল) দেবগণাঃ (দেবতা) স্বর্গাৎ (স্বর্গ হইতে) নিরাকৃতাঃ (দূরীকৃত হইয়া, বিতাড়িত হইয়া) যথা (যেমন) মর্ত্যাঃ (মরণ-ধর্মিগণ, মনুষ্যগণ) [তেমন] ভুবি (পৃথিবীতে) বিচরন্তি (বিচরণ করিতেছেন) ॥ ৭

এতৎ (এই) সর্বম্ (সমস্ত) অমর-অরি-বিচেষ্টিতম্ (দেবশত্রুর [অসুরের] দৌরাত্ম্য) বঃ † (আপনাদিগকে) কথিতং (কথিত হইল) চ (এবং) [আমরা আপনাদের] শরণং (শরণ) প্রপন্নাঃ (প্রাপ্ত) স্মঃ (হইলাম)। তস্য (তাহার, মহিষাসুরের) বধঃ (বিনাশের উপায়) বিচিন্ত্যতাম্ (বিশেষভাবে চিন্তা করুন) ॥ ৮

সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণের অধিকারসমূহে মহিষাসুর নিজেই অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ৬

সেই দুরাত্মা মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া দেবগণ মনুষ্যগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। ৭

দেবশত্রু অসুরগণের এই সমস্ত দৌরাত্ম্য আপনাদের নিকট বলিলাম এবং আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম।

---

* শরণং বঃ প্রপন্নাঃ স্মঃ ইতি বা।

† গৌরবার্থে দ্বিবচনস্থলে বহুবচন বা সশক্তিক হরিহর—অভিপ্রেত্যার্থে চতুর্থী।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ ॥ ৯
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১০

দেবানাং ( দেবগণের ) ইত্থং ( এই প্রকার ) বচাংসি ( বাক্যসকল ) নিশম্য ( শুনিয়া ) মধু-সূদনঃ ( মধুনামক দৈত্যনাশক, বিষ্ণু ) শম্ভুঃ চ ( ও মহাদেব ) ভ্রুকুটী-কুটিল-আননৌ ( ভ্রূ-কুঞ্চনে ভীষণবদন হইয়া ) কোপং ( কোপ, ক্রোধ ) চকার ( করিলেন ) ॥ ৯

অতঃ ( অনন্তর ) অতি-কোপ-পূর্ণস্য ( অতিক্রুদ্ধ ) চক্রিণঃ ( [ সুদর্শন ] চক্রধারীর, বিষ্ণুর ) ততঃ ( তাহার পর ) ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মার ) শঙ্করস্য চ ( ও শঙ্করের ) বদনাৎ ( বদন হইতে ) মহৎ ( মহা ) তেজঃ ( তেজ, জ্যোতিঃ ) নিশ্চক্রাম ( নির্গত হইল ) ॥ ১০

এখন আপনারা উভয়ে মহিষাসুরের বধোপায় বিশেষরূপে চিন্তা করুন। ৮

ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভ্রূ-কুঞ্চনে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করিল। ৯

অনন্তর অতি ক্রোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে ব্রহ্মা ও শিবের বদন হইতে মহাতেজ[১] নিঃসৃত হইল। ১০

---

১ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের তেজ যথাক্রমে সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান ও তমঃপ্রধান। এইজন্য দেবী ত্রিগুণা। কিন্তু তাঁহাতে রজঃ ও সত্ত্বের আধিক্য বর্তমান। কারণ দেবতাগণের মধ্যে রজঃ ও সত্ত্বের প্রাচুর্য বিদ্যমান।

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত * ॥ ১১
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥ ১২

অন্যেষাং ( অন্যান্য ) শক্রাদীনাং ( ইন্দ্রাদি ) দেবানাং চ এব (দেবগণেরও) শরীরতঃ ( শরীর হইতে ) সু-মহৎ ( সুবিপুল ) তেজঃ ( দীপ্তি ) নির্গতং ( নিসৃত হইল ) তৎ চ ( ও তাহা ) ঐক্যং ( একত্ব ) সমগচ্ছত ( প্রাপ্ত হইল ) ॥ ১১

তত্র ( তথায়, পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধ কাত্যায়নাশ্রমে ) তে ( সেই ) সুরাঃ ( দেবগণ ) জ্বালা-ব্যাপ্ত-দিক্-অন্তরম্ ( [ দশ ] দিকের মধ্যস্থল [ অন্তরাল ] ব্যাপ্ত শিখাযুক্ত ) অতীব ( অতিশয় ) জ্বলন্তম্ ( প্রজ্বলিত ) পর্বতম্ ইব ( পর্বতের ন্যায় ) তেজসঃ ( তেজের ( কূটং ( পুঞ্জ, রাশি ) দদৃশুঃ ) দেখিলেন ) ॥ ১২

ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণেরও শরীর হইতে সুবিপুল তেজ নির্গত হইয়া একত্র মিলিত হইল। ১১

পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধ কাত্যায়নাশ্রমে[১] দেবগণ সেই সুদীপ্ত তেজঃপুঞ্জকে দিগন্তব্যাপী জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় অবস্থিত দেখিলেন। ১২

---

* সমগচ্ছত ইতি বা।

১ চণ্ডীর ১১।২, ২৫ এবং ৮।২৯ মন্ত্রত্রয়ে কাত্যায়নী শব্দের উল্লেখ আছে। কঠোরতপস্যারত মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রম ছিল সু-উচ্চ হিমালয়ে। তাঁহার আশ্রমে দুর্গাদেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে আবির্ভূতা হন। শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে মহর্ষি কাত্যায়ন দেবীকে পূজা করেন। সেইজন্য দেবীর নাম কাত্যায়নী। দশমীতে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্‌।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ ১৩
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্‌।
যাম্যেন চাভবন্‌ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥ ১৪
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ * নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥ ১৫

তৎ (অনন্তর) তত্র (তথায়) ত্বিষা (দীপ্তি দ্বারা) ব্যাপ্ত-লোক-ত্রয়ং (ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত) সর্ব-দেব-শরীর-জম্‌ (সকল দেবতার দেহ-নিঃসৃত) তৎ (সেই) অতুলং (অনুপম) তেজঃ (জ্যোতিঃ) এক-স্থং (একত্র হইয়া) (নারী-মূর্তি) অভূৎ (হইল) ॥ ১৩

শাম্ভবং (শম্ভুজাত) যৎ (যে) তেজঃ (তেজ) অভূৎ (হইল) তেন (তাহার দ্বারা) তৎ-মুখম্‌ (তাঁহার মুখ) অজায়ত (জাত হইল) যাম্যেন চ (এবং যমের তেজে) কেশাঃ (কেশরাশি) বিষ্ণু-তেজসা (ও বিষ্ণুর তেজে) বাহবঃ (বাহুসকল) অভবন্‌ (হইল) ॥ ১৪

সৌম্যেন (সোমের তেজে, চন্দ্রতেজে) স্তনয়োঃ (স্তন) যুগ্মং (যুগল) ঐন্দ্রেণ চ (এবং ইন্দ্রতেজে) মধ্যং ([শরীরের] মধ্যভাগ) বারুণেন চ (ও বরুণতেজে) জঙ্ঘা-ঊরূ (জঙ্ঘা ও উরুদ্বয়) চ ভুবঃ (ও পৃথিবীর) তেজসা (তেজ দ্বারা) নিতম্বঃ (কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ) অভবৎ (হইল) ॥ ১৫

অনন্তর সকল দেবতার শরীর হইতে সঞ্জাত ত্রিলোকব্যাপী অনুপম তেজরাশি একত্র হইয়া এক নারীমূর্তি ধারণ করিল।† ১৩

শম্ভুর তেজে সেই দেবীমূর্তির মুখ, যমের তেজে তাঁহার কেশপাশ এবং বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহুসমূহ উৎপন্ন হইল। ১৪

---

* জঙ্ঘোরু ইতি সুগমঃ পাঠঃ।

† ইনি মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা।

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥ ১৬

ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) তেজসা (তেজ দ্বারা) পাদৌ (পদযুগল), অর্ক-তেজসা (সূর্যতেজ দ্বারা) তৎ-অঙ্গুল্যঃ (তাঁহার পদাঙ্গুলিসমূহ) বসূনাং চ (এবং অষ্ট বসুর তেজে) কর-অঙ্গুল্যঃ (হাতের অঙ্গুলিগুলি) কৌবেরেণ চ (এবং কুবেরের তেজে) নাসিকা (নাক) [উৎপন্ন হইল]॥ ১৬

চন্দ্রতেজে তাঁহার স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে তাঁহার শরীরের মধ্যভাগ, বরুণতেজে তাঁহার জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে তাঁহার নিতম্ব উদ্ভূত হইল। ১৫

ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদযুগল, সূর্যের তেজে তাঁহার পদাঙ্গুলিসমূহ, অষ্টবসুর[১] তেজে তাঁহার করাঙ্গুলিসকল এবং কুবেরের তেজে তাঁহার নাসিকা উৎপন্ন হইল। ১৬

[বৈকৃতিকরহস্যের মতে যে দেবতার যে বর্ণ তাঁহার তেজও সেই বর্ণ বলিয়া বিবিধ তেজের বর্ণানুসারে দেবীর অঙ্গসকলও বিভিন্ন বর্ণ হইয়াছিল।]

---

১ ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ অহশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টাবিতি স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ অহ বা আপ, ধ্রুব, সোম, ধর বা ধব, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস—ইহারা অষ্ট বসু নামে প্রসিদ্ধ।

তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥১৭
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥ ১৮

প্রাজাপত্যেন ( [ দক্ষাদি ] প্রজাপতিগণের ) তেজসা তু ( তেজের দ্বারা ) তস্যাঃ ( তাঁহার ) দন্তাঃ ( দন্তসকল ) সম্ভূতাঃ ( জাত হইল ) তথা ( এবং ) পাবক-তেজসা ( অগ্নির তেজদ্বারা ) নয়ন-ত্রিতয়ং ( চক্ষুত্রয় ) জজ্ঞে ( উৎপন্ন হইল ) ॥ ১৭

সন্ধ্যয়োঃ ( [ ত্রৈবর্ণিকবন্দনীয় ] প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা দেবীদ্বয়ের ) তেজঃ ( তেজে ) ভ্রুবৌ ( ভ্রূ-যুগল ) চ [ জজ্ঞাতে ( সৃষ্ট হইল ) ] অনিলস্য চ [ তেজঃ ] ( ও বায়ুর তেজে ) শ্রবণৌ ( কর্ণদ্বয় ) অন্যেষাং চ এব ( ও [ বিশ্বকর্মাদি ] অন্যান্য ) দেবানাং ( দেবগণের ) তেজসাং ( তেজঃসমষ্টি হইতে ) সম্ভবঃ ( উৎপত্তি ) [ অভবৎ—হইলেন ] শিবা ( দুর্গা দেবী ) ॥ ১৮

দক্ষাদি প্রজাপতিগণের[১] তেজে তাঁহার দন্তসকল এবং বহ্নির তেজে তাঁহার তিনটী[২] চক্ষু উৎপন্ন হইল। ১৭

সন্ধ্যাদেবীদ্বয়ের তেজে তাঁহার ভ্রূযুগল ও বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয় এবং বিশ্বকর্মাদি অন্যান্য দেবতাগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে দুর্গাদেবীর আবির্ভাব হইল। ১৮

---

১ বামনপুরাণমতে

২ দুর্গা ত্রিনয়না—চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই তিনটি তাঁহার চক্ষু।

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দিতাঃ ॥ ১৯
শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্মৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য * স্বচক্রতঃ ॥ ২০

ততঃ (অনন্তর) সমস্ত-দেবানাং (সকল দেবতার) তেজঃ-রাশি-সমুদ্ভবাম্ (তেজঃপুঞ্জসঞ্জাত) তাং (তাঁহাকে, মহালক্ষ্মীকে) বিলোক্য (দেখিয়া) মহিষ-অর্দিতাঃ (মহিষাসুরপীড়িত) অমরাঃ (অমরগণ, দেবগণ) মুদং (আনন্দ) প্রাপুঃ (পাইলেন) ॥ ১৯

পিনাক-ধৃক্ (ত্রিশূলধারী, মহাদেব) শূলাৎ (শূল হইতে) শূলং (শূল) বিনিষ্কৃষ্য (নিষ্কাশিত করিয়া) তস্মৈ (তাঁহাকে) দদৌ (দিলেন), কৃষ্ণঃ চ (এবং বিষ্ণু) স্ব-চক্রতঃ (স্বীয় [ সুদর্শন ] চক্র হইতে) চক্রং (চক্র) সমুৎপাদ্য (উৎপাদন করিয়া) দত্তবান্ (দিলেন) ॥ ২০

অনন্তর সমস্ত দেবতার তেজোরাশিসম্ভূতা মহালক্ষ্মী দেবীকে দেখিয়া মহিষাসুরলাঞ্ছিত অমরগণ[১] আনন্দিত হইলেন। ১৯

ত্রিশূলধারী মহাদেব স্বীয় শূল হইতে শূলান্তর এবং বিষ্ণু স্বীয় সুদর্শন চক্র হইতে চক্রান্তর উৎপাদন করিয়া মহালক্ষ্মীকে দিলেন। ২০

---

* সমুৎপাট্য ইতি বা।

১ দেবগণ প্রলয়কাল পর্যন্ত অমর। তাঁহাদের অমরত্ব আপেক্ষিক।

শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে * তথেষুধী ॥ ২১
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ ॥ ২২

তস্যৈ (তাঁহাকে) বরুণঃ চ (এবং বরুণদেব) শঙ্খং (শঙ্খ) হুত-অশনঃ † (অগ্নিদেব) শক্তিং (শক্তি) দদৌ (দিলেন) [চ] মারুতঃ (ও পবনদেব) চাপং (ধনু) তথা (এবং) বাণ-পূর্ণে (বাণপূর্ণ) ইষুধী (তূণীরদ্বয়) দত্তবান্ (দিলেন) ॥ ২১

অমর-অধিপঃ (দেবরাজ) সহস্র-অক্ষঃ (সহস্রলোচন) ইন্দ্রঃ (শচীপতি) কুলিশাৎ (বজ্র হইতে) বজ্রম্ (বজ্রান্তর) ঐরাবতাৎ (ঐরাবত নামক) গজাৎ (স্বর্গগজের ঘণ্টা হইতে) ঘণ্টাম্ (ঘণ্টান্তর) সমুৎপাদ্য (উৎপাদন করিয়া) তস্যৈ (তাঁহাকে) দদৌ (দিলেন) ॥ ২২

এইরূপে বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নিদেব শক্তি এবং পবনদেব একটী ধনু ও দুইটী বাণপূর্ণ তূণীর তাঁহাকে দান করিলেন। ২১

দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে বজ্রান্তর এবং ঐরাবত নামক স্বর্গগজের গলদেশস্থ ঘণ্টা হইতে ঘণ্টান্তর উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। ২২

[দেবায়ুধ দেবশক্তিসম্পন্ন বা দেবশক্তির অংশভূত। যে আয়ুধ যে দেবায়ুধ হইতে উৎপন্ন হইল তাহাও দেবায়ুধতুল্য শক্তিমান্। ]

---

* বাণপূর্ণৌ ইতি বা। † হুত (নিবেদিত, অর্পিত) কাষ্ঠঘৃতাদি দ্রব্য অশন (আহার) যাঁহার তিনি হুতাশন।

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্॥ ২৩
সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম * চ নির্মলম্॥ ২৪

যমঃ (অন্তক, মৃত্যুরাজ) কাল-দণ্ডাৎ (কাল দণ্ড হইতে) দণ্ডম্ (দণ্ড) অম্বু-পতিঃ চ (ও জলদেবতা, বরুণ) [পাশাৎ=পাশ হইতে] পাশং (পাশ) [উৎপাদ্য=উৎপাদন করিয়া] দদৌ (দিলেন)। প্রজাপতিঃ ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা) অক্ষ-মালাং (রুদ্রাক্ষমালা, জপমালা) কমণ্ডলুম্ চ (এবং কমণ্ডলু) দদৌ (দিলেন)॥ ২৩

তস্যাঃ (তাঁহার, দেবীর) সমস্ত-রোম-কূপেষু (সকল লোমকূপে) দিবা-করঃ (সূর্য) নিজ-রশ্মীন্ (স্বীয় কিরণসমূহ) কালঃ চ (ও নিমেষাদি কালাভিমানিনী দেবতা) নির্মলম্ (স্বচ্ছ, প্রদীপ্ত) খড়্গং (খড়্গ) চর্ম-চ (ও চর্মময় ঢাল) দত্তবান্ (দিলেন)॥ ২৪

মৃত্যুরাজ যম স্বীয় কালদণ্ড হইতে একটী দণ্ড, জলদেবতা বরুণ স্বীয় পাশ হইতে একটি পাশ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা[১] রুদ্রাক্ষ-মালা হইতে একটি মালা ও কমণ্ডলু হইতে একটী কমণ্ডলু উৎপাদন করিয়া দেবীকে দান করিলেন। ২৩

দুর্গাদেবীর সমস্ত লোমকূপে দিবাকর নিজ কিরণরাশি, এবং নিমেষাদিকালাভিমানিনী দেবতা একটী প্রদীপ্ত খড়্গ ও একটী উজ্জ্বল ঢাল তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। ২৪

---

* তস্মৈ ইতি সুগমঃ পাঠঃ।

১ বামনপুরাণমতে। কোন কোন টীকাকার প্রজাপতি=দক্ষ ধরিয়াছেন এবং প্রজাপতিকে ব্রহ্মার মত 'দদৌ' ক্রিয়ার পৃথক্ কর্তা করিয়াছেন।

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥ ২৫
অর্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং * কেয়ুরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্ গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্। ২৬
অঙ্গুরীয়করত্নানি † সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ ॥

ক্ষীর-উদঃ চ ( ক্ষীরসমুদ্র ) অ-মলং ( উজ্জ্বল ) হারম্ ( হার ) তথা চ ( এবং ) অজরে ( চির নূতন, জরারহিত ) অম্বরে ( বস্ত্রদ্বয় ) তথা ( এবং ) দিব্যং ( দীপ্তিশালী ) চূড়া-মণিং ( শিরোরত্ন ) কুণ্ডলে ( কর্ণালঙ্কারদ্বয় ) কটকানি চ ( ও বলয়সমূহ ) শুভ্রং ( শ্বেত ) অর্ধ-চন্দ্রং ( ললাট-ভূষণ ) তথা ( এবং ) সর্ব-বাহুষু ( সকল বাহুতে ) কেয়ুরান্ ( অঙ্গদসমূহ ) বিমলৌ ( নির্মল ) নূপুরৌ ( নূপুরদ্বয় ) তদ্বৎ ( সেইরূপ ) অনুত্তমম্ ( অত্যুৎকৃষ্ট ) গ্রৈবেয়কম্ ( গ্রীবালঙ্কার, কণ্ঠভূষণ ) সমস্তাসু চ ( ও সকল ) অঙ্গুলীষু ( অঙ্গুলিতে ) অঙ্গুরীয়ক-রত্নানি ( শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীসমূহ ) দত্তবান্ ( দিলেন ) ॥ ২৫-২৭

ক্ষীরোদসমুদ্র তাঁহাকে উজ্জ্বল মুক্তাহার, চিরনূতন বস্ত্রযুগল, দিব্য চূড়ামণি, দুইটী কুণ্ডল এবং হস্তসমূহের বলয়গুলি, শুভ্র ললাটভূষণ, সকল বাহুতে অঙ্গদ ( বাজু ), নির্মল নূপুর, অত্যুত্তম কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলিতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরী প্রদান করিলেন। ২৫-২৭

---

* দিব্যং ইতি অন্যঃ পাঠঃ।　　† অঙ্গুলীয়করত্নানি ইতি বা।

বিশ্বকর্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্মলম্। ২৭
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাঽভেদ্যঞ্চ দংশনম্॥
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্। ২৮
অদদজ্জলধিস্তস্যৈ * পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্॥
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ। ২৯

বিশ্ব-কর্মা চ ( ও দেবশিল্পী ) তস্যৈ ( তাঁহাকে, দুর্গা দেবীকে ) অতি-নির্মলম্ ( অতি উজ্জ্বল, সুতীক্ষ্ণ ) পরশুং ( কুঠার ) চ ( ও ) অনেক-রূপাণি ( বহু প্রকার ) অস্ত্রাণি ( অস্ত্র ) তথা ( এবং ) অভেদ্যং ( অভেদ্য ) দংশনম্ ( কবচ, বর্ম ) দদৌ ( দিলেন ॥ ২৭-২৮

জল-ধিঃ ( সমুদ্র ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) অম্লান-পঙ্কজাং ( অমলিন পদ্মের ) মালাং ( একটি মালা ) শিরসি ( শিরে, মস্তকে ) অপরাম্ চ ( অপর একটী [ মালা ] ) উরসি ( বক্ষে ) অতিশোভনম্ চ ( ও পরম সুন্দর ) পঙ্ক-জং ( পঙ্কজাত পুষ্প, পদ্ম ) অদদৎ ( দিলেন ) ॥ ২৮-২৯

হিম-বান্ ( হিমগিরি ) সিংহং ( সিংহ ) বাহনং ( বাহন ) চ ( ও ) বিবিধানি ( বিবিধ ) রত্নানি ( রত্নরাজি ) ধন-অধিপঃ ( কুবের ) সুরয়া

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁহাকে তীক্ষ্ণধার কুঠার, নানা প্রকার অস্ত্র এবং অভেদ্য কবচ প্রদান করিলেন। ২৭-২৮

সমুদ্র তাঁহার শিরে অম্লান পদ্মের একটী মালা, তাঁহার বক্ষে তাদৃশ অপর একটী মালা এবং তাঁহার হস্তে একটি পরম সুন্দর পদ্ম দান করিলেন। ২৮-২৯

গিরিরাজ হিমালয় বাহনস্বরূপ সিংহ ও বিবিধ রত্ন

---

* অদদাৎ ইতি সুগমঃ পাঠঃ।

দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ॥
শেষশ্চ সর্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্ । ৩০
নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥
অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা । ৩১
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ । ৩২

( সুরা দ্বারা ) অশূন্যং ( সদা পরিপূর্ণ ) পান-পাত্রং ( পানপাত্র ) দদৌ ( দিলেন ) ॥ ২৯-৩০

যঃ চ ( এবং যিনি ) ইমাম্ ( এই ) পৃথিবীম্ ( পৃথিবীকে ) ধত্তে ( ধারণ করেন ) [ সেই ] সর্ব-নাগ-ঈশঃ ( সর্পরাজ ) শেষঃ ( অনন্ত, বাসুকি ) মহামণি-বিভূষিতম্ ( অমূল্যরত্নশোভিত ) নাগ-হারং ( নাগলোকে নির্মিত হার বা নাগরূপ হার ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) দদৌ ( দিলেন ) ॥ ৩০-৩১

দেবী ( দুর্গাদেবী ) অন্যৈঃ ( অন্যান্য ) সুরৈঃ অপি ( দেবগণ কর্তৃক ) ভূষণৈঃ ( আভরণ ) তথা ( এবং ) আয়ুধৈঃ ( অস্ত্রধারা ) সম্মানিতা ( বিভূষিতা হইয়া ) স-অট্টহাসং ( মহাহাস্যসহিত ) মুহুঃ-মুহুঃ ( পুনঃ পুনঃ ) উচ্চৈঃ ( উচ্চৈঃস্বরে ) ননাদ ( গর্জন করিলেন ) ॥ ৩১-৩২

এবং কুবের সদা সুরাপূর্ণ একটী পানপাত্র তাঁহাকে দিলেন। ২৯-৩০

যে নাগরাজ বাসুকি এই পৃথিবী ধারণ করেন, তিনি দুর্গাদেবীকে মহামণিশোভিত একটি নাগহার প্রদান করিলেন। ৩০-৩১

অন্যান্য দেবগণ কর্তৃকও অলঙ্কার এবং অস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিতা হইয়া জগন্মাতা দুর্গা বারংবার অট্টহাস্য ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ৩১-৩২

অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্‌দো মহানভূৎ ॥
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে। ৩৩
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্। ৩৪
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্তয়ঃ ॥

তস্যাঃ ( তাঁহার ) অমায়তা ( অপরিমিত ) অতিমহতা ( অতি মহৎ ) ঘোরেণ ( ঘোর, ভয়ঙ্কর ) নাদেন ( গর্জন দ্বারা ) কৃৎস্নম্ ( সমগ্র ) নভঃ ( আকাশ, ভুবর্লোক ) আপূরিতং ( পরিপূর্ণ ) [ চ—এবং ] মহান ( মহা ) প্রতিশব্দঃ ( প্রতিধ্বনি ) অভূৎ ( হইল ) ॥ ৩২-৩৩

সকলাঃ ( সকল, চতুর্দশ ) লোকাঃ ( ভুবন ) চুক্ষুভুঃ ( সংক্ষুব্ধ, আকুলিত হইল ) সমুদ্রাঃ চ ( এবং [ সপ্ত ] সমুদ্র ) চকম্পিরে ( কম্পিত হইল )। বসুধা ( পৃথিবী ) চচাল ( বিচলিত হইল ) সকলাঃ চ ( এবং সকল ) মহীধরাঃ ( পর্বত ) চেলুঃ ( চঞ্চল হইল ) ॥ ৩৩-৩৪

দেবাঃ চ ( এবং দেবগণ ) মুদা ( আনন্দে ) তাম্ ( সেই ) সিংহ-বাহিনীম্ ( সিংহারূঢ়া দেবীকে ) জয় ইতি ( জয়ধ্বনি ) [ বা জয়া ইতি

তাঁহার অপরিমিত অতি মহান্ ঘোর গর্জনে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ হইল এবং ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠিল। ৩২-৩৩

সেই সিংহনাদে চতুর্দশ ভুবন[১] সংক্ষুব্ধ, সপ্ত সমুদ্র[২] কম্পিত এবং পৃথিবী ও পর্বতসকল বিচলিত হইল। ৩৩-৩৪

---

১ ঊর্ধ্বে সপ্ত লোক, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য-লোক ( বা ব্রহ্মলোক ) এবং নিম্নে সপ্ত লোক, যথা—অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল।

২ যথা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল।

দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ। ৩৫
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ॥
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ। ৩৬
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ॥

—জয়া এই নাম ] উচুঃ ( বলিলেন, করিলেন ) চ ( এবং ) ভক্তি-নম্র-আত্ম-মূর্তয়ঃ ( ভক্তিভরে নতদেহ ) মুনয়ঃ ( মুনিগণ ) এনাং ( ইঁহাকে, দেবীকে ) তুষ্টুবুঃ ( স্তব করিলেন ) ॥ ৩৪-৩৫

তে ( সেই ) অমর-অরয়ঃ ( দেবশত্রুগণ, অসুরগণ ) সমস্তং ( সমগ্র ) ত্রৈলোক্যম্ ( ত্রিভুবনকে ) সংক্ষুব্ধং ( ব্যাকুলিত, সন্ত্রস্ত ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ) সন্নদ্ধ-অখিল-সৈন্যাঃ ( সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত ) উদায়ুধাঃ ( ও অস্ত্রোত্তত করিয়া ) সমুত্তস্থুঃ ( সমুত্থিত হইল ) ॥ ৩৫-৩৬

মহিষ-অসুরঃ ( মহিষনামক অসুর ) ক্রোধাৎ ( ক্রোধভরে ) আঃ ( আঃ ) এতৎ ( ইহা ) কিম্ ( কি ) ইতি ( এইরূপ ) আভাষ্য ( বলিয়া ) অ-শেষৈঃ

দেবগণ আনন্দে সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করিলেন ( অথবা তাঁহাকে 'জয়া'[১] এই নাম প্রদান করিলেন ) এবং মুনিগণ ভক্তিভরে নম্রমূর্তি হইয়া দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন।৩৪-৩৫

সেই অসুরগণ সমস্ত ত্রিলোকবাসীকে সন্ত্রস্ত দেখিয়া সৈন্যসমূহকে সুসজ্জিত এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি উদ্যত করিয়া সমুত্থিত হইল। ৩৫-৩৬

মহিষাসুর ক্রোধে 'আঃ একি!' এই কথা বলিয়া অসংখ্য অসুরের সহিত সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল। ৩৬-৩৭

---

১ জয়তি অসুরান্ ইতি জয়া অর্থাৎ অসুরগণকে যুদ্ধে জয় করেন বলিয়া তাঁহার নাম জয়া।

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা। ৩৭
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্ ॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্। ৩৮
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্ ॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্। ৩৯

(অসংখ্য) অসুরৈঃ (অসুরগণ কর্তৃক) বৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া) তং (সেই) শব্দম্ (শব্দাভিমুখে) অভ্যধাবত (ধাবিত হইল)। ৩৬-৩৭

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সে, মহিষাসুর) ত্বিষা [ অঙ্গ ] জ্যোতিতে) ব্যাপ্ত-লোক-ত্রয়াং ([ ভূরাদি ] ত্রিভুবন-আলোকিতকারিণী) পাদ-আক্রান্ত্যা (পদভরে) নত-ভুবং (পৃথিবীনতকারিণী) কিরীট-উল্লিখিত-অম্বরাম্ (গগনস্পর্শী কিরীটধারিণী) ধনুঃজ্যা-নিঃস্বনেন (ধনুকের টঙ্কারে) ক্ষোভিত-অশেষ-পাতালাং ( পাতাল পর্যন্ত [ সপ্ত নিম্নলোক ] ক্ষুব্ধকারিণী) ভুজ-সহস্রেণ (সহস্র হস্তে) সমন্তাৎ (সর্বদেশ) দিশঃ (দিক) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত করিয়া) সংস্থিতাম্ (অবস্থিতা) তাম্ (সেই) দেবীং (দুর্গাদেবীকে) দদর্শ (দেখিল) ॥ ৩৭-৩৯

অনন্তর যাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাঁহার পদভরে পৃথিবী অবনত, যাঁহার ধনুকের টঙ্কারে পাতাল পর্যন্ত সপ্ত নিম্নলোক আকুলিত, যিনি সহস্র[১] হস্তে দশ দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতা এবং যিনি গগনস্পর্শী মুকুটপরিহিতা, সেই দুর্গাদেবীকে মহিষাসুর দর্শন করিল। ৩৭-৩৯

১ বৈকৃতিকরহস্যে আছে—'অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।' অর্থাৎ সেই দুর্গা দেবী সহস্রভুজা হইলেও অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা। মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা হইলেও তিনি সহস্রভুজা অর্থাৎ অনন্তভুজা। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। চণ্ডীর ১১।১৯ মন্ত্রে দেবীকে সহস্রনয়না বলা হইয়াছে।

শস্ত্রাস্ত্রৈঃ*র্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥

মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ। ৪০

যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥

রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ। ৪১

ততঃ ( অনন্তর ) তয়া ( সেই ) দেব্যা ( দেবীর সহিত ) সুর-দ্বিষাম্ ( দেবদ্বেষিগণের, অসুরগণের ) বহু-ধা ( বহুপ্রকারে ) মুক্তৈঃ ( নিক্ষিপ্ত ) শস্ত্র-অস্ত্রৈঃ ( শস্ত্র ও অস্ত্র দ্বারা ) আদীপিত-দিক্-অন্তরম্ ( সকল দিকের মধ্যস্থল বা অন্তরাল উদ্ভাসিত করিয়া ) যুদ্ধং ( যুদ্ধ ) প্রববৃতে ( আরম্ভ হইল ) ॥ ৩৯-৪০

মহিষাসুর-সেনানীঃ ( মহিষাসুরের সেনানায়ক ) চিক্ষুর-আখ্যঃ ( চিক্ষুর নামক ) মহাসুরঃ ( মহা অসুর ) চামরঃ চ ( এবং চামর [ নামক অন্য এক সেনাপতিও ] ) চতুঃ-অঙ্গ-বল-অন্বিতঃ ( [ রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য—এই ] চারিপ্রকার সৈন্যযুক্ত হইয়া ) অন্যৈঃ ( অন্য [ মহাসুর ]-গণের সহিত ) যুযুধে ( যুদ্ধ করিল ) ॥ ৪০-৪১

অনন্তর দেবদ্বেষী অসুরগণ বহু প্রকারে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রের[১] দীপ্তিতে দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ৩৯-৪০

মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর ও চামর নামক মহাসুর ( রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক এই ) চতুরঙ্গ সৈন্য এবং অন্যান্য মহাসুরের সহযোগে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৪০-৪১

---

* শাস্ত্রাস্ত্রৈরিতি বা পাঠঃ। আয়ুধশাস্ত্রে কথিত অস্ত্রকে শাস্ত্র বলে।

১ শস্ত্র—যাহা নিক্ষেপ করা যায় না, যেমন খড়্গাদি।

অস্ত্র—যাহা নিক্ষেপ করা যায়, যেমন শরাদি।

অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ॥
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ। ৪২
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে ॥
গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ। ৪৩
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥

উদগ্র-আখ্যঃ ( উদগ্রনামক ) মহাসুরঃ ( মহাসুর ) রথানাম্ ( রথ-সমূহের ( ষড়্ভিঃ ( ছয় ) অযুতৈঃ ( অযুতের সহিত ) মহাহনুঃ ( মহাহনুনামক মহাসুর ) অযুতানাং ( অযুতসকলের ) সহস্রেণ ( এক সহস্র রথ সহ ) অযুধ্যত ( যুদ্ধ করিল ) ॥ ৪১-৪২

অসিলোমা চ ( ও অসিলোমনামক ) মহাসুরঃ ( মহাসুর ) পঞ্চাশদ্ভিঃ ( পঞ্চাশ ) নিযুতৈঃ ( নিযুত [ রথের ] সহিত ) বাস্কলঃ (বাস্কলাসুর) অযুতানাং ( অযুতসকলের ) ষড়্ভিঃ ( ছয় ) শতৈঃ ( শত [ রথের ] সহিত ) রণে ( সংগ্রামে ) যুযুধে ( যুদ্ধ করিল )। পরিবারিতঃ ( ও পরিবারিতনামা অসুর ) অনেকৈঃ ( বহু ) গজ-বাজি-সহস্র-ওঘৈঃ* ( সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্ব সহিত ) রথানাং চ ( এবং রথসমূহের )

উদগ্র নামক মহাসুর ছয় অযুত ( ষাট হাজার ) এবং মহাহনুনামক মহাসুর এক সহস্র অযুত ( এক কোটী ) রথ লইয়া যুদ্ধ করিল। ৪১-৪২

এবং অসিলোমা নামক মহাসুর পঞ্চাশ নিযুত ( পাঁচ কোটি ) ও বাস্কলাসুর ছয় শত অযুত ( ষাট লক্ষ ) রথ সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিল। পরিবারিত নামক

---

* ওঘ—সমূহ।

বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ। ৪৪
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ॥
অন্যে চ * তথাযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ। ৪৫
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ॥
কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা। ৪৬
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ॥

কোট্যা (এক কোটি দ্বারা) বৃতঃ (পরিবৃত হইয়া) তস্মিন্ (সেই) যুদ্ধে (রণে) অযুধ্যত (যুদ্ধ করিল॥ ৪২-৪৪

অথ চ (অনন্তর) বিড়ালাক্ষঃ (বিড়ালাক্ষ নামক মহাসুর) রথানাম্ (রথসমূহের) অযুতানাং (অযুতসকলের) পঞ্চাশদ্ভিঃ (পঞ্চাশ) অযুতৈঃ (অযুত দ্বারা) পরিবারিতঃ (পরিবেষ্টিত হইয়া) তত্র (সেই) সংযুগে (সংগ্রামে) যুযুধে (যুদ্ধ করিল)॥ ৪৪-৪৫

তথা (সেইরূপে) তত্র (সেই) সংযুগে (রণে) অন্যে চ (ও অন্যান্য) মহাসুরাঃ (মহাসুরগণও) অযুত-শঃ (অযুত অযুত) রথ-নাগ-হয়ৈঃ (রথ, হস্তী ও অশ্ব দ্বারা) বৃতাঃ (বেষ্টিত হইয়া) দেব্যা সহ (দেবীর সহিত) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিল)॥ ৪৫-৪৬

মহাসুর বহু সহস্র অশ্ব ও হস্তী এবং এক কোটি রথে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ৪২-৪৪

অনন্তর বিড়ালাক্ষ নামক মহাসুর পঞ্চাশ অর্বুদ রথে পরিবৃত হইয়া সেই সংগ্রামে যুদ্ধ করিল। ৪৪-৪৫

সেইরূপ অন্যান্য মহাসুরগণও যুদ্ধে বহু অযুত রথ, অশ্ব ও হস্তিবেষ্টিত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল। ৪৫-৪৬

---

* তত্র ইতি বা পাঠঃ।

তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুসলৈস্তথা । ৪৭
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ ॥
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে । ৪৮
দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ ॥
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা । ৪৯

তত্র ( সেই ) যুদ্ধে ( সংগ্রামে ) মহিষাসুরঃ ( মহিষাসুর ) রথানাং ( রথসমূহের ) তথা ( এবং ) দন্তিনাং ( দন্তীসকলের, হস্তীসকলের ) হয়ানাং চ ( ও হয়সমূহের, ও অশ্বসমূহের ) কোটি-কোটি-সহস্রৈঃ তু ( কোটি কোটি সহস্র দ্বারা ) বৃতঃ ( বেষ্টিত ) অভূৎ ( হইয়াছিল ) ॥ ৪৬-৪৭

তোমরৈঃ ( শাবলসমূহ দ্বারা ) ভিন্দিপালৈঃ চ ( এবং হস্তক্ষেপ্য মুদ্গরসকল দ্বারা ) শক্তিভিঃ ( শল্যসকল দ্বারা ) তথা ( এবং ) মুসলৈঃ ( জয়দণ্ডসমূহ দ্বারা ) খড়্গৈঃ ( খড়্গসমূহ দ্বারা ) [ চ ] পরশু-পট্টিশৈঃ ( এবং কুঠার ও পট্টিসমূহ দ্বারা ) দেব্যা ( দেবীর সহিত ) সংযুগে ( যুদ্ধে ) যুযুধুঃ ( যুদ্ধ করিল ) ॥ ৪৭-৪৮

কে-চিৎ চ ( আবার কেহ কেহ ) শক্তীঃ ( শক্তিসমূহ ) তথা ( এবং ) অপরে ( অপর ) কে-চিৎ ( কেহ কেহ ) পাশান্ ( পাশসকল ) চিক্ষিপুঃ

মহিষাসুর সেই যুদ্ধে কোটি কোটি সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল । ৪৬-৪৭

অন্যান্য অসুরগণ শাবল, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, খড়্গ, কুঠার ও পট্টিশ[১] প্রভৃতির দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল । ৪৭-৪৮

---

[১] ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার বর্শাবিশেষ ।

লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ। ৫০
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা * ॥
সোঽপি ক্রুদ্ধো ধূতসটো দেব্যা বাহনকেশরী। ৫১

(নিক্ষেপ করিল)। তে (তাহারা, অসুরগণ) খড়্গ-প্রহারৈঃ তু (খড়্গাঘাতেও) তাং (সেই) দেবীং (দেবীকে) হন্তুম্ (বধ করিতে) প্রচক্রমুঃ (প্রচেষ্টা করিল) ॥ ৪৮-৪৯

ততঃ (অনন্তর) নিজ-শস্ত্র-অস্ত্র-বর্ষিণী (স্বীয় অস্ত্র ও শস্ত্রসকল বর্ষণ-কারিণী) সা (সেই) চণ্ডিকা দেবী অপি (চণ্ডীকাদেবীও) তানি (সেই সকল) [অসুরনিক্ষিপ্ত] শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) অস্ত্রাণি (অস্ত্রসকল) লীলয়া এব (অবলীলাক্রমে) প্রচিচ্ছেদ (বিচ্ছিন্ন করিলেন)॥ ৪৯-৫০

সুর-ঋষিভিঃ (দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক) স্তূয়মানা (সংস্তুতা) অনায়স্ত-আননা (আয়াসরহিতবদনা, অবিকৃতমুখী) চণ্ডিকা দেবী (ভগবতী দেবী) অসুর-দেহেষু (দৈত্যগণের দেহে) শস্ত্রানি (শস্ত্রসকল) অস্ত্রানি চ (ও অস্ত্রসকল) মুমোচ (নিক্ষেপ করিলেন) ॥ ৫০-৫১

আবার কেহ কেহ শক্তি এবং অপর কেহ কেহ পাশ নিক্ষেপ করিল এবং অন্য সকলে খড়্গাঘাতে দেবীকে বধ করিবার উপক্রম করিল। ৪৮-৪৯

অনন্তর সেই চণ্ডিকাদেবীও অসুরনিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রসমূহ অনায়াসেই স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র-বর্ষণ দ্বারা ছিন্ন করিলেন। ৪৯-৫০

দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান আয়াসরহিত-বদনা চণ্ডিকাদেবী অসুরগণের শরীরে অস্ত্রশস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিলেন। ৫০-৫১

---

* চাম্বিকা ইতি চেশ্বরী ইতি চ পাঠৌ।

† ন+আয়স্ত (আয়াসযুক্ত)—অনায়স্ত।

চচারাসুরসৈন্যেষু বনেম্বিব হুতাশনঃ ॥
নিশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা। ৫২
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥
যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ। ৫৩
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥

দেব্যাঃ (দেবীর) সঃ (সেই) বাহনকেশরী অপি (বাহন সিংহও) ক্রুদ্ধঃ (ক্রোধান্বিত) ধুত-সটঃ (ও কম্পিতকেশর হইয়া) বনেষু (বনসমূহে) হুতাশনঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) অসুর-সৈন্যেষু (অসুরসৈন্যের মধ্যে) চচার (বিচরণ করিতে লাগিল) ॥ ৫১-৫২

অম্বিকা চ (এবং অম্বিকা) রণে (যুদ্ধে, রণক্ষেত্রে) যুধ্যমানা (যুদ্ধ করিতে করিতে) যান্ (যে সকল) নিঃশ্বাসান্ (নিঃশ্বাস) মুমুচে (ত্যাগ করিলেন) তে এব (সেই সকলই) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) শত-সহস্র-শঃ (লক্ষ লক্ষ) গণাঃ (দেবীসৈন্যরূপে) সম্ভূতাঃ (উৎপন্ন হইল)। ৫২-৫৩

তে (তাহারা, দেবীসৈন্যগণ) দেবী-শক্তি-উপবৃংহিতাঃ (দেবীর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া) পরশুভিঃ (কুঠার) ভিন্দিপাল-অসি-পট্টিশৈঃ (ভিন্দিপাল, অসি [খড়্গ] ও পট্টিশ দ্বারা) অসুরগণান্ (অসুর-সৈন্যগণকে) নাশয়ন্তঃ (নাশ করিতে করিতে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিলেন)। ৫৩-৫৪

দেবীবাহন সিংহও ক্রোধে কম্পিতকেশর হইয়া বনে দাবাগ্নির ন্যায় অসুরসৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। ৫১-৫২

রণক্ষেত্রে অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে-সকল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সেইগুলিই তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ দেবীসৈন্যরূপে[১] পরিণত হইল। ৫২-৫৩

---

১ মহাভারতে আছে, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নারায়ণী সেনা সৃষ্ট হইয়াছিল।

অবাদয়ন্ত * পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে। ৫৪
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে॥
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ †। ৫৫
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্॥

তস্মিন্ (সেই) যুদ্ধ-মহোৎসবে (যুদ্ধরূপ মহা উৎসবে) গণাঃ (দেবী-সৈন্যগণের কেহ কেহ) পটহান্ (ঢাকসমূহ) তথা (এবং) অপরে (অপর কেহ কেহ) শঙ্খান্ (শঙ্খসমূহ) তথা চ (এবং) অন্যে এব (অন্যান্য সকলে) মৃদঙ্গান্ (মৃদঙ্গসমূহ) অবাদয়ন্ত (বাজাইতে লাগিলেন)॥ ৫৪-৫৫

ততঃ (অনন্তর) দেবী (দুর্গা) ত্রিশূলেন (ত্রিশূল দ্বারা) গদয়া (গদা দ্বারা) শক্তি-বৃষ্টিভিঃ (শক্তি [অস্ত্র]-বর্ষণ দ্বারা) খড়্গাদিভিঃ চ (ও খড়্গাদি দ্বারা) শত-শঃ (শত শত) মহাসুরান্ (মহাসুরগণকে) নিজঘান (বধ করিলেন)॥ ৫৫-৫৬

দেবীসৈন্যগণ দেবীর শক্তিতে অধিকতর শক্তিমান্ হইয়া কুঠার, ভিন্দিপাল, অসি (খড়্গ) ও পট্টিশ দ্বারা অসুরসমূহ নাশ করিতে করিতে যুদ্ধ করিলেন। ৫৩-৫৪

সেই যুদ্ধোৎসবে দেবীসৈন্যগণের কেহ কেহ ঢাক, অপর কেহ কেহ শঙ্খ এবং অন্য কেহ কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন। ৫৪-৫৫

অনন্তর দুর্গাদেবী ত্রিশূল, গদা ও খড়্গের আঘাতে এবং শক্তি-অস্ত্র-বর্ষণ দ্বারা শত শত মহাসুর বিনাশ করিলেন। ৫৫-৫৬

---

* আবাদয়ন্ত; ইতি বা। † শক্তিঋষ্টিভিঃ ইতি বা পাঠঃ।

পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্। ৫৬
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধ্বা চান্যানকর্ষয়ৎ * ॥
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে। ৫৭
বিপোথিতা † নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে ॥
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ। ৫৮
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥

[ দেবী ] অন্যান্ চ ( অপর কতকগুলি- [ অসুর- ] কে ) ঘণ্টা-স্বন-বিমোহিতান্ ( ঘণ্টাধ্বনিতে বিমোহিত করিয়া ) ভুবি ( ভূতলে ) পাতয়া-মাস ( নিপাতিত করিলেন ), অন্যান্ চ ( এবং অন্যান্য ) অসুরান্ ( অসুরগণকে ) পাশেন ( পাশ দ্বারা ) বদ্ধ্বা ( আবদ্ধ করিয়া ) অকর্ষয়ৎ ( আকর্ষণ করিলেন ) ॥ ৫৬-৫৭

কে-চিৎ ( কেহ কেহ ) তীক্ষ্ণৈঃ ( তীক্ষ্ণ ) খড়্গ-পাতৈঃ ( খড়্গ-প্রহারে ) দ্বি-ধা-কৃতাঃ ( দ্বিখণ্ডিত হইল ) তথা ( এবং ) অপরে ( অপর কেহ কেহ ) গদয়া ( গদা দ্বারা ) বিপোথিতাঃ ( বিমর্দিত হইয়া ) ভুবি ( ভূতলে ) নিপাতেন ( নিপাতিত হইয়া ) শেরতে ( শয়ন করিল ) ॥ ৫৭-৫৮

কে-চিৎ ( কেহ কেহ ) মুষলেন ( মুষল দ্বারা ) ভৃশং ( ভীষণভাবে ) হতাঃ ( আহত হইয়া ) রুধিরং ( রক্ত ) বেমুঃ ( বমন করিল )। কে-চিৎ চ ( আর কেহ কেহ ) শূলেন ( শূল দ্বারা ) বক্ষসি ( বক্ষঃস্থলে ) ভিন্নাঃ ( বিদীর্ণ হইয়া ) ভূমৌ ( ভূতলে ) নিপাতিতাঃ ( নিপাতিত হইল ॥ ৫৮-৫৯

দেবী অপর কতকগুলি অসুরকে ঘণ্টাধ্বনিতেই বিমোহিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অন্যান্য কতকগুলিকে পাশবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলেন। ৫৬-৫৭

---

* অকর্ষত ইতি বা। † বিপুষ্থিতা ইতি বা।

নিরন্তরাঃ * শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে। ৫৯
সেনানুকারিণঃ † প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দনাঃ॥
কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে। ৬০
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ॥

সেনা-অনুকারিণঃ (সৈন্যগণের অগ্রগামী) কে-চিৎ (কোন কোন) ত্রি-দশ-অর্দনাঃ (দেবশত্রুগণ, অসুরগণ) রণ-অজিরে (রণাঙ্গণে) শর-ওঘেন (শরসমূহ দ্বারা) নিরন্তরাঃ (প্রতিলোমকূপে, সর্বাঙ্গে, বিদ্ধ) কৃতাঃ (হইয়া,) প্রাণান্ (প্রাণসমূহ) মুমুচুঃ (ত্যাগ করিল)॥ ৫৯-৬০

কেষাম্-চিৎ (কাহাদের বা) বাহবঃ (বাহুসকল) ছিন্নাঃ (ছিন্ন হইল) তথা (এবং) অপরে (অপর অনেকে) ছিন্ন-গ্রীবাঃ (ছিন্নগ্রীব হইল)। অন্যেষাম্ (অন্য কতকগুলির) শিরাংসি (শিরসকল) পেতুঃ (পতিত [ছিন্ন] হইল)। অন্যে (অন্যান্য অনেকের) মধ্যে ([দেহের] মধ্যদেশ) বিদারিতাঃ (বিদীর্ণ হইল)॥ ৬০-৬১

কেহ কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল এবং অপর কেহ কেহ গদাপ্রহারে বিমর্দিত হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল ও প্রাণত্যাগ করিল। ৫৭-৫৮

কেহ কেহ মুষলে ভীষণভাবে আহত হইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল, আর কেহ কেহ শূলাঘাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় ভূপতিত হইল। ৫৮-৫৯

সৈন্যদলের অগ্রগামী কোন কোন অসুর সর্বাঙ্গে বাণ-বিদ্ধ ও জর্জরিত (সজারুদেহসদৃশ) হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ৫৯-৬০

---

* নিরাকৃতাঃ ইতি বা পাঠঃ।

† শল্যানুকারিণঃ, শ্যেনানুকারিণঃ ইত্যাদি নানা পাঠ নানা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্তপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ। ৬১
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ॥
ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ॥ ৬২
কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্যলয়াশ্রিতাঃ* ॥ ৬৩

অপরে তু (অপর কোন কোন) মহাসুরাঃ (মহাসুর) বিচ্ছিন্ন-জঙ্ঘাঃ (ছিন্নজঙ্ঘা হইয়া) কে-চিৎ (কেহ কেহ) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) দ্বি-ধা (দ্বিখণ্ডিত) কৃতাঃ (হইয়া) এক-বাহু-অক্ষি-চরণাঃ (একবাহু, একচক্ষু বা একপদ হইয়া) উর্ব্ব্যাং (পৃথিবীতে) পেতুঃ (পতিত হইল)। অন্যে চ (অপর কেহ কেহ) শিরসি (শিরে) ছিন্নে অপি (ছিন্ন হইলেও পতিতাঃ (পতিত হইয়া) পুনঃ উত্থিতাঃ (পুনরায় উত্থিত হইল)॥ ৬১-৬২

কবন্ধাঃ (কোন কোন ছিন্নশির অসুর) গৃহীত-পরম-আয়ুধাঃ (শ্রেষ্ঠ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া) দেব্যা (দেবীর সঙ্গে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিল)। অপরে চ

কাহাদেরও বা বাহুসকল ছিন্ন হইল, অপর অনেকের গ্রীবাদেশ [ঘাড়] ভগ্ন হইল, অন্য কতকগুলির মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল এবং কাহাদেরও বা দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইল। ৬০-৬১

অপর কতকগুলি মহাসুর দেবীকর্তৃক ছিন্ন-জঙ্ঘ হইয়া এবং অন্য কেহ কেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া একবাহু, একচক্ষু বা একপদে ভূপতিত হইল। অপর কোন কোন অসুরের মস্তক ছিন্ন হইলেও তাহারা পতিত হইয়া পুনরায় উত্থিত হইল। ৬১-৬২

---

* তূর্যলয়ান্বিতাঃ ইতি বা পাঠঃ।

কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ॥ ৬৪
পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাঽভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ॥ ৬৫

(এবং অপর ছিন্নমস্তক অসুরগণ) তূর্য-লয়-আশ্রিতাঃ (বাদ্যলয়ানুসারে) তত্র (সেই) যুদ্ধে (সংগ্রামে) ননৃতুঃ (নৃত্য করিতে লাগিল)। ৬৩

ছিন্ন-শিরসঃ (ছিন্নশির) কবন্ধাঃ (কবন্ধগণ) খড়্গ-শক্তি-ঋষ্টি-পাণয়ঃ (খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে) [চ = এবং] অন্যে (অন্যান্য) মহাসুরাঃ (মহাসুরগণ) দেবীম্ (দেবীকে) তিষ্ঠ তিষ্ঠ (দাঁড়াও, দাঁড়াও) ইতি (এইরূপ) ভাষন্তঃ (বলিতে বলিতে ([যুযুধুঃ = যুদ্ধ করিল]॥ ৬৪

যত্র (যথায়) সঃ (সেই) মহারণঃ (মহাযুদ্ধ) অভূৎ (হইয়াছিল) তত্র (তথায়) সা (সেই) বসুন্ধরা (পৃথিবী) পাতিতৈঃ ([যুদ্ধে] নিপতিত) রথ-নাগ-অশ্বৈঃ (রথ, হস্তী ও অশ্ব) অসুরৈঃ চ (ও অসুরগণের [স্তূপের] দ্বারা) অগম্যা (অগম্য) অভবৎ (হইল)॥ ৬৫

কোন কোন ছিন্নশির অসুর উত্তম অস্ত্র গ্রহণপূর্বক দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্য কতকগুলি ছিন্নমস্তক অসুর সেই যুদ্ধস্থলে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। ৬৩

ছিন্নশির কবন্ধগণ খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি[১] হস্তে এবং অন্যান্য মহাসুর দুর্গাদেবীকে 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিতে বলিতে যুদ্ধে অগ্রসর হইল। ৬৪

যেথানে সেই মহাযুদ্ধ হইতেছিল পৃথিবীর সেইস্থান পতিত রথ, হস্তী, অশ্ব ও অসুরগণের স্তূপে অগম্য হইল। ৬৫

---

১ উভয় পার্শ্বে ধারবিশিষ্ট খড়্গবিশেষ।

শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্ ॥ ৬৭
ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা ।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥ ৬৭
স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৮

তত্র চ ( এবং তথায় ) অসুর-সৈন্যস্য মধ্যে ( অসুর-সৈন্যসমূহের মধ্যে ) বারণ-অসুর-বাজিনাম্ ( হস্তী, অসুর ও অশ্বসমূহের ) শোণিত-ওঘাঃ ( রক্ত-[ স্রোত ] সমূহ ) সদ্যঃ ( তৎক্ষণাৎ ) মহানদ্যঃ ( মহানদী-সকলের ন্যায় ) বিসুস্রুবুঃ ( প্রবাহিত হইল ) ॥ ৬৬

যথা ( যেরূপ ) বহ্নিঃ ( অগ্নি ) তৃণ-দারু-মহাচয়ম্ ( তৃণ ও কাষ্ঠের বৃহৎ স্তূপকে ) [ ক্ষয়ং নয়তি—ক্ষয় করে ] তথা ( সেইরূপ ) অম্বিকা ( দেবী ) অসুরাণাং ( অসুরগণের ) তৎ ( সেই ) মহাসৈন্যম্ ( বিশাল সৈন্যকে ) ক্ষণেন ( মুহূর্তমধ্যে ) ক্ষয়ং ( বিনাশ ) নিন্যে ( করিলেন ) ॥ ৬৭

সঃ চ ( এবং সেই ) সিংহঃ ( [ দেবীবাহন ] সিংহ ) ধুত-কেশরঃ ( কেশর কম্পিত করিয়া ) মহানাদম্ ( মহা গর্জন ) উৎসৃজন্ ( ত্যাগ করিয়া ) অমর-অরীণাম্ ( দেবশত্রুগণের, অসুরগণের ) শরীরেভ্যঃ ( শরীরসমূহ হইতে ) অসূন্ ( প্রাণসমূহ ) বিচিন্বতি ইব ( =বিচিনোতি ইব, যেন চয়ন করিতে লাগিল ) ॥ ৬৮

যুদ্ধক্ষেত্রে অসুরসৈন্যগণের মধ্যে হস্তী, অশ্ব ও অসুর-সমূহের রক্তধারাসকল বৃহৎ নদীসমূহের ন্যায় প্রবাহিত হইল । ৬৬

অগ্নি যেরূপ তৃণস্তূপ ও কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ দুর্গাদেবী বিশাল অসুরসৈন্য ক্ষণকালমধ্যে ক্ষয় করিলেন । ৬৭

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ ।*
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ ৬৯
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্যবধো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

তত্র ( তথায়, যুদ্ধক্ষেত্রে ) দেব্যাঃ ( দেবীর ) তৈঃ ( সেই সকল ) গণৈঃ চ ( সৈন্যগণ কর্তৃকও ) অসুরৈঃ ( অসুরগণের সহিত ) তথা ( এইরূপ ) যুদ্ধং ( যুদ্ধ ) কৃতং ( কৃত হইল ) যথা ( যাহাতে ) এষাং ( ইহাদের [ দেবী-সৈন্যগণের ] উপর ) দিবি ( স্বর্গে ) পুষ্প-বৃষ্টি-মুচঃ ( পুষ্প-বৃষ্টিকারী ) দেবাঃ ( দেবগণ ) তুতুষুঃ ( সন্তুষ্ট হইলেন ) ॥ ৬৯

এবং সিংহও কম্পিতকেশরে ভীষণ গর্জন করিয়া যেন অসুরগণের দেহ হইতে প্রাণসমূহ টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। ৬৮

যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীর সেই সৈন্যগণও অসুরগণের সহিত এইরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল যে, স্বর্গের দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তাহাদের উপর সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৬৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকার-
কালে দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে মহিষাসুরসৈন্যবধ-
নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* মহাসুরৈঃ ইতি বা।

# মধ্যম চরিত্র

## তৃতীয় অধ্যায়

## ধ্যান

উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরাম্।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্বক্ত্রারবিন্দশ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে স্মিতাম্॥

উদ্যৎ-ভানু-সহস্র-কান্তিম্ ( সহস্র উদীয়মান রবিতুল্য রক্তবর্ণা ) অরুণ-ক্ষৌমাং ( রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র-পরিহিতা ) শিরঃ-মালিকাং ( গলে নরমুণ্ডের মালাধারিণী ) রক্ত-আলিপ্ত-পয়োধরাং ( যাঁহার স্তনযুগল রক্ত-রঞ্জিত ) জপবটীং ( জপমালা ) বিদ্যাম্ ( বিদ্যা ) অভীতিং ( অভয়মুদ্রা ) বরাম্ ( ও বরমুদ্রা ) হস্ত-অব্জৈঃ ( চারি হস্ত-কমলে ) দধতীং ( ধারিণী ) ত্রি-নেত্র-বিলসৎ-বক্ত্র-অরবিন্দ-শ্রিয়ং ( যাঁহার মুখমণ্ডল ত্রিনেত্রশোভিত ও পদ্মতুল্য সুন্দর ) বদ্ধ-হিমাংশু-রত্নমুকুটাং ( যাঁহার মুকুটে চন্দ্র রত্ন-রূপে আবদ্ধ ) সুমন্দস্মিতাম্ ( মৃদু হাস্যমুখী ) দেবীং ( দেবীকে ) [ অহং = আমি ] বন্দে ( বন্দনা করি )॥

যিনি সহস্র উদীয়মান রবিতুল্য রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণ-কৌষেয়-বস্ত্রপরিহিতা, নৃমুণ্ডমালিনী এবং চারি হস্ত-পদ্মে অক্ষমালা, বিদ্যা, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রাধারিণী, যাঁহার স্তনযুগল রক্তরঞ্জিত, যাঁহার মুখমণ্ডল ত্রিনেত্র-শোভিত এবং কমলবৎ সুন্দর, যাঁহার মুকুটে চন্দ্র রত্নরূপে নিবদ্ধ সেই ঈষৎহাস্যমুখী দেবীকে আমি বন্দনা করি।

# মধ্যম চরিত্র

## তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুরবধ

ঋষিরুবাচ। ১

নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্॥ ২
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ॥ ৩

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—অথ ( অনন্তর ) সেনানীঃ ( সেনাপতি ) মহাসুরঃ (মহাদৈত্য ) চিক্ষুরঃ ( চিক্ষুর ) তৎ ( সেই ) সৈন্যম্ ( সৈন্যসমূহ ) নিহন্যমানম্ ( [ দেবী কর্তৃক ] নিহত হইতেছে ) অবলোক্য ( দেখিয়া ) কোপাৎ ( কোপে, ক্রোধে ) অম্বিকাং ( অম্বিকার সহিত ) যোদ্ধুম্ ( যুদ্ধ করিতে ) যযৌ ( গমন করিল ) ॥ ১-২

যথা ( যেরূপ ) তোয়-দঃ ( জলদ, মেঘ ) তোয়-বর্ষেণ ( বারিবর্ষণ দ্বারা ) মেরু-গিরেঃ ( সুমেরু পর্বতের, হিমাদ্রির ) শৃঙ্গং ( শিখরদেশ ) [ আচ্ছাদয়তি—আচ্ছন্ন করে ] [ তথা—সেইরূপ ] সঃ ( সেই ) অসুরঃ ( অসুর, চিক্ষুর ) সমরে ( যুদ্ধে ) দেবীং ( দেবীকে ) শর-বর্ষেণ ( বাণবৃষ্টি দ্বারা ) ববর্ষ ( আচ্ছন্ন করিল ) ॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—অনন্তর দৈত্য-সেনাপতি চিক্ষুর নামক মহাসুর অসুরসৈন্যসমূহকে দেবী কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া ক্রোধে অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল। ১-২

তস্য চ্ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্ ।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্ ॥ ৪
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্ ।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥ ৫

ততঃ (অনন্তর) দেবী (দেবী, অম্বিকা) তস্য (তাহার, চিক্ষুরের) শর-উৎকরান্ (বাণসমূহ) লীলয়া এব (অনায়াসেই) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) তুরগান্ (তুরগসমূহকে, অশ্বসকলকে) চ (এবং) বাজিনাম্ (অশ্বসকলের) যন্তারন্ এব (চালকগণকে) বাণৈঃ (বাণসমূহ দ্বারা) জঘান (বধ করিলেন) ॥ ৪

চ (এবং) [দেবী] সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) ধনুঃ ([চিক্ষুরের] ধনু) চ (এবং) অতি-সমুচ্ছ্রিতম্ (অত্যুন্নত) ধ্বজং (ধ্বজা, পতাকা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) চ (এবং) ছিন্ন-ধন্বানম্ (ছিন্নধনু [চিক্ষুর] কে) গাত্রেষু এব (দেহের নানাস্থানে) আশু-গৈঃ (ক্ষিপ্রগামী [বাণ] সকল দ্বারা) বিব্যাধ (বিদ্ধ করিলেন) ॥ ৫

জলদ যেমন জলবর্ষণ দ্বারা হিমালয় পর্বতের শিখরদেশ আচ্ছন্ন করে,[১] তদ্রূপ সেই চিক্ষুরাসুর যুদ্ধে দেবীকে শরবৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন করিল। ৩

অনন্তর দেবী চিক্ষুরের বাণসমূহ স্বীয় বাণের দ্বারা ছিন্ন করিয়া অশ্বগুলি ও তাহাদের চালকগণকেও বাণাঘাতে বধ করিলেন। ৪

এবং তৎক্ষণাৎ তাহার ধনু ও অত্যুচ্চ রথ-ধ্বজা ছেদনপূর্বক ছিন্নধনু চিক্ষুরের সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ করিলেন। ৫

---

১ উক্ত উপমা অদ্ভুত। কারণ, মেঘমণ্ডল হিমালয় পর্বতের অধঃদেশে বিদ্যমান থাকে। অবশ্য পাদদেশ হইতে অনুচ্চ শিখর বর্ষাবৃত প্রতীত হয়।

স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্মধরোঽসুরঃ ॥ ৬
সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্ধনি ।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥ ৭
তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন ।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৮

সঃ (সেই) অসুরঃ (অসুর, চিক্ষুর) ছিন্ন-ধন্বা (ছিন্নধনু) বিরথঃ (রথশূন্য) হত-অশ্বঃ (অশ্বহীন) হত-সারথিঃ (সারথিবিহীন হইয়া) খড়্গ-চর্ম-ধরঃ (খড়্গ ও ঢাল ধারণপূর্বক) তাং (সেই) দেবীং (দেবীর দিকে) অভ্যধাবত (ধাবিত হইল) ॥ ৬

অতি বেগবান্ (ক্ষিপ্রগতি, অসুর) তীক্ষ্ণ-ধারেণ (শাণিত) খড়্গেন (খড়্গ দ্বারা) সিংহম্ (সিংহকে) মূর্ধনি (মস্তকে) আহত্য (আহত করিয়া) দেবীম্ অপি (দেবীকেও) সব্যে (বাম) ভুজে (হস্তে) আজঘান (আঘাত করিল) ॥ ৭

নৃপ-নন্দন (হে রাজা, হে সুরথ), খড়্গঃ (খড়্গ) তস্যাঃ (তাঁহার, দেবীর) ভুজং (হস্তে) প্রাপ্য (লাগিয়া) পফাল (ভগ্ন হইল)। ততঃ (অনন্তর) সঃ (সে, অসুর) কোপাৎ (কোপে, ক্রোধে) অরুণ-লোচনঃ (রক্তচক্ষু হইয়া) শূলং (শূল) জগ্রাহ (গ্রহণ করিল) ॥ ৮

সেই অসুর ছিন্নধনু, রথশূন্য, অশ্বহীন ও সারথি-বিহীন হইয়া খড়্গ ও ঢাল ধারণপূর্বক দেবীর দিকে ধাবিত হইল। ৬

অতি বেগবান্ অসুর তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা সিংহকে মস্তকে আহত করিয়া দেবীরও বাম হস্তে আঘাত করিল। ৭

হে সুরথ, খড়্গ দেবীর হস্তে লাগিয়া ভগ্ন হইল। তখন সেই অসুর ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া শূল গ্রহণ করিল। ৮

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ॥ ৯
দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ॥ ১০
হতে তস্মিন্ মহাবীর্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দনঃ॥ ১১

ততঃ (অনন্তর) মহাসুরঃ (মহাসুর চিক্ষুর) রবি-বিম্বম্-ইব (সূর্য-বিম্বের ন্যায়) তেজোভিঃ (দীপ্তিরাশি দ্বারা) জাজ্বল্যমানং (দেদীপ্যমান) তৎ তু (তাহাকেও, শূলকেও) অম্বরাৎ (অম্বর হইতে, আকাশ হইতে) ভদ্র-কাল্যাং (ভদ্রকালীর প্রতি) চিক্ষেপ চ (নিক্ষেপ করিল)॥ ৯

দেবী (দেবী, অম্বিকা) তৎ (সেই) শূলং (শূলকে) আপতৎ (পতিত হইতে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) শূলম্ (শূল) অমুঞ্চত নিক্ষেপ করিলেন)। তেন (তাহার দ্বারা, দেবীর শূলের দ্বারা) তৎ (সেই) শূলং (শূল) সঃ চ (ও সেই) মহাসুরঃ (মহাসুর, চিক্ষুর) শতধা (শতখণ্ড) নীতং (প্রাপ্ত হইল)॥ ১০

তস্মিন্ (সেই) মহাবীর্যে (মহাবীর) মহিষস্য (মহিষাসুরের) চমূ-পতৌ (সেনাপতি, চিক্ষুর) হতে (নিহত হইলে) ত্রিদশ-অর্দনঃ (অমর-পীড়ক) চামরঃ (চামরাসুর) গজ-আরূঢ়ঃ (গজ-আরোহণে) আজগাম (আসিল)॥ ১১

অনন্তর মহাসুর চিক্ষুর সূর্যবিম্বের ন্যায় উজ্জ্বল শূলটী আকাশ হইতে ভদ্রকালীর[১] প্রতি নিক্ষেপ করিল। ৯

দেবী সেই শূল আসিতে দেখিয়া স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর শূলে অসুর ও তাহার শূল শতধা খণ্ডিত হইল। ১০

---

১ ভদ্রা (মঙ্গলা) কালী (চণ্ডিকা)।

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্॥ ১২
ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ॥ ১৩

অথ (অনন্তর) সঃ অপি (সেও, চামরও) দেব্যাঃ (দেবীর প্রতি) শক্তিং (শক্তি-অস্ত্র) মুমোচ (নিক্ষেপ করিল)। অম্বিকা (দেবী) দ্রুতম্ (শীঘ্রই) হুঙ্কার-অভিহতাং (হুঙ্কারশব্দে প্রতিহত) নিষ্প্রভাম্ (প্রভাশূন্য, তেজোহীন) তাম্ (তাহাকে, শক্তিকে) ভূমৌ (ভূমিতে) পাতয়ামাস (পাতিত করিলেন)॥ ১২

শক্তিং (শক্তিকে) ভগ্নাং (ভগ্ন) নিপতিতাং (ভূপাতিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) চামরঃ (চামরাসুর) ক্রোধ-সমন্বিতঃ (ক্রোধান্বিত হইয়া) শূলং (শূল) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিল)। সা (তিনি, দেবী) বাণৈঃ (বাণের দ্বারা) তৎ অপি (তাহাও) অচ্ছিনৎ (ছিন্ন করিলেন)॥ ১৩

মহিষাসুরের সেনাপতি মহাবীর চিক্ষুর নিহত হইলে দেবশত্রু চামরাসুর গজারোহণে আগমন করিল। ১১

অনন্তর চামরাসুরও দেবীর প্রতি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। দেবী তৎক্ষণাৎ তাহা হুঙ্কারনাদে প্রতিহত ও নিষ্প্রভ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ১২

শক্তি-অস্ত্র ভগ্ন ও ভূপাতিত দেখিয়া চামরাসুর ক্রোধান্বিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল। দেবী তাহাও বাণ দ্বারা ছিন্ন করিলেন। ১৩

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ ।*
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥ ১৪
যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীঙ্গতৌ ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥ ১৫
ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা ।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্ ॥ ১৬

ততঃ (অনন্তর) সিংহঃ (সিংহ) সমুৎপত্য (লম্ফ প্রদান করিয়া) গজ-কুম্ভ-অন্তর-স্থিতঃ (হস্তীর মস্তকোপরি গোলাকার মাংসপিণ্ডদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া) তেন (সেই) ত্রিদশ-অরিণা (দেবদ্রোহীর সহিত, চামরের সহিত) বাহুযুদ্ধেন (বাহুযুদ্ধ দ্বারা) উচ্চৈঃ (প্রচণ্ডভাবে) যুযুধে (যুদ্ধ করিল) ॥ ১৪

ততঃ (অনন্তর) তৌ তু (উভয়েই) যুধ্যমানৌ (যুদ্ধ করিতে করিতে) তস্মাৎ (সেই) নাগাৎ (হস্তী হইতে) মহীং (ভূতলে) গতৌ (নামিয়া) অতি সংরব্ধৌ (অতি ক্রুদ্ধ হইয়া) অতি দারুণৈঃ (অতি-ভীষণ) প্রহারৈঃ (প্রহারের দ্বারা) যুযুধাতে (যুদ্ধ করিতে লাগিল) ॥ ১৫

ততঃ (তখন) বেগাৎ (অতি বেগে) খম্ (আকাশে) উৎপত্য (উঠিয়া) নিপত্য চ (ও [আবার] নামিয়া) মৃগ-অরিণা (মৃগশত্রু দ্বারা,

অনন্তর সিংহ লম্ফপ্রদানপূর্বক হস্তীর মস্তকোপরি কুম্ভদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া অতি ভীষণভাবে দেবশত্রু চামরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৪

তৎপরে যুধ্যমান সিংহ ও চামরাসুর উভয়েই ভূতলে নামিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর ভীষণ প্রহারপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১৫

---

* গজকুম্ভান্তরে স্থিতঃ ইতি বা।

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব * করালশ্চ নিপাতিতঃ॥ ১৭
দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্॥ ১৮

সিংহ কর্তৃক ) কর-প্রহারেণ ( চপেটাঘাতে ) চামরস্য ( চামরাসুরের ) শিরঃ ( মস্তক ) পৃথক্ ( ছিন্ন ) কৃতম্ ( করা হইল )॥ ১৬

রণে ( যুদ্ধে ) দেব্যা ( দেবী কর্তৃক ) উদগ্রঃ চ ( উদগ্রাসুরও ) শিলা-বৃক্ষ-আদিভিঃ ( প্রস্তর ও বৃক্ষাদি-প্রহার দ্বারা ) হতঃ ( নিহত হইল )। করালঃ চ ( এবং করালাসুর ) দন্ত-মুষ্টি-তলৈঃ এব ( দন্ত, মুষ্টি ও করতল [ প্রহার ] দ্বারাই ) নিপাতিতঃ ( নিপাতিত হইল )॥ ১৭

দেবী ( দেবী, অম্বিকা ) ক্রুদ্ধা ( ক্রোধযুক্তা হইয়া ) গদা-পাতৈঃ ( গদাঘাতে ) উদ্ধতম্ ( উদ্ধতাসুরকে ) চূর্ণয়ামাস ( চূর্ণ করিলেন )। বাস্কলং চ ( এবং বাস্কলাসুরকে ) ভিন্দিপালেন ( হস্তক্ষেপ্য লগুড়-বিশেষ দ্বারা ) তথা ( এবং ) বাণৈঃ ( বাণের দ্বারা ) তাম্রং ( তাম্রাসুরকে ) অন্ধকম্ [ চ ] ( ও অন্ধকাসুরকে ) [ জঘান—বধ করিলেন ]॥ ১৮

তখন সিংহ আকাশে লাফাইয়া উঠিয়া ও আবার সবেগে ভূপতিত হইয়া চামরের মস্তক করাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। ১৬

যুদ্ধে দেবী প্রস্তর ও বৃক্ষাদি-প্রহারে উদগ্রাসুরকে এবং দন্ত, মুষ্টি ও চপেটাঘাতে করালাসুরকে বধ করিলেন। ১৭

দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া গদাঘাতে উদ্ধতাসুরকে, ভিন্দিপালের[১] দ্বারা বাস্কলকে এবং বাণপ্রহারে তাম্রাসুর ও অন্ধকাসুরকে চূর্ণ করিলেন। ১৮

* দন্তমুষ্টিতলৈঃ ইতি বা। ১ হস্তক্ষেপ্য লগুড়বিশেষ।

উগ্রাস্যমুগ্রবীর্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা* চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১৯
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্ধরং দুর্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ২০
এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥ ২১

ত্রি-নেত্রা (ত্রিনয়না) পরমেশ্বরী (ভগবতী) উগ্রাস্যম্ (উগ্রাস্য [অসুর] কে) উগ্রবীর্যং চ (ও উগ্রবীর্য [অসুর] কে) তথা (এবং) মহাহনুম্ এব চ (মহাহনু [অসুর] কেও) ত্রি-শূলেন (ত্রিশূল দ্বারা) জঘান চ (বধ করিলেন) ॥ ১৯

[দেবী] বিড়ালস্য (বিড়ালাসুরের) শিরঃ (মস্তক) কায়াৎ বৈ (শরীর হইতে) অসিনা (অসি দ্বারা) পাতয়ামাস (পাতিত করিলেন)। দুর্ধরং (দুর্ধরাসুরকে) দুর্মুখং চ (ও দুর্মুখাসুরকে) উভৌ (উভয়কে) শরৈঃ (বাণের দ্বারা) যম-ক্ষয়ম্ (যমালয়ে) নিন্যে (প্রেরণ করিলেন) ॥ ২০

এবং (এইরূপে) স্বসৈন্যে (স্বীয় সৈন্য) সংক্ষীয়মাণে (ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) মহিষাসুরঃ তু (মহিষাসুর) মাহিষেণ (মহিষতুল্য) স্বরূপেণ (আকৃতিতে) তান্ (সেই) গণান্ ([দেবীর নিঃশ্বাসজাত] সৈন্যগণকে) ত্রাসয়ামাস (ত্রস্ত করিল) ॥ ২১

ত্রিনয়না জগদীশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য ও মহাহনু নামক মহাসুরত্রয়কেও বিনাশ করিলেন। ১৯

অসির দ্বারা দেবী বিড়লাসুরের মস্তক শরীর হইতে পৃথক করিলেন এবং দুর্মুখ ও দুর্ধর নামক অসুরদ্বয়কে যমালয়ে পাঠাইলেন। ২০

* ত্রিনেত্রং ইতি বা।

কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্* ।
লাঙ্গুলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্ ॥ ২২
বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ ।
নিঃশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২৩

কান্‌চিৎ ( কতকগুলিকে ) তুণ্ড-প্রহারেণ ( মুখের আঘাত ) তথা ( এবং ) অপরান্ ( অপর কতকগুলিকে ) খুর-ক্ষেপৈঃ (খুরাঘাতে) অন্যান্ চ ( ও অন্যান্য কতককে ) লাঙ্গুল-তাড়িতান্ ( লাঙ্গুলের দ্বারা আহত ) শৃঙ্গাভ্যাং চ ( ও শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা ) বিদারিতান্ ( বিদীর্ণ করিল ) ॥ ২২

কান্-চিৎ ( কাহাদিগকে ) বেগেন ( [ দ্রুত গতির ] বেগে ) অপরান্ চ ( ও অপর কাহাদিগকে ) নাদেন ( গর্জনদ্বারা ) ভ্রমণেন ( [ চতুর্দিকে ] ভ্রমণ দ্বারা ) অন্যান্ ( অন্য সকলকে ) নিঃশ্বাস-পবনেন ( নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা ) ভূতলে ( ভূমিতে ) পাতয়ামাস ( পাতিত করিল ) ॥ ২৩

এইরূপে স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট হইলে মহিষাসুর মহিষতুল্য আকৃতি ধারণপূর্বক দেবীর নিঃশ্বাসোৎপন্ন সৈন্যগণকে ভয় দেখাইতে লাগিল। ২১

মহিষাসুর দেবীসৈন্যের কতকগুলিকে মুখাঘাতে, কতকগুলিকে খুরাঘাতে, কতকগুলিকে লাঙ্গুলাঘাতে এবং কতকগুলিকে শৃঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ করিল। ২২

সে অন্য কতকগুলিকে দ্রুতগতির দ্বারা, অপর কতকগুলিকে গর্জন ও চতুর্দিকে ভ্রমণ দ্বারা এবং অবশিষ্টগুলিকে নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা ভূতলশায়ী করিল। ২৩

---

* ক্ষুরক্ষেপৈরিতি বা পাঠঃ।

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা ॥২৪
সোঽপি কোপান্মহাবীর্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥ ২৫
বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্যত।
লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্বতঃ॥ ২৬

সঃ (সেই) অসুরঃ (মহিষাসুর) প্রমথ-অনীকম্ (প্রমথ বা শিবানুচর-সৈন্য) নিপাত্য ( নিপাতিত করিয়া ) মহাদেব্যাঃ ( মহাদেবীর ) সিংহং ( সিংহকে, বাহনকে ) হন্তুং ( বধ করিতে ) অভ্যধাবত ( ছুটিল )। ততঃ ( তখন ) অম্বিকা ( অম্বিকা দেবী ) কোপং ( ক্রোধ ) চক্রে ( করিলেন ) ॥ ২৪

সঃ ( সেই ) মহাবীর্যঃ অপি ( মহাবীরও, অসুরও ) কোপাৎ ( কোপে, ক্রোধে ) খুর-ক্ষুণ্ণ-মহীতলঃ ( খুর দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিয়া ) শৃঙ্গাভ্যাং ( শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা ) উচ্চান্ ( উচ্চ ) পর্বতান্ ( পর্বতসকল ) চিক্ষেপ চ ( নিক্ষেপ করিল ) ননাদ চ ( ও গর্জন করিল )॥ ২৫

তস্য ( তাহার ) বেগ-ভ্রমণ-বিক্ষুণ্ণা ( সবেগ গমনে নিপীড়িতা হইয়া ) মহী ( পৃথিবী ) ব্যশীর্যত ( বিশীর্ণা হইল )। লাঙ্গুলেন চ ( ও লাঙ্গুল

মহিষাসুর দেবীর প্রমথ ( শিবানুচর )-সৈন্যসমূহ সংহারপূর্বক তাঁহার বাহন সিংহকে বিনাশ করিবার জন্য ছুটিল। তখন অম্বিকা দেবী ক্রুদ্ধা হইলেন। ২৪

মহাবল অসুরও ক্রোধে খুরদ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিয়া স্বীয় শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা উচ্চ পর্বতসকল দেবীর প্রতি নিক্ষেপ-গর্জ পূর্বকন করিতে লাগিল। ২৫

ধূতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং * যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ॥ ২৭
ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ॥ ২৮

দ্বারা ) আহতঃ ( তাড়িত হইয়া ) অব্ধিঃ ( সমুদ্র ) সর্বতঃ ( সমস্ত দিক ) প্লাবয়ামাস ( প্লাবিত করিল )॥ ২৬

ঘনাঃ চ ( ও মেঘসকল ) ধূত-শৃঙ্গ-বিভিন্নাঃ ( কম্পিত শৃঙ্গ দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ) খণ্ড-খণ্ডং ( খণ্ড খণ্ড ) যযুঃ ( হইল )। শত-শঃ ( শত শত ) অচলাঃ ( পর্বত ) শ্বাস-অনিল-অস্তাঃ ( নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা উৎপাটিত হইয়া) নভসঃ (নভ হইতে, আকাশ হইতে) নিপেতুঃ (নিপতিত হইল )॥ ২৭

ইতি ( উক্ত প্রকারে ) ক্রোধ-সমাধ্মাতম্ ( ক্রোধোদ্দীপ্ত ) মহাসুরম্ ( মহাসুরকে, মহিষাসুরকে ) আপতন্তং ( দ্রুত বেগে আসিতে ) দৃষ্ট্বা দেখিয়া ) তদা ( তখন ) সা ( সেই ) চণ্ডিকা ( চণ্ডিকাদেবী ) তদ্বধায় ( তাহার বধের জন্য ) কোপম্ ( কোপ, ক্রোধ ) অকরোৎ ( করিলেন )॥ ২৮

পৃথিবী তাহার সবেগ গমনে নিপীড়িতা হইয়া বিশীর্ণা হইল এবং সমুদ্র তাহার লাঙ্গুলতাড়নে উদ্বেলিত হইয়া সর্বত্র প্লাবিত করিল। ২৬

তাহার কম্পিত শৃঙ্গ দ্বারা মেঘসকল বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইল এবং শত শত পর্বত নিঃশ্বাসবেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপতিত হইল। ২৭

---

* খণ্ডং খণ্ডং ইতি বা।

সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে॥ ২৯
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত॥ ৩০

সা ( তিনি, চণ্ডিকাদেবী ) তস্য ( তাহার উপরে ) পাশং বৈ ( পাশ ) ক্ষিপ্ত্বা ( নিক্ষেপ করিয়া ) তং ( সেই ) মহাসুরম্ ( মহাসুরকে ) ববন্ধ ( বন্ধন করিলেন )। সঃ অপি ( সেও, মহিষাসুরও ) মহা-মৃধে ( মহাযুদ্ধে ) বদ্ধঃ ( [ পাশ ] ( বদ্ধ হইয়া ) মাহিষং ( মহিষতুল্য ) রূপং ( আকার ) তত্যাজ (ত্যাগ করিল )॥ ২৯

ততঃ ( অনন্তর ) [ সঃ=সে ] সদ্যঃ ( তৎক্ষণাৎ ) সিংহঃ ( সিংহ ) অভবৎ ( হইল )। যাবৎ ( যখন ) অম্বিকা ( অম্বিকা দেবী ) তস্য ( [ সিংহরূপী ] তাহার ) শিরঃ ( মস্তক ) ছিনত্তি ( ছেদন করিলেন ) তাবৎ ( তখন ) [ সঃ=সে ] খড়্গ-পাণিঃ ( খড়্গধারী ) পুরুষঃ ( মনুষ্য-রূপে ) অদৃশ্যত ( দৃষ্ট হইল )॥ ৩০

এইরূপে ক্রোধে প্রজ্বলিত মহিষাসুরকে সবেগে আসিতে দেখিয়া তাহার বধের জন্য চণ্ডিকা[১] ক্রুদ্ধা হইলেন। ২৮

চণ্ডিকা সেই মহাসুরের উপর পাশ নিক্ষেপপূর্বক তাহাকে বন্ধন করিলেন। সেও মহাযুদ্ধে পাশবদ্ধ হইয়া মহিষাকৃতি ত্যাগ করিল। ২৯

---

১ যদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্যো ভীত্যা চ গচ্ছতি।
ইন্দ্রাগ্নিমৃত্যবস্তদ্বৎ সা দেবী চণ্ডিকা স্মৃতা॥—ভুবনেশ্বরী সংহিতা। অর্থাৎ যাঁহার ভয়ে বায়ু বহে, সূর্য ভীত হইয়া গমন করে এবং ইন্দ্র, অগ্নি ও মৃত্যু স্ব স্ব কার্য করে, সেই দেবীকে চণ্ডিকা বলে। চণ্ডিকা=ব্রহ্মশক্তি ( কঠোপনিষৎ, ২৷৩৷৩ দ্রষ্টব্য )।

তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্মণা সার্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ॥ ৩১
করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত॥ ৩২

ততঃ (তখন) দেবী (চণ্ডিকা) আশু এব (শীঘ্রই) তং (সেই) পুরুষং (পুরুষকে) সায়কৈঃ (বাণের দ্বারা) খড়্গ-চর্মণা (খড়্গ ও ঢাল) সার্ধং (সহ) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন)। ততঃ (তখন সঃ (সে) মহাগজঃ (বৃহৎ হস্তী [রূপে]) অভূৎ ([পরিণত] হইল)॥ ৩১

[মহাগজ] করেণ চ (শুণ্ড দ্বারা) তং (সেই) মহাসিংহং (মহাসিংহকে, দেবীবাহনকে) চকর্ষ (আকর্ষণ করিল) জগর্জ চ (ও গর্জন করিল)। দেবী (চণ্ডিকা) তু (কিন্তু) কর্ষতঃ (আকর্ষণকারীর, হস্তীর) করং (শুণ্ডটী) খড়্গেন (খড়্গের দ্বারা) নিরকৃন্তত (কাটিয়া ফেলিলেন)॥ ৩২

তখন সেই অসুর তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল এবং যেই অম্বিকা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন অমনি সে খড়্গধারী পুরুষরূপে আবির্ভূত হইল। ৩০

দেবী শীঘ্রই খড়্গ ও ঢাল সহিত সেই পুরুষকে বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন সে এক বৃহৎ হস্তীর আকার ধারণ করিল। ৩১

মহাহস্তী শুণ্ডদ্বারা দেবীবাহন সিংহকে আকর্ষণপূর্বক গর্জন করিতে লাগিল। দেবী খড়্গের দ্বারা তাহার শুণ্ডটীকে আকর্ষণের সময়েই কাটিয়া ফেলিলেন। ৩২

ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাশ্রিতঃ* ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩৩
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্ ।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥ ৩৪

ততঃ (তৎপর) মহাসুরঃ (মহাসুর) ভূয়ঃ (পুনরায়) মাহিষং (মহিষসদৃশ) বপুঃ (আকার) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া) তথা এব (পূর্ববৎ) স-চর-অচরম্ (স্থাবর ও জঙ্গম সহ) ত্রৈলোক্যং ত্রিভুবন) ক্ষোভয়ামাস (বিক্ষুব্ধ করিল) ॥ ৩৩

ততঃ (অনন্তর) জগৎ-মাতা (জগজ্জননী) চণ্ডিকা (চণ্ডিকাদেবী) ক্রুদ্ধা (ক্রোধযুক্তা হইয়া) উত্তমম্ (উত্তম, দিব্য) পানম্ (মধু, সুরা) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) পপৌ (পান করিলেন) অরুণ-লোচনা চ এব (ও আরক্তচক্ষু হইয়া) জহাস (অট্টহাস্য করিলেন) ॥ ৩৪

তৎপর মহাসুর পুনরায় মহিষাকৃতি ধারণ করিয়া পূর্ববৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করিল। ৩৩

(পুরাণান্তরমতে সেই মায়াবী যথাক্রমে মহিষ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, শূকর, সিংহ, খড়্গচর্মধর পুরুষ, গজ এবং পুনরায় মহিষ—এই সকল মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।)

অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া পুনঃ পুনঃ দিব্য সুরাপান[১] করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে আরক্তনয়না হইয়া অট্টহাস্য করিলেন। ৩৪

---

* বপুরাস্থিতঃ ইতি বা পাঠঃ।

১ মহিষের শিবাবতারত্বহেতু জায়মান দয়াদি-বিচ্ছেদের জন্য দেবীর মদ্যপান। —নাগোজীভট্ট

ননর্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥ ৩৫
সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ৩৬

সঃ (সেই) অসুরঃ অপি (অসুরও) বল-বীর্য-মদ-উদ্ধতঃ ([দৈহিক] বল ও [মানসিক] বীর্যের গর্বে স্ফীত হইয়া) ননর্দ (নিনাদ করিল) চ (এবং) চণ্ডিকাং প্রতি (চণ্ডিকার প্রতি বিষাণাভ্যাং (শৃঙ্গযুগল দ্বারা ভূ-ধরান্ চ (পর্বতসকল) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিল)। ৩৫

সা চ (তিনিও, দেবীও) তেন (তাহার দ্বারা, অসুরের দ্বারা) প্রহিতান্ (নিক্ষিপ্ত) তান্ (সেই সকল [পর্বত]) শর-উৎকরৈঃ (শর-সমূহ দ্বারা) চূর্ণয়ন্তী (চূর্ণ করিতে করিতে) মদ-উদ্ধূত-মুখ-রাগা (মদ্য-পানজনিত মত্ততাহেতু আরক্তিমমুখ হইয়া) তং (তাহাকে, অসুরকে) আকুল-অক্ষরম্ (অস্পষ্ট বাক্যে) উবাচ (কহিলেন)—৩৬

[চণ্ডিকাদেবী তুরীয়া হইয়াও প্রথমে সংহার-মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন; পরে তাঁহাতে রজোগুণাবির্ভাবের আধিক্য হওয়ায় তিনি মহালক্ষ্মী মূর্তি ধারণ করিলেন। মধুপানের দ্বারা মহালক্ষ্মীত্বপ্রাপ্তি সূচিত হইল। —গুপ্তবতী টীকা]

অসুরও দৈহিক বল ও মানসিক শক্তির গর্বে উদ্ধত (অহঙ্কৃত) হইয়া গর্জন করিল এবং শৃঙ্গযুগল দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্বতসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩৫

অসুর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পর্বতসকল শরদ্বারা চূর্ণ করিতে করিতে মদ্যপানে রক্তবদনা চণ্ডিকাদেবী বিজড়িত স্বরে মহাসুরকে বলিলেন—। ৩৬

দেব্যুবাচ। ৩৭

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥ ৩৮

ঋষিরুবাচ। ৩৯

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥ ৪০

দেবী (দেবী, চণ্ডিকা) উবাচ (কহিলেন)—মূঢ় (রে অজ্ঞ), অহম্ (আমি) যাবৎ (যতক্ষণ) মধু (সুধা, আসব) পিবামি (পান করি) ক্ষণং (ততক্ষণ) গর্জ (গর্জন কর) গর্জ (গর্জন কর) ময়া (আমার দ্বারা) ত্বয়ি (তুই) হতে (নিহত হইলে) অত্র এব (এই স্থানেই) আশু (শীঘ্রই) দেবতাঃ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণ) গর্জিষ্যন্তি (গর্জন করিবেন)॥ ৩৭-৩৮

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—সা (তিনি, দেবী) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) সমুৎপত্য (লম্ফ প্রদান করিয়া) তং (সেই) মহাসুরম্ (মহাসুরের উপর) আরূঢ়া (চড়িয়া) এনম্ (তাহাকে) কণ্ঠে (কণ্ঠদেশে) পাদেন চ (পদদ্বারা) আক্রম্য (আক্রমণ করিয়া, নিপীড়ন করিয়া) শূলেন (শূলের দ্বারা) অতাড়য়ৎ (আঘাত করিলেন)॥ ৩৯-৪০

দেবী বলিলেন—রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি[১] ততক্ষণ তুই গর্জন কর। আমি তোকে বধ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এইস্থানে শীঘ্রই আনন্দধ্বনি করিবেন। ৩৭-৩৮

মেধা ঋষি বলিলেন—চণ্ডিকাদেবী এই কথা বলিয়া লম্ফ-প্রদানপূর্বক মহিষাসুরের উপর চড়িয়া তাহার কণ্ঠদেশ পদ-দ্বারা নিপীড়ন করিয়া তাহার বক্ষে শূলাঘাত করিলেন। ৩৯-৪০

---

১ লজ্জাবেশবিশিষ্টা থাকিব। —গুপ্তবতী

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসীৎ * দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ॥ ৪১
অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাঽসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা † নিপাতিতঃ॥৪২

ততঃ (অনন্তর) সঃ অপি (সেও, অসুরও) তয়া (তাঁহার দ্বারা, দেবীর দ্বারা) পদ-আক্রান্তঃ (পদদ্বারা আক্রান্ত হইয়া) নিজ-মুখাৎ (নিজমুখ হইতে) অর্ধ-নিষ্ক্রান্তঃ এব (অর্ধ-মাত্র বহির্গত) আসীৎ (হইল)। ততঃ (তখন) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) বীর্যেণ (বীর্য দ্বারা, উগ্রতেজে) সংবৃতঃ (স্তম্ভিত হইল)॥ ৪১

অসৌ (এই) মহাসুরঃ (মহাসুর) অর্ধ-নিষ্ক্রান্তঃ এব (অর্ধমাত্র নির্গত হইয়াই) তয়া (সেই) দেব্যা (দেবীর সহিত) যুধ্যমানঃ (যুদ্ধ করিতে করিতে) মহা-অসিনা ([দেবীর] মহাখড়্গাঘাতে) শিরঃ (মস্তক) ছিত্ত্বা (ছিন্ন হইয়া) নিপাতিতঃ (ভূপাতিত হইল)॥ ৪২

অনন্তর মহিষাসুরও চণ্ডিকার পদদ্বারা দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত হইয়া নিজমুখ হইতেই অন্য মহাসুররূপে অর্ধমাত্র বহির্গত হইল। তখন সে দেবীর উগ্রতেজে স্তম্ভিত হইল। ৪১

এই মহাসুর অর্ধমাত্র নির্গত হইয়াই দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল। ৪২

---

* অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি ইতি বা পাঠঃ। † মহাকাল্যা নিপাতিত ইতি বা ৷

ততো হাহাকৃতং সর্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ॥ ৪৩
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরবধো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ততঃ (অনন্তর) তৎ (সেই) সর্বং (সকল) দৈত্যসৈন্যং (অসুর-সৈন্য) হাহাকৃতং (হাহাকার করিতে করিতে) ননাশ (পলায়ন করিল) চ (এবং) সকলাঃ (সকল) দেবতাগণাঃ (দেবতাগণ) পরং (অতিশয়) প্রহর্ষং (প্রকৃষ্ট আনন্দ) জগ্মুঃ (প্রাপ্ত হইলেন)॥ ৪৩

সুরাঃ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণ) দিব্যৈঃ (দিব্য, স্বর্গস্থিত) মহা-ঋষিভিঃ-সহ ([নারদাদি] মহর্ষিগণের সহিত) তাং (সেই) দেবীং (দেবীকে) তুষ্টুবুঃ (স্তব করিলেন)। গন্ধর্ব-পতয়ঃ ([বিশ্বাবসু আদি] গন্ধর্ব-পতিগণ) জগুঃ (গান করিল) চ অপ্সরোগণাঃ (ও [উর্বশী প্রভৃতি] অপ্সরাগণ) ননৃতুঃ (নৃত্য করিল)॥ ৪৪

তখন সেই সকল অসুরসৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং দেবতাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ৪৩

ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গস্থিত নারদাদি ঋষিগণের সহিত দেবীর স্তব করিলেন। বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্ব-পতিগণ গান করিল এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ দেবীবিজয়ে নৃত্য করিল। ৪৪

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকার-
কালে দেবমাহাত্ম্যানুবাদে মহিষাসুরবধ নামক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

# মধ্যম চরিত্র

## চতুর্থ অধ্যায়

## ধ্যান

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং
ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণবৃতাং সেবিতাং
সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ ॥

কালাভ্র-আভাং (স্বর্ণ-বর্ণা) কটাক্ষৈঃ (কঠোর অগ্নি-নিক্ষেপ দ্বারা) অরি-কুল-ভয়-দাং (শত্রুসমূহকে ভয়দায়িনী), মৌলি-বদ্ধ-ইন্দু-রেখাং (কপালে চন্দ্রকলাশোভিতা), শঙ্খং (শঙ্খ) চক্রং (চক্র), কৃপাণং (খড়্গ) ত্রিশিখম্-অপি (ত্রিশূলও) করৈঃ (চারি হস্তে) উদ্বহন্তীং (ধারণকারিণী), ত্রি-নেত্রাম্ (নয়নত্রয়যুক্তা), সিংহ-স্কন্ধ-অধিরূঢ়াম্ (সিংহোপরি অধিষ্ঠিতা), অখিলং (সমগ্র) ত্রি-ভুবনং (ত্রিজগৎ) তেজসা (জ্যোতিঃ দ্বারা) পূরয়ন্তীং (পূর্ণকারিণী), ত্রি-দশ-গণ-বৃতাং (দেবগণবেষ্টিতা) সিদ্ধ-সঙ্ঘৈঃ (সিদ্ধগণ কর্তৃক) সেবিতাং (সেবিতা), জয়া-আখ্যাং (জয়ানাম্নী) দুর্গাং (দুর্গাকে) ধ্যায়েৎ (ধ্যান করিবে)।

হেমবর্ণা, কটাক্ষে শত্রুকুলত্রাসিনী, কপালে চন্দ্রকলা-শোভিতা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনয়না, সিংহোপরি সংস্থিতা, সমগ্র ত্রিভুবন স্বীয় তেজে পূর্ণকারিণী, দেবগণ-পরিবৃতা, সিদ্ধসঙ্ঘ-সেবিতা জয়াখ্যা দুর্গার ধ্যান করিবে।

# মধ্যম চরিত্র

## চতুর্থ অধ্যায়—শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি

ঋষিরুবাচ। ১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা *।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ॥ ২

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (কহিলেন)—অতিবীর্যে, (অতি পরাক্রমশীল) তস্মিন্ (সেই) দুরাত্মনি (দুরাত্মা, মহিষাসুর) সুর-অরি-বলে চ (এবং দেবরিপু [অসুর] সৈন্য) দেব্যা (দেবী [মহালক্ষ্মী] কর্তৃক) নিহতে (নিহত হইলে) শক্র-আদয়ঃ (ইন্দ্রাদি) সুরগণাঃ (দেবতাগণ) প্রণতি-নম্র-শিরোধর-অংসা (প্রণতি দ্বারা শিরোধর [গ্রীবা] ও অংস [স্কন্ধ] অবনত করিয়া) প্রহর্ষ-পুলক-উদ্গম-চারু-দেহাঃ (আনন্দজনিত রোমাঞ্চ-সঞ্চারদ্বারা রমণীয়দেহ হইয়া) বাগ্‌ভিঃ (চতুর্বিধ বাক্যে) তাং (তাঁহাকে, দেবীকে) তুষ্টুবুঃ (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ১-২

---

* দেব্যাঃ ইতি বা পাঠঃ।

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥ ৩

নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহ-মূর্ত্যা (নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহের ঘনীভূত মূর্তি) যয়া (যে) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) আত্ম-শক্ত্যা (স্বীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে) ইদং (এই) জগৎ (বিশ্বে) ততম্ (ব্যাপ্ত) অখিল-দেব-মহর্ষি-পূজ্যাং (সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের আরাধ্যা) তাম্ (সেই) অম্বিকাম্ (অম্বিকাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) [বয়ং—আমরা] নতাঃ স্ম (প্রণাম করি)। সা (তিনি) নঃ (আমাদের) শুভানি (সকলপ্রকার মঙ্গল) বিদধাতু (বিধান করুন)॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—অতি বলশালী দুরাত্মা সেই মহিষাসুর ও অসুরসৈন্যসকল মহালক্ষ্মী দেবী কর্তৃক নিহত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ গ্রীবা ও স্কন্ধ অবনত করিয়া দেবী মহালক্ষ্মীকে প্রণামপূর্বক আনন্দ-পুলকিত-চারুদেহে চতুর্বিধ বাক্যে[১] তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ১-২

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি যে দেবী স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে এই সমগ্র বিশ্বে

১ (ক) বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
দ্যোতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা চাপ্যনপায়িনী॥

অর্থাৎ বাক্ চারি প্রকার—ঘটাদি অর্থরূপা বৈখরী, শ্রোত্রগ্রাহ্য মধ্যমা, জ্ঞানরূপা পশ্যন্তী ও ব্রহ্মরূপা সূক্ষ্মা।

(খ) অথবা জাতি শব্দ, গুণ শব্দ, ক্রিয়া শব্দ ও দ্রব্য শব্দ—এই চতুর্বিধ বাক্য।

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাসুরভয়স্য * মতিং করোতু ॥ ৪

যস্যাঃ (যাঁহার) অতুলং (অনুপম) প্রভাবম্ (প্রভাব, তেজ) বলং চ (ও শক্তি) ভগবান্ (সর্বৈশ্বর্যশালী) অনন্তঃ (সহস্রবদন, বিষ্ণু) ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা] ব্রহ্মা) হরঃ চ (ও শিব) বক্তুম্ (বর্ণনা করিতে) ন হি অলং (সমর্থ নহেন), সা (সেই) চণ্ডিকা (চণ্ডিকাদেবী) অখিল-জগৎ-পরিপালনায় (সমগ্র বিশ্বের রক্ষণের জন্য) চ অসুর-ভয়স্য (ও অসুর-ভীতি) নাশায় (বিনাশের জন্য) মতিং (ইচ্ছা) করোতু (করুন) ॥ ৪

পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; সমস্ত দেব ও ঋষিগণের আরাধ্যা সেই মহালক্ষ্মীকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। তিনি আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন। ৩

ভগবান সহস্রবদন[১] বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যাঁহার অনুপম প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করিতে অক্ষম, সেই চণ্ডিকা সমগ্র বিশ্ব-পরিপালনের নিমিত্ত এবং আমাদের অসুরভীতি-বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন। ৪

---

* চাণ্ডভভয়স্য ইতি বা পাঠঃ।

১ বেদে বিষ্ণুকে সহস্রশীর্ষ, সহস্রনয়ন ও সহস্রপদ এবং ভাগবতে ইঁহাকে সহস্রভুজ বলা হইয়াছে।

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥ ৫
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।

যা (যিনি) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) সু-কৃতিনাং (পুণ্যবানগণের) ভবনেষু (গৃহসকলে) শ্রীঃ (লক্ষ্মীরূপা, সম্পদ্রূপা) পাপ-আত্মনাং (পাপিগণের) [গৃহে] অলক্ষ্মীঃ (অলক্ষ্মীরূপা), কৃত-ধিয়াং (শুভবুদ্ধি-[চিত্ত] গণের) হৃদয়েষু (হৃদয়ে) বুদ্ধিঃ ([স্বর্গলাভ ও মুক্তিসাধনের] সৎপ্রবৃত্তিরূপা) সতাং (সজ্জনগণের) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য-বুদ্ধিরূপা), কুল-জন-প্রভবস্য (সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের) লজ্জা (অসৎ কর্ম ও অসৎ চিন্তায় প্রবৃত্তি-হীনতারূপা) তাং (সেই) ত্বাং (আপনাকে) [বয়ম্—আমরা] নতাঃ স্ম (প্রণাম করি)। দেবি (হে জগদম্বে) বিশ্বম্ (জগৎ) পরিপালয় (পরিপালন করুন) ॥ ৫

দেবি (হে চণ্ডিকা), সর্বেষু (সকল) অসুর-দেব-গণ-আদিকেষু (অসুর, [শিবাদি] দেবতা, প্রমথ- [ও ব্রহ্মর্ষি-] গণের মধ্যে) তব

যিনি স্বয়ং পুণ্যবানদিগের গৃহে লক্ষ্মীরূপা এবং পাপিগণের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা, যিনি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধিরূপা ও সজ্জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপা এবং যিনি সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের লজ্জারূপা, সেই আপনাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি, আপনি এই জগৎ পরিপালন করুন। ৫

কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি * যানি
সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥ ৬
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ- †
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা ।

(আপনার) এতৎ (এই) অচিন্ত্যম্ (অচিন্তনীয়) রূপম্ (স্বরূপ) কিং (কিরূপে) [বয়ম্ = আমরা] বর্ণয়াম (বর্ণনা করিব) কিং চ (আবার) অসুর-ক্ষয়-কারী (দৈত্যনাশকারী) ভূরি (প্রচুর) অতিবীর্যম্ (মহাশক্তি) কিংচ (কিংবা) আহবেষু (সংগ্রামে) তব (আপনার) যানি (যে সকল) অতি (অসামান্য) চরিতানি (আচরণসমূহ) [কিং বর্ণয়াম = কিরূপে বর্ণনা করিব]? ৬

ত্বম্ (আপনি) সমস্ত-জগতাং (সমগ্র বিশ্বের) হেতুঃ (মূল কারণ)। ত্রিগুণা অপি (ত্রিগুণময়ী হইয়াও) দোষৈঃ ([রাগদ্বেষাদি] দোষ-যুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা) ন জ্ঞায়সে (জ্ঞাত নহেন) [চ = ও] হরি-হর-আদিভিঃ অপি (বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দ্বারাও) অপারা (অজ্ঞাতা, অন্তরহিতা)। ইদম্ (এই) অখিলম্ ([আকীটব্রহ্ম পর্যন্ত] সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) [তব =

হে দেবি, দৈত্য, দেবতা, প্রমথ ও ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আপনার এই অনির্বাচ্য ও অচিন্তনীয় স্বরূপ, কিংবা আপনার অসুরনাশকারী অসীম মহাবীর্য, কিংবা সংগ্রামে আপনার এই অত্যদ্ভুত আচরণসমূহ কিরূপে বর্ণনা করিব? ৬
[কারণ, দেবী বাক্যমনাতীত ব্রহ্মস্বরূপিণী।]

আপনি সমগ্র জগতের মূল কারণ। আপনি সত্ত্বাদি গুণময়ী হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে

* তবাদ্ভুতানি ইতি বা। † দেবৈঃ ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-

মব্যাকৃতা হি * পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥ ৭

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন

তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি ।

আপনার ] অংশ-ভূতম্ ( অংশমাত্র, একদেশস্থিত )। হি ( যেহেতু ) [ ত্বম্ এব = আপনিই ] সর্ব-আশ্রয়া ( সকলের আধারভূতা ) অব্যাকৃতা ] ( [ ষড়্ ] বিকাররহিতা ) পরমা ( উত্তমা, মূলা ) আদ্যা ( নিত্যা, প্রথমা ) প্রকৃতিঃ ( [ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপা ] মায়াশক্তি ) ॥ ৭

দেবি ( অম্বিকে ) যস্যাঃ ( যাঁহার ) সমুদীরণেন ( সম্যক্ উচ্চারণে ) সমস্ত-সুরতা ( [ ইন্দ্রাদি ] দেবতাগণ ) সকলেষু ( সকল ) মখেষু ( যজ্ঞে ) তৃপ্তিং ( তৃপ্তি, প্রীতি ) প্রয়াতি ( লাভ করেন ) [ সেই ] বৈ স্বাহা ( স্বাহা-

জানিতে পারে না। আপনি বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণেরও অজ্ঞাত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার অংশভূত। কারণ, আপনিই সকলের আশ্রয়স্বরূপ। আপনি ষড়্‌বিকার-রহিতা[১] পরমা[২] আদ্যা প্রকৃতি[৩] ॥ ৭

* অব্যাকৃতাসি ইত্যপি পাঠঃ।

১ জড়ের ছয়টী ধর্ম—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ। চিৎবস্তুর এই সকল জড়ধর্ম নাই। ২ দেবী সগুণা ও নির্গুণা।

৩ এই দেবীকে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ 'প্রকৃতি' ও বেদান্তিগণ 'অনির্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যা' বলেন। শাব্দিকগণ ( বৈয়াকরণিকগণ ) তাঁহাকে 'শব্দশক্তি', মীমাংসকগণ তাঁহাকে 'কর্মের অপূর্ব-উপাদান সামর্থ্যলক্ষণা ফলগতি' ও তার্কিকগণ ( নৈয়ায়িকগণ ) তাঁহাকে 'বস্তুতত্ত্বাবসিতিসিদ্ধিভেদা' ( বস্তুতত্ত্ব নিশ্চয়রূপ জ্ঞানবিশেষ ) বলেন। তাঁহাকে শৈবগণ 'শিবশক্তি', বৈষ্ণবগণ 'বিষ্ণুমায়া', শাক্তগণ 'মহামায়া' ও পৌরাণিকগণ 'দেবী' বলেন।—শান্তনবী টীকা

স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮
যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৯

মন্ত্ররূপা) ত্বম্ (আপনি) অসি (হন)। [ত্বম্=আপনি] পিতৃগণস্য চ (এবং পিতৃগণেরও) তৃপ্তি-হেতুঃ (তুষ্টির কারণ) স্বধা এব চ (স্বধামন্ত্র-রূপা)। অতঃ (এই হেতু) [ত্বম্=আপনি] জনৈঃ (সকল যজ্ঞানুষ্ঠাতা কর্তৃক) উচ্চার্যসে (উচ্চারিত হন)॥ ৮

দেবি (হে অম্বিকে), যা (যাহা, যে বিদ্যা) মুক্তি-হেতুঃ (মুক্তির কারণ) চ (এবং) অবিচিন্ত্য-মহাব্রতা (দুরনুষ্ঠেয় [যমনিয়মাদি] মহাব্রত যাঁহার সাধন) সা (সেই) পরমা (শ্রেষ্ঠা) বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞানরূপা) ভগবতী (ব্রহ্মময়ী) [ত্বম্=আপনি] অসি (হন)। হি (যেহেতু) সু নিয়ত-ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব-সারৈঃ (জিতেন্দ্রিয় ও [ব্রহ্ম] তত্ত্বনিষ্ঠ) অস্ত-সমস্ত-দোষৈঃ (সমস্তদোষবর্জিত) মোক্ষ-অর্থিভিঃ (মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মুমুক্ষু) মুনিভিঃ (মুনিগণ কর্তৃক) অভ্যস্যসে (অভ্যাসের বিষয়ীভূত হন)॥ ৯

হে দেবি, যাঁহার সম্যক্ উচ্চারণে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সমস্ত যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করেন, সেই স্বাহামন্ত্রও আপনি এবং পিতৃগণের তুষ্টির কারণ স্বধামন্ত্রও আপনি। এইজন্য পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ আপনাকে স্বাহা ও স্বধা মন্ত্ররূপে[১] উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ৮

---

১ দৈবে শ্রাদ্ধে ভবেৎ স্বাহা পৈত্রে শ্রাদ্ধে স্বধোচ্যতে।—দেবযজ্ঞে স্বাহামন্ত্র ও পিতৃশ্রাদ্ধে স্বধামন্ত্র উচ্চারিত হয়।

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্‌গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্‌।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥ ১০

[ ত্বম্‌=আপনি ] শব্দ আত্মিকা ( শব্দস্বরূপা, নাদব্রহ্মরূপা ) সু-বিমল-ঋক্‌-যজুষাং ( বিশুদ্ধ ঋক্‌ ও যজুঃ মন্ত্রের ) চ ( এবং ) উদ্গীত-রম্য-পদ-পাঠবতাং ( উদাত্তাদি স্বর ও ললিতপদপাঠযুক্ত ) সাম্নাম্‌ ( সামমন্ত্রসমূহের ) নিধানম্‌ ( আশ্রয়রূপা )। দেবী ( অম্বিকা ) ত্রয়ী ( [ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ ] ত্রয়রূপা ) ভগবতী ( সর্বৈশ্বর্যময়ী ) ভব-ভাবনায় ( জগৎ-পরিপালনের জন্য ) বার্তা ( [ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যাদি ] বৃত্তিরূপা ) চ ( এবং ) সর্ব-জগতাং ( সমস্ত জগতের ) পরম-আর্তি-হন্ত্রী ( অশেষদুঃখনাশিনী ) ॥ ১০

দেবি, যে পরাবিদ্যা মুক্তির কারণ,[১] যোগশাস্ত্রোক্ত দুরনুষ্ঠেয় যমনিয়মাদি মহাব্রত যাঁহার সাধন, সেই পরমা ব্রহ্মবিদ্যা ভগবতী আপনিই। এইজন্য জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বনিষ্ঠ, শুদ্ধচিত্ত ও মুমুক্ষু মুনিগণ কর্তৃক ( ব্রহ্মবিদ্যারূপে ) অভ্যাসের বিষয়ীভূতা হন। ৯

দেবি, আপনি শব্দব্রহ্মরূপা। আপনি বিশুদ্ধ[২] ঋক্‌ ও যজুঃ মন্ত্রসমূহের এবং উদাত্তাদি স্বর ও মধুর পদোচ্চারণবিশিষ্ট সামমন্ত্রসকলের আশ্রয়স্বরূপা। আপনি বেদত্রয়রূপা[৩] ও সর্বৈশ্বর্যময়ী। আপনি বিশ্ব-পালনের নিমিত্ত কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যাদি বৃত্তিস্বরূপা এবং সমগ্র জগতের দুঃখহারিণী। ১০

১ সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে—যাহা মুক্তির হেতু, তাহাই বিদ্যা।

২ কারণ বেদ অপৌরুষেয়। ৩ মহাকালী ঋগ্বেদরূপা, মহালক্ষ্মী যজুর্বেদরূপা ও মহাসরস্বতী সামবেদরূপা।

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা ।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ১১
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্ ।

দেবি ( হে চণ্ডিকে ), বিদিত-অখিল-শাস্ত্র-সারা ( সর্বশাস্ত্র-তত্ত্ব যাঁহার কৃপায় জানা যায়, সেই ) মেধা ( মেধারূপিণী [ সরস্বতী ] ) অসি ( [ আপনি ] হন । দুর্গ-ভব-সাগর-নৌঃ ( দুস্পার সংসারসাগর পারের তরণীস্বরূপা ) অ-সঙ্গা ( সঙ্গরহিতা, অদ্বিতীয়া ) দুর্গা ( দুষ্প্রাপ্যা, দুর্জ্ঞেয়া ) অসি ( [ আপনি ] হন ) । কৈটভ-অরি-হৃদয়-এককৃত-অধিবাসা ( কৈটভাসুরের শত্রুর [ বিষ্ণুর ] হৃদয়ে যাঁহার মুখ্য অধিবাস, ( সেই ) শ্রীঃ ( লক্ষ্মী ) [ চ=এবং ] শশি-মৌলি-কৃত-প্রতিষ্ঠা ( শশিশেখর মহাদেবের হৃদয়বিহারিণী ) গৌরী ( উমা ) ত্বম্ এব ( আপনিই ) ॥ ১১

ঈষৎ ( মৃদু ) স-হাসম্ ( হাস্যযুক্ত ) অমলং ( নির্মল ) পরিপূর্ণ-চন্দ্র-বিম্ব-অনুকারি ( পূর্ণচন্দ্র-বিম্বের অনুরূপ ) তথা ( এবং ) কনক-উত্তম-কান্তি-কান্তম্ ( উৎকৃষ্ট স্বর্ণের কান্তির ন্যায় সুন্দর ) বক্ত্রং ( বদন ) বিলোক্য

দেবি, লোকে যাঁহার কৃপায় সর্বশাস্ত্রের মর্ম অবগত হয় সেই মেধারূপিণী সরস্বতী আপনি। আপনি দুস্তর সংসার-সমুদ্রের তরণী। আপনি অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী। আপনি নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং আপনিই মহাদেবের হৃদয়বিহারিণী গৌরী। ১১ [ দেবী একাধারে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী। ]

অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ ১৩

অপি ( দেখিয়াও ) আপ্ত-রুষা ( রুষ্ট, ক্রোধান্বিত ) মহিষ-অসুরেণ ( মহিষাসুর কর্তৃক ) [ আপনি ] সহসা ( হঠাৎ ) প্রহৃতম্ ( প্রহৃত হইলেন ) [ তৎ— তাহা ] অতি-অদ্ভুতং ( অত্যাশ্চর্য ) ॥ ১২

দেবি ( চণ্ডিকে ), কুপিতং ( ক্রুদ্ধ ) ভ্রু-কুটী-করালম্ ( ভ্রুকুঞ্চন দ্বারা ভীষণ ) উদ্যৎ-শশাঙ্ক-সদৃশ-ছবি ( উদীয়মান চন্দ্রতুল্য দীপ্তিমান্ ) [ তব বদনং—আপনার মুখ ] দৃষ্ট্বা তু ( দেখিয়াও ) যৎ ( যে ) মহিষ ( মহিষাসুর ) সদ্যঃ ( তৎক্ষণাৎ ) প্রাণান্ ( প্রাণসকল ) ন মুমোচ ( ত্যাগ করে নাই ) তৎ ( তাহা ) অতীব ( অতিশয় ) চিত্রং ( আশ্চর্য ) হি ( যেহেতু ) কুপিত-অন্তক-দর্শনেন ( ক্রুদ্ধ যমকে দেখিয়া ) কৈঃ ( কাহারা ) জীব্যতে ( জীবিত থাকিতে পারে ) ? ১৩

দেবি, আপনার ঈষৎহাস্যময়, নির্মল, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং উত্তম-স্বর্ণপ্রভাতুল্য জগৎ-মোহক মুখমণ্ডল দেখিয়াও মহিষাসুর ক্রোধভরে আপনাকে হঠাৎ প্রহার করিল—ইহা অতি অদ্ভুত[১]। ১২

---

১ দেবীদর্শনে ভক্তের ষড়রিপুনাশপূর্বক চিত্তশুদ্ধিদ্বারা সত্ত্ব পরমতত্ত্বোপলব্ধি হয়। কিন্তু মহিষাসুরের তদ্বিপরীত হওয়ায় তাহার পাপাধিক্য ধ্বনিত হইল। —গুপ্তবতী টীকা

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সম্ভো বিনাশয়সি * কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১৪

দেবি ( হে জগজ্জননি ), [ ত্বম্ = আপনি ] প্রসীদ ( প্রসন্না হউন )। ভবতী ( আপনি ) পরমা ( কৃপাময়ী ) ভবায় ( জগতের [ কল্যাণের ] জন্য ) কোপবতী [ সতী ] ( ক্রুদ্ধ হইয়া ) সদ্যঃ ( অবিলম্বেই ) কুলানি ( [ অসুর ]-বংশসকল ) বিনাশয়সি ( বিনাশ করেন )। এতৎ ( ইহা ) অধুনা এব ( সম্প্রতিই ) বিজ্ঞাতম্ ( অবগত হইলাম )। যৎ ( যেহেতু ) মহিষাসুরস্য ( মহিষাসুরের ) এতৎ ( এই ) সু-বিপুলং ( সুবিশাল ) বলং ( সৈন্য ) অস্তম্ ( ক্ষয়, নাশ ) নীতং ( প্রাপ্ত হইল ) ॥ ১৪

দেবি, ক্রোধাবিষ্ট, ভ্রূকুটি-ভীষণ, নবোদিত পূর্ণচন্দ্রতুল্য আরক্তবর্ণ আপনার মুখমণ্ডল দেখিয়াও মহিষাসুর তখনই প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য। কারণ কুপিত যম-দর্শনে কে বাঁচিতে পারে? ১৩

দেবি, আপনি প্রসন্না হউন। আপনি পরম কৃপাময়ী। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আপনি ক্রোধান্বিতা হইয়া সদ্য অসুরকুল নাশ করেন। মহিষাসুরের বিপুল সৈন্য আপনা কর্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ইহা আমরা সম্প্রতি অবগত হইলাম। ১৪

[ দেবীর ক্রোধ সাধুরক্ষণ ও পাপিবিনাশের নিমিত্ত; ইহা স্বাভাবিক নহে। কারণ তিনি সত্ত্বগুণপ্রধানা ]

* বিনাশ্যতি ইতি বা।

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ * ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৫
ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মাণ্য-
ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি ।

সদা ( সর্বদা ) অভ্যুদয়-দা ( অভীষ্টদাত্রী ) ভবতী ( আপনি ) যেষাং ( যাহাদের প্রতি ) প্রসন্না ( সদয়া ) [ ভবতী = হন ] তে ( তাহারা ) জন-পদেষু ( সর্বদেশে ) সম্মতা ( সম্মানিত হয় ) । তেষাং ( তাহাদের ) ধনানি ( ধন-সম্পদাদি ) যশাংসি চ ( ও সুখ্যাতি ) [ ভবন্তি = হয় ] তেষাং [ চ ] ( ও তাহাদের ) ধর্ম-বর্গঃ ( ধর্মাদি চতুর্বর্গ ) ন সীদতি ( হ্রাস হয় না ) । তে এব ( তাহারাই ) নিভৃত-আত্মজ-ভৃত্য-দারা ( পুত্র, ভৃত্য ও স্ত্রী-সহিত নিরাপদে) ধন্যাঃ ( ধন্য, ভাগ্যবান ) [ ভবন্তি = হয় ] ॥ ১৫

দেবি ( হে ভগবতি ), সু-কৃতী ( পুণ্যবান ব্যক্তি ) ভবতী-প্রসাদাৎ ( আপনার কৃপায় ) সদা এব ( সদাই ) অতি-আদৃতঃ ( অতি শ্রদ্ধার সহিত ) প্রতিদিনং ( প্রত্যহ ) সকলানি ( সমস্ত ) ধর্ম্ম্যাণি ( ধর্ম-বিহিত ) কর্মাণি ( কর্মসকল ) করোতি ( করেন ) ততঃ ( সেই হেতু ) স্বর্গ

দেবি, আপনি সদা অভীষ্টদায়িনী । আপনি যাহাদের প্রতি প্রসন্না হন, তাহারা সর্বত্র সম্মানিত হয়, তাহাদের ধন ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হ্রাস হয় না । তাহাদের স্ত্রীপুত্রভৃত্যাদি নিরাপদে থাকে এবং তাহারাই ধন্য । ১৫ ( দেবী চতুর্বর্গদাত্রী । )

---

* বন্ধুবর্গঃ ইতি বা পাঠঃ ।

স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি * ফলদা নন্থু দেবি তেন ॥ ১৬
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ১৭

( স্বর্গে ) প্রয়াতি চ ( প্রয়াণ করেন )। দেবি ( হে ভগবতি ), তেন ( সেই হেতু ) লোক-ত্রয়ে অপি ( ইহলোকে [ সদাচার ], পরলোকে [ স্বর্গ ] ও ব্রহ্মলোকে [ মুক্তি ] ) নন্থু ( নিশ্চিতই ) [ ত্বম্ = আপনি ] ফল-দা ( ফলপ্রদা, কর্মফলদায়িনী ) ॥ ১৬

দুর্গে ( সঙ্কটে ) স্মৃতা ( স্মরণ করিলে ) অশেষ-জন্তোঃ ( সকল প্রাণীর ) ভীতিম্ ( ভয়, বিপদ ) [ ত্বম্ = আপনি ] হরসি ( হরণ করেন )। স্ব-স্থৈঃ ( বিবেকী ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) স্মৃতা ( চিন্তিতা হইলে ) অতীব ( অতিশয় ) শুভাং ( শুভ, শ্রেয় ) মতিং ( বুদ্ধি ) দদাসি ( দান করেন )। দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণি ( দরিদ্রতা, দুঃখ ও ভয়-নাশিনী ) ত্বৎ-অন্যা ( আপনি

দেবি, আপনার অনুগ্রহে পুণ্যবান ব্যক্তি সদাই অতি শ্রদ্ধার সহিত ধর্মবিহিত কর্মসকল প্রতিদিন অনুষ্ঠান করেন এবং তাহার ফলে স্বর্গলাভ ও ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন। অতএব দেবি, ত্রিভুবনে আপনিই একমাত্র ফলদায়িনী। ১৬

দেবি, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি সকলের ভয় নাশ করেন। সুসময়ে বিবেকিগণ আপনাকে চিন্তা

* লোকদ্বয়েঽপি ইতি বা।

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৮

ভিন্ন) সর্ব-উপকার-করণায় (সকলের কল্যাণার্থ) সদা (সর্বদা) আর্দ্র-চিত্তা (করুণহৃদয়া) কা (কে [আছেন])? ১৭

দেবি (ভগবতি), এভিঃ (এই সকল অসুর) হতৈঃ (নিহত হইলে) জগৎ (বিশ্ব) সুখং (সুখ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) তথা (এবং) এতে (ইহারা) চিরায় (চিরকাল) নরকায় (নরকজনক) পাপম্ (পাপ) কুর্বন্তু নাম (করুক না কেন) সংগ্রাম-মৃত্যুম্ (যুদ্ধে মৃত্যু) অধিগম্য (লাভ করিয়া) দিবং (স্বর্গে) প্রয়ান্তু (গমন করুক) ইতি (এইরূপ) মত্বা (মনে করিয়া) [ত্বম্—আপনি] নূনং (নিশ্চিতই) অহিতান্ (অশুভকারিগণ, অসুরগণ) বিনিহংসি (বিনাশ করেন)। ১৮

করিলে আপনি তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করেন। হে দারিদ্র্যহারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, হে ভয়নাশিনি, সকলের কল্যাণবিধানার্থ সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্ত আপনি ভিন্ন আর কে আছেন? ১৭

দেবি, এই অসুরগণ নিহত হইলে জগতে শান্তি বিরাজ করিবে এবং ইহারা দীর্ঘকাল নরকভোগজনক পাপ করিলেও সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যুলাভ করিয়া দিব্যলোকে গমন করিবে—নিশ্চয়ই ইহা মনে করিয়া আপনি অনিষ্টকারী অসুরনাশে প্রবৃত্ত হন। ১৮

দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্ ।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী * ॥ ১৯
খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্ ।

ভবতী ( আপনি ) দৃষ্ট্বা এব ( দেখিয়াই, দৃষ্টিমাত্রই ) সর্ব-অসুরান্ ( সকল অসুরকে ) কিং ( কি ) ভস্ম ( ভস্মীভূত ) ন প্রকরোতি ( করিতে পারেন না )। অরিষু ( শত্রুগণের প্রতি ) যৎ ( যে ) শস্ত্রম্ ( শস্ত্র ) প্রহিণোষি ( প্রহার করেন ) রিপবঃ অপি ( রিপুগণও, শত্রুগণও ) শস্ত্র-পূতাঃ ( শস্ত্রাঘাতে নিষ্পাপ হইয়া ) হি ( নিশ্চিতই ) লোকান্ ( উত্তম লোকে ) প্রয়ান্তু ( প্রয়াণ করুক )। তে ( =তব, আপনার ) তেষু অপি ( তাহাদিগের প্রতিও ) ইত্থম্ ( এই প্রকার ) অতিসাধ্বী ( অতি উদার, অতি করুণ ) মতিঃ ( ইচ্ছা, অনুগ্রহ ) ভবতি ( হয় ) ॥ ১৯

উগ্রৈঃ ( উগ্র, প্রচণ্ড ) খড়্গ-প্রভা-নিকর-বিস্ফুরণৈঃ ( খড়্গ-নিঃসৃত জ্যোতিঃপুঞ্জ-বিস্তারদ্বারা ) তথা-শূল-অগ্র-কান্তি-নিবহেন ( ও শূলের অগ্রভাগের তেজোরাশি দ্বারা ) অসুরাণাম্ ( অসুরগণের ) দৃশঃ

দেবি, আপনি দৃষ্টিমাত্রই সমস্ত অসুর ভস্মিভূত করিতে পারেন। তথাপি আপনি যে তাহাদের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করেন, তাহার কারণ শত্রুগণও আপনার অস্ত্রাঘাতে পাপমুক্ত হইয়া উত্তম লোকে গমন করিবে। তাহাদের প্রতি আপনার এই প্রকার অতীব উদার অনুগ্রহ। ১৯

---

* তেষ্বপি তেষু সাধ্বী ইতি পাঠান্তরঃ।

যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ২০
দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবী শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং *
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥ ২১

( দৃক্‌সমূহ, চক্ষুগুলি ) যৎ ( যে ) বিলয়ম্ ( বিলয়, বিনাশ ) ন আগতাঃ ( পায় নাই ) তৎ ( তাহার কারণ ) তব ( আপনার ) এতৎ ( এই ) অংশু-মৎ-ইন্দু-খণ্ড-যোগ্য-আননং ( কিরণশালী চন্দ্রকলাসদৃশ বদন ) বিলোকয়তাং ( দেখিতেছিল বলিয়া ) ॥ ২০

দেবি ( জগদম্বা ), দুর্ব্বৃত্ত-বৃত্ত-শমনং ( দুর্জ্জনগণের [ দুষ্ট ] প্রবৃত্তি-দমন ) তব ( আপনার ) শীলং ( স্বভাব ) তথা ( এবং ) এতৎ ( এই ) রূপং ( সৌন্দর্য ) অন্যৈঃ ( অন্যের সহিত ) অতুলম্ ( অতুলনীয় ) অবিচিন্ত্যম্ ( অচিন্তনীয় ) [ তব=আপনার ] বীর্যং চ ( এবং বীর্যও ) হৃত-দেব-পরাক্রমাণাং ( দেবগণের বিক্রমহরণকারিগণের, অসুরগণের ) হন্তৃ ( নাশক ) বৈরিষু অপি ( বৈরিগণের প্রতিও ) ইত্থম্ ( এই প্রকার ) দয়া ( কৃপা ) ত্বয়া এব ( আপনার দ্বারাই ) প্রকটিতা ( প্রকাশিতা ) ॥ ২১

দেবি, আপনার খড়্গানিঃসৃত প্রচণ্ড তেজোরাশি এবং শূলাগ্রনির্গত জ্যোতিঃপুঞ্জ দ্বারা যে অসুরগণের চক্ষু বিনষ্ট হয় নাই তাহার কারণ, তাহারা আপনার জ্যোতির্ময় চন্দ্রবদন দেখিতেছিল। ২০

---

* হন্তৃদেব ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥ ২২
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা।

দেবি ( জগদ্ধাত্রি ), তে ( আপনার ) অস্য ( এই ) পরাক্রমস্য ( পরাক্রমের ) কেন ( কাহার সহিত ) উপমা ( তুলনা ) ভবতু ( হয় ) চ ( এবং ) শত্রু-ভয়-কারি ( শত্রুর ভয়জনক ) অতিহারি ( অতি সুন্দর ) রূপং ( সৌন্দর্য ) কুত্র ( কোথায় ) [ আছে ] ? বর-দে ( বরদায়িনি ) চিত্তে (হৃদয়ে) কৃপা ( করুণা ) সমর-নিষ্ঠুরতা চ ( ও যুদ্ধের কঠোরতা ) ভুবন-ত্রয়ে অপি ( ত্রিভুবনেই ) ত্বয়ি এব ( একমাত্র আপনাতেই ) দৃষ্ট হয় ) ॥ ২২

ত্বয়া ( আপনা কর্তৃক ) রিপু-নাশনেন ( শত্রুনাশ দ্বারা ) এতৎ ( এই ) অখিলং ( সমগ্র ) ত্রৈলোক্যম্ ( ত্রিভুবন ) ত্রাতং ( পরিত্রাণ পাইল )।

দেবি, দুর্বৃত্তগণের দুষ্টপ্রবৃত্তি-দমনই আপনার স্বভাব। আপনার সৌন্দর্য অনুপম ও অচিন্তনীয়। আপনার অসীম বীর্য দেবদ্রোহিগণের বিনাশক। শত্রুগণের প্রতি একমাত্র আপনিই এইরূপ দয়া প্রকাশ করেন। ২১

দেবি, অন্য আর কাহার সহিত আপনার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে ? আপনার সৌন্দর্যের তুল্য শত্রুভীতি-জনক অথচ এত মনোরম সৌন্দর্যই বা কাহার আছে ? বরদে, হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই পরিদৃষ্ট হয়। ২২

নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥ ২৩
শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥ ২৪
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥ ২৫

সমর-মূর্ধনি ( যুদ্ধক্ষেত্রে ) হত্বা ( হত হইয়া ) তে ( সেই ) রিপুগণাঃ অপি ( শত্রুগণও ) দিবং ( স্বর্গ ) নীতম্ ( লাভ করিল )। অস্মাকম্ ( আমাদের ) উন্মদ-সুর-অরি-ভবং ( উন্মত্ত অসুরগণ হইতে উদ্ভূত ) ভয়ম্ অপি ( ভয়ও ) অপাস্তম্ ( দূরীভূত হইল )। তে ( আপনাকে ) নমঃ ( প্রণাম ) ॥ ২৩

দেবি ( হে অম্বিকে ), নঃ ( আমাদিগকে ) শূলেন ( শূলদ্বারা ) পাহি ( রক্ষা করুন ) চ ( এবং ) অম্বিকে ( হে দেবি ), খড়্গেন (খড়্গ দ্বারা) পাহি ( রক্ষা করুন )। ঘণ্টা-স্বনেন ( ঘণ্টাশব্দ দ্বারা ) চাপ-জ্যা-নিঃস্বনেন চ ( এবং চাপারূঢ় জ্যা-শব্দ দ্বারা ) নঃ ( আমাদিগকে ) পাহি ( রক্ষা করুন ) ॥ ২৪

চণ্ডিকে ( হে দেবি ), আত্ম-শূলস্য ( স্বীয় শূল ) ভ্রামণেন [ সঞ্চালন দ্বারা ) [ নঃ—আমাদিগকে ] প্রাচ্যাং ( পূর্বে ) রক্ষ ( রক্ষা করুন )

দেবি, আপনি শত্রুনাশ করিয়া নিখিল ত্রিভুবনকে রক্ষা করিলেন। সেই শত্রুগণও আপনার দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিল। উদ্ধত অসুরগণ হইতে আমাদের ভয়ও আপনি দূর করিলেন। আপনাকে প্রণাম। ২৩

দেবি, আমাদিগকে শূলের দ্বারা রক্ষা করুন। অম্বিকে, আমাদিগকে খড়্গের দ্বারাও রক্ষা করুন। জননি, আমাদিগকে ঘণ্টাশব্দ ও ধনুষ্টঙ্কার দ্বারাও রক্ষা করুন। ২৪

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি* তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ ২৬
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ॥ ২৭

প্রতীচ্যাং ( পশ্চিমে ) দক্ষিণে চ ( ও দক্ষিণে ) ঈশ্বরি ( হে ভগবতি ), তথা ( এবং ) উত্তরস্যাং চ ( উত্তরে ) রক্ষ ( রক্ষা করুন ) ॥ ২৫

তে ( আপনার ) যানি ( যে-সকল ) সৌম্যানি ( সৌম্য, শান্ত ) রূপাণি ( রূপ, মূর্তি ) ত্রৈলোক্যে ( ত্রিভুবনে ) বিচরন্তি ( বিচরণ করে, বিরাজ করে ), যানি চ ( এবং যে-সকল ) অত্যন্ত-ঘোরাণি ( অতি ভয়ঙ্কর ) তৈঃ ( সেই সকল দ্বারা ) অস্মান্ ( আমাদিগকে ) তথা ( এবং ) ভুবম্ ( জগৎকে ) রক্ষ ( রক্ষা করুন ) ॥ ২৬

অম্বিকে ( হে দেবি ), তে ( আপনার ) কর-পল্লব-সঙ্গীনি ( হস্তরূপ পত্রের সাথী ) খড়্গ-শূল-গদা-আদীনি ( খড়্গ, শূল ও গদাদি ) যানি চ ( ও যে-সকল ) অস্ত্রাণি ( অস্ত্র ) [ সন্তি—আছে ] তৈঃ ( সেই সকল দ্বারা ) অস্মান্ ( আমাদিগকে ) সর্বতঃ ( সর্বত্র ) রক্ষ ( রক্ষা করুন ) ॥ ২৭

হে চণ্ডিকে, হে ঈশ্বরি, আপনার শূল-সঞ্চালনের দ্বারা আমাদিগকে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে রক্ষা করুন। ২৫

দেবি, ত্রিভুবনে আপনার যে-সকল সৃষ্টিস্থিতিকারিণী সৌম্য-মূর্তি ও সংহারকারিণী রুদ্রমূর্তি বিরাজিত, সেই সকল দ্বারা আমাদিগকে ও সমস্ত জগৎবাসীকে রক্ষা করুন। ২৬

---

* চাত্যর্থঘোরাণি ইতি পাঠান্তরঃ।

ঋষিরুবাচ। ২৮

এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ॥
অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥ ২৯
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈঃ * সুধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্॥ ৩০

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( কহিলেন )—সুরৈঃ ( দেবগণ কর্তৃক ) এবং ( এইরূপে ) স্তুতা ( স্তুত হইয়া ) নন্দন-উদ্ভবৈঃ ( নন্দনবনে জাত, দেবোদ্যানোৎপন্ন ) দিব্যৈঃ ( দিব্য, স্বর্গীয় ) কুসুমৈঃ ( পুষ্প দ্বারা ) তথা (এবং) গন্ধ-অনুলেপনৈঃ ( [ কুঙ্কুমাদি ] গন্ধ ও অঙ্গরাগ দ্বারা ) অর্চিতা ( পূজিতা হইয়া ) [ এবং ] সমস্তৈঃ ( সকল ) ত্রি-দশৈঃ ( দেবগণ দ্বারা ) ভক্ত্যা ( ভক্তিপূর্বক ) দিব্যৈঃ ( মনোজ্ঞ ) ধূপৈঃ ( ধূপাদি দ্বারা ) সু-ধূপিতা ( সুবাসিত হইয়া ) জগতাং ( জগতের ) ধাত্রী ( জননী ) প্রসাদ-সু-মুখী ( প্রসন্নবদনে ) প্রণতান্ ( প্রণত ) সমস্তান্ ( সকল ) সুরান্ ( সুরগণকে, দেবগণকে ) প্রাহ ( বলিলেন )॥ ২৮-৩০

অম্বিকে, আপনার করপল্লবে খড়্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি যে-সকল অস্ত্র আছে, সেই সকল দ্বারা আমাদিগকে সর্বত্র রক্ষা করুন। ২৭

মেধা ঋষি বলিলেন—জগদ্ধাত্রীকে এইরূপে দেবগণ স্তব করিলেন এবং দেবোদ্যানজাত পারিজাতাদি দিব্য পুষ্প এবং কুঙ্কুমাদি[১] দিব্য সুগন্ধ, অঙ্গরাগ ও মনোজ্ঞ ধূপাদি দ্বারা প্রেম-লক্ষণা ভক্তির সহিত পূজা করিলেন। তখন দেবী প্রসন্ন-বদনে প্রণত দেবগণকে বলিলেন—। ২৮-৩০

---

* ধূপৈশ্চ ধূপিতা ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

১ কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী, চন্দন ও কর্পূর—এই পাঁচটি মহাসুগন্ধ।

দেব্যুবাচ। ৩১

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্। ৩২

( দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা। ) *

দেবা উচুঃ। ৩৩

ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে। ৩৪

যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ॥

দেবী ( জগদম্বা ) উবাচ ( বলিলেন )—সর্বে ( যে-সকল ) ত্রি-দশাঃ ( দেবতা ) অস্মত্তঃ ( আমার নিকট ) [ ভবদ্ভিঃ—তোমাদের ] যৎ ( যাহা ) অভিবাঞ্ছিতম্ ( প্রার্থিত ) [ তৎ—তাহা ] ব্রিয়তাং ( প্রার্থনা কর ) অহম্ ( আমি ) এভিঃ ( এই ) স্তবৈঃ ( সকল স্তব দ্বারা ) সু-পূজিতা ( উত্তমরূপে পূজিতা হইয়া ) অতি প্রীত্যা ( অতি প্রীতিপূর্বক ) দদামি ( দান করিব ) ॥ ৩১-৩২

দেবাঃ ( দেবগণ ) উচুঃ ( বলিলেন )—যৎ ( যেহেতু ) ভগবত্যা ভগবতীর ( দ্বারা ) অস্মাকং ( আমাদের ) শত্রুঃ ( শত্রু ) অয়ং ( এই ) মহিষাসুরঃ ( মহিষাসুর ) নিহতঃ ( নিহত হইল )। [ অতঃ—অতএব ] সর্বং ( সমস্ত ) কৃতং ( করা হইল ), কিঞ্চিৎ ( কিছুই ) ন অবশিষ্যতে ( অবশিষ্ট [ বাকী ] রহিল না )। ৩৩-৩৫

দেবী বলিলেন—হে অমরগণ, আমার নিকট তোমাদের যাহা বাঞ্ছনীয় আছে তাহা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের স্তবসমূহের দ্বারা সুপূজিতা হইয়া অতিশয় প্রসন্না হইয়াছি। তোমাদিগকে বর প্রদান করিব। ৩১-৩২

---

* এই শ্লোকার্ধ অনেক টীকাকার গ্রহণ করেন নাই।

যদি বাপি * বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি। ৩৫
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ॥
যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে। ৩৬
তস্য বিত্তর্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না † ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাম্বিকে॥ ৩৭

মহা-ঈশ্বরি ( হে জগদীশ্বরি ), যদি বা অপি ( যদিও ) ত্বয়া ( আপনার দ্বারা ) অস্মাকং ( আমাদিগকে ) বরঃ ( বর ) দেয়ঃ ( প্রদত্ত হয় ) ত্বং ( আপনি ) সংস্মৃতা সংস্মৃতা ( পুনঃ পুনঃ সংস্মৃত হইলে ) নঃ ( আমাদের ) পরম-আপদঃ ( ঘোর বিপদসমূহ ) হিংসেথাঃ ( নাশ করিবেন ) ॥ ৩৫-৩৬

অমল-আননে ( হে প্রসন্নবদনা ), যঃ চ ( এবং যে ) মর্ত্যঃ ( মরণশীল প্রাণী, মানুষ ) এভিঃ ( এই সকল ) স্তবৈঃ ( স্তব দ্বারা ) ত্বাং ( আপনাকে ) স্তোষ্যতি ( স্তব করিবে ) অম্বিকে ( হে অম্বিকে ), অস্মৎ-প্রসন্না ( আমাদের প্রতি প্রসন্না ) ত্বং ( আপনি ) সর্বদা ( সদা ) তস্য ( তাহার )

দেবগণ বলিলেন—হে ভগবতি, আপনি আমাদের শত্রু এই মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। ইহাতেই সমস্ত করা হইয়াছে ; আর কিছুই বাকী নাই। ৩৩-৩৫

হে মহেশ্বরি, যদ্যপি আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার চরণে এই প্রার্থনা করি যে, যখন আমরা আপনাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিব তখন আপনি আবির্ভূতা হইয়া আমাদের ঘোর বিপদসমূহ নাশ করিবেন। ৩৫-৩৬ ( দেবীর পুনঃ পুনঃ স্মরণে সকল দুঃখ দূর হয় এবং বহুজন্মের সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। )

---

* চাপি ইতি বা পাঠঃ। † অস্মৎপ্রপন্না ইতি বা পাঠঃ।

ঋষিরুবাচ। ৩৮

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥ ৩৯

বিত্ত-ঋদ্ধি-বিভবৈঃ ( জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য সহিত ) ধন-দারা-আদি-সম্পদাং ( ধন ও পত্নীপুত্রাদি সম্পদসকলের ) বৃদ্ধয়ে ( বৃদ্ধির হেতু ) ভবেথাঃ ( হইবেন ) ॥ ৩৬-৩৭

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—নৃপ ( হে নরপালক [ সুরথ ] ) ইতি ( এইরূপে ) দেবৈঃ ( দেবগণ কর্তৃক ) আত্মনঃ ( নিজেদের ) তথা ( এবং ) জগতঃ ( জগতের ) অর্থে ( [ কল্যাণের ] নিমিত্ত ) প্রসাদিতা ( [ পুজাদি দ্বারা ] প্রসন্না ) ভদ্রকালী ( [ ভদ্রং=মঙ্গল ] [ কালয়তি=বর্ধয়তি ] মঙ্গলময়ী দেবী ) তথা ( =তথাস্তু, তাহাই হউক ) ইতি ( ইহা ) উক্ত্বা ( বলিয়া ) অন্তর্হিতা ( তিরোহিতা ) বভূব ( হইলেন ) ॥ ৩৮-৩৯

হে অমলাননা দেবি, যে মানব এই সকল স্তব দ্বারা আপনার স্তব করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না আপনি তাহার জ্ঞান, ঋদ্ধি, বিভবাদি ও ধনসম্পদ স্ত্রীপুত্রাদি বৃদ্ধি করিবেন। ৩৬-৩৭ [ দেবীর কৃপায় ঐহিক অভ্যুদয় ও পারত্রিক মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। ]

মেধা ঋষি বলিলেন—হে নরপতি সুরথ, এইরূপে দেবগণ নিজেদের ও জগতের কল্যাণের জন্য দেবীকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্না করিলে, ভদ্রকালী 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৮-৩৯ ( দেবী দেবগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। )

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্ত্রয়হিতৈষিণী ॥ ৪০
পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৪১

ভূ-প ( হে ভূপতি, হে সুরথ ), সা ( সেই ) দেবী ( মহামায়া ) জগৎ-ত্রয়-হিতৈষিণী ( ত্রিজগতের কল্যাণকারিণী ) পুরা ( পূর্বকালে ) যথা ( যেরূপে ) দেব-শরীরেভ্যঃ ( সকল দেবশরীর হইতে ) সম্ভূতা ( উৎপন্না হইয়াছিলেন ) এতৎ ( ইহা ) ইতি ( এইরূপে ) কথিতং ( উক্ত হইল ) ॥ ৪০

পুনঃ চ ( পুনরায় ) দুষ্ট-দৈত্যানাং ( দুষ্ট দৈত্যগণের, ধূম্র-লোচনাদির ) তথা ( এবং ) শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ( শুম্ভ ও নিশুম্ভের ) বধায় ( বিনাশার্থে ) লোকানাং চ ( ও ত্রিলোকের ) রক্ষণায় ( রক্ষণের জন্য ) দেবানাম্ ( দেবগণের ) উপকারিণী ( কল্যাণকারিণী ) সা ( সেই ) গৌরী-দেহা ( গৌরবর্ণা দেবী ) যথা ( যেরূপে ) সমুদ্ভূতা ( আবির্ভূতা ) অভবৎ ( হইলেন ) তে ( তোমাকে ) যথাবৎ ( যথার্থরূপে ) কথয়ামি ( বলিব ) ময়া ( আমার দ্বারা ) আখ্যাতং ( কথিত, উক্ত ) তৎ ( তাহা ) শৃণুষ্ব ( শ্রবণ কর ) ॥ ৪১-৪২

হে নরপতি, ত্রিজগতের কল্যাণকারিণী সেই দেবী যেরূপে পুরাকালে দেবগণের শরীরসমূহ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে বলিলাম। ৪০

শুম্ভ, নিশুম্ভ ও ধূম্রলোচনাদি দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশার্থ এবং ত্রিলোকের রক্ষণার্থ দেবগণের উপকারিণী সেই মহাদেবী পুনরায় যেরূপে গৌরীদেহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা

রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে॥ ৪২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শক্রাদিকৃতদেবীস্তুতি-
র্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

এখন তোমার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিব। মৎকথিত[১] সেই আখ্যান শ্রবণ কর। ৪১-৪২

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকারসম্বন্ধীয়
দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি-নামক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ লোকপ্রসিদ্ধ। যথা লক্ষ্মীতন্ত্রে—

অভিষ্টুতা সুরৈঃ সাহং মহিষং জঘ্নুষী ক্ষণাৎ।
মহিষান্তকরী সূক্তং দৃষ্টং দেবৈর্মহর্ষিভিঃ॥
উৎপত্তিং যুদ্ধবিক্রান্তিঃ স্তোত্রং চেতি সুরেশ্বর।
কথয়ন্তি সুবিস্তীর্ণং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥
লভন্তে চ ফলং শশ্বৎ আধিপত্যমনশ্বরম্।

সুরগণ দ্বারা সংস্তুতা হইয়া সেই আমি মহিষাসুরকে ক্ষণমধ্যে বিনাশ করিয়াছিলাম। মহিষাসুরের বধজনক সূক্ত (মন্ত্র, স্তোত্র) দেবগণ ও মহর্ষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট। হে সুরেশ্বর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার আবির্ভাব, যুদ্ধবিক্রম ও মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন এবং তদ্দ্বারা মোক্ষফল ও চিরস্থায়ী অভ্যুদয় লাভ করেন।

# শ্রীশ্রীচণ্ডী

## উত্তরচরিত্রের ঋষি ও দেবাদি

### ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ অস্য শ্রীউত্তরচরিত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ, মহাসরস্বতী দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভীমা শক্তিঃ, ভ্রামরী বীজম্, সূর্যস্তত্ত্বম্, সামবেদঃ স্বরূপম্। মহাসরস্বতী-প্রীত্যর্থং (কামার্থে) উত্তরচরিত্র-জপে বিনিয়োগঃ।

[ডামরতন্ত্রমতে] শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরচরিত্রের (মাহাত্ম্যের) ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা)—রুদ্র, দেবতা—মহাসরস্বতী, ছন্দ—অনুষ্টুপ্, শক্তি—ভীমা, বীজ—ভ্রামরী, তত্ত্ব—সূর্য এবং স্বরূপ—সামবেদ। শ্রীমহাসরস্বতীর প্রীতির নিমিত্ত (কামপ্রাপ্তির জন্য) উত্তরচরিত্রপাঠের প্রয়োগ হয়।

### মহাসরস্বতীর ধ্যান

ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্॥

ঘণ্টাশূল-হলানি (ঘণ্টা, শূল ও লাঙ্গল) শঙ্খ-মুসলে (শঙ্খ ও মুসল) চক্রং (চক্র) ধনুঃ (ধনুক) সায়কং (এবং বাণ) হস্ত-অব্জৈঃ ([অষ্ট]

হস্তরূপ-পদ্মে ) দধতীং ( ধারণকারিণী ) ঘন-অন্ত-বিলসৎ-শীত-অংশু-তুল্য-প্রভাং ( মেঘমধ্যে বিচরণকারী চন্দ্রের ন্যায় শীতলকান্তিবিশিষ্টা ) গৌরী-দেহ-সমুদ্ভবাং ( গৌরীর দেহ হইতে উদ্ভূতা, পার্বতীর শরীরজাতা ) ত্রি-জগতাম্ ( ত্রিভুবনের ) আধার-ভূতাং ( আধাররূপিণী ) শুম্ভ-আদি-দৈত্য-অর্দিনীম্ ( শুম্ভাদি অসুরনাশিনী ) অপূর্বাম্ ( অপূর্বা ) মহাসরস্বতীম্ ( মহাসরস্বতীকে ) অত্র ( এখানে ) অনুভজে ( অনুধ্যান করি ) ॥

অষ্ট ভুজে যিনি ঘণ্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ, মুসল, চক্র, ধনু এবং বাণ ধারণ করেন; যিনি মেঘমধ্যস্থিত চন্দ্রতুল্য স্নিগ্ধ[১] প্রভাযুক্তা সেই শুম্ভাদি-দৈত্যনাশিনী, পার্বতীশরীরোদ্ভূতা, ত্রিভুবনের আধারস্বরূপিণী, অপূর্বা মহাসরস্বতীর এখানে ( উত্তরচরিত্রপাঠের পূর্বে ) ধ্যান করি।

অথবা—

## মহাসরস্বতীর ধ্যান

ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রণৎ-কাঞ্চীক্বণন্নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী * ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা ॥

ওঁ সিংহ-স্থা ( সিংহারূঢ়া ) শশি-শেখরা ( ললাটে চন্দ্রকলাযুক্তা )

---

১ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেবী 'কোটী-সূর্য-প্রতীকাশ' ও 'চন্দ্র-কোটী সুশীতল' অর্থাৎ দেবী কোটী সূর্যের জ্যোতির ন্যায় সমুজ্জ্বল ও কোটী শশীর প্রভার তুল্য সুশীতল। কারণ, দেবীমূর্তির চিন্ময়ী জ্যোতি ত উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই।

* দুর্গার্তিহারিণী ইতি বা।

মরকত-প্রখ্যা ( মরকত-প্রভাময়ী ) চতুর্ভিঃ ( চারি ) ভুজৈঃ ( হস্তে ) শঙ্খং ( শঙ্খ ) চক্র-ধনুঃ-শরান্ চ ( চক্র, ধনু ও বাণ ) দধতী ( ধারণকারিণী ) ত্রিভিঃ ( তিন ) নেত্রৈঃ ( নয়ন দ্বারা ) শোভিতা ( শোভাযুক্তা ) আমুক্ত-অঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রণৎ-কাঞ্চী-ক্বণৎ-নূপুরা ( কেয়ূর [ বাহুভূষণ ], হার ও বলয় [ করভূষণ ], শব্দায়মান চন্দ্রহার [ কটিভূষণ ] এবং নূপুর-পরিহিতা ) রত্ন-উল্লসৎ-কুণ্ডলা ( রত্নোজ্জ্বলকুণ্ডলযুক্তা ) দুর্গা ( জগজ্জননী ) নঃ ( আমাদের ) দুর্গতি-হারিণী ( দুঃখনাশিনী ) ভবতু ( হউন ) ॥

সিংহারূঢ়া, শশিশেখরা, মরকতমণির তুল্য প্রভাময়ী, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র ও ধনুর্বাণ-ধারিণী, ত্রিনয়ন দ্বারা শোভিতা, কেয়ূর, হার ও বলয় এবং মৃদুমধুরধ্বনিযুক্ত চন্দ্রহার ও নূপুর-পরিহিতা এবং রত্নোজ্জ্বলকুণ্ডলভূষিতা দুর্গা আমাদের দুর্গতি নাশ করুন।

# উত্তর চরিত্র

## পঞ্চম অধ্যায়—দেবীদূতসংবাদ

(ওঁ ঐঁ) ঋষিরুবাচ। ১

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥
তাবেব সূর্যতাং তদ্‌বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥ ৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—পুরা (পূর্বকালে) শুম্ভ-নিশুম্ভাভ্যাম্ (শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক) অসুরাভ্যাং (অসুরদ্বয় কর্তৃক) মদ-বল-আশ্রয়াৎ (গর্ব ও শক্তি আশ্রয়পূর্বক) শচীপতেঃ (শচীপতির, ইন্দ্রের) ত্রৈলোক্যং (ত্রিলোকের আধিপত্য) যজ্ঞ-ভাগাঃ চ (ও যজ্ঞভাগ-সমূহ) হৃতাঃ (অপহৃত হইয়াছিল) ॥ ১-২

তৌ এব (তাহারা উভয়েই) সূর্যতাং (সূর্যত্ব বা সূর্যের অধিকার) তদ্-বৎ (তদ্রূপ) ঐন্দবম্ (ইন্দুর, চন্দ্রের) তথা (এবং) কৌবেরম্ (কুবেরের) অথ চ (এবং) যাম্যং (যমের) বরুণস্য চ (ও বরুণের) অধিকারম্ (আধিপত্য) চক্রাতে (গ্রহণ করিল) ॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—পূর্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ[১] নামক অসুরদ্বয় বল ও গর্ব-প্রভাবে ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য ও যজ্ঞভাগসমূহ হরণ করিয়াছিল। ১-২

---

১ বামনপুরাণমতে কশ্যপের ঔরসে এবং তাঁহার ভার্যা দনুর গর্ভে শুম্ভ ও নিশুম্ভের জন্ম হয়।

তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম চ।
ততো দেবা বিনির্ধূ‌তা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ॥ ৪
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্॥ ৫

তৌ এব ( তাহারাই ) পবন-ঋদ্ধিম্ ( পবনের ঐশ্বর্য্য, পবনের বহন ও জলক্ষেপণাদি কর্ম ) বহ্নি-কর্ম চ ( ও অগ্নির [ জ্বলনাদি ] কর্ম ) চক্রতুঃ ( করিতে লাগিল )। ততঃ ( তখন ) দেবাঃ ( দেবগণ ) বিনির্ধূ‌তাঃ ( অধিকারহীন ) ভ্রষ্ট-রাজ্যাঃ ( রাজ্যচ্যুত ) চ পরাজিতাঃ ( ও বিজিত হইলেন )॥ ৪

সর্বে ( সকল ) ত্রি-দশাঃ* ( ত্রিদশ, দেবতা ) তাভ্যাং ( সেই ) মহাসুরাভ্যাং ( মহাসুরদ্বয় কর্তৃ‌ক ) হৃত-অধিকারাঃ ( স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত ) নিরাকৃতাঃ [ সন্তঃ ] ( ও বিতাড়িত হইয়া ) তাং ( সেই ) অপরাজিতাং ( অপরাজিতা ) দেবীং ( দেবীকে ) সংস্মরন্তি [ স্মৃ ] ( সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিলেন )॥ ৫

তাহারা উভয়েই সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ এবং বায়ু ও অগ্নির অধিকার গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের কার্য সম্পাদন করিতে লাগিল। তখন দেবগণ সম্যক্‌রূপে অধিকারশূন্য, রাজ্যচ্যুত ও পরাজিত হইলেন। ৩-৪

প্রধান দেবতাগণ[১] সেই মহাসুরদ্বয়কর্তৃ‌ক স্ব স্ব

---

* জন্ম, যৌবন ও মৃত্যু—এই তিনটি মাত্র দশা ( অবস্থা ) আছে বলিয়া দেবতাদিগকে ত্রিদশ বলে। দেবতাদের জরা নাই, সেইজন্য তাঁহাদের একটী নাম অজর বা নির্জর। —চতুর্ধরী টীকা।

১ দ্বাদশ সূর্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও দুই বিশ্বদেব—ইঁহারা প্রধান দেবতা। —নাগোজীভট্টি টীকা।

তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥ ৬
ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥ ৭

তয়া ( তাঁহার দ্বারা, সেই দেবী কর্তৃক ) অস্মাকং ( আমাদিগকে ) বরঃ ( বর ) দত্তঃ ( প্রদত্ত হইয়াছে ) যথা ( যে ) আপৎসু ( আপদে, বিপদে ) স্মৃতা ( স্মরণ করিলে ) ভবতাং ( তোমাদের, দেবগণের ) অখিলাঃ ( সমস্ত ) পরম-আপদঃ ( মহাবিপদ ) তৎক্ষণাৎ ( তখনই, স্মরণমাত্রই ) [ অহম্—আমি ] নাশয়িষ্যামি ( নাশ করিব )॥ ৬

ইতি (এই প্রকার ) মতিং ( চিন্তা ) কৃত্বা ( করিয়া ) দেবাঃ ( দেবগণ ) নগ-ঈশ্বরম্ ( পর্বতরাজ ) হিম-বন্তং ( হিমালয়ে ) জগ্মুঃ ( গমন করিলেন )। ততঃ ( অনন্তর ) তত্র ( তথায় ) বিষ্ণু-মায়াং ( বিষ্ণু-শক্তি ) দেবীং ( দেবীকে ) প্রতুষ্টুবুঃ ( উত্তমরূপে স্তব করিলেন )॥ ৭

অধিকার হইতে বিচ্যুত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া সেই অপরাজিতা[1] দেবীকে সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিলেন। ৫

সেই দেবী আমাদিগকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন—বিপৎকালে আমাকে স্মরণ করিলে আমি তোমাদের সমস্ত মহাবিপদ তৎক্ষণাৎ নাশ করিব। ৬

এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ গিরিরাজ হিমালয়ে গমনপূর্বক তথায় বৈষ্ণবী-শক্তি মহাদেবীকে উত্তমরূপে স্তব করিলেন। ৭

---

১ দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর দিন অপরাজিতা দেবীর পূজা বিধেয়। অপরাজিতা দুর্গার চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতমারূপে বর্ণিতা। দেবীর ধ্যানে আছে—'ওঁ চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং সর্বাভরণভূষিতাং উপর্যধহস্তয়োঃ খড়্গাবর্মধরাং অধস্তনহস্তয়োর্বরাভয়করাং ঈষৎপ্রহসিতাননাং-বাগ্মিনীম্।' মৎস্যপুরাণে ( ১৭৯।১৩ ) অপরাজিতা দুর্গা মাতৃকাগণের অন্যতমারূপে আখ্যাতা।

দেবা উচুঃ। ৮ ( ওঁ ঐঁ )

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।*
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নামো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥ ১০

দেবাঃ ( দেবগণ ) উচুঃ ( বলিলেন )—দেব্যৈ ( জ্যোতির্ময়ী, প্রকাশ-রূপিণী ) মহাদেব্যৈ ( মহাদেবীকে ) নমঃ ( প্রণাম )। সততং ( সর্বদা ) শিবায়ৈ ( শিবাকে, মঙ্গলরূপিণীকে ) নমঃ ( প্রণাম )। প্রকৃত্যৈ ( প্রকৃতিকে, সৃষ্টিশক্তিরূপিণীকে ) ভদ্রায়ৈ ( ভদ্রাকে, স্থিতিশক্তিরূপিণীকে ) নমঃ ( প্রণাম )। নিয়তাঃ ( সমাহিত চিত্তে ) [ বয়ং—আমরা ] তাম্ ( তাঁহাকে ) প্রণতাঃ স্ম ( প্রণাম করি ) ॥ ৮-৯

রৌদ্রায়ৈ ( রৌদ্রাকে, রুদ্রশক্তিকে, সংহারশক্তিকে ) নমঃ ( প্রণাম )।

মহামায়াকে দেবগণ এইরূপে স্তব করিলেন—দেবীকে, মহাদেবীকে প্রণাম। সতত মঙ্গলদায়িনীকে প্রণাম। সৃষ্টিশক্তি-রূপিণী প্রকৃতিকে প্রণাম। স্থিতিশক্তিরূপিণী ভদ্রাকে প্রণাম। আমরা সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি। ৮-৯

---

অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থ মহাদেব কর্তৃক মাতৃকা অপরাজিতা সৃষ্টা। এই পুরাণে ( ১৭৯।৬৯ ) অপরাজিতা 'মায়ানুচরী' নামে কথিতা। বরাহপুরাণে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা মহিষাসুরযুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নয়নোৎপন্না বৈষ্ণবী মূর্তির সহচরীরূপে অভিহিতা।

* তন্ত্রমতে ইহাই দেবীসূক্ত। ইহাকে 'অপরাজিতাস্তব' বলে। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

নমো দেব্যাদিকং দেবীসূক্তং সর্বফলপ্রদম্।
ইমাং দেবীং স্তবন্নিত্যং স্তোত্রেণানেন মামিহ॥
ক্লেশানতীত্য সকলানৈশ্বর্যং মহদশ্নুতে॥

এই দেবীসূক্ত সর্বফলদায়ক। এই সূক্ত দ্বারা নিত্য দেবীর স্তব করিলে মানুষ সকল ক্লেশ অতিক্রম করিয়া মহৈশ্বর্য লাভ করেন।

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈঋর্ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২

নিত্যায়ৈ (নিত্যাকে, তিনকালে বিদ্যমান শক্তিকে, তিনকালের অতীত সত্তাকে) নমঃ (প্রণাম)। গৌর্যৈ (গৌরী, গৌরবর্ণা) ধাত্র্যৈ (ধাত্রীকে, বিশ্বধারিণীকে) নমঃ (প্রণাম)। জ্যোৎস্নায়ৈ (জ্যোৎস্নাকে, চন্দ্রকিরণরূপিণীকে) ইন্দু-রূপিণ্যৈ (চন্দ্ররূপিণী) চ সুখায়ৈ (ও আনন্দময়ীকে) সততং (সদা) নমঃ (প্রণাম) ॥ ১০

কল্যাণ্যৈ (কল্যাণরূপাকে) প্রণতাঃ (প্রণাম করি)। বৃদ্ধ্যৈ (সমৃদ্ধিরূপা) সিদ্ধ্যৈ (সিদ্ধিকে, ঐশ্বর্যরূপাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম) কুর্মঃ (করি)। নৈঋর্ত্যৈ (অলক্ষ্মীরূপা) ভূ-ভৃতাং (ভূপালকগণের) লক্ষ্ম্যৈ (লক্ষ্মীরূপা) শর্বাণ্যৈ (শর্বাণীকে, শিবশক্তিকে) তে (আপনাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম) ॥ ১১

দুর্গায়ৈ (দুরধিগম্যা) দুর্গ-পারায়ৈ (দুস্তর [সংসার-সাগর] পার-কারিণী) সারায়ৈ (বলবতী) সর্বকারিণ্যৈ (সর্বকারিণী, সর্বজননী) খ্যাত্যৈ (প্রসিদ্ধিরূপিণী, [প্রকৃতিপুরুষের] ভেদরূপিণী বা [খ্যাতিবাদিগণের] বিকল্পরূপিণী) কৃষ্ণায়ৈ (কৃষ্ণবর্ণা) তথা এব (এবং) ধূম্রায়ৈ (ধূম্রবর্ণা) [দেব্যৈ—দেবীকে] সততং (সদা) নমঃ (প্রণাম) ॥ ১২

রৌদ্রাকে (সংহারশক্তিকে) প্রণাম। নিত্যাকে (ত্রিকালাতীত সত্তারূপিণীকে) প্রণাম। গৌরী জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম। জ্যোৎস্নারূপা, চন্দ্ররূপা ও সুখস্বরূপাকে সতত প্রণাম। ১০

কল্যাণীকে প্রণাম করি। বৃদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিরূপাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। অলক্ষ্মীরূপা এবং ভূপতিগণের লক্ষ্মীরূপা শর্বাণীকে বার বার প্রণাম করি। ১১

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥ ১৩
যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ (১৪) নমস্তস্যৈ (১৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৬

অতি-সৌম্য-অতি-রৌদ্রায়ৈ ([বিদ্যারূপে] অতি সৌম্যা, সংসার-নাশিনীকে এবং [অবিদ্যারূপে] অতি রৌদ্রাকে, সংসারকারিণীকে) [বয়ং=আমরা] নতাঃ (প্রণাম করি)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম)। জগৎ-প্রতিষ্ঠায়ৈ (জগতের আশ্রয়রূপাকে, বিশ্বের উপাদান-কারণকে) নমঃ (প্রণাম)। কৃত্যৈ (কৃতিকে, ক্রিয়ারূপাকে) দেব্যৈ (দেবীকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম)॥ ১৩

যা (যে) দেবী (মহাদেবী) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) বিষ্ণু-মায়া (মহামায়া, মূলা অবিদ্যা) ইতি (বলিয়া) শব্দিতা ([সর্বাগমে] প্রতি-পাদিতা, কথিতা) তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার)॥ ১৪-১৬

দুস্তর ভবসমুদ্র-পারকারিণী, শক্তিরূপিণী সৃষ্টিকর্ত্রী, খ্যাতি[১] (বা ভেদ বা প্রসিদ্ধি)-রূপিণী কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা দুর্গাদেবীকে সতত প্রণাম করি। ১২

যিনি বিদ্যারূপে অতি সৌম্যা এবং অবিদ্যারূপে অতি রৌদ্রা (অতি ভীষণা) তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। জগতের আশ্রয়-রূপিণীকে প্রণাম। ক্রিয়ারূপা দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ১৩

---

১ পাঁচ প্রকার খ্যাতি বা দার্শনিক মতবাদ আছে। যথা—বিজ্ঞানবাদের আত্মখ্যাতি, শূন্যবাদের অসৎখ্যাতি, মীমাংসার অখ্যাতি, ন্যায়ের অন্যথাখ্যাতি এবং অদ্বৈতবাদের অনির্বচনীয় খ্যাতি। শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, তিনি খ্যাতিবাদিগণের বিকল্পস্বরূপ।—তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা।

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ (১৭) নমস্তস্যৈ(১৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৯
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।*
নমস্তস্যৈ (২০) নমস্তস্যৈ (২১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২২

যা (যে) দেবী (আত্মাশক্তি) সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) চেতনা ([নির্বিকল্প] জ্ঞান, [জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভেদশূন্য) চিৎ-শক্তি) ইতি (বলিয়া) অভিধীয়তে (অভিহিতা হন) তস্যৈ (তাঁহাকে, সেই দেবীকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার)॥ ১৭-১৯

যা (যে) দেবী (দেবী) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) বুদ্ধি-রূপেণ (সবিকল্পক জ্ঞানরূপে, অধ্যবসায়রূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্যৈ

যে দেবী সকল প্রাণীতে বিষ্ণুমায়া[১] নামে [আগমশাস্ত্রে] অভিহিতা হন, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ১৪-১৬

---

* সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতির ভেদে বিষ্ণুমায়া ত্রিবিধা। এই জন্য তিনবার 'তস্যৈ' শব্দের উক্তি এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ প্রণাম-সূচনার জন্য শেষে 'নমঃ' শব্দের ত্রিরুক্তি। বিষ্ণুমায়ার সৃষ্টিশক্তি রাজসী, স্থিতিশক্তি সাত্ত্বিকী এবং সংহারশক্তি তামসী। ২০, ২১ ও ২২ মন্ত্রত্রয়ের পৃথক পৃথক রূপ এই—যা দেবী…সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। সুতরাং ২০ম বা ২১ম মন্ত্রটী 'নমস্তস্যৈ' মাত্র নহে। অন্যান্য শ্লোকেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

১ বরাহপুরাণমতে যে শক্তি মেঘ, বৃষ্টি ও শস্যের উৎপত্তি প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করেন তিনিই বিষ্ণুমায়া। বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া ও মহামায়া চণ্ডিকার ভিন্ন ভিন্ন নাম—গুপ্তবতী টীকা। চণ্ডী, ১১।৩-৪ পাদটীকা দ্রঃ।

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৩) নমস্তস্যৈ (২৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৫
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৬) নমস্তস্যৈ (২৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৮

( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ২০-২২

যা ( যে ) দেবী ( দেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সকল প্রাণীতে ) নিদ্রা-রূপেণ ( নিদ্রারূপে, সুষুপ্তিরূপে ) সংস্থিতা ( বিরাজিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ২৩-২৫

যা ( যে ) দেবী ( আদ্যাশক্তি ) সর্ব-ভূতেষু ( সকল প্রাণীতে ) ক্ষুধা-রূপেণ ( ক্ষুধারূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার )। ২৬-২৮

যে দেবী সর্বভূতে চেতনারূপে[১] প্রসিদ্ধা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ১৭-১৯

যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ২০-২২

যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে বিরাজিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ২৩-২৫

যে দেবী সর্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ২৬-২৮

১ — জীব-নাড়ী।— গুপ্তবতী টীকা।
— অন্তঃকরণ-বৃত্তি।—চতুর্ধরী টীকা।

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৯) নমস্তস্যৈ (৩০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৩১
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩২) নমস্তস্যৈ (৩৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৩৪
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৫) নমস্তস্যৈ (৩৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৩৭

যা ( যে ) দেবী ( মহামায়া ) সর্ব-ভূতেষু ( সর্বভূতে, সকল প্রাণীতে ) ছায়া-রূপেণ ( ছায়ারূপে, প্রতিবিম্বরূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ (নমস্কার) ॥ ২৯-৩১

যা ( যে ) দেবী ( জগন্মাতা ) সর্ব-ভূতেষু ( সকল প্রাণীতে ) শক্তিরূপেণ ( শক্তিরূপে, সামর্থ্যরূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৩২-৩৪

যা ( যে ) দেবী ( মহাদেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সকল প্রণীতে ) তৃষ্ণারূপেণ ( জলতৃষ্ণারূপে, বিষয়স্পৃহারূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে )

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ছায়ারূপে বিরাজমানা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ২৯-৩১

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৩২-৩৪

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৮) নমস্তস্যৈ (৩৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪০
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪১) নমস্তস্যৈ (৪২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৩

নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৩৫-৩৭

যা ( যে ) দেবী ( ব্রহ্মশক্তি ) সর্ব-ভূতেষু ( সকল ভূতে ) ক্ষান্তি-রূপেণ ( ক্ষমারূপে ) সংস্থিতা ( অধিষ্ঠিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৩৮-৪০

যা ( যে ) দেবী ( ব্রহ্মময়ী দেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সর্বপ্রাণীতে ) জাতি-রূপেণ ( জাতিরূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৪১-৪৩

যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণা ( বিষয়-বাসনা )-রূপে সংস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৩৫-৩৭

যে দেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে[১] অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৩৮-৪০

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে জাতিরূপে[২] সংস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৪১-৪৩

---

১ সামর্থ্যসত্ত্বেও অপকারীর প্রতি অপকারের অনিচ্ছা।
২ যথা, গোত্ব-মনুষ্যত্বাদি। গুপ্তবতীমতে জন্ম বা ব্রহ্মসত্তা।

যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৪) নমস্তস্যৈ (৪৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৬
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৭) নমস্তস্যৈ (৪৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৯
যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫০) নমস্তস্যৈ (৫১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫২

যা ( যে ) দেবী ( দেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সকল প্রাণীতে ) লজ্জা-রূপেণ ( লজ্জারূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৪৪-৪৬

যা ( যে ) দেবী ( মহামায়া ) সর্ব-ভূতেষু ( সকল প্রাণীতে ) শান্তি-রূপেণ ( বিষয়-বিরতি, ইন্দ্রিয়-সংযম বা আনন্দরূপে ) সংস্থিতা ( বিরাজিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৪৭-৪৯

যা ( যে ) দেবী ( মহাদেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সর্বভূতে ) শ্রদ্ধা-রূপেণ ( আস্তিক্য-বুদ্ধিরূপে, আচার্য ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসরূপে ) সংস্থিতা

যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে[১] অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৪৪-৪৬

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শান্তিরূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৪৭-৪৯

---

১ লজ্জা = নিজের কুকার্য অপরে পাছে জানিতে পারে, এই ভয়।

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৩) নমস্তস্যৈ (৫৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৫
যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৬) নমস্তস্যৈ (৫৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৮

( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৫০-৫২

যা ( যে ) দেবী ( জগন্মাতা ) সর্ব-ভূতেষু ( সকলপ্রাণীতে ) কান্তি-রূপেণ ( লাবণ্য, শোভা বা কমনীয়তারূপে ) সংস্থিতা ( অধিষ্ঠাতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৫৩-৫৫

যা ( যে ) দেবী ( মহামায়া ) সর্ব-ভূতেষু ( সর্বভূতে ) লক্ষ্মী-রূপেণ ( ধনাদি-সম্পদ্রূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৫৬-৫৮

যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৫০-৫২

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে কান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৫৩-৫৫

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৫৬-৫৮

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৯) নমস্তস্যৈ (৬০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬১
যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬২) নমস্তস্যৈ (৬৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৪
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৫) নমস্তস্যৈ (৬৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৭

যা ( যে ) দেবী ( চণ্ডিকা দেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সর্বপ্রাণীতে ) বৃত্তি-রূপেণ ( [ কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি চারিবর্ণের ] বৃত্তিরূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৫৯-৬১

যা ( যে ) দেবী ( মহাদেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সর্বপ্রাণীতে ) স্মৃতি-রূপেণ ( অনুভূত বিষয়ের জ্ঞানরূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( ননস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৬২-৬৪

যা ( যে ) দেবী ( দেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সর্বভূতে ) দয়া-রূপেণ ( পরদুঃখ-নিবারণের ইচ্ছারূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ

যে দেবী সর্বভূতে ( চারিবর্ণের কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি ) বৃত্তি (জীবিকা)-রূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৫৯-৬১

যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৬২-৬৪

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৮) নমস্তস্যৈ (৬৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭০
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭১) নমস্তস্যৈ (৭২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৩

(নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৬৫-৬৭

যা (যে) দেবী (দেবী) সর্ব-ভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) তুষ্টিরূপেণ (সন্তোষরূপে) সংস্থিতা (অধিষ্ঠিতা) তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৬৮-৭০

যা (যে) দেবী (মহাদেবী) সর্বভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) মাতৃরূপেণ (জননীরূপে, পালয়িত্রীরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৭১-৭৩

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৬৫-৬৭

যে দেবী সর্বভূতে সন্তোষরূপে[১] অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৬৮-৭০

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে মাতৃরূপে[২] অবস্থিতা, তাঁহাকে

---

১ সন্তোষ—যথালাভে তুষ্টি, প্রাপ্ত বস্তুর অধিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা-শূন্যতা।

২ ব্রাহ্মী আদি অষ্ট মাতৃকা বা মাতৃকা নাম্নী বর্ণদেবতা বা জননী। গুপ্তবতীমতে প্রমাতা।

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭৪) নমস্তস্যৈ (৭৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৬
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৭

যা ( যে ) দেবী ( মহাদেবী ) সর্ব-ভূতেষু ( সর্বভূতে) ভ্রান্তিরূপেণ ( ভ্রমরূপে, অজ্ঞানরূপে ) সংস্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৭৪-৭৬

যা ( যিনি ) সততম্ ( সদা ) অখিলেষু ( সকল ) ভূতেষু ( প্রাণীতে ) ইন্দ্রিয়াণাম্ ( ইন্দ্রিয়গণের, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও চারি

নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে[১] সংস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৭৪-৭৬

যিনি সকল প্রাণীতে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী[২] দেবতারূপে

---

১ ভ্রান্তি—অতস্মিন তদ্‌বুদ্ধিঃ অর্থাৎ যাহা যাহা নয়, তাহাকে তাহা মনে করারূপ মিথ্যাজ্ঞান। গুপ্তবতীমতে ভ্রান্তি=অপ্রমা।

২ কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও প্রজাপতি।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও অচ্যুত।

চিতিরূপেণ যা কৃতস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ (৭৮) নমস্তস্যৈ (৭৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৮০

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥ ৮১

অন্তরিন্দ্রিয়—এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের ) ভূতানাং চ ( ও [ পৃথিব্যাদি পঞ্চ স্থূল ও সূক্ষ্ম ] ভূতসমূহের ) অধিষ্ঠাত্রী (অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও প্রেরয়িত্রী) তস্যৈ ( সেই ) ব্যাপ্তি-দেব্যৈ ( বিশ্বব্যাপিকা দেবীকে ) নমঃ নমঃ ( পুনঃ পুনঃ প্রণাম ) ॥ ৭৭

যা ( যিনি ) চিতি-রূপেণ ( নির্বিষয়ক সংবিৎরূপে, চিৎশক্তিরূপে ) এতৎ ( এই ) কৃৎস্নম্ ( সমগ্র ) জগৎ ( বিশ্ব ) ব্যাপ্য ( ব্যাপিয়া ) স্থিতা ( অবস্থিতা ) তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার )। তস্যৈ ( তাঁহাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) নমঃ ( নমস্কার ) ॥ ৭৮-৮০

যা ( যিনি ) সুরৈঃ ( [ ব্রহ্মাদি ] দেবগণ কর্তৃক ) পূর্বম্ ( [ মহিষাসুর-বধের ] পূর্বে ) স্তুতা ( স্তুত হইয়াছিলেন ) তথা ( এবং ) সুর-ইন্দ্রেণ (দেবরাজ

বিরাজিতা এবং যিনি পৃথিবী আদি পঞ্চ স্থূল ও পঞ্চসূক্ষ্ম ভূতের প্রেরয়িত্রী, সেই বিশ্বব্যাপিকা * ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। ৭৭

যিনি চিৎশক্তিরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। ৭৮-৮০

---

* ১৪শ হইতে ৮০তম মন্ত্রে দেবীর ত্রয়োবিংশতি রূপ বর্ণিত। কাত্যায়নী-তন্ত্রের মতে ইহার অধিক সংখ্যা অনার্য।

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ॥ ৮২

[ ইন্দ্র ] কর্তৃক ) অভীষ্ট-সংশ্রয়াৎ ( [ মহিষাসুর-বধরূপ ] অভিপ্রেত অর্থ-লাভহেতু ) দিনেষু ( প্রতিদিন ) সেবিতা ( পূজিতা হইয়াছিলেন ), যা চ ( এবং যে ) ঈশা ( ঈশ্বরী ) সাম্প্রতম্ ( সম্প্রতি ) উদ্ধত-দৈত্য-তাপিতৈঃ ( [ শুম্ভাদি ] গর্বিত দৈত্যগণ কর্তৃক নিপীড়িত ) সুরৈঃ ( সুরগণ ) অস্মাভিঃ ( আমাদিগের দ্বারা ) নমস্যতে ( নমস্কৃতা হইতেছেন ), চ ( এবং ) ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিভিঃ ( ভক্তিভরে অবনত দেহ ) [ অস্মাভিঃ— আমাদিগের দ্বারা ] স্মৃতা ( স্মৃতা হইলে ) নঃ (আমাদের) সর্ব-আপদঃ ( সকল বিপদ ) তৎক্ষণম্ এব ( সেইক্ষণেই ) হন্তি ( হরণ করেন ), সা ( সেই ) শুভ-হেতুঃ ( মঙ্গলময়ী ) ঈশ্বরী ( ভগবতী ) নঃ ( আমাদিগের ) ভদ্রাণি ( পরম ) শুভানি ( মঙ্গল ) করোতু ( বিধান করুন ) চ ( এবং ) আপদঃ ( বিপদসমূহ ) অভিহন্তু ( বিনাশ করুন ) ॥ ৮১-৮২

ব্রহ্মাদি দেবগণ পূর্বে যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র মহিষাসুর-বধরূপ অভীষ্ট-প্রাপ্তি হওয়ায় প্রতিদিন যাঁহার পূজা করিতেন, উদ্ধত দৈত্যগণ কর্তৃক পীড়িতা হইয়া আমরা দেবগণ যে ঈশ্বরীকে সম্প্রতি স্তব করিতেছি এবং যাঁহাকে ভক্তিনত দেহে স্মরণ করিলে তিনি সেইক্ষণেই আমাদের সকল বিপদ নাশ করেন, সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের আপদসমূহ বিনাশ করুন। ৮১-৮২

ঋষিরুবাচ । ৮৩

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী ।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥ ৮৪
সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা ।
শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাঽব্রবীচ্ছিবা ॥ ৮৫

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—নৃপ-নন্দন ( হে নরপতি, হে সুরথ ), তত্র ( তথায় ) এবং ( এই প্রকারে ) স্তব-আদি-যুক্তানাং ( স্তবাদিতে নিযুক্ত ) দেবানাং [ অগ্রতঃ ] ( দেবগণের সম্মুখে ) পার্বতী ( পর্বত-সুতা, হিমাচল-দুহিতা, উমা ) জাহ্নব্যাঃ ( জাহ্নবীর, গঙ্গার ) তোয়ে ( জলে ) স্নাতুম্ ( স্নান করিতে ) অভ্যাযযৌ ( আসিলেন ) ॥ ৮৩-৮৪

সা ( সেই ) সু-ভ্রূঃ ( সুন্দরভ্রূযুক্তা, পার্বতী ) তান্ ( সেই সকল ) সুরান্ ( [ ইন্দ্রাদি ] দেবগণকে ) অব্রবীৎ ( বলিলেন )—ভবদ্ভিঃ ( আপনাদের দ্বারা ) অত্র ( এথানে ) কা ( কে ) স্তূয়তে ( স্তুতা হইতেছেন ) ? অস্যাঃ ( ইঁহার ) শরীর-কোষতঃ চ ( দেহরূপ কোষ হইতে ) সমুদ্ভূতা ( আবির্ভূতা ) শিবা ( মঙ্গলময়ী দেবী ) অব্রবীৎ ( বলিলেন ) ॥ ৮৫

মেধা ঋষি বলিলেন—হে নৃপনন্দন সুরথ, তথায় এইরূপ স্তবাদিতে নিযুক্ত দেবগণের সম্মুখে দেবী পার্বতী জাহ্নবীর[১] জলে স্নান করিতে আগমন করিলেন । ৮৩-৮৪

সেই সুভ্রূ দেবী পার্বতী ইন্দ্রাদি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন ? তখন তাঁহার

---

১ জহ্নুমুনির উরুদেশ হইতে প্রবাহিতা বলিয়া গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী ।

স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥ ৮৬
শরীরকোষাৎ যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা ।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৮৭

সমরে ( যুদ্ধে ) নিশুম্ভেন ( নিশুম্ভ কর্তৃক ) পরাজিতৈঃ ( পরাজিত ) শুম্ভ-দৈত্য-নিরাকৃতৈঃ ( ও শুম্ভাসুর কর্তৃক বিতাড়িত ) সমেতৈঃ ( সমবেত ) দেবৈঃ ( দেবগণ দ্বারা ) মম ( আমার ) এতৎ ( এই ) স্তোত্রং ( স্তব ) ক্রিয়তে ( কৃত হইতেছে ) ॥ ৮৬

যৎ ( যেহেতু ) তস্যাঃ ( সেই ) পার্বত্যাঃ ( পার্বতীর ) শরীর-কোষাৎ ( দেহকোষ হইতে ) অম্বিকা ( দেবী ) নিঃসৃতা ( বহির্গতা হইয়াছেন ) ততঃ ( সেইহেতু ) সমস্তেষু ( সকল ) লোকেষু ( লোকে ) কৌশিকী ইতি ( কৌশিকী নামে ) গীয়তে ( গীত হন, কথিতা হন ) ॥ ৮৭

( দেবীর ) শরীর-কোষ হইতে আদ্যাশক্তি শিবা ( সত্ত্ব-প্রধানাংশে ) আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন— । ৮৫

নিশুম্ভাসুর কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত এবং শুম্ভাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন । ৮৬

সেই পার্বতী দেবীর দেহ-কোষ হইতে অম্বিকা উৎপন্না হইয়াছেন বলিয়া ত্রিজগতে তিনি কৌশিকী[১] নামে অভিহিতা । ৮৭

---

১ শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় তপোবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা করেন যে, তাঁহারা দেব ও মানব সকল পুরুষের অবধ্য হইবেন। কিন্তু অযোনিজা অথচ পুংস্পর্শরহিত স্ত্রীশরীর হইতে

উদ্ভূতা অলঙ্ঘ্যপরাক্রমা নারীর প্রতি আসক্তিবশতঃ কেবল তাঁহারই দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইবেন। ব্রহ্মা অসুরদ্বয়কে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উপদ্রবে যখন স্বর্গ ও মর্ত্য অস্থির হইল তখন তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী দেবীকে প্রেরণ করিবার জন্য শিবের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

তদনন্তর মহাদেব রহস্যচ্ছলে পার্বতীকে 'কালী' নামে সম্বোধন করেন। তাহাতে পার্বতী অতীব ক্ষুব্ধা হইয়া বলেন—আমি গৌরবর্ণা নহি বলিয়া তোমার এত অপ্রীতিভাজন হইয়াছি। সুতরাং ইহা তোমার সত্য উক্তি, পরিহাস নহে। অনন্তর পার্বতী ক্রোধভরে গৌতমাশ্রয়ে গমনপূর্বক কঠোর তপস্যাপ্রভাবে রজোগুণাধিক্যবশতঃ ভুজঙ্গী কঞ্চুকের ন্যায় স্বীয় কৃষ্ণ কোশ পরিত্যাগ করিয়া গৌরবর্ণা হইয়া গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। সেই চন্দ্রতুল্যকান্তিযুক্তা অতিসুন্দরী কৌশিকী দেবী আবির্ভূতা হইয়া পার্বতীর সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পার্বতী প্রত্যাগতা হইয়া কৌশিকীর মহিমা এইভাবে দেবগণের নিকট বর্ণন করেন—

> কিং দেবেন ন সা দৃষ্টা যা সৃষ্টা কৌশিকী ময়া
> তাদৃশী কন্যকা লোকে ন ভূতা ন ভবিষ্যতি ॥
> অজাতপুংস্পর্শরতিরধৃষ্যা চাতিসুন্দরী ॥

অর্থাৎ আমি যে অতি সুন্দরী অজাতপুংস্পর্শরতি অজেয়া কৌশিকীকে সৃষ্টি করিয়াছি, দেবগণ কি তাহাকে দেখেন নাই? তাদৃশী কন্যা জগতে পূর্বে হয় নাই, পরেও হইবে না। —শিবপুরাণসংহিতা

( কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডী, বৈকৃতিকরহস্য ও মহাসরস্বতী-ধ্যানানুসারে পরদেবতা পার্বতী আদিতে গৌরবর্ণা ছিলেন এবং অন্তে কৃষ্ণবর্ণা হইলেন। )

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥ ৮৮
ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৮৯

তস্যাং (তাঁহার, কৌশিকীর) বিনির্গতায়াং তু (নির্গমনের পরই) সা (সেই) পার্বতী অপি (পার্বতী দেবীই) কৃষ্ণা (কৃষ্ণবর্ণা হইয়া) হিম-অচল-কৃত-আশ্রয়া (হিমালয়-বাসিনী) অভূৎ (হইলেন)। [অতঃ—এইজন্য] কালিকা ইতি (কালিকা এই নামে) সমাখ্যাতা (প্রসিদ্ধা হইলেন) ॥ ৮৮

ততঃ (অনন্তর) শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ (শুম্ভ ও নিশুম্ভের) ভৃত্যৌ (ভৃত্যদ্বয়) চণ্ডঃ মুণ্ডঃ চ (চণ্ড ও মুণ্ড) পরং (শ্রেষ্ঠ) সু-মনোহরম্ (অতি সুন্দর) রূপং (মূর্তি) বিভ্রাণাং (ধারিণী) অম্বিকাং (অম্বিকাকে) দদর্শ (দেখিল) ॥ ৮৯

কৌশিকী[১] দেবীর নির্গমনের পর পরদেবতা পার্বতী দেবীই কৃষ্ণবর্ণা হইয়া নিখিল দেবস্থান হিমালয়ে অধিষ্ঠান করিয়া কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। ৮৮

অনন্তর শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচরদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড অতি মনোহর মূর্তিধারিণী অম্বিকা (কৌশিকী) দেবীকে দেখিতে পাইল। ৮৯

---

১ শিবপুরাণ ও কালিকাপুরাণাদির মতে কৌশিকী দেবীর নির্গমনের পরে পরদেবতা পার্বতী প্রথমে গৌরবর্ণা ও অন্তে কৃষ্ণবর্ণা হইলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা টীকাকারগণসম্মত নহে। কারণ বায়ু-সংহিতাতে আছে :

তৎকোশং সহসোৎসৃজ্য গৌরী সা সমজায়ত। অর্থাৎ সহসা

তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা সাতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥ ৯০
নৈব তাদৃক্ কচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর ॥ ৯১

তাভ্যাং চ (এবং তাহাদের উভয়ের দ্বারা) শুম্ভায় (শুম্ভসমীপে) সা (সেই, কৌশিকী দেবী) [এবং—এই প্রকারে] আখ্যাতা (বর্ণিতা হইলেন)—মহারাজ (হে মহারাজ), অতীব-সুমনোহরা (অতিশয় সুন্দরী) কা অপি (কোন এক) স্ত্রী (নারী) (হিম-অচলম্) (হিমাদ্রিকে) ভাসয়ন্তী (আলোকিতা করিয়া) আস্তে (আছেন) ॥ ৯০

অসুর-ঈশ্বর (হে দৈত্যরাজ), তাদৃক্ (তাদৃশ) উত্তমম্ (রমণীয়)

এবং তাহারা উভয়ে শুম্ভের সমীপে সেই কৌশিকী দেবীর এইরূপ বর্ণনা করিল—হে মহারাজ, পরমা সুন্দরী এক রমণী হিমাচল আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ৯০

হে অসুরপতি, তাদৃশ রমণীয় মূর্তি কেহ কখনও কোথাও

---

তাহার দেহ-কোশ পরিত্যাগ করিয়া পার্বতী গৌরবর্ণা হইলেন। এই বিষয়ে বায়ুসংহিতার সহিত শিবপুরাণসংহিতাও একমত। বৈকৃতিকরহস্য ও মহাসরস্বতীর ধ্যান অনুসারে সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া, অষ্টভূজা সাক্ষাৎ সরস্বতী গৌরী কৌশিকী দেবীই শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিবেন। ৮৮ম মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। গুপ্তবতী টীকার মতে পরদেবতা পার্বতী তথায় কৌশিকী দেবীকে রাখিয়া স্নানার্থ বা স্নানান্তে হিমাচলশিখর কৈলাসে গমন করিলেন। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ স্তবকারী দেবগণের স্তব অঙ্গীকার করিয়া কৌশিকী দেবীর অন্যত্র প্রস্থান অনুচিত। আবার ৮৯ম মন্ত্রেও কৌশিকী দেবীর তত্র অবস্থিতি প্রমাণিত হয়। কারণ, অম্বিকা কৌশিকী দেবীকেই চণ্ডমুণ্ড দর্শন করে।

স্ত্রীরত্নমতিচার্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি॥ ৯২
যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥৯৩

রূপং (মূর্তি) কেনচিৎ (কাহারও দ্বারা) ক্বচিৎ (কোথাও) ন দৃষ্টম্ এব (দৃষ্ট হয় নাই)। অসৌ (ইনি) কা অপি (নিশ্চয়ই কোন) দেবী (দেবপত্নী)। [অতঃ=অতএব] জ্ঞায়তাং ([তাঁহার বিষয়] জানুন) গৃহ্যতাং চ (এবং [তাঁহাকে] গ্রহণ করুন)॥ ৯১

দৈত্য-ইন্দ্র (হে দৈত্যপতি), সা তু (সেই) অতি-চারু-অঙ্গী (অতি-রমনীয়-অঙ্গযুক্তা) স্ত্রী-রত্নম্ (উত্তমা নারী) ত্বিষা ([অঙ্গ]-কান্তিতে) দিশঃ (সকল দিক্) দ্যোতয়ন্তী (আলোকিত, শোভিত করিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থিতা আছেন)। তাং (তাঁহাকে) ভবান্ (আপনার) দ্রষ্টুম্ (দেখা) অর্হতি (উচিত)॥ ৯২

প্রভো (হে প্রভু), ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) গজ-অশ্ব-আদীনি (হস্তী ও অশ্বাদি) যানি (যে-সকল) রত্নানি (রত্ন, শ্রেষ্ঠ বস্তু) মণয়ঃ বৈ ([পদ্ম-রাগাদি] মণি, মাণিক্য) [সন্তি=আছে] সমস্তানি তু (সেই সকল) সাম্প্রতং (এক্ষণে) তে (আপনার) গৃহে (প্রাসাদে) ভান্তি (শোভা পাইতেছে)॥ ৯৩

দেখে নাই। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবপত্নী। তাঁহার বিষয় জানিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করুন। ৯১

হে দৈত্যেন্দ্র, অতিশয় চারু-অবয়বা সেই নারীরত্ন অঙ্গ-প্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি আপনার দর্শনযোগ্যা। ৯২

হে প্রভু, ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্বাদিরূপ যে-সকল রত্ন

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥ ৯৪
বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেঽঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥ ৯৫

[ ভবতা = আপনার দ্বারা ] পুরন্দরাৎ ( পুরন্দর হইতে, ইন্দ্র হইতে ) গজ-রত্নম্ ( হস্তিশ্রেষ্ঠ ) ঐরাবতঃ ( ঐরাবত ) চ অয়ং ( ও এই ) পারিজাত-তরুঃ ( [ দেবতরু ] পারিজাত [ ফুলের ] গাছ ) তথা চ ( এবং ) উচ্চৈঃ-শ্রবা ( উচ্চৈঃশ্রবা নামক ) হয়ঃ এব ( হয়ও, অশ্বও ) সমানীতঃ ( আনীত হইয়াছে ) ॥ ৯৪

এতৎ ( এই ) হংস-সংযুক্তম্ ( হংসযুক্ত ) রত্ন-ভূতম্ ( রত্নস্বরূপ ) অদ্ভুতম্ ( আশ্চর্য ) বিমানং ( বিমান, দেবযান ) যৎ ( যাহা ) বেধসঃ ( বেধার, ব্রহ্মার ) আসীৎ ( ছিল ) ইহ ( এখানে ) আনীতং ( আনীত ) [ তৎ = তাহা ] তে ( আপনার ) অঙ্গনে ( আঙ্গিনায়, চত্বরে ) তিষ্ঠতি ( আছে ) ॥ ৯৫

এবং পদ্মরাগাদি মণি আছে, সেই সকলই সম্প্রতি আপনার প্রাসাদে শোভা পাইতেছে। ৯৩

আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে গজরাজ ঐরাবত, এই দেবতরু পারিজাত এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্ন আনিয়াছেন। ৯৪

এই হংসসংযুক্ত রত্নতুল্য আশ্চর্য দেবযান বিমান পূর্বে ব্রহ্মার ছিল। আপনা কর্তৃক আনীত হইয়া ইহা এখন আপনার অঙ্গনে আছে। ৯৫

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥ ৯৬
ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৯৭
মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥ ৯৮

ধন-ঈশ্বরাৎ ( ধনরাজ হইতে, কুবের হইতে ) এষঃ ( এই ) মহাপদ্মঃ ( মহাপদ্ম নামক ) নিধিঃ ( [ নবনিধির অন্যতম ] রত্ন ) সমানীতঃ ( আনীত হইয়াছে )। অব্ধিঃ চ ( এবং সমুদ্র ) কিঞ্জল্কিনীম্ ( কিঞ্জল্কিনী নামক বা কেশরসংযুক্তা ) অম্লান-পঙ্কজাম্ ( ম্লানিশূন্য [ চির প্রস্ফুটিত ] পদ্মের ) মালাম্ ( মালা ) দদৌ ( দিয়াছেন ) ॥ ৯৬

তে ( আপনার ) গেহে ( গৃহে ) বারুণং ( বরুণের ) কাঞ্চন-স্রাবি ( স্বর্ণবর্ষণশীল, স্বর্ণময় ) ছত্রং ( ছাতা ) তিষ্ঠতি ( আছে ) তথা ( এবং ) অয়ং ( এই ) স্যন্দন-বরঃ ( রথশ্রেষ্ঠ ) যঃ ( যাহা ) পুরা ( পূর্বে ) প্রজাপতেঃ ( প্রজাপতির, দক্ষের ) আসীৎ ( ছিল ) [ তিষ্ঠতি—আছে ] ॥ ৯৭

ঈশ ( হে প্রভু ), ত্বয়া ( আপনার দ্বারা ) মৃত্যোঃ ( মৃত্যুর, যমের )

কুবেরের নিকট হইতে আপনি নবনিধির[১] অন্যতম মহাপদ্ম নামক নিধি আনিয়াছেন এবং সমুদ্রও আপনাকে অম্লান পদ্মের কিঞ্জল্কিনী নামক একটী মালা দিয়াছেন। ৯৬

বরুণের স্বর্ণময় ছত্র এবং প্রজাপতির এই শ্রেষ্ঠরথ এক্ষণে আপনার প্রাসাদে শোভা পাইতেছে। ৯৭

প্রভো, আপনি যমের উৎক্রান্তিদা[২] নামক শক্তি-অস্ত্র

---

১ মুক্তা, মাণিক্য, বৈদুর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত ও নীলকণ্ঠ—এই নবরত্ন।

২ প্রাণিগণের আয়ুশেষে যে শক্তি প্রাণাকর্ষণ করে।—শান্তনবী টীকা

নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি * দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে † চ বাসসী॥ ৯৯
এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে॥ ১০০

ক্রান্তি-দা (মরণদাত্রী) নাম (নামক) শক্তিঃ (শক্তি-অস্ত্র) হৃতা (আহৃত হইয়াছে)। সলিল-রাজস্য (জলদেবের, বরুণের) পাশঃ (পাশাস্ত্র) তব (আপনার) ভ্রাতুঃ (ভ্রাতার) পরিগ্রহে (অধিকারে) [অস্তি—আছে]॥ ৯৮

অব্ধিজাতাঃ চ (ও সমুদ্রজাত) সমস্তাঃ (সমস্ত) রত্ন-জাতয়ঃ (রত্নরাজি) নিশুম্ভস্য (নিশুম্ভের অধিকারে) [সন্তি—আছে] চ বহ্নিঃ অপি (এবং অগ্নিও) তুভ্যম্ (আপনাকে) অগ্নি-শৌচে (অগ্নি দ্বারা পরিষ্কৃত হয় এমন) বাসসী (বস্ত্রযুগল) দদৌ (দিয়াছেন)॥ ৯৯

দৈত্য-ইন্দ্র (হে দৈত্যাধিপতি), এবং (এইরূপে) সমস্তানি. (সমস্ত) রত্নানি (রত্ন, শ্রেষ্ঠ বস্তু) তে (আপনার দ্বারা) আহৃতানি (আহৃত হইয়াছে)। এষা (এই) কল্যাণী (সুলক্ষণা) স্ত্রী-রত্নম্ (রমণীশ্রেষ্ঠা) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) কস্মাৎ (কি জন্য) ন গৃহ্যতে (গৃহীত হইতেছেন না)॥ ১০০

আহরণ করিয়াছেন এবং জলদেবতা বরুণের পাশাস্ত্রও আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের অধিকারে আছে। ৯৮

সমুদ্রজাত সমস্ত রত্নরাজি নিশুম্ভের হস্তগত এবং অগ্নিও আপনাকে এমন বস্ত্রযুগল দিয়াছেন যাহা কেবলমাত্র অগ্নির দ্বারাই পরিষ্কৃত হয়। ৯৯

হে দৈত্যেন্দ্র, এইরূপে আপনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু সংগ্রহ

---

* বহ্নিশ্চাপি ইতি বা পাঠঃ।	† শৌচেয় ইতি বা পাঠঃ।

ঋষিরুবাচ। ১০১

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরীম্॥ ১০২
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্যং ত্বয়া লঘু॥ ১০৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—সঃ (সেই) শুম্ভঃ (শুম্ভাশুর) তদা (তখন) চণ্ড-মুণ্ডয়োঃ (চণ্ড ও মুণ্ডের) ইতি (এই প্রকার) বচঃ (বাক্য) নিশম্য (শুনিয়া) মহাসুরম্ (মহাসুর) সুগ্রীবং (সুগ্রীবকে) দেব্যাঃ (দেবীর নিকট) দূতং (দূতরূপে) প্রেষয়ামাস (প্রেরণ করিল)॥ ১০১-১০২

[ত্বং—তুমি] গত্বা (যাইয়া) মম (আমার) বচনাৎ (কথানুসারে) ইতি চ (এইরূপ) ইতি চ (ও এইরূপ) সা (তাঁহাকে) বক্তব্যা (বলিবে) যথা চ (ও যাহাতে) সংপ্রীত্যা (সম্প্রীতিসহ) লঘু (শীঘ্র) [সা—তিনি] অভি-এতি (আসেন) তথা (সেইরূপ) ত্বয়া (তোমার) কার্যং (করা উচিত)॥ ১০৩

করিয়াছেন। তবে কেন আপনি এই কল্যাণী স্ত্রীরত্নকে গ্রহণ করিতেছেন না? ১০০

মেধা ঋষি বলিলেন—তখন সেই শুম্ভ চণ্ড এবং মুণ্ডের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মহাসুর সুগ্রীবকে দেবীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিল। ১০১-১০২

শুম্ভ সুগ্রীবকে বলিল—তুমি তথায় যাইয়া আমার কথানুসারে 'এই' 'এই' কথা তাঁহাকে বলিবে এবং যাহাতে তিনি সম্প্রীতিসহ শীঘ্রই আমার নিকট আসেন সেইরূপ করিবে। ১০৩

স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥ ১০৪

দূত উবাচ। ১০৫

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১০৬

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সে, সুগ্রীব) অতি-শোভনে (অতি মনোহর) শৈল-উদ্দেশে (পর্বতশিখরে) যত্র (যেখানে) সা (সেই) দেবী (অম্বিকা) আস্তে (ছিলেন) তত্র (তথায়) গত্বা (যাইয়া) তাং (তাঁহাকে, দেবীকে) শ্লক্ষ্ণং (অনুৎকট) মধুরয়া (মধুর, কোমল) গিরা (বাক্য দ্বারা) প্রাহ (বলিল)—॥ ১০৪

দূতঃ (দূত, সুগ্রীব) উবাচ (কহিল)—দেবি (হে দেবি), দৈত্য-ঈশ্বরঃ (দৈত্যরাজ) শুম্ভঃ (শুম্ভাসুর) ত্রৈলোক্য (ত্রিভুবনের) পরম-ঈশ্বরঃ (একমাত্র অধীশ্বর)। তেন (তাঁহার দ্বারা) প্রেষিতঃ (প্রেরিত) দূতঃ (বার্তাবহ) অহম্ (আমি) ইহ (এখানে) ত্বৎ-সকাশম্ (আপনার সমীপে) আগতঃ (আসিয়াছি) ॥ ১০৫-১০৬

[ ইহাতে শুম্ভ ও নিশুম্ভের রজোগুণিত্ব সূচিত হইল। সুতরাং তাহাদের বধের জন্য সত্ত্বগুণপ্রধানা দেবীর অবতার হইয়াছে। সাত্ত্বিকতার দ্বারাই রাজসিকতা পরাভূত হয়।

—নাগোজীভট্টী টীকা ]

অতি রমণীয় শৈলশিখরে যথায় সেই দেবী বিরাজিতা ছিলেন, তথায় গমনপূর্বক সুগ্রীব দেবীকে অতিশয় অনুৎকট মধুর বাক্যে বলিল—। ১০৪

দূত বলিল—হে দেবি, দৈত্যেশ্বর শুম্ভ ত্রিভুবনের একমাত্র অধিপতি। আমি তৎকর্তৃক প্রেরিত দূত। আমি এখানে আপনার নিকটে আসিয়াছি। ১০৫-১০৬

অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥ ১০৭
মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০৮
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নং চ হৃতং দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥ ১০৯

সদা (সর্বদা) সর্বাসু (সকল) দেব-যোনিষু ([বিদ্যাধরাদি] দেবতাগণমধ্যে) অব্যাহত-আজ্ঞঃ (যাঁহার আজ্ঞা অপ্রতিহত, অলঙ্ঘ্য) যঃ (যিনি) নির্জিত-অখিল-দৈত্য-অরিঃ (সমস্ত দৈত্যশত্রু-[দেবগণ] পরাজয়কারী) সঃ (তিনি) যৎ (যাহা) আহ (বলিলেন) তৎ (তাহা) শৃণুষ্ব (শ্রবণ করুন) ॥ ১০৭

অখিলং (সমগ্র) ত্রৈলোক্যম্ (ত্রিভুবন) মম (আমার)। দেবাঃ (দেবগণ) মম (আমার) বশ-অনুগাঃ (বশবর্তী, আজ্ঞাধীন)। অহং (আমি) সর্বান্ (সকল) যজ্ঞ-ভাগান্ (যজ্ঞাংশ) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথক্ ভাবে, সেই সেই দেবতারূপে) উপাশ্নামি (উপভোগ করি) ॥ ১০৮

ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) বর-রত্নানি (শ্রেষ্ঠরত্নসমূহ) অশেষতঃ

দেবতাগণের মধ্যে যাঁহার আদেশ সদা অপ্রতিহত, যিনি সকল দৈত্যশত্রু দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। ১০৭

সমগ্র ত্রিভুবন আমার অধীন, দেবগণও আমার বশবর্তী। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সমুদয় যজ্ঞাংশ আমি পৃথক্ ভাবে সেই সেই দেবতারূপে উপভোগ করি। ১০৮

এই তিন লোকে যত শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে সেই সমস্তই আমার

ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্॥ ১১০
যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে॥ ১১১

( নিঃশেষে ) মম ( আমার ) বশ্যানি ( অধীন ) তথা ( এবং ) দেব-ইন্দ্র-বাহনম্ ( [ দেবরাজ ] ইন্দ্রের বাহন ) গজ-রত্নম্ এব ( গজরাজও, ঐরাবতও ) হৃতং ( হরণ করিয়াছি )॥ ১০৯

ক্ষীরোদ-মথন-উদ্ভূতম্ ( ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে সম্ভূত ) উচ্চৈঃশ্রবস-সংজ্ঞং ( উচ্চৈঃশ্রবা নামক ) তৎ ( সেই ) অশ্ব-রত্নম্ ( শ্রেষ্ঠ অশ্ব ) অমরৈঃ ( দেবগণ কর্তৃক ) প্রণিপত্য ( প্রণিপাত করিয়া ) মম ( আমাকে ) সমর্পিতম্ ( প্রদত্ত হইয়াছে )॥ ১১০

শোভনে ( হে সুন্দরি ), দেবেষু ( দেবগণ ) গন্ধর্বেষু ( গন্ধর্বগণ ) উরগেষু চ ( এবং [ বাসুকি আদি ] সর্পগণের অধিকারে ) যানি চ ( ও যে-সকল ) অন্যানি ( অন্যান্য ) রত্ন-ভূতানি ( রত্নতুল্য, উৎকৃষ্ট ) ভূতানি ( বস্তু ) [ সন্তি = আছে ] তানি ( সেই সকল ) ময়ি এব ( আমারই )॥ ১১১

অধিকৃত। আমি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতও বলপূর্বক হরণ করিয়াছি। ১০৯

ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবাকে দেবগণ প্রণামপূর্বক আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। ১১০

হে সুন্দরি, ইন্দ্রাদি দেবগণের, বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্বগণের এবং বাসুকি আদি সর্পগণের অধিকারে যত কিছু রত্নতুল্য শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, সেই সবই এক্ষণে আমারই অধিকৃত। ১১১

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্ ।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্ ॥ ১১২
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্ ।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥ ১১৩
পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ ।
এতদ্‌বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥ ১১৪

দেবি ( হে দেবি ), ত্বাং ( আপনাকে ) [ অহম্ = আমি ] লোকে ( এই জগতে ) স্ত্রী-রত্ন-ভূতাং ( রমণীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা, সর্বোত্তমা ) মন্যামহে ( মনে করি )। সা ( সেই ) ত্বম্ ( আপনি ) অস্মান্ ( আমাদের নিকট ) উপাগচ্ছ ( আগমন করুন )। যতঃ ( যেহেতু ) বয়ম্ ( আমরা ) রত্ন-ভুজঃ ( শ্রেষ্ঠবস্তু-উপভোগের যোগ্যপাত্র ) ॥ ১১২

চঞ্চল-অপাঙ্গি ( হে চঞ্চলনয়না ), যতঃ ( যেহেতু ) ত্বং বৈ ( আপনি ) রত্ন-ভূতা ( রত্নস্বরূপা ) অসি ( হন ) [ অতঃ = অতএব ] মাং ( আমাকে ) বা ( কিংবা ) মম ( আমার ) অনু-জং বা ( কনিষ্ঠ সহোদর ) উরু-বিক্রমম্ ( মহাবীর ) নিশুম্ভম্ অপি ( নিশুম্ভকে ) ভজ ( ভজনা করুন ) ॥ ১৩

মৎ-পরিগ্রহাৎ ( আমার আশ্রয়ে ) অতুলং ( অতুলনীয় ) পরম্ ( শ্রেষ্ঠ ) ঐশ্বর্যম্ ( বৈভব ) প্রাপ্স্যসে ( পাইবেন )। বুদ্ধ্যা ( বুদ্ধিপূর্বক ) এতৎ

হে দেবি, এই সংসারে আমরা আপনাকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া মনে করি। আপনি আমাদের গৃহে আসুন। কারণ আমরাই শ্রেষ্ঠবস্তু-ভোগের উপযুক্ত পাত্র। ১১২

হে চঞ্চলাক্ষি, আপনি রমণীকুলের রত্নস্বরূপা। অতএব, আমাকে বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবিক্রম নিশুম্ভকে পতিরূপে গ্রহণ করুন। ১১৩

আমার পাণিগ্রহণ করিলে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য

ঋষিরুবাচ। ১১৫

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ১১৬

দেব্যুবাচ। ১১৭

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ॥১১৮

( ইহা ) সমালোচ্য ( সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া ) মৎ-পরিগ্রহতাং ( আমার পত্নীত্ব ) ব্রজ ( স্বীকার করুন )॥ ১১৪

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—যয়া ( যে ) [ দেব্যা—দেবী কর্তৃক ] ইদং ( এই ) জগৎ ( বিশ্ব ) ধার্যতে ( বিধৃত আছে ) সা ( সেই ) দুর্গা ( দুজ্ঞের্য়া ) ভগবতী ( সর্বৈশ্বর্যশালিনী, অচিন্ত্যমহিমা ) ভদ্রা ( মঙ্গলরূপা ) দেবী ( অম্বিকা ) ইতি ( এই প্রকারে ) [ দূতেন—দূত কর্তৃক ] উক্তা ( উক্তা হইলে ) তদা ( তখন ) গম্ভীরা ( গম্ভীরা হইয়া ) অন্তঃস্মিতা ( অন্তরে হাস্য করিয়া ) জগৌ ( বলিলেন )—॥ ১১৫-১৬

দেবী ( অম্বিকা ) উবাচ ( বলিলেন )—ত্বয়া ( তোমার দ্বারা ) সত্যম্ ( যথার্থ ই ) উক্তং ( উক্ত হইয়াছে )। ত্বয়া ( তোমার দ্বারা ) অত্র ( এই বিষয়ে ) কিঞ্চিৎ ( কিছুই ) মিথ্যা ( অসত্য ) ন উদিতম্ ( কথিত হয়

পাইবেন। ইহা বুদ্ধিপূর্বক উত্তমরূপে বিচার করিয়া আমার পত্নীত্বগ্রহণে স্বীকৃতা হউন। ১১৪

মেধা ঋষি রাজা সুরথকে বলিলেন—দূত কর্তৃক এইরূপে অভিহিতা হইয়া তখন সেই জগদ্ধাত্রী ভদ্রা ভগবতী দুর্গা দেবী গম্ভীরা হইলেন এবং মনে মনে হাস্যপূর্বক দূতকে বলিলেন—। ১১৫-১১৬

দেবী বলিলেন—তুমি সত্যই বলিয়াছ। শুম্ভ ত্রিভুবনের

কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা * ॥ ১১৯
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥১২০

নাই)। শুম্ভঃ (শুম্ভাসুর) ত্রৈলোক্য-অধিপতিঃ (ত্রিভুবনের প্রভু) নিশুম্ভঃ চ অপি (এবং নিশুম্ভও) তাদৃশঃ (সেইরূপ)॥ ১১৮

কিন্তু (পরন্তু) অত্র (এই সম্বন্ধে) পুরা (পূর্বে) অল্পবুদ্ধিত্বাৎ (অল্পবুদ্ধিবশতঃ, বালসুলভচাপল্যহেতু) যৎ (যাহা) প্রতিজ্ঞাতং (প্রতিজ্ঞা করিয়াছি) তৎ (তাহা) কথম্ (কিরূপে) মিথ্যা (অন্যথা) ক্রিয়তে (করি)। যা (যে) প্রতিজ্ঞা (দৃঢ় সংকল্প) কৃতা (করিয়াছি) [তৎ—তাহা] শ্রূয়তাম্ (শ্রবণ কর)॥ ১১৯

যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সংগ্রামে (যুদ্ধে) জয়তি (জয় করিবেন), যঃ (যিনি) মে (আমার) দর্পং (দর্প, গর্ব) ব্যপোহতি (চূর্ণ করিবেন), যঃ (যিনি) লোকে (সংসারে) মে (আমার) প্রতি-বলঃ (সমানবল, তুল্যশক্তি) সঃ (তিনি) মে (আমার) ভর্তা (পতি) ভবিষ্যতি (হইবেন)॥ ১২০

অধিপতি এবং নিশুম্ভও তাদৃশ শক্তিশালী। তুমি এই বিষয়ে কিছুই মিথ্যা বল নাই। ১১৭-১১৮

কিন্তু এই বিষয়ে পূর্বে আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা কিরূপে লঙ্ঘন করি? আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। ১১৯

যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার

---

* বামনপুরাণের একোনবিংশ অধ্যায়ে মহিষাসুর-বধের পূর্বে দেবীর উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লিখিত। শুম্ভাসুর দূতমুখে মহালক্ষ্মীর অনুপম কান্তির বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইল। দৈত্যপতি অন্তরীক্ষপথে দেবীর নিকট ময়দানবের পুত্র

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্ণাতু মে লঘু॥ ১২১

দূত উবাচ॥ ১২২

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ১২৩

তৎ (অতএব) অত্র (এখানে) মহাসুরঃ (মহাসুর) শুম্ভঃ (শুম্ভ) বা নিশুম্ভঃ (বা নিশুম্ভ) আগচ্ছতু (আসুক)। মাং (আমাকে) অত্র (এখানে) জিত্বা (পরাজিত করিয়া) লঘু (শীঘ্র) মে (আমার) পাণিং (পাণি) গৃহ্ণাতু (গ্রহণ করুক)। চিরেণ (বিলম্বে) কিং (কি প্রয়োজন)? ১২১ -

দূতঃ (দূত, সুগ্রীব) উবাচ (বলিল)—দেবি (হে দেবি), ত্বম্ (আপনি)

দর্প চূর্ণ করিবেন এবং যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার পতি হইবেন। ১২০

অতএব মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আসুক এবং আমাকে পরাজিত করিয়া শীঘ্র আমার পাণিগ্রহণ করুক। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? ১২১

---

দুন্দুভিকে বার্তাবহরূপে প্রেরণ করিল। দেবীর অভয় পাইয়া দুন্দুভি অম্বর হইতে ভূতলে নামিয়া শুম্ভাসুরের বার্তা দেবীকে নিবেদন করিল। দেবী দূতকে বলিলেন, "মদীয় কুলক্রমাগত একটী ধর্মশুল্ক আছে। শুম্ভাসুর যদি তাহা দেন তবে এই দণ্ডেই আমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিব।" কৌলিক শুল্ক কি তাহা দুন্দুভি জানিতে চাহিলে দেবী কহিলেন, "মদীয় ঊর্ধ্বতন পুরুষেরা আমাদের কুলে এই শুল্কবিধির প্রবর্তন করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মদীয় কুলোৎপন্না রমণীকে রণে জয় করিতে পারিবে সেই তাহার পতি হইবে। শুম্ভাসুর দূতমুখে দেবীর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করে এবং যুদ্ধে দেবী কর্তৃক নিহত হয়।"

অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা॥ ১২৪
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সম্মুখম্॥ ১২৫

অবলিপ্তা ( গর্বিতা ) অসি ( হইয়াছেন )। মম ( আমার ) অগ্রতঃ ( অগ্রে ) এবং ( এইরূপ ) মা ব্রূহি ( বলিবেন না )। ত্রৈলোক্যে ( ত্রিভুবনে ) কঃ ( কোন ) পুমান্ ( পুরুষ ) শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ( শুম্ভ ও নিশুম্ভের ) অগ্রে ( সম্মুখে ) তিষ্ঠেৎ ( দাঁড়াইতে পারে ) ? ১২২-১২৩

অন্যেষাম্ ( অন্যান্য ) দৈত্যানাম্ অপি ( দৈত্যগণেরও ) সম্মুখে ( অগ্রে ) সর্বে ( সকল ) দেবাঃ ( দেবগণ ) যুধি ( যুদ্ধে ) ন বৈ তিষ্ঠন্তি ( দাঁড়াইতে পারে না )। দেবি ( হে দেবি ), ত্বম্ ( আপনি ) একিকা ( একাকিনী ) স্ত্রী ( নারী ) পুনঃ ( আর ) কিং ( কি করিতে পারেন ) ? ১২৪

ইন্দ্র-আদ্যাঃ ( ইন্দ্রাদি ) সকলাঃ ( সকল ) দেবাঃ ( দেবতা ) যেষাং ( যে-সকল ) শুম্ভ-আদীনাং ( শুম্ভাদি [দৈত্যের] সহিত ) সংযুগে ( সংগ্রামে ) ন তস্থুঃ ( দাঁড়াইতে পারেন নাই ) তেষাং ( তাহাদের ) সম্মুখম্ ( সম্মুখে ) [ আপনি ] স্ত্রী ( নারী ) কথং ( কিরূপে ) প্রযাস্যসি ( যাইবেন )॥ ১২৫

দূত সুগ্রীব বলিল—হে দেবি, আপনি অত্যন্ত গর্বিতা হইয়াছেন। আপনি আমার অগ্রে এরূপ কথা আর বলিবেন না। ত্রিভুবনে এমন কোন্ পুরুষ আছে যে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে ? ১২২-১২৩

যুদ্ধে সমস্ত দেবতা একত্রে মিলিত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন না। আপনি একাকিনী নারী তাহাদের আর কি করিতে পারেন ? ১২৪

ইন্দ্রাদি দেবগণ যে শুম্ভপ্রমুখ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে

সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥ ১২৬

দেব্যুবাচ। ১২৭

এবমেতদ্ বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥ ১২৮

ময়া-এব (আমার দ্বারাই) উক্তা (উক্ত হইয়া) সা (সেই) ত্বং (আপনি) শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ (শুম্ভ ও নিশুম্ভের) পার্শ্বং (পার্শ্বে, সমীপে) গচ্ছ (গমন করুন)। কেশ-আকর্ষণ-নির্ধূত-গৌরবা (কেশাকর্ষণ দ্বারা গৌরবহীনা হইয়া) মা গমিষ্যসি (যাইবেন না) ॥ ১২৬

দেবী (মহাদেবী) উবাচ (বলিলেন)—এতৎ (ইহা) এবম্ (এই-রূপই, ঠিকই)। শুম্ভঃ (শুম্ভাসুর) বলী (বলবান) নিশুম্ভঃ চ (এবং নিশুম্ভ) অতি-বীর্যবান্ (অত্যন্ত বলশালী)। [পরং—কিন্তু] কিং (কি) করোমি (করিব) যৎ (যেহেতু) পুরা (পূর্বে) মে (আমার) প্রতিজ্ঞা (দৃঢ় সংকল্প) অনালোচিতা (আলোচনাপূর্বক করি নাই) ॥ ১২৭-১২৮

স্থির থাকিতে পারেন না, আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে তাঁহাদের সম্মুখে যাইবেন ? ১২৫

আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেও আমার পরামর্শানুসারে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সমীপে গমন করুন ; কেশাকর্ষণে অপমানিতা হইয়া যাইবেন না। ১২৬

দেবী বলিলেন—শুম্ভ বলবান এবং নিশুম্ভও অতি বীর্যবান, ইহা সত্যই। কিন্তু কি করিব ? পূর্বে আমি এরূপ বিচার-পূর্বক প্রতিজ্ঞা করি নাই। ১২৭-১২৮

স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ॥ ১২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদো
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সা ( সেই ) ত্বং ( তুমি ) গচ্ছ ( যাও ) যৎ ( যাহা ) তে ( তোমাকে ) ময়া ( আমার দ্বারা ) উক্তম্ ( কথিত হইয়াছে ) এতৎ ( এই ) সর্বম্ ( সকল ) আদৃতঃ ( সাদরে, যত্নপূর্বক ) অসুর-ইন্দ্রায় ( দৈত্যেন্দ্রকে, শুম্ভকে ) আচক্ষ্ব ( বল ) সঃ চ ( এবং সে ) যৎ ( যাহা ) যুক্তং ( সমুচিত ) তৎ ( তাহা ) করোতু ( করুক )॥ ১২৯

তুমি শুম্ভের নিকট যাও। আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহা যত্নপূর্বক দৈত্যেন্দ্রকে বল। সে যাহা সমুচিত বিবেচনা করে, তাহাই করুক। ১২৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমনুর অধিকার-
সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে দেবীর সহিত
শুম্ভদূতের কথোপকথন নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

# উত্তর চরিত্র

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ধ্যান

নাগাধীশ্বরবিষ্টরাং ফণিফণোত্তংসোরুরত্নাবলীং
ভাস্বদ্দেহলতাং দিবাকরনিভাং নেত্রত্রয়োদ্ভাসিতাম্ ।
মালাকুম্ভকপালনীরজকরাং চন্দ্রার্ধচূড়াং পরাং
সর্বজ্ঞেশ্বরভৈরবাঙ্কনিলয়াং পদ্মাবতীং চিন্তয়ে ॥

নাগ-অধীশ্বর-বিষ্টরাং (সর্পরাজ বাসুকি যাঁহার আসন) ফণিফণা-উত্তংস-উরু-রত্ন-আবলীং (সাপের ফণার মণিসমূহ যাঁহার উরুরত্নরাজি-রূপে বিরাজিত) ভাস্বৎ-দেহ লতাং (যাঁহার দেহরূপ লতিকা জ্যোতির্ময়) দিবাকর-নিভাং (রবিতুল্য রক্তবর্ণা) নেত্রত্রয়-উদ্ভাসিতাম্ (ত্রিনয়ন-শোভিতা) মালা-কুম্ভ-কপাল-নীরজ-করাং ([চারিহস্তে] অক্ষমালা, কমণ্ডলু, নরমুণ্ড ও কমল-ধারিণী) চন্দ্র-অর্ধ-চূড়াং (অর্ধচন্দ্র যাঁহার চূড়ারূপে নিবদ্ধ) সর্বজ্ঞ-ঈশ্বর-ভৈরব-অঙ্ক-নিলয়াং (জ্ঞানেশ্বর শিবের ক্রোড়ে শায়িতা) পরাং (শ্রেষ্ঠা) পদ্মাবতীং (পদ্মাবতী দেবীকে) চিন্তয়ে (চিন্তা করি) ॥

বাসুকি যাঁহার আসন, সর্পফণার মণিরাজি যাঁহার উরুরত্ন-রূপে বিরাজিত, যাঁহার দেহ-লতিকা জ্যোতির্ময় ও অর্ধচন্দ্র যাঁহার চূড়ারূপে শোভিত এবং যিনি রবিতুল্য রক্তবর্ণা, ত্রিলোচনা এবং চারি হস্তে অক্ষমালা, কমণ্ডলু, নরমুণ্ড ও পদ্ম-ধারিণী এবং যিনি জ্ঞানেশ্বর মহাদেবের ক্রোড়ে শায়িতা সেই শ্রেষ্ঠা দেবী পদ্মাবতীকে আমি চিন্তা করি ।

# উত্তর চরিত্র

## ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচনবধ

ঋষিরুবাচ। ১

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ২
তস্য দূতস্য তদ্‌বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—সঃ ( সেই ), দূতঃ ( দূত ) দেব্যাঃ ( দেবীর ) ইতি ( এইরূপ ) বচঃ ( বাক্য ) আকর্ণ্য ( শুনিয়া ) অমর্ষ-পূরিতঃ ( ক্রোধপূর্ণ হইয়া ) সমাগম্য ( [ স্বস্থানে ] আসিয়া ) বিস্তরাৎ ( বিস্তৃতভাবে ) দৈত্য-রাজায় ( দৈত্যরাজকে, শুম্ভকে ) সমাচষ্ট ( নিবেদন করিল )—। ১-২

ততঃ ( অনন্তর ) অসুর-রাট্ ( অসুররাজ, শুম্ভ ) তস্য ( সেই ) দূতস্য ( দূতের ) তৎ-বাক্যম্ ( সেই কথা ) আকর্ণ্য ( শুনিয়া ) স-ক্রোধঃ ( ক্রোধের সহিত ) দৈত্যানাম্ ( দৈত্যদিগের ) অধিপং ( অধিপতি, সেনাপতি ) ধূম্রলোচনম্ ( ধূম্রলোচনকে ) প্রাহ ( বলিল )— ॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—অম্বিকা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া সেই দূত অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বস্থানে আগমনপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত দৈত্যরাজ শুম্ভকে নিবেদন করিল। ১-২

হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্ দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥ ৪
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব এব বা ॥ ৫

হে ধূম্রলোচন ( হে সেনাপতি, হে ধূম্রলোচন ) ত্বম্ ( তুমি ) আশু ( শীঘ্র ) স্ব-সৈন্য-পরিবারিতঃ ( নিজ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ) তাম্ ( সেই ) দুষ্টাং ( দুষ্টাকে, দুর্বচনাকে ) বলাৎ ( বলপূর্বক ) কেশ-আকর্ষণ-বিহ্বলাম্ ( কেশাকর্ষণে বিহ্বলা [ আকুলা ] করিয়া ) আনয় ( আনয়ন কর ) ॥ ৪

যদি ( যদি ) তৎ-পরিত্রাণ-দঃ ( তাঁহার রক্ষার্থী ) কঃ-চিৎ ( কোন ) অমরঃ অপি ( দেবতা ) বা যক্ষঃ ( বা [ কুবেরাদি ] যক্ষ ) বা গন্ধর্বঃ ( বা [ তুম্বুরু প্রভৃতি ] গন্ধর্ব ) বা অপরঃ ( বা অপর কেহ ) উত্তিষ্ঠতে ( উদ্যত হয় ) সঃ এব ( তাহাকেও ) হন্তব্যঃ ( বধ করিবে ) ॥ ৫

তখন অসুররাজ শুম্ভ সেই দূতের নিকট সকল কথা শ্রবণে কুপিত হইয়া দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচনকে আজ্ঞা করিল—। ৩

হে সেনাপতি ধূম্রলোচন, শীঘ্র তুমি স্বীয়সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দুষ্টাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বলা করিয়া এখানে আনয়ন কর। ৪

যদি তাহাকে রক্ষা করিতে কোন দেবতা, কুবেরাদি যক্ষ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব বা অপর কেহ উদ্যত হয়, তাহাকেও অবশ্য বধ করিবে। ৫

ঋষিরুবাচ। ৬

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ঠ্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ॥ ৭
স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ৮
ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥ ৯

ঋষিঃ ( [মেধা] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—ততঃ (অনন্তর) সঃ ( সেই ) দৈত্যঃ ( অসুর ) ধূম্রলোচনঃ ( ধূম্রলোচন ) তেন ( তাহার দ্বারা, শুম্ভ কর্তৃক ) আজ্ঞপ্তঃ ( আজ্ঞাপ্রাপ্ত, আদিষ্ট ) [ সন্—হইয়া ] শীঘ্রম্ ( তখনই ) অসুরাণাং ( অসুরদিগের ) সহস্রাণাম্ ষষ্ঠ্যা ( ষাট হাজার কর্তৃক ) বৃতঃ ( বেষ্টিত হইয়া ) দ্রুতং ( দ্রুতবেগে, সত্বর ) যযৌ ( গমন করিল ) ॥৬-৭

ততঃ ( অনন্তর ) সঃ ( সে, ধূম্রলোচন ) তাং ( সেই ) তুহিন-অচল-সংস্থিতাম্ ( হিমাচলে অবস্থিতা ) দেবীং ( দেবীকে ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ) উচ্চৈঃ ( উচ্চৈঃস্বরে ) জগাদ ( বলিল )—শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ( শুম্ভ ও নিশুম্ভের ) মূলং ( সমীপে ) প্রযাহি ইতি ( গমন করুন ) ॥ ৮

চেৎ ( যদি ) অদ্য ( আজ ) ভবতী ( আপনি ) প্রীত্যা ( প্রীতিপূর্বক ) মৎ-ভর্তারম্ ( আমার ভর্তার [ পালকের, প্রভুর ] নিকট ) ন উপ-এষ্যতি

মেধা ঋষি কহিলেন—অনন্তর সেনানায়ক ধূম্রলোচন শুম্ভের আদেশে সেইক্ষণেই ষাট হাজার অসুর কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিল। ৬-৭

অনন্তর দৈত্য ধূম্রলোচন হিমাচলে আসীনা সেই অম্বিকা দেবীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে[১] বলিল—আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট গমন করুন। ৭

১ অনুনয়ের অভাব ধ্বনিত।—গুপ্তবতী

দেব্যুবাচ। ১০

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্॥ ১১

ঋষিরুবাচ। ১২

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ॥ ১৩

( গমন করেন না ) ততঃ ( তাহা হইলে ) এষঃ ( ইনি, আমি ) বলাৎ ( বলপূর্বক ) কেশ-আকর্ষণ-বিহ্বলাম্ ( কেশাকর্ষণে বিহ্বলা [ বিবশ ] করিয়া ) [ ত্বাম্—আপনাকে ] নয়ামি ( লইয়া যাইব )॥ ৯

দেবী ( জগদম্বা ) উবাচ ( বলিলেন)—দৈত্য-ঈশ্বরেণ ( দৈত্যরাজ দ্বারা, শুম্ভ কর্তৃক ) প্রহিতঃ ( প্রেরিত ), বল-সংবৃত ( সৈন্য-বেষ্টিত ), বলবান্ ( ও শক্তিশালী ) [ ত্বম্ যদি—তুমি যদি ] এবং ( এই প্রকারে ) বলাৎ ( বলপূর্বক ) মাম্ ( আমাকে ) নয়সি ( লইয়া যাও ) ততঃ ( তবে ) অহম্ ( আমি ) তে ( তোমার ) কিং ( কি ) করোমি ( করিতে পারি )॥ ১০-১১

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—সঃ ( সেই ) অসুরঃ (দৈত্য) ধূম্রলোচনঃ ( ধূম্রলোচন ) ইতি উক্তঃ ( [ দেবীকর্তৃক ] এইরূপ কথিত হইয়া ) তাম্ ( তাঁহার, দেবীর ) অভি-অধাবৎ ( অভিমুখে ধাবিত

আজ যদি আপনি প্রীতির সহিত আমার প্রভু শুম্ভের নিকট গমন না করেন, তাহা হইলে আমিই আপনাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া লইয়া যাইব। ৯

চণ্ডী দেবী বলিলেন—তুমি দৈত্যরাজ শুম্ভ কর্তৃক প্রেরিত, সৈন্যপরিবৃত ও বলবান। তুমি যদি আমাকে এইরূপে বলপূর্বক লইয়া যাও, আমি তোমার কি করিতে পারি? ১০-১১

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্ ।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ১৪
ততো ধূতশটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্ ।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স বাহনঃ ॥ ১৫

হইল)। ততঃ (তখন) সা (সেই) অম্বিকা (অম্বিকা দেবী) তং (তাহাকে, ধূম্রলোচনকে) হুঙ্কারেণ এব (হুঙ্কারের দ্বারাই) ভস্ম (ভস্মীভূত) চকার (করিলেন) ॥ ১২-১৩

অথ (অনন্তর) অসুরাণাং (অসুরদিগের) মহাসৈন্যম্ (বিশাল সৈন্য) ক্রুদ্ধম্ (ক্রোধযুক্ত হইয়া) অম্বিকাম্ (অম্বিকার প্রতি) তীক্ষ্ণৈঃ (তীক্ষ্ণধার) সায়কৈঃ (বাণসমূহ) তথা (এবং) শক্তি-পরশ্বধৈঃ (শল্য ও কুঠারসকল) তথা (সেইরূপ) ববর্ষ (বর্ষণ করিতে লাগিল) ॥ ১৪

ততঃ (তখন) দেব্যাঃ (দেবীর) সঃ (সেই) বাহনঃ (বাহন) সিংহঃ (সিংহ) কোপাৎ (কোপে, ক্রোধে) ধূত-শটঃ * (কম্পিত-কেশর হইয়া) সু-ভৈরবম্ (অতি ভীষণ) নাদং (গর্জন) কৃত্বা (করিয়া) অসুর-সেনায়াং (দৈত্যসেনার মধ্যে) পপাত (পতিত হইল) ॥ ১৫

মেধা ঋষি বলিলেন—দেবীর এই কথা শুনিয়া সেই দৈত্য ধূম্রলোচন তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইবামাত্র অম্বিকা দেবী হুঙ্কারের দ্বারাই তাহাকে ভস্মীভূত[১] করিলেন। ১২-১৩

অনন্তর অসুরসৈন্যসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া জগদম্বার প্রতি তীক্ষ্ণ শর, শল্য ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৪

তখন দেবীর বাহন সেই সিংহ ক্রোধে কম্পিত-কেশর হইয়া ভীষণ গর্জনপূর্বক অসুরসেনাসমূহের মধ্যে লম্ফপ্রদান করিয়া পতিত হইল। ১৫

---

* 'সটঃ' বানানও শুদ্ধ। ১ দেবীর ক্রোধানলে ধূম্রলোচন দগ্ধ হইল।

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান স মহাসুরান্* ॥ ১৬
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী †।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥ ১৭

সঃ ( সে, সিংহ ) কান্-চিৎ ( কতকগুলি ) দৈত্যান্ ( দৈত্যকে ) কর-প্রহারেণ ( চপেটাঘাতের দ্বারা ) অপরান্ চ ( এবং অপর কতকগুলিকে ) আস্যেন ( মুখের দ্বারা, দংশনের দ্বারা ) চ ( এবং ) অন্যান্ ( অন্যান্য ) মহাসুরান্ ( মহাসুরগণকে ) অধরেণ ( মুখের নিম্নভাগ দ্বারা ) আক্রান্ত্যা ( আক্রমণের দ্বারা ) জঘান ( বিনাশ করিল ) ॥ ১৬

কেশরী ( সিংহ ) নখৈঃ ( নখসকল দ্বারা ) কেষাম্ চিৎ ( কাহাদের বা ) কোষ্ঠানি ( উদরাভ্যন্তরসকল ) পাটয়ামাস ( বিদীর্ণ করিল ) তথা ( এবং ) তল-প্রহারেণ ( করতলের আঘাতে ) শিরাংসি ( মস্তকসকল ) পৃথক্ ( বিচ্ছিন্ন ) কৃতবান্ ( করিল ) ॥ ১৭

দেবীর বাহন সিংহ কতকগুলি দৈত্যকে করাঘাতে, অপর কতকগুলিকে দংশন দ্বারা এবং অন্যান্য মহাসুরদিগকে অধরদেশ দ্বারা আক্রমণপূর্বক বিনাশ করিল। ১৬

সিংহ নখের দ্বারা অনেক অসুরের উদর-মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিল এবং করতলপ্রহারে অনেক মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। ১৭

---

* সুমহাসুরান্ ইতি বা।　　† 'কেসরী'—ইহাও শুদ্ধ।

বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূতকেশরঃ॥ ১৮
ক্ষণেন তদ্‌বলং সর্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা॥ ১৯
শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং * কৃৎস্নং দেবীকেশরীণা ততঃ॥ ২০

তথা ( এবং ) তেন ( তাহার দ্বারা, সিংহের দ্বারা ) অপরে ( অনেক [ অসুর ] ) বিচ্ছিন্ন-বাহু-শিরসঃ ( ছিন্ন-বাহু ও ছিন্ন-মস্তক ) কৃতাঃ ( হইল ) চ ( এবং ) ধূত-কেশরঃ ( কম্পিত-কেশর, সিংহ ) অন্যেষাং ( অন্য কাহাদের বা ) কোষ্ঠাৎ ( উদর হইতে ) রুধিরং ( রক্ত ) পপৌ ( পান করিল )॥ ১৮

দেব্যাঃ ( দেবীর ) বাহনেন ( বাহন ) অতিকোপিনা ( অতি কুপিত ) তেন ( সেই ) কেশরিণা ( কেশরী দ্বারা, সিংহ কর্তৃক ) মহাত্মনা ( মহোৎসাহে ) † সর্বং ( সমগ্র ) তদ্-বলং ( সেই [ দৈত্য- ] সৈন্য ) ক্ষণেন ( মুহূর্তকাল মধ্যে ) ক্ষয়ং ( ক্ষয়, বিনাশ ) নীতং ( প্রাপ্ত হইল )॥ ১৯

তম্ ( সেই ) অসুরং ( দৈত্য ) ধূম্রলোচনম্ ( ধূম্রলোচন ) দেব্যা ( দেবী কর্তৃক ) নিহতং ( নিহত ) ততঃ চ ( এবং তারপর ) দেবী-

সেই সিংহ অনেক দৈত্যের বাহু ও মস্তক ছিন্ন করিল এবং কম্পিতকেশরে কাহারও বা উদর হইতে রক্ত পান করিল। ১৮

দেবীর বাহন অতিক্রুদ্ধ সেই সিংহ মহোৎসাহে মুহূর্তমধ্যে সমগ্র দৈত্য-সৈন্য ধ্বংস করিল। ১৯

---

* ক্ষপিতং ইতি অন্যঃ পাঠঃ। † চতুর্ধরীমতে

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥ ২১
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ* পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছতং গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥ ২২
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্ ॥ ২৩

কেশরিণা ( দেবীর [ বাহন ] সিংহ দ্বারা ) কৃৎস্নং ( সমগ্র ) বলং সৈন্যবল ) ক্ষয়িতং ( ক্ষয়প্রাপ্ত, বিনষ্ট হইয়াছে ) শ্রুত্বা ( শুনিয়া ) দৈত্য-অধিপতিঃ ( দৈত্যরাজ ) শুম্ভঃ ( শুম্ভ ) চুকোপ ( ক্রুদ্ধ হইল ) চ ( এবং ) প্রস্ফুরিত-অধরঃ ( কম্পিতোষ্ঠ হইয়া ) তৌ ( সেই, পূর্বোক্ত ) মহা-অসুরৌ ( মহাদৈত্যদ্বয় ) চণ্ড-মুণ্ডৌ ( চণ্ড ও মুণ্ডকে ) আজ্ঞাপয়ামাস ( আজ্ঞা করিল )— ॥ ২০-২১

হে চণ্ড ( হে চণ্ড ), হে মুণ্ড (হে মুণ্ড), [ যুবাম্—তোমরা উভয়ে ] বহুলৈঃ ( অসংখ্য ) বলৈঃ ( সৈন্য দ্বারা ) পরিবারিতৌ ( পরিবেষ্টিত হইয়া ) তত্র

দৈত্যনায়ক ধূম্রলোচন দেবী কর্তৃক নিহত এবং দেবীর বাহন সিংহ কর্তৃক সমগ্র দৈত্যসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং কম্পিতাধরে পূর্বোক্ত চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাসুরদ্বয়কে আদেশ করিল—। ২০-২১

হে চণ্ড, হে মুণ্ড, তোমরা উভয়ে বহুসৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া দেবীর নিকট গমন কর এবং যাইয়া কেশাকর্ষণ বা বন্ধন করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। আর

---

* বহুভিঃ ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্॥ ২৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভসেনানীধূম্র-
লোচনবধো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

( তথায় ) গচ্ছত ( যাও ), গত্বা চ ( এবং যাইয়া ) কেশেষু ( কেশে ধরিয়া ) আকৃষ্য ( আকর্ষণ করিয়া, টানিয়া ) বদ্ধ্বা বা ( বা বন্ধন করিয়া ) লঘু ( শীঘ্র ) সা ( তাঁহাকে, দেবীকে ) সমানীয়তাং ( আনয়ন কর )। যদি বঃ ( যদি তোমাদের ) সংশয়ঃ ( সন্দেহ ) [ হয় ] তদা ( তবে ) অশেষ-আয়ুধৈঃ ( বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের [ আঘাত ] দ্বারা ) যুধি ( যুদ্ধে ) সর্বৈঃ ( সকল ) অসুরৈঃ ( অসুরসৈন্য একত্রে ) [ দেবীং = দেবীকে ] বিনিহন্যতাম্ ( বধ করিবে, মৃতপ্রায় করিবে ) ॥ ২২-২৩

তস্যাং ( সেই ) দুষ্টায়াং ( দুষ্টা, অম্বিকা ) হতায়াং ( হতপ্রায়, আহত হইলে ) সিংহে চ ( এবং সিংহ ) বিনিপাতিতে ( বিনষ্ট হইলে ) অথ ( অনন্তর ) তাম্ ( সেই ) অম্বিকাম্ ( অম্বিকাকে ) বদ্ধ্বা ( বন্ধন করিয়া ) গৃহীত্বা ( লইয়া ) শীঘ্রং ( সত্বর ) আগম্যতাং ( আসিবে ) ॥ ২৪

যদি এই বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ হয় তবে সমস্ত সৈন্য একযোগে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে যুদ্ধে তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিবে। ২২-২৩

সেই দুষ্টা অম্বিকা অস্ত্রাঘাতে আহতা ও সিংহ নিহত হইলে অম্বিকাকে বন্ধনপূর্বক সত্বর এখানে আনয়ন কর। ২৪

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকার-
সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে শুম্ভনিশুম্ভসেনানী-
ধূম্রলোচনবধ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

# উত্তর চরিত্র

## সপ্তম অধ্যায়

## ধ্যান

ধ্যায়েয়ং রত্নপীঠে শুককলপঠিতং শৃণ্বতীং শ্যামলাঙ্গীং
ন্যস্তৈকাঙ্‌ঘ্রিং সরোজে শশিশকলধরাং বল্লকীং
বাদয়ন্তীম্।
কহ্লারাবদ্ধমালাং নিয়মিতবিলসচ্চুড়িকাং রক্তবস্ত্রাং
মাতঙ্গীং শঙ্খপাত্রাং মধুরমধুমদাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্॥

রত্ন-পীঠে ( রত্নময় বেদীতে ) শুক-কল-পঠিতং ( শুকপাখীর কল-রবের ধ্বনি ) শৃণ্বতীং ( শ্রবণকারিণী ) শ্যামল-অঙ্গীং ( ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ অবয়বযুক্তা ) সরঃ-জে ( কমলোপরি ) ন্যস্ত-এক-অঙ্‌ঘ্রিং ( যাঁহার একটী পদ অবস্থিত ) শশি-শকল-ধরাং ( ললাটে চন্দ্রকলাধারিণী ) বল্লকীং ( বীণা ) বাদয়ন্তীম্ ( বাদিনী ) কহ্লার-আবদ্ধ-মালাং ( কহ্লার নামক জলজ পুষ্পের মালা-পরিহিতা ) নিয়মিত-বিলসৎ-চূড়িকাং ( সুচারুরূপে গ্রথিত চূড়িকাশোভিতা ) রক্ত-বস্ত্রাং ( ঘনলালবর্ণ বস্ত্র-পরিহিতা ) শঙ্খ-পাত্রাং ( শঙ্খরূপ পাত্রধারিণী ) মধুর-মধু-মদাং ( সুমিষ্ট অমৃত-পানে উন্মত্তা ) চিত্রক-উদ্‌ভাসি-ভালাং ( যাঁহার কপাল চিত্রবিশেষ দ্বারা বিচিত্রিত ) মাতঙ্গীং ( মাতঙ্গী দেবীকে ) [ অহং = আমি ] ধ্যায়েয়ং ( ধ্যান করি ) ॥

যিনি রত্নময় বেদীতে অধিষ্ঠিতা ও শুকপাখীর কলরবশ্রবণে নিমগ্না, যাঁহার একপদ কমলোপরি প্রতিষ্ঠিত, যিনি শশিশেখরা, বীণাবাদিনী ও কহ্লার-পুষ্পের মালাধারিণী, যিনি রক্তবস্ত্র-পরিহিতা, শঙ্খ-পাত্রধারিণী ও সুমিষ্ট অমৃতপানে উন্মত্তা, যাঁহার হস্তে চূড়িকা সুষ্ঠুরূপে শোভিতা এবং যাঁহার কপাল চিত্রবিশেষ দ্বারা উদ্ভাসিত, সেই শ্যামলাঙ্গী মাতঙ্গী দেবীকে আমি ধ্যান করি।

# উত্তর চরিত্র

## সপ্তম অধ্যায়—চণ্ডমুণ্ডবধ

ঋষিরুবাচ। ১

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ॥ ২
দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্র-শৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে॥ ৩

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—ততঃ ( তখন ) আজ্ঞপ্তাঃ ( আদিষ্ট ) [ সন্তঃ = হইয়া ] চণ্ড-মুণ্ড-পুরোগমাঃ ( চণ্ড ও মুণ্ড পুরঃসর ) তে ( সেই ) দৈত্যাঃ ( দৈত্যগণ ) চতুঃ-অঙ্গ-বল-উপেতাঃ ( চতুরঙ্গ [ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ] সৈন্যযুক্ত ) অভি-উদ্যত-আয়ুধাঃ ( উদ্যতাস্ত্র হইয়া ) যযুঃ ( যাত্রা করিল )॥ ১-২

ততঃ ( তখন ) তে ( তাহারা ) দেবীম্ ( দেবীকে ) কাঞ্চনে ( কাঞ্চন-বর্ণ, সুবর্ণময় ) মহতি ( মহাবিপুল ) শৈল-ইন্দ্র-শৃঙ্গে ( পর্বতরাজ-শৃঙ্গে, হিমালয়শিখরে ) সিংহস্য-উপরি ( সিংহের উপর ) ব্যবস্থিতাম্ ( সমাসীনা ) ঈষৎ-হাসাং ( মৃদু-হাস্যযুক্তা ) দদৃশুঃ ( দেখিল )॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—তখন শুম্ভের আদেশে চণ্ডমুণ্ডপ্রমুখ দৈত্যগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সৈন্যবলসহ বিবিধ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। ১-২

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥ ৪
ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ॥ ৫

তে ( তাহারা, চণ্ডমুণ্ডাদি ) তাং ( তাঁহাকে, দেবীকে ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ) উদ্যতাঃ ( উদ্যত, উৎসাহিত ) [ সন্তঃ—হইয়া ] [ তাং—তাহাকে ] সমাদাতুম্ ( ধরিবার জন্য ) উদ্যমং ( উদ্যম, চেষ্টা ) চক্রুঃ ( করিল )। তথা ( এবং ) অন্যে ( অপর কেহ কেহ ) আকৃষ্ট-চাপ-অসি-ধরাঃ [ সন্তঃ ] ( আকৃষ্ট-ধনু ও খড়্গাধারী হইয়া ) তৎ-সমীপ-গাঃ ( তাঁহার নিকটস্থ ) [ অভবন্—হইল ] ॥ ৪

ততঃ ( তখন ) অম্বিকা ( অম্বিকা দেবী ) তান্ ( সেই সকল ) অরীন্ প্রতি ( শত্রু- [ দৈত্য ] গণের প্রতি ) উচ্চৈঃ ( অত্যন্ত ) কোপং ( ক্রোধ ) চকার ( করিলেন )। তদা ( তখন ) কোপেন চ ( কোপের দ্বারা ) অস্যাঃ ( তাঁহার ) বদনং ( মুখমণ্ডল ) মসী-বর্ণম্ ( কৃষ্ণবর্ণ ) অভূৎ ( হইল ) ॥ ৫

অনন্তর সেই দৈত্যগণ সুবর্ণপ্রভা বিপুল হিমাচল-শৃঙ্গে সিংহের উপর সমাসীনা ও ঈষৎহাস্যবদনা অম্বিকাকে দর্শন করিল। ৩

তাহারা দেবীকে দর্শন করিবামাত্র উৎসাহিত হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইল এবং অপর কেহ কেহ ধনুর্গুণ আকর্ষণ ও খড়্গ উত্তোলন করিয়া দেবীর নিকটবর্তী হইল। ৪

তখন অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন এবং ভীষণ ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল। ৫

ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্‌দ্রুতম্‌ ।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥ ৬
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥ ৭
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা ॥ ৮

তস্যাঃ ( তাঁহার, দেবীর ) ভ্রুকুটী-কুটিলাৎ ( ভ্রুকুটী দ্বারা ভয়ঙ্কর ) ললাট-ফলকাৎ ( ললাটদেশ হইতে ) দ্রুতম্‌ ( শীঘ্র ) অসিপাশিনী ( খড়্গ ও পাশ-ধারিণী ) করাল-বদনা ( ভীষণাননা ) কালী ( চামুণ্ডা দেবী ) বিনিষ্ক্রান্তা ( বহির্গতা হইলেন ) ॥ ৬

বিচিত্র-খট্বাঙ্গ-ধরা ( বিবিধনরকঙ্কালধারিণী ) নর-মালা-বিভূষণা ( নরমুণ্ডের মালাশোভিতা ) দ্বীপি-চর্ম-পরীধানা ( ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা ) শুষ্ক-মাংসা ( শুষ্কমাংসময়দেহযুক্তা, অস্থিচর্মময়-দেহা ) অতিভৈরবা

তখন দেবীর ভ্রুকুটী-কুটিল ললাটদেশ হইতে শীঘ্র খড়্গধরা ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালী বিনিঃসৃতা হইলেন। ৬ [ চণ্ডাদি অসুরগণ অতি তমোগুণী বলিয়া তাহাদের বিনাশার্থ তামসী দেবীর আবির্ভাব হইল। ]

অম্বিকার ললাটোদ্ভূতা সেই চামুণ্ডা[১] দেবী বিচিত্রনর-কঙ্কালধারিণী, নরমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিহিতা, অস্থিচর্মমাত্র-দেহা, অতিভীষণা, বিশাল-বদনা, লোলজিহ্বায় ভয়প্রদা,

১ শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজায় অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ-সময়ে সন্ধিপূজা হয়। উক্ত সময় চামুণ্ডা দেবীর পূজা হয়। সন্ধিকাল ৪৮ মিনিট মাত্র স্থায়ী। কার্তিক মাসে দীপান্বিতা অমাবস্যা রাত্রিতে যে কালীপূজা হয়, তাহা চামুণ্ডারই পূজা।

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্ ॥ ৯
পার্ষ্ণিগ্রাহঙ্কুশ-গ্রাহি-যোধ-ঘণ্টা-সমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥ ১০

( অতিভীষণা ) অতি-বিস্তার-বদনা ( অতিবিশালবদনা ) জিহ্বাললন-ভীষণা ( জিহ্বাসঞ্চালনহেতু ভয়ঙ্করা ) নিমগ্ন-আরক্ত-নয়না ( কোটরগত-রক্তবর্ণ-চক্ষুত্রয়বিশিষ্টা ) নাদ-আপূরিত-দিক্-মুখা ( [ হুঙ্কার ] শব্দের দ্বারা [ দশ ] দিক্ পূর্ণকারিণী ) সা ( তিনি, অম্বিকাললাটোদ্ভূতা চামুণ্ডা ) বেগেন ( সবেগে ) সুর-অরীণাম্ ( দেবশত্রুগণের, দৈত্যগণের ) সৈন্যে ( সৈন্যমধ্যে ) অভিপতিতা ( ধাবিতা হইয়া ) তত্র ( তথায় ) মহাসুরান্ ( প্রধান অসুরগণকে ) ঘাতয়ন্তী ( বিনাশ করিতে করিতে ) তদ্-বলম্ ( সেই সৈন্যগণকে ) অভক্ষয়ত ( ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ) ॥ ৭-৯

[ সা দেবী—সেই চামুণ্ডা ] পার্ষ্ণিগ্রাহ-অঙ্কুশগ্রাহি-যোধ-ঘণ্টা-সমন্বিতান্ ( [ গজের পশ্চাদ্ভাগস্থ ] পৃষ্ঠরক্ষক, [ পুরোভাগস্থ ] মহামাত্র ও [ মধ্যভাগস্থ ] বীর এবং [ গল ] ঘণ্টাদিসংযুক্ত ) বারণান্ ( হস্তি-সকলকে ) এক-হস্তেন ( একহস্তে ) সমাদায় ( লইয়া ) মুখে ( মুখমধ্যে ) চিক্ষেপ ( নিক্ষেপ করিলেন ) ॥ ১০

কোটরগত-আরক্ত-চক্ষুবিশিষ্টা, এবং বিকট শব্দে দিঙ্মণ্ডল-পূর্ণকারিণী। তিনি সবেগে অসুরসেনার মধ্যে ধাবিতা হইয়া প্রধান অসুরগণকে বিনাশ করিতে করিতে সৈন্যসমূহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭-৯

পৃষ্ঠরক্ষক, মহামাত্র ( মাহুত ), ( গজারূঢ় ) বীর ও গলঘণ্টাদি-সংযুক্ত হস্তিসকলকে একহস্তে লইয়া চামুণ্ডা মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১০

তথৈব যোধং তুরগৈঃ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ১১
একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥ ১২
তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি ॥ ১৩

তথা এব (এবং সেইরূপেই) তুরগৈঃ (অশ্বগণের সহিত) যোধং (যোদ্ধাকে) সারথিনা সহ (সারথির সহিত) রথং (রথকে) বক্ত্রে (মুখে) নিক্ষিপ্য (নিক্ষেপ করিয়া) দশনৈঃ (দন্তসমূহ দ্বারা) অতি-ভৈরবম্ (অতি ভীষণভাবে) চর্বয়তি [ স্ম ] (চর্বণ করিতে লাগিলেন) ॥ ১১

একং (একটিকে, কাহাকে) কেশেষু (কেশে, চুলে) অথ (আবার) অপরম্ চ (অপর কাহাকেও) গ্রীবায়াম্ (গ্রীবাভাগে, ঘাড়ে) জগ্রাহ (ধরিলেন)। অন্যম্ চ এব (এবং অন্য কাহাকেও বা) পাদেন (চরণ দ্বারা) আক্রম্য (আক্রমণ করিয়া) অন্যম্ (অন্যকে) উরসা (বক্ষস্থল দ্বারা) অপোথয়ৎ (মর্দিত করিলেন) ॥ ১২

তৈঃ (সেই) অসুরৈঃ (অসুরগণ কর্তৃক) মুক্তানি (মুক্ত, নিক্ষিপ্ত) শস্ত্রাণি (খড়্গাদি) তথা (এবং) মহাস্ত্রাণি ([ আগ্নেয় ও বায়ব্যাদি ]

এইরূপে চামুণ্ডা অশ্বের সহিত অশ্বারোহী যোদ্ধাকে এবং সারথির সহিত রথকে বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দন্তসমূহ দ্বারা অতি ভীষণরূপে চর্বণ করিতে লাগিলেন।

তিনি কাহাকে কেশে, আবার অপর কাহাকেও গ্রীবা-দেশে ধরিলেন। কাহাকেও বা পদদলিত এবং অন্য কাহাকেও বা বক্ষঃস্থল দ্বারা মর্দিত করিলেন। ১২

বলিনাং তদ্‌বলং সর্বমস্থুরাণাং মহাত্মনাম্ * ।
মমর্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তদা † ॥ ১৪
অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ ।
জগ্মুর্বিনাশমস্থুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথাঃ ॥ ১৫

মহাস্ত্র ) মুখেন ( মুখে ) জগ্রাহ ( ধরিলেন ) রুষা চ ( এবং রোষে, ক্রোধে ) দশনৈঃ অপি ( দন্তসকল দ্বারাই ) মথিতানি ( চর্বিত, চূর্ণ করিলেন ) । ১৩

বলিনাং ( বলবান ) মহাত্মনাম্ ( মহাকায়, মহাদেহ ) অসুরাণাং ( অসুরদিগের ) তৎ ( সেই ) সর্বম্ (সমস্ত ) বলং ( সৈন্যকে ) তদা ( তখন ) মমর্দ ( মর্দন, পেষণ করিলেন ) । অন্যান্ চ ( এবং অন্য কতকগুলিকে ) অভক্ষয়ৎ ( ভক্ষণ করিলেন ) অন্যান্ চ ( ও অন্যসকলকে ) অতাড়য়ৎ ( বিতাড়িত করিলেন ) ॥ ১৪

কেচিৎ ( কেহ কেহ ) অসিনা ( অসির দ্বারা, খড়্গাঘাতে ) নিহতাঃ ( নিহত হইল ) । কেচিৎ ( কেহ কেহ ) খট্বাঙ্গ-তাড়িতাঃ ( অসুরের কঙ্কাল দ্বারা তাড়িত হইল ) । তথা ( এবং ) অসুরাঃ ( অসুরগণ ) দন্ত-অগ্র-অভিহতাঃ ( দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা আহত হইয়া ) বিনাশম্ ( বিনাশ ) জগ্মুঃ ( প্রাপ্ত হইল ) ॥ ১৫

সেই অসুরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত আগ্নেয় ও বায়ব্যাদি অস্ত্রশস্ত্রসমূহ মুখে ধরিয়া চামুণ্ডা ক্রোধে দন্ত দ্বারা চর্বিত করিলেন । ১৩

বলবান মহাকায় অসুরদিগের সেই সমস্ত সৈন্যের কতকাংশ মর্দন, কতকাংশ ভক্ষণ এবং অবশিষ্টগুলিকে নিদারুণভাবে তিনি আঘাত করিলেন । ১৪

---

* দুরাত্মনাম্ ইতি বা পাঠঃ । † তথা ইতি পাঠান্তরম্ ।

ক্ষণেন তদ্‌বলং সর্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্॥ ১৬
শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ॥ ১৭

ক্ষণেন (ক্ষণ [কাল] মধ্যে) অসুরাণাং (অসুরদিগের) সর্বম্ (সমস্ত) তৎ-বলং (সেই সৈন্য) নিপাতিতম্ (নিহত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) চণ্ডঃ (চণ্ডনামক অসুর-নায়ক) তাম্ (সেই) অতিভীষণাম্ (অতিভয়ঙ্করী) কালীম্ (কালীর দিকে, চামুণ্ডার দিকে) অভিদুদ্রাব (ধাবিত হইল)॥ ১৬

মহাসুরঃ (মহাসুর, চণ্ড) মহাভীমৈঃ (অতি ভীষণ) শর-বর্ষৈঃ বাণবর্ষণ দ্বারা) মুণ্ডঃ চ (এবং মুণ্ড) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) ক্ষিপ্তৈঃ (নিক্ষিপ্ত) চক্রৈঃ (চক্রাস্ত্র দ্বারা) তাং (সেই) ভীম-অক্ষীং (ভীষণ নয়না-[চামুণ্ডা-]কে) ছাদয়ামাস (আচ্ছন্ন করিল)॥ ১৭

কোন কোন অসুর খড়্গাঘাতে নিহত হইল। কেহ খট্বাঙ্গের[১] প্রহারে এবং কেহ বা দন্তাগ্রের আঘাতে বিনষ্ট হইল। ১৫

অসুরগণের সেই সমস্ত সৈন্য মুহূর্তমধ্যে নিহত হইল দেখিয়া অসুরসেনাপতি চণ্ড সেই অতি ভয়ঙ্করা চামুণ্ডার অভিমুখে ধাবিত হইল। ১৬

চণ্ড ভীষণ শরবর্ষণ দ্বারা এবং মুণ্ড সহস্র সহস্র চক্রাস্ত্র-নিক্ষেপ দ্বারা সেই ভীমনেত্রা চামুণ্ডাকে আচ্ছন্ন করিল। ১৭

---

১ (ক) খট্বা—পিতৃ-ভূমিষ্ঠা শ্মশানসিদ্ধিলব্ধিদা দেবতা, অঙ্গ—তদ্দত্ত আয়ুধ; উহা অপ্রতিহতশক্তিক ও অসাধ্যসাধক।
(খ) খট্বা—অসুরের শরীর-পঞ্জর, তদাখ্য অঙ্গ।
(গ) খট্বা—মৃত নর বা অসুরের কঙ্কাল।

—শান্তনবী টীকা

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্ ।
ববুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্ ॥ ১৮
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী ।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥ ১৯
উত্থায় চ মহাসিং হং * দেবী চণ্ডমধাবত ।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥ ২০

যথা (যেরূপ) ঘন-উদরম্ (কাল মেঘের মধ্যে) সু-বহূনি (অসংখ্য) অর্ক-বিম্বানি (সূর্যবিম্ব) [শোভন্তে—শোভা পায়] [তদ্বৎ—সেইরূপ] তানি (সেই) অনেকানি (বহু বহু) চক্রাণি (চক্র) তৎ-মুখম্ (তাঁহার মুখে) বিশমানানি [সন্তি] (প্রবিষ্ট হইয়া) ববুঃ (শোভা পাইল) ॥ ১৮

ততঃ (অনন্তর) ভৈরব-নাদিনী (ভীষণশব্দকারিণী) করাল-বক্ত্র-অন্তঃ-দুর্দর্শ-দশন-উজ্জ্বলা (ভীষণ মুখমধ্যস্থ ভয়ঙ্কর-দৃশ্য দন্তের ছটায় তেজোময়ী) কালী (চামুণ্ডাদেবী) অতিরুষা (অতিক্রোধে) ভীমং (ভীষণভাবে) জহাস (অট্টহাস্য করিলেন) ॥ ১৯

চ (এবং) দেবী (চামুণ্ডা) হং ([কোপসূচক] হং শব্দে) মহা-অসিং (মহা-খড়্গ) উত্থায় (তুলিয়া) চণ্ডম্ (চণ্ডের প্রতি) অধাবত (ধাবিত

কাল মেঘের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য সূর্যবিম্বের ন্যায় অসংখ্য চক্র তাঁহার মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ।১৮

অনন্তর ভীমনাদিনী চামুণ্ডা অতি ক্রোধে ভীষণ অট্টহাস্য করিলেন। তখন তাঁহার করাল-বদনমধ্যস্থ ভীষণ দন্তসমূহের প্রভায় তিনি তেজোময়ী হইলেন। ১৯

* মহাসিং—মহাখড়্গ, হং—রোষবাচক শব্দ—এইভাবে অধিকাংশ

অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥ ২১
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥ ২২

হইলেন ) অস্য চ ( এবং উহার ) কেশেষু ( কেশে ) গৃহীত্বা ( ধরিয়া ) তেন ( সেই ) অসিনা ( খড়্গ দ্বারা ) শিরঃ ( মস্তক ) অচ্ছিনৎ ( ছেদন করিলেন ) ॥ ২০

অথ ( অনন্তর ) চণ্ডং ( চণ্ডকে ) নিপাতিতম্ ( নিহত ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ) মুণ্ডঃ অপি ( মুণ্ডও ) তাম্ ( তাঁহার প্রতি, দেবীর প্রতি ) অধাবৎ ( ধাবিত হইল )। সা ( তিনি, চামুণ্ডা ) রুষা ( রোষে, ক্রোধে ) খড়্গ-অভিহতং ( খড়্গাঘাতে ) তম্ অপি ( তাঁহাকেও, মুণ্ডকেও ) ভূমৌ ( ভূমিতে ) অপাতয়ৎ ( পাতিত, শায়িত করিলেন ) ॥ ২১

ততঃ ( অতঃপর ) হত-শেষং ( হতাবশিষ্ট ) সৈন্যং ( সৈন্যসকল ) সু-মহা-বীর্যং ( অতি বীর্যবান ) চণ্ডং ( চণ্ড ) মুণ্ডং চ ( ও মুণ্ডকে )

ক্রোধসূচক হং শব্দে দেবী মহাখড়্গ উত্তোলনপূর্বক চণ্ডের দিকে ধাবিতা হইলেন এবং উহার কেশে ধরিয়া সেই খড়্গের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। ২০

অনন্তর চণ্ডকে নিহত দেখিয়া মুণ্ডও চামুণ্ডার প্রতি ধাবিত হইল। তখন চামুণ্ডা ক্রোধে তাহাকেও খড়্গাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। ২১

---

টীকাকার অর্থ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মহাসিং+হং= মহাসিংহং=মহাসিংহের উপর ; উথায়=উঠিয়া—এই পাঠ ও অর্থই সুগম মনে করেন। কালী সিংহবাহনা নহেন এবং উক্ত মন্ত্রের শেষে পাদে 'তেন অসিনা' থাকায় এই অর্থ সুসঙ্গত হয় না।

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥ ২৩
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥ ২৪

ঋষিরুবাচ। ২৫

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥ ২৬

নিপাতিতম্ (নিহত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ভয়-আতুরম্ (ভয়ার্ত হইয়া) দিশঃ (চারিদিকে) ভেজে (পলায়ন করিল) ॥ ২২

চ (এবং) কালী (চামুণ্ডা দেবী) চণ্ডস্য (চণ্ডের) শিরঃ (মস্তক) মুণ্ডম্ এব চ (এবং মুণ্ডকে, মুণ্ডের মস্তক) গৃহীত্বা (লইয়া) চণ্ডিকাম্ (চণ্ডিকার নিকট) অভি-এত্য (আগমন করিয়া) প্রচণ্ড-অট্টহাসমিশ্রম্ (অতি ঘোর অট্টহাস্য মিশ্রিত বাক্য) প্রাহ (বলিলেন)—২৩

অত্র (এই) যুদ্ধ-যজ্ঞে (যুদ্ধরূপ যজ্ঞে) ময়া (আমার দ্বারা) তব (আপনাকে) মহা-পশূ (মহাপশুদ্বয়) চণ্ড-মুণ্ডৌ (চণ্ড ও মুণ্ডকে) উপহৃতৌ (উপহার প্রদত্ত হইল)। স্বয়ং (আপনি নিজেই) শুম্ভং (শুম্ভকে) নিশুম্ভং চ (ও নিশুম্ভকে) হনিষ্যসি (বধ করিবেন) ॥ ২৪

অতঃপর হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ার্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ২২

চামুণ্ডা চণ্ডের ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় লইয়া চণ্ডিকার নিকট আগমনপূর্বক প্রচণ্ড অট্টহাস্যমিশ্রিত বাক্যে বলিলেন—। ২৩

এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আপনাকে মহাপশু চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় উপহার দিলাম। আপনি নিজেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিবেন। ২৪

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥ ২৭
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধো * নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—ততঃ ( অনন্তর ) তৌ ( সেই ) মহাসুরৌ ( মহাসুরদ্বয় ) চণ্ড-মুণ্ডৌ ( চণ্ড ও মুণ্ডকে [ চামুণ্ডা কর্তৃক ] আনীতৌ ( আনীত ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ) কল্যাণী ( মঙ্গলময়ী ) চণ্ডিকা ( দেবী ) কালীং ( কালীকে ), ললিতং ( মধুর ) বচঃ ( বাক্য ) উবাচ ( বলিলেন )—॥ ২৫-২৬

দেবি ( হে দেবি ), যস্মাৎ ( যেহেতু ), ত্বম্ ( আপনি ) চণ্ডং চ ( চণ্ডকে ) মুণ্ডং চ ( ও মুণ্ডকে ) গৃহীত্বা ( লইয়া ) উপাগতা ( আসিয়াছেন ) ততঃ ( সেই হেতু ) লোকে ( পৃথিবীতে ) চামুণ্ডা ইতি ( চামুণ্ডা এই নামে ) খ্যাতা ( প্রসিদ্ধা ) ভবিষ্যসি ( হইবেন ) ॥ ২৭

মেধা ঋষি বলিলেন—তখন কালী কর্তৃক আনীত মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় দেখিয়া কল্যাণী চণ্ডিকা দেবী কালীকে মধুর বাক্যে বলিলেন—। ২৫-২৬

* চণ্ডমুণ্ডবধের বিস্তৃততর বিবরণ বামনপুরাণের ৫৫তম অধ্যায়ে আছে। চণ্ডিকার ললাটজা কালিকার সহিত রুরুদৈত্য যুদ্ধ করিল। কালিকা মহাসুরের মস্তকে খট্বাঙ্গ প্রহার করায় সে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইল। পতিত রুরুর মৃতদেহ হইতে কালিকা কেশ-উৎপাটনান্তে তাহার দ্বারা স্বীয় বিমল জটাভার বন্ধন করিলেন। কিন্তু একটি জটা অনাবদ্ধ রহিল। তখন তিনি সেই জটা উৎপাটনপূর্বক ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। শক্তিরূপিণী দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমন কি নখ চুল পর্যন্তও শক্তিময়। মুহূর্তমধ্যে সেই জটা একটী ভয়ঙ্করা দেবীমূর্তি ধারণ করিল। উক্ত মূর্তি অর্ধ শুক্ল, অর্ধ কৃষ্ণ এবং উহার কেশপাশ তৈলাভ্যক্ত। কালিকা উহার নাম রাখিলেন চণ্ডমারী। কালিকার আদেশে

দেবি, আপনি চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় আমার নিকট আনিয়াছেন বলিয়া পৃথিবীতে আপনি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হইবেন। ২৭

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমনুর অধিকার-
সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে চণ্ডমুণ্ডবধ-
নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

চণ্ডমারী চণ্ডমুণ্ডকে ধরিতে গেলেন। চণ্ডমুণ্ড ভয়ার্ত্ত হইয়া দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিল। চণ্ডমারী গরুড়তুল্য বেগবান গর্দ্দভে আরোহণপূর্ব্বক বিস্রস্ত বসনে অসুরদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমানা হইলেন। অসুরদ্বয় যেখানে যেখানে ছুটিল দেবীও সেই সেই স্থানে নিমেষে পৌঁছিলেন। তিনি গমনকালীন যমবাহন পুণ্ড্র মহিষের ভুজঙ্গনিভ বিষাণ উৎপাটিত করিয়া হস্তে ধারণপূর্ব্বক দানবসেনার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। তখন চণ্ডমুণ্ড ভূতল ত্যাগ করিয়া গগনে উৎপতিত হইল। চণ্ডমারী রাসভারোহণে সবেগে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে গরুড় এবং পন্নগপতি কর্কোটকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি ঊর্দ্ধ্বরোমা হইলেন। গরুড় তখন ভয়ার্ত্ত হইয়া মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত হইল এবং তাহার ভীষণ পক্ষসকল পতিত হইতে লাগিল। চণ্ডমারী সেই পতিত পক্ষগুলি কুড়াইয়া কর্কোটককে হাতে ধরিয়া দ্রুতবেগে ভয়াতুর চণ্ডমুণ্ডকে ধরিতে চলিলেন। অনন্তর তিনি অসুরদ্বয়কে ধরিয়া কর্কোটকের দ্বারা বাঁধিয়া কালিকার নিকট আনিলেন। তথায় তিনি ভয়ঙ্কর কোষ গ্রহণপূর্ব্বক দানবেন্দ্রদিগের মস্তকসমূহ ও সুন্দর গরুড়পক্ষরচিত নিরুপম মালা এবং মৃগেন্দ্র-চর্ম্মের ঘর্ঘরা চণ্ডিকাকে সমর্পণ করিলেন। পরে স্বয়ং গরুড়পক্ষপ্রস্তুত অপর একটি মালা স্ব-মস্তকে বাঁধিয়া দানবরুধিররূপ পেয়-পানে মত্তা হইলেন। এদিকে কালিকা অসুরনেতা চণ্ডমুণ্ডকে আকর্ষণপূর্ব্বক রোষভরে তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। চণ্ডমারীর সহিত ধূমাবতীর সাদৃশ্য আছে। ঊর্দ্ধ্বাম্নায়োক্ত ধূমাবতী-স্তোত্রে আছে, তাঁহার বক্ষে দৈত্যমুণ্ডমালা, শিরে গরুড়পক্ষ, হস্তে যমবাহন মহিষের শৃঙ্গ এবং তাঁহার একটি বেণী তৈলাভ্যক্ত।

# উত্তর চরিত্র

## অষ্টম অধ্যায়

## ধ্যান

অরুণাং করুণাতরঙ্গিতাক্ষীং ধৃতপাশাঙ্কুশমুখ্যচাপহস্তাম্ ।
অণিমাদিভিরাবৃতাং ময়ুখৈরহমিত্যেব বিভাবয়ে ভবানীম্॥

অরুণাং ( অরুণবর্ণা ) করুণা-তরঙ্গিত-অক্ষীং ( যাঁহার চক্ষু কৃপা-তরঙ্গের দ্বারা আকুল, দয়ার্দ্র ) ধৃত-পাশ-অঙ্কুশ-মুখ্য-চাপ-হস্তাম্ ( [ চারি হস্তে ] পাশ, অঙ্কুশ, পূর্ণ চাপ- [ ও শর- ] ধারিণী ) অণিমা-আদিভিঃ ( অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি দ্বারা ) ময়ুখৈঃ [ চ ] ( এবং জ্যোতিরাশি দ্বারা ) আবৃতাম্ ( পরিবৃতা ) ইতি এব ( এবম্প্রকার ) ভবানীম্ ( ভবানীকে ) অহং ( আমি ) বিভাবয়ে ( ভাবনা করি ) ॥

যিনি অরুণবর্ণা, যাঁহার নয়নযুগল কৃপাতরঙ্গে আকুলিত, যিনি চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, পূর্ণচাপ ও শর-ধারিণী, যিনি অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিপরিবৃতা এবং জ্যোতিরাশিমণ্ডিতা, এবম্প্রকার ভবানীর আমি ধ্যান করি ।

# উত্তর চরিত্র

## অষ্টম অধ্যায়—রক্তবীজ-বধ

ঋষিরুবাচ। ১

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥ ২
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্‌যোগং সর্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥ ৩

ঋষি ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( কহিলেন )—দৈত্যে ( দৈত্য ) চণ্ডে চ ( চণ্ড ) নিহতে ( নিহত হইলে ) মুণ্ডে চ ( ও মুণ্ড ) বিনিপাতিতে ( বিনষ্ট হইলে ) বহুলেষু চ ( ও বহু ) সৈন্যেষু ( সৈন্য ) ক্ষয়িতেষু ( ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে ) ততঃ ( তখন ) কোপ-পরাধীন-চেতাঃ ( ক্রোধাভিভূত-চিত্ত ) অসুর-ঈশ্বরঃ ( দৈত্যরাজ ) প্রতাপবান্ ( প্রতাপশালী ) শুম্ভঃ ( শুম্ভাসুর ) সর্ব-সৈন্যানাং ( সকল সৈন্য সহিত ) দৈত্যানাম্ ( দৈত্যগণের ) উদ্‌যোগম্ ( [ যুদ্ধের ] উদ্যোগ ) আদিদেশ হ ( আদেশ করিল ) ॥ ১-৩

মেধা ঋষি বলিলেন—চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয় নিহত ও বহু সৈন্য বিনষ্ট হইলে প্রতাপশালী দৈত্যরাজ শুম্ভ ক্রোধাভিভূত হইয়া দৈত্যগণকে সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ করিল। ১-৩

অদ্য সর্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ॥ ৪
কোটিবীর্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া॥ ৫
কালকা দৌর্হৃদা মৌর্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম॥ ৬

অদ্য ( আজ, এখনই ) ষড়শীতিঃ ( ৮৬ জন ) উৎ-আয়ুধাঃ ( উদ্যতাস্ত্র ) দৈত্যাঃ ( [ প্রধান ] দৈত্য ) সর্ব-বলৈঃ ( চতুরঙ্গ সৈন্য সহ ) কম্বূনাং ( কম্বু [ কুলজাত দৈত্য- ] দিগের ) চতুরশীতিঃ ( ৮৪ জন ) স্ব-বলৈঃ ( স্বীয় সৈন্য দ্বারা ) বৃতাঃ ( বেষ্টিত হইয়া ) নির্যান্তু ( নির্গত হউক) ॥৪

কোটিবীর্যাণি ( কোটিবীর্য নাম ) অসুরাণাং ( অসুরদিগের ) পঞ্চাশৎ ( পঞ্চাশ ) কুলানি ( বংশ ) বৈ ( এবং ) ধৌম্রাণাং ( ধূম্রবংশের ) শতং ( এক শত ) কুলানি ( কুল, সম্প্রদায় ) মম ( আমার ) আজ্ঞয়া ( আজ্ঞায়, আদেশে ) নির্গচ্ছন্তু ( নিগত হউক) ॥ ৫

কালকাঃ ( কালবংশের ) দৌর্হৃদাঃ ( দৌর্হৃদকুলের ) মৌর্যাঃ (মুরবংশের ) তথা ( এবং ) কালকেয়াঃ ( কালকের বংশধর ) অসুরাঃ

অদ্যই ছিয়াশি জন উদ্যতাস্ত্র প্রধান দৈত্য চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে এবং চুরাশি জন কম্বুকুলজাত দৈত্য স্বীয় সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে গমন করুক। ৪

কোটিবীর্য নামক অসুরগণের পঞ্চাশটি বংশ এবং ধৌম্রাসুরগণের একশতসংখ্যক বংশ আমার আজ্ঞায় যুদ্ধে নির্গত হউক। ৫

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ॥ ৭
আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎ সৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্॥ ৮

অসুরগণ) ত্বরিতাঃ (অবিলম্বে) মম (আমার) আজ্ঞয়া (আজ্ঞায়) যুদ্ধায় (যুদ্ধের নিমিত্ত) সজ্জাঃ (সজ্জিত হইয়া) নির্যান্তু (বহির্গত হউক)। ৬

ইতি (এই প্রকার) আজ্ঞাপ্য (আজ্ঞা করিয়া) ভৈরব-শাসনঃ (উগ্রশাসন) অসুর-পতিঃ (অসুরেশ্বর) শুম্ভঃ (শুম্ভ) বহুভিঃ (বহু) মহা-সৈন্য-সহস্রৈঃ (সহস্র সহস্র মহাসৈন্য কর্তৃক) বৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া) নির্জগাম (নির্গমন করিল)॥ ৭

চণ্ডিকা (দেবী) অতিভীষণম্ (অতি ভয়ঙ্কর) তৎ (সেই) সৈন্যম্ ([দৈত্য] সৈন্য) আয়াতং (আগত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) জ্যা-স্বনৈঃ (জ্যাশব্দে) ধরণী-গগন-অন্তরম্ (পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থল) পূরয়া-মাস (পূর্ণ করিলেন)॥ ৮

কালক, দৌর্হৃদ, মৌর্য এবং কালকেয় অসুরগণ আমার আজ্ঞায় শীঘ্র যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া বহির্গত হউক। ৬

এইরূপ আদেশ করিয়া উগ্র দৈত্যপতি শুম্ভ বহু সহস্র উত্তম সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থে গমন করিল। ৭

অতি ভীষণ সেই সকল অসুরসৈন্য সমাগত দেখিয়া চণ্ডিকা ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে পৃথিবী ও গগনের মধ্যদেশ (ভুবর্লোক) পূর্ণ করিলেন। ৮

ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্ নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥ ৯
ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা ।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥ ১০
তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দিশম্ ।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥ ১১

নৃ-প ( হে নরপতি, হে সুরথ ), ততঃ ( অনন্তর ) সিংহঃ ( সিংহ, দেবীর বাহন ) অতীব ( অতিশয় ) মহানাদম্ ( ভীষণ গর্জন ) কৃতবান্ ( করিল )। অম্বিকা চ ( এবং অম্বিকা ) তান্ ( সেই সকল ) নাদান্ ( শব্দ ) ঘণ্টা-স্বনেন ( ঘণ্টার শব্দে ) উপবৃংহয়ৎ ( পরিবর্ধিত করিলেন ) ॥ ৯

শব্দ-আপূরিত-দিক্-মুখা ( [ হুঙ্কার ] শব্দে দশদিক্ পরিপূর্ণকারিণী ) বিস্তারিত-আননা ( করাল-বদনা ) কালী ( চামুণ্ডা ) ভীষণৈঃ ( ভয়ানক ) নিনাদৈঃ ( মহাশব্দ দ্বারা ) ধনুঃ-জ্যা-সিংহ-ঘণ্টানাং ( ধনুকের জ্যা-শব্দ, সিংহের গর্জন এবং ঘণ্টাধ্বনিসমূহ ) জিগ্যে ( জয় [ অভিভূত ] করিলেন ) ॥ ১০

তৎ-নিনাদম্ ( সেই মহাশব্দ ) উপশ্রুত্য ( শ্রবণ করিয়া ) দেবী ( আদ্যা-শক্তি চণ্ডিকা ) সিংহঃ ( সিংহ, বাহন ) তথা ( এবং ) কালী ( চামুণ্ডা )

হে নৃপ, অনন্তর সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল, এবং অম্বিকা ( চণ্ডিকা ) ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সেই সকল মহানাদ আরও বর্ধিত করিলেন। ৯

বিস্তারিতমুখা কালী ( চামুণ্ডা ) হুঙ্কারনাদে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া ভীষণ গর্জনে ধনুষ্টঙ্কার, সিংহনাদ ও ঘণ্টাধ্বনি অভিভূত করিলেন। ১০ [ অম্বিকা=চণ্ডিকা=চণ্ডী। এবং কালী বা চামুণ্ডাই অম্বিকাললাটোদ্ভবা। ]

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্যবলান্বিতাঃ ॥ ১২
ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥ ১৩

চতুঃ-দিশম্ ( চতুর্দিকে ) স-ক্রোধৈঃ ( সক্রোধ, ক্রুদ্ধ ) দৈত্য-সৈন্যৈঃ ( অসুর-সৈন্যগণ দ্বারা ) পরিবারিতাঃ ( পরিবৃত হইলেন ) ॥ ১১

ভূ-প ( হে নৃপ ), এতস্মিন্ ( এই ) অন্তরে ( [ দেবদানব-সংগ্রামের ] অবসরে ) সুর-দ্বিষাম্ ( দেবদ্বেষিগণের, অসুরগণের ) বিনাশায় ( নিধনের জন্য ) তথা ( এবং ) অমর-সিংহানাম্ ( দেবশ্রেষ্ঠগণের ) ভবায় ( সম্পদের জন্য, কল্যাণার্থ ) ব্রহ্মা-ঈশ-গুহ-বিষ্ণূনাম্ ( ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয় এবং বিষ্ণু, বরাহ ও নরসিংহের ) ইন্দ্রস্য চ ( ও ইন্দ্রের ) অতি-বীর্য-বল-অন্বিতাঃ ( অত্যন্ত বীর্য ও বল-যুক্তা ) শক্তয়ঃ ( শক্তিসমূহ, স্বাতিরেকিণী দেবতাগণ ) শরীরেভ্যঃ ( [ ব্রহ্মাদির ] শরীর হইতে ) বিনিষ্ক্রম্য ( বহির্গত হইয়া ) তৎ-রূপৈঃ ( [ দেবাদির ] অনুরূপ মূর্তি ধরিয়া ) চণ্ডিকাং ( চণ্ডিকার নিকট ) যযুঃ ( গমন করিলেন ) ॥ ১২-১৩

সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ দৈত্য-সৈন্যসকল আদ্যাদেবী চণ্ডিকা, সিংহ এবং চণ্ডীললাটভবা চামুণ্ডাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিল। ১১

হে নৃপ, ইত্যবসরে অসুরগণের বিনাশ এবং অমরগণের বিজয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ, শিব, ইন্দ্র ও কার্তিকেয়াদি দেবগণের মহাবীর্য ও মহাবল শক্তিসমূহ ( স্বাতিরেকিণী দেবীগণ ) তাঁহাদের শরীর হইতে বহির্গতা হইয়া দেবাদির অনুরূপ দেবীমূর্তি ধারণপূর্বক চণ্ডিকার সমীপে গমন করিলেন। ১২-১৩ ( শক্তি ও শক্তিমান অভেদ—নাগোজীভট্টা টীকা। )

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্ ।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥ ১৪
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাঽভিধীয়তে ॥ ১৫
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী ।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥ ১৬

যস্য ( যে ) দেবস্য ( দেবতার ) যৎ-রূপং ( যাদৃশ আকৃতি ) যথা ( যেরূপ ) ভূষণ-বাহনম্ ( অলঙ্কার ও বাহন ) তৎ-শক্তিঃ ( তাঁহার শক্তি ) তৎ-বৎ-এব হি ( সেই রূপেই ) অসুরান্ ( অসুরদিগের সহিত ) যোদ্ধুম্ ( যুদ্ধ করিতে ) আযযৌ ( আগমন করিলেন ॥ ১৪

হংস-যুক্ত-বিমান-অগ্রে ( হংসচালিত বিমানোপরি ) স-অক্ষ-সূত্র-কমণ্ডলুঃ ( জপমালা ও কমণ্ডলু সহিত ) ব্রহ্মণঃ ( ব্রহ্মার ) শক্তিঃ ( শক্তি ) আয়াতা ( আসিলেন ) । সা ( তিনি ) ব্রহ্মাণী ( ব্রহ্মাণী নামে ) অভিধীয়তে ( অভিহিতা ) ॥ ১৫

বৃষ-আরূঢ়া ( বৃষবাহনা ) ত্রিশূল-বর-ধারিণী ( শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল-ধরা ) মহা-অহি-বলয়া ( [ তক্ষক ও অনন্ত ] মহাসর্পদ্বয়রূপ বলয়ধারিণী ) চন্দ্র-

যে দেবতার যেরূপ আকার, ভূষণ ও বাহন তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ আকার, ভূষণ ও বাহন গ্রহণপূর্বক অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। ১৪

প্রথমে জপমালা ও কমণ্ডলু-হস্তে হংসযুক্ত বিমানে আরূঢ়া ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিতা। ১৫

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা ।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥ ১৭
তথৈব বৈষ্ণবীশক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥ ১৮

রেখা-বিভূষণা ( চন্দ্রকলা দ্বারা ললাটদেশ ভূষিতা ) মাহেশ্বরী ( মহেশ্বরের শক্তি ) প্রাপ্তা ( আসিলেন ) ॥ ১৬

চ ( এবং ) শক্তি-হস্তা ( শক্তি নামক অস্ত্র হস্তে ) ময়ূর-বর-বাহনা ( শ্রেষ্ঠ ময়ূরারূঢ়া ) গুহ-রূপিণী ( কার্তিকেয়াকৃতি ) অম্বিকা ( মাতৃদেবী ) কৌমারী ( কুমারের [ কার্তিকেয়ের ] শক্তি ) দৈত্যান্ ( দৈত্যগণের সহিত ) যোদ্ধুম্ ( যুদ্ধ করিতে ) অভ্যাযযৌ ( আসিলেন ) ॥ ১৭

তথা ( সেইরূপে ) গরুড়-উপরি-সংস্থিতা ( গরুড়ের উপর আসীনা ) শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-খড়্গ-হস্তা ( [ পাঞ্চজন্য ] শঙ্খ, [ সুদর্শন ] চক্র, [ কৌমোদকী ] গদা, শৃঙ্গ-নির্মিত ধনু ও [ নন্দক ] খড়্গ হস্তে ধারণ-

অনন্তর বৃষবাহনা শ্রেষ্ঠত্রিশূলধারিণী মাহেশ্বরী আসিলেন। তাঁহার ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিত এবং তাঁহার হস্তে তক্ষক ও অনন্ত নামক মহা নাগদ্বয় বলয়রূপে ভূষিত। ১৬

কার্তিকেয়রূপিণী দেবী কৌমারী শ্রেষ্ঠ ময়ূরে আরোহণপূর্বক শক্তিহস্তে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ১৭

সেইরূপে গরুড়বাহনা বৈষ্ণবী[১] দেবী শঙ্খ, চক্র, গদা,

---

১ ইনি ষড়্ভুজা, কারণ ধনুর সঙ্গে বাণও ধরিতে হইবে। যথা—
বাহুভির্গরুড়ারূঢ়া শঙ্খচক্রগদাসিনী ।
শার্ঙ্গবাণধরায়াতা বৈষ্ণবী রূপশালিনী ॥
—বামনপুরাণ

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্ ॥ ১৯
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ ॥ ২০

কারিণী) বৈষ্ণবী শক্তিঃ এব (বিষ্ণুর মহাশক্তিও) অভ্যুপাযযৌ ([চণ্ডিকার সমীপে] আগমন করিলেন)॥ ১৮

অতুলং (অনুপম) যজ্ঞ-বারাহম্ (যজ্ঞাঙ্গ কল্পিত শূকরের) রূপং (মূর্তি) বিভ্রতঃ (ধারী) হরেঃ (হরির) যা (যে) শক্তিঃ (শক্তি) সা অপি (তিনিও) বারাহীং (বরাহের, বিষ্ণুর তৃতীয়াবতারের) তনুম্ (তনু, শরীর) বিভ্রতী (ধারণ করিয়া) তত্র (তথায়, যুদ্ধক্ষেত্রে) আযযৌ (আসিলেন)॥ ১৯

নারসিংহী (নরসিংহ-শক্তি) নৃসিংহস্য (নরসিংহের) সদৃশং (তুল্য)

শার্ঙ্গ (বৈষ্ণবী ধনু) ও খড়্গহস্তে চণ্ডিকার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১৮

বিষ্ণুর শক্তি বারাহী অনুপম যজ্ঞ-বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন। ১৯

---

অর্থাৎ গরুড়ারূঢ়া রূপশালিনী বৈষ্ণবী ষড়্‌হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি, ধনু ও বাণ ধারণপূর্বক আগতা হইলেন। খড়্গাসাহচর্যে চর্ম ধরিয়া কেহ (কেহ বৈষ্ণবীকে অষ্টভুজা বলেন। (এক হস্ত শূন্য থাকায় দোষ নাই। কারণ কৌমারী প্রভৃতি একায়ুধধারিণী)। দক্ষাদিকে বরদানের সময় বিষ্ণুর অষ্টভুজা মূর্তি ভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ।

অন্যমতে বৈষ্ণবী বা নারায়ণী চতুর্ভুজা। সাধারণতঃ চতুর্ভুজ বিষ্ণু, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম-ধারী। কিন্তু বিষ্ণুকে শার্ঙ্গী বা শার্ঙ্গপাণি বলা হয়, কারণ তিনি রামাবতারে ধনুর্ধারী হইয়াছিলেন। —দংশোদ্ধারটীকা

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা॥ ২১
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ॥
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্॥ ২২

বপুঃ (দেহ) বিভ্রতী (ধারণ করিয়া) সট-আক্ষেপ-ক্ষিপ্ত-নক্ষত্র-সংহতিঃ (কেশরসঞ্চালনে নক্ষত্রসমূহ চালিত করিয়া) তত্র (তথায়) প্রাপ্তা (আসিলেন)॥ ২০

তথা এব (সেইরূপেই) ঐন্দ্রী (ইন্দ্রের শক্তি) বজ্র-হস্তা (বজ্র হস্তে ধারণ করিয়া) গজ-রাজ-উপরি-স্থিতা (ঐরাবতারূঢ়া) সহস্র-নয়না (সহস্র-চক্ষুবিশিষ্টা) যথা (যেমন) শক্রঃ (ইন্দ্র) তথা এব (সেইরূপে) সা (তিনি) প্রাপ্তা (আসিলেন)॥ ২১

ততঃ (তখন) ঈশানঃ (শিব) তাভিঃ (সেই সকল) দেবশক্তিভিঃ (দেবশক্তি দ্বারা) পরিবৃতঃ (পরিবেষ্টিত হইয়া) চণ্ডিকাম্ (চণ্ডিকাকে) আহ (বলিলেন)—মম (আমার প্রতি) প্রীত্যা (প্রীতিবশতঃ) শীঘ্রম্ (সত্বর) অসুরাঃ (অসুরগণকে) হন্যন্তাম্ (বধ করুন)॥ ২২

নারসিংহী নরসিংহের[১] মূর্তি (বিষ্ণুর চতুর্থাবতারে বিধৃত রূপ) ধারণপূর্বক কেশরকম্পনে নক্ষত্রপুঞ্জ চালিত করিয়া তথায় আগমন করিলেন। ২০

সেইরূপেই সহস্রনয়না[২] ঐন্দ্রী বজ্রহস্তে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ঠিক ইন্দ্রের মত দেবীমূর্তিতে সমাগতা হইলেন। ২১

---

১ বরাহের ন্যায় নরসিংহেরও বিষ্ণুত্ব সূচিত। কিন্তু কালীপুরাণে শরভবরাহযুদ্ধে বিষ্ণুর শরভপক্ষপাতিত্ব ও বরাহবলহারিত্ব উক্ত। নরসিংহেরও বরাহানুযায়িত্ব কথিত। ইহা বিরোধ নহে। কারণ ইহা বিষ্ণুর লীলামাত্র।

২ ইন্দ্রের একটি নাম সহস্রনয়ন, চণ্ডীর ২।২২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী॥ ২৩
সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ২৪
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ ২৫

ততঃ (অনন্তর) দেবী-শরীরাৎ তু (দেবীর শরীর হইতেই) অতি-ভীষণা (অতি ভয়ঙ্কর) অতি-উগ্রা (অতি রৌদ্র-স্বভাবা) শিবা-শত-নিনাদিনী (অসংখ্য ঘোররবা শৃগালীবেষ্টিতা) চণ্ডিকা-শক্তিঃ (চণ্ডিকার শক্তি) বিনিষ্ক্রান্তা (বহির্গত হইলেন)॥ ২৩

সা চ (এবং সেই) অপরাজিতা (অজেয়া দেবী) ধূম্রজটিলম্ (ধূম্রবর্ণ-জটাধারী) ঈশানম্ (ঈশানকে, মহাদেবকে) আহ (বলিলেন)—ভগবন্ (হে ভগবান), শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ (শুম্ভ ও নিশুম্ভের) পার্শ্বং (পার্শ্বে, সমীপে) দূতত্বং (দূতরূপে) গচ্ছ (গমন করুন)॥ ২৪

অতি-গর্বিতৌ (অতি গর্বযুক্ত, অতিশয় অহঙ্কৃত) দানবৌ (দৈত্যদ্বয়)

তখন মহাদেব সেই সকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন—আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ ইহাদের সহযোগে আপনি শীঘ্র অসুরগণকে বিনাশ করুন। ২২

অনন্তর দেবীর শরীর হইতে অতিভীষণা, অত্যুগ্রা, অসংখ্য ঘোররবা শৃগালীবেষ্টিতা চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন। ২৩

এবং সেই অপরাজিতা দেবী ধূম্রবর্ণজটাধারী মহাদেবকে বলিলেন—ভগবন্, আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকটে বার্তা-বহরূপে গমন করুন। ২৪

ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ২৬
বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥ ২৭

শুম্ভং ( শুম্ভকে ) নিশুম্ভং চ ( ও নিশুম্ভকে ) ব্রূহি ( বলুন ) যে চ ( এবং যে-সকল ) অন্যে ( অন্যান্য ) দানবাঃ ( দানবগণ ) তত্র ( তথায় ) যুদ্ধায় ( যুদ্ধার্থ ) সমুপস্থিতাঃ ( উপস্থিত হইয়াছে ) [ তান্ অপি ব্রূহি—তাহাদিগকেও বলুন ] ॥ ২৫

ইন্দ্রঃ ( ইন্দ্র, দেবরাজ ) ত্রৈলোক্যং ( ত্রিভুবন ) লভতাং ( লাভ করুন ), দেবাঃ ( দেবগণ ) হবি-ভুজঃ ( [ যজ্ঞের ] ঘৃত-ভোগকারী ) সন্তু ( হউন ), যূয়ং ( তোমরা ) পাতালং ( পাতালে ) প্রয়াত ( প্রবেশ কর ) যদি ( যদি ) জীবিতুম্ ( বাঁচিতে ) ইচ্ছথ ( ইচ্ছা কর ) ॥ ২৬

অথ ( আর ) চেৎ ( যদি ) বল-অবলেপাৎ ( বলগর্বহেতু ) ভবন্তঃ ( তোমরা ) যুদ্ধ-কাঙ্ক্ষিণঃ ( যুদ্ধাভিলাষী ) [ ভবথ—হও ] তদা ( তবে ) আগচ্ছত ( আগমন কর ) । মৎ-শিবাঃ ( আমার শৃগালীগণ ) বঃ (তোমাদের) পিশিতেন ( মাংস দ্বারা ) তৃপ্যন্তু ( তৃপ্ত হউক ) ॥ ২৭

অতি গর্বিত দানবদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভকে এবং অন্যান্য যে-সকল দানব তথায় যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলুন— । ২৫

পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের অধিপতি হউন এবং দেবগণ যজ্ঞাহুতি ভোগ করুন। যদি তোমরা বাঁচিতে ইচ্ছা কর তবে পাতালে প্রবেশ কর। ২৬

আর যদি বলগর্বহেতু তোমরা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হও তবে

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥ ২৮
তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥ ২৯

যতঃ (যেহেতু) তয়া (সেই) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) শিবঃ (মহেশ্বর) স্বয়ম্ (নিজে) দৌত্যেন (দূতকর্মে) নিযুক্তঃ (নিযুক্ত হইয়াছিলেন) ততঃ (সেই হেতু) অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) সা (তিনি) শিবদূতী (শিবদূতী) ইতি (এই নামে) খ্যাতিম্ (প্রসিদ্ধা) আগতা (হইলেন) ॥ ২৮

তে (সেই সকল) মহাসুরাঃ অপি (অসুরগণও) শর্ব-আখ্যাতং (শিব-কথিত) দেব্যাঃ (দেবীর) বচঃ (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনিয়া) অমর্ষ-আপূরিতাঃ (ক্রোধে পূর্ণ হইয়া) যতঃ (যেখানে) কাত্যায়নী (কাত্যায়নী দেবী) স্থিতা (অবস্থিতা ছিলেন) [তত্র—তথায়] জগ্মুঃ (গমন করিল) ॥ ২৯

আগমন কর। আমার শৃগালীগণ তোমাদের মাংস ভক্ষণ-পূর্বক পরিতৃপ্ত হউক। ২৭

সাক্ষাৎ শিবকে দেবী দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া এই জগতে তিনি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ২৮

সেই মহাসুরগণও শিবকথিত শিবদূতী দেবীর বাক্যসমুদয়-শ্রবণে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া যেখানে কাত্যায়নী[১] অবস্থিতা ছিলেন তথায় গমন করিলেন। ২৯

---

১ মূলশক্ত্যভেদে শিবদূতীরও কাত্যায়নীত্ব উক্ত হইল।

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥ ৩০
সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঞ্ছূলচক্রপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাতধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ ॥ ৩১
তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্বতী ব্যচরৎ তদা ॥ ৩২

ততঃ (অনন্তর) প্রথমম্ এব (প্রথমেই) অগ্রে (সম্মুখে) উদ্ধত-অমর্ষাঃ (ক্রোধে উদ্ধত) অমর-অরয়ঃ (অমর-শত্রুগণ, অসুরগণ) শর-শক্তি-ঋষ্টি-বৃষ্টিভিঃ (বাণ, শক্তি, খড়্গ-বর্ষণ দ্বারা) তাং (সেই) দেবীম্ (দেবীকে) ববর্ষুঃ (আচ্ছন্ন করিল)। ৩০

সা চ (তিনিও, দেবীও) তান্ (সেই সকল) প্রহিতান্ (নিক্ষিপ্ত) বাণান্ (বাণসমূহ) শূল-চক্র-পরশ্বধান্ (শূল, চক্র ও কুঠারাদি অস্ত্র) লীলয়া (অনায়াসে) আধ্মাত-ধনুঃ-মুক্তৈঃ (টঙ্কৃত ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত) মহা-ঈষুভিঃ (মহাবাণসকল দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন)। ৩১

তদা (তখন) কালী (দেবীশরীরজা চণ্ডিকাশক্তি) তস্য (তাহার, শুম্ভের) অগ্রতঃ (অগ্রে, সম্মুখে) তথা (সেইরূপে) অরীন্ (অরি-গণকে, অসুরগণকে) শূল-পাত-বিদারিতান্ (শূলাঘাতে বিদীর্ণ

অনন্তর ক্রোধোন্মত্ত দেবশত্রু অসুরগণ প্রথমেই দেবীর অগ্রে শর, শক্তি ও ঋষ্টি (খড়্গ)-বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। ৩০

কালীও অসুর-নিক্ষিপ্ত বাণ, চক্র ও কুঠারাদি অস্ত্র অনায়াসে টঙ্কৃত ধনুর্মুক্ত বাণসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন। ৩১

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥ ৩৩
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥ ৩৪

করিয়া) খট্টাঙ্গ-প্রোথিতান্ চ (ও কঙ্কাল-পঞ্জরের প্রহারে মর্দিত) কুর্বতী (করিতে করিতে) ব্যচরৎ (বিচরণ করিতে লাগিলেন)॥ ৩২

ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মার শক্তি) যেন যেন (যে যে পথে) ধাবতি স্ম (ধাবিত হইলেন) শত্রূন্ (শত্রুগণকে) কমণ্ডলু-জল-আক্ষেপ-হত-বীর্যান্ ([হস্তস্থিত] কমণ্ডলুর [প্রণব-পূত] জলপ্রক্ষেপ দ্বারা বীর্যহীন) চ হত-ওজসঃ (এবং ওজঃশূন্য, নিস্তেজ) অকরোৎ (করিলেন)॥ ৩৩

তথা (সেইরূপে) অতি-কোপনা (অতি ক্রুদ্ধ) মাহেশ্বরী (মহেশ্বর-শক্তি) ত্রিশূলেন (ত্রিশূল দ্বারা) বৈষ্ণবী (বিষ্ণুশক্তি) চক্রেণ (চক্র দ্বারা) তথা (এবং) কৌমারী (কুমারশক্তি) শক্ত্যা (শক্তি-অস্ত্র দ্বারা) দৈত্যান্ (দৈত্যগণকে) জঘান (বধ করিলেন)॥ ৩৪

তখন কালী শুম্ভের সম্মুখে অসুরগণকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং খট্টাঙ্গের প্রহারে মর্দিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩২

ব্রহ্মাণী যে যে পথে ধাবিত হইলেন তত্রস্থ অসুরগণকে কমণ্ডলুর[১] (প্রণবপূত) জলসিঞ্চন দ্বারা বীর্যহীন[২] ও ওজঃশূন্য[৩] করিলেন। ৩৩

---

১ ১১।১৩ এবং ৯।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ২ বীর্য—বল, শক্তি (শারীরিক)। ৩ ওজঃ—উৎসাহ, উদ্যম (মানসিক)।

ঐন্দ্রী কুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং * রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ॥ ৩৫
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ॥ ৩৬

ঐন্দ্রী (ইন্দ্র-শক্তির) কুলিশ-পাতেন (বজ্রাঘাতে) শত-শঃ (শত শত) দৈত্য-দানবাঃ (দিতি-তনয়গণ এবং দনু-নন্দনগণ) বিদারিতাঃ (বিদীর্ণ হইয়া) রুধির-ওঘ-প্রবর্ষিণঃ (রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়া) পৃথ্ব্যাং (পৃথিবীতে) পেতুঃ (পতিত হইল)। ৩৫

বরাহ-মূর্ত্ত্যা ([বিষ্ণুর তৃতীয় অবতারের] বরাহ-মূর্ত্তি দ্বারা) তুণ্ড-প্রহার-বিধ্বস্তাঃ (মুখাঘাতে বিনষ্ট হইয়া) দংষ্ট্রা-অগ্র-ক্ষত-বক্ষসঃ (দন্তাগ্র দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া) চক্রেণ চ (এবং চক্র দ্বারা) বিদারিতাঃ (বিদীর্ণ হইয়া [অসুরাঃ—অসুরগণ] নি-অপতন্ নিপতিত হইল)। ৩৬

উক্ত প্রকারে অতিক্রুদ্ধা মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা, বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা এবং কৌমারী শক্তি-অস্ত্র দ্বারা দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন। ৩৪

ঐন্দ্রীর বজ্রাঘাতে শত শত দৈত্য ও দানব বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ৩৫

অসুরগণ বারাহী কর্ত্তৃক মুখ-প্রহারে বিনষ্ট, দন্তাগ্রের আঘাতে বক্ষঃস্থলে আহত এবং চক্র দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। ৩৬

---

* ব্যৌ ইতি বা পাঠঃ।

নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা ॥ ৩৭
চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যাভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥ ৩৮
ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥ ৩৯

নারসিংহী (নরসিংহ-শক্তি) নাদ-আপূর্ণ-দিক্-অম্বরা ([গম্ভীর] গর্জনে [দশ] দিক ও আকাশ পূর্ণ করিয়া) চ (এবং) নখৈঃ (নখসমূহের দ্বারা) বিদারিতান্ (বিদীর্ণ) অন্যান্ (অন্যান্য) মহাসুরান্ (মহাসুরগণকে ভক্ষয়ন্তী (ভক্ষণ করিতে করিতে) আজৌ (যুদ্ধে) চচার (বিচরণ করিলেন)॥ ৩৭

তদা (তখন) শিবদূত্যা (শিবদূতী কর্তৃক) চণ্ড-অট্ট-হাসৈঃ (উৎকট অট্টহাস্যে) অভিদূষিতাঃ (মূর্ছিত হইয়া) অসুরাঃ (অসুরগণ) পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) পেতুঃ (পতিত হইল)। অথ (অনন্তর) সা (তিনি, শিবদূতী) তান্ (সেই সকল) পতিতান্ (পতিত [অসুর]-গণকে) চখাদ (ভক্ষণ করিলেন)॥ ৩৮

ইতি (এইরূপে) ক্রুদ্ধং) (ক্রুদ্ধ, ক্রোধান্বিত) মাতৃগণং ([ব্রাহ্মী প্রভৃতি]

নারসিংহী সিংহনাদে দশ দিক ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া নখসমূহের দ্বারা অন্যান্য মহাসুরকে বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিলেন। ৩৭

তখন শিবদূতীর উৎকট অট্টহাস্যে মূর্ছিত হইয়া অসুরগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল। আর দেবী পতিত অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩৮

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৪০
রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ * ॥ ৪১

শক্তিগণকে) বিবিধৈঃ (নানাবিধ) অভ্যুপায়ৈঃ (উপায়ে) মহা-অসুরান্- (মহাসুরগণকে) মর্দয়ন্তং (মর্দিত করিতে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) দেব-অরি-সৈনিকাঃ (অসুরসৈন্যগণ) নেশুঃ (পলায়ন করিতে লাগিল)॥ ৩৯

মাতৃ-গণ-অর্দিতান্ (মাতৃগণকর্তৃক মর্দিত) দৈত্যান্ (দৈত্যগণকে) পলায়ন-পরান্ (পলায়ন করিতে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মহাসুরঃ (মহাসুর) রক্তবীজঃ (রক্তবীজ) ক্রুদ্ধঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) যোদ্ধুম্ (যুদ্ধ করিতে) অভ্যাযযৌ ([তাঁহাদের অভিমুখে] আসিল)॥ ৪০

অস্য (উহার, রক্তবীজের) শরীরতঃ (শরীর হইতে) যদা (যখন) রক্তবিন্দুঃ (একবিন্দু রক্ত) ভূমৌ (ভূমিতে) পততি [স্ম] (পতিত হইল) মেদিন্যাঃ (মেদিনী হইতে, ভূপতিত রক্তবিন্দু হইতে) তদা (তখন) তৎ-প্রমাণঃ (তাহার মত দেহ ও বল-যুক্ত) অসুরঃ (দৈত্য) সমুৎপততি [স্ম] (সমুৎপন্ন হইল)॥ ৪১

এইরূপে ক্রুদ্ধা ব্রাহ্মী আদি অষ্ট মাতৃকাগণ বিবিধ উপায়ে মহাসুরগণকে মথিত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অসুর-সৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৩৯

ব্রাহ্মী আদি অষ্ট মাতৃকা কর্তৃক মর্দিত দৈত্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মহাসুর রক্তবীজ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। ৪০

রক্তবীজের শরীর হইতে যখন একবিন্দু রক্ত ভূমিতে

* মহাসুরঃ ইতি বা পাঠঃ।

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ॥ ৪২
কুলিশেনাহতস্যাশু * তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ॥ ৪৩

সঃ (সেই) মহাসুরঃ (মহাসুর, রক্তবীজ) গদা-পাণিঃ (গদাহস্তে) ইন্দ্র-শক্ত্যা (ইন্দ্র-শক্তির সহিত) যুযুধে (যুদ্ধ করিতে লাগিল)। ততঃ (তখন) ঐন্দ্রী চ (ইন্দ্রশক্তিও) স্ব-বজ্রেণ (স্বীয় বজ্র দ্বারা) রক্তবীজম্ (রক্তবীজকে) অতাড়য়ৎ (আঘাত করিলেন)॥ ৪২

কুলিশেন (বজ্র দ্বারা) আহতস্য (আহত) তস্য (তাহার, রক্তবীজের) আশু (শীঘ্রই) শোণিতম্ (রক্ত) সুস্রাব (বহিতে লাগিল)। ততঃ (তাহা হইতে) তৎ-রূপাঃ (তাঁহার মত আকৃতিবিশিষ্ট) তৎ-পরাক্রমাঃ (ও তাহার মত বিক্রমশালী) যোধাঃ (যোদ্ধাগণ) সমুত্তস্থুঃ (সমুত্থিত হইল)॥ ৪৩

পতিত হইল তখনই ভূপতিত রক্তবিন্দু হইতে রক্তবীজের মত দেহধারী ও বলশালী এক এক অসুর উৎপন্ন হইল। ৪১

সে মহাসুর রক্তবীজ ঐন্দ্রীর সহিত গদাহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন ঐন্দ্রীও স্বীয় বজ্রাঘাতে রক্তবীজকে আহত করিলেন। ৪২

বজ্রাহত রক্তবীজের[১] শরীর হইতে দ্রুতবেগে রক্তস্রাব বহিতে লাগিল। সেই রক্ত হইতে তাহার মত আকার-বিশিষ্ট ও পরাক্রমসম্পন্ন অসংখ্য যোদ্ধা সমুত্থিত হইল। ৪৩

---

* বহু ইতি বা পাঠঃ।

১ রক্ত বীজ (কারণ) যাহার সে রক্তবীজ।

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্ রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্যবলবিক্রমাঃ॥ ৪৪
তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্॥ ৪৫
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ॥ ৪৬

তস্য (তাহার, রক্তবীজের) শরীরাৎ (শরীর হইতে) যাবন্তঃ (যত) রক্ত-বিন্দবঃ (রক্তবিন্দু) পতিতাঃ (পতিত হইল) তাবন্তঃ (তত) তদ্-বীর্য-বল-বিক্রমাঃ (তাহার মত প্রভাব, দৈহিক সামর্থ্য ও উৎসাহ-সম্পন্ন) পুরুষাঃ (পুরুষগণ, বীরগণ) জাতাঃ (জাত হইল)॥ ৪৪

তে চ (ও সেই সকল) রক্ত-সম্ভবাঃ (রক্তজাত) পুরুষাঃ অপি (বীরগণও) তত্র (তথায়, যুদ্ধক্ষেত্রে) মাতৃভিঃ (মাতৃগণের) সমম্ (সহিত) অতি-উগ্র-শস্ত্র-পাত-অতি-ভীষণম্ (প্রচণ্ড অস্ত্র ও শস্ত্র-নিক্ষেপ দ্বারা ভীষণ ভাবে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিতে লাগিল)॥ ৪৫

পুনঃ চ (পুনরায়) যদা (যখন) অস্য (উহার, রক্তবীজের) শিরঃ (মস্তক) বজ্র-পাতেন (বজ্রাঘাতে) ক্ষতম্ (ক্ষত হইল) [তদা=তখন] রক্তং (রক্ত) ববাহ (বহিতে লাগিল)। ততঃ (তাহা হইতে) পুরুষাঃ

রক্তবীজের শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইল তাহার মত বলবান, বীর্যশালী ও বিক্রমসম্পন্ন তত বীরপুরুষ উৎপন্ন হইল। ৪৪

সেই সকল রক্তসম্ভূত বীরগণও যুদ্ধক্ষেত্রে মাতৃগণের সহিত উগ্র অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপপূর্বক অতি ভীষণরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৪৫

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥ ৪৭
বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৪৮

( পুরুষগণ, বীরগণ ) সহস্র-শঃ ( সহস্র সহস্র ) জাতাঃ ( জাত হইল ) ॥ ৪৬

বৈষ্ণবী ( বিষ্ণু-শক্তি ) সমরে ( যুদ্ধে ) এনং ( ইহাকে ) চক্রেণ ( চক্র দ্বারা ) অভিজঘান হ ( আঘাত করিলেন ) । ঐন্দ্রী চ ( এবং ইন্দ্রের শক্তি ) গদয়া ( গদার দ্বারা ) তম্ ( সেই ) অসুর-ঈশ্বরম্ ( অসুররাজকে, রক্ত-বীজকে ) তাড়য়ামাস ( তাড়িত করিলেন ) ॥ ৪৭

বৈষ্ণবী-চক্র-ভিন্নস্য ( বৈষ্ণবীর চক্র দ্বারা ছিন্ন অসুরের ) রুধির-স্রাব-সম্ভবৈঃ ( রক্তস্রাব-সম্ভূত ) সহস্র-শঃ ( সহস্র সহস্র ) তৎ-প্রমাণৈঃ ( তদনুরূপ ) মহাসুরৈঃ ( মহাসুরগণের দ্বারা ) জগৎ ( পৃথিবী ) ব্যাপ্তং ( পরিব্যাপ্ত হইল ) ॥ ৪৮

পুনরায় রক্তবীজের মস্তক যখন বজ্রাঘাতে ক্ষত হইল তখন রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং সেই রক্ত হইতে সহস্র সহস্র বীর অসুর জাত হইল। ৪৬

যুদ্ধে বৈষ্ণবী রক্তবীজকে চক্রের দ্বারা এবং ঐন্দ্রী তাহাকে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন। ৪৭

বৈষ্ণবীর চক্র দ্বারা ছিন্ন সেই অসুরদেহের রক্তস্রাব হইতে রক্তবীজতুল্য সহস্র সহস্র মহাসুর উৎপন্ন হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল। ৪৮

শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥ ৪৯
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৄঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৫০
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ ॥ ৫১

কৌমারী ( কুমারের [ কার্তিকেয়ের ] শক্তি ) শক্ত্যা ( শক্তি দ্বারা ) তথা ( এবং ) বারাহী ( বরাহাবতার-শক্তি ) অসিনা ( অসির দ্বারা ) চ মাহেশ্বরী ( ও মহেশ্বর-শক্তি ) ত্রিশূলেন ( ত্রিশূল দ্বারা ) মহাসুরম্ ( মহাসুর ) রক্তবীজং ( রক্তবীজকে ) জঘান ( আঘাত করিলেন ) ॥ ৪৯

সঃ চ ( এবং সেই ) দৈত্যঃ ( দৈত্য ) মহাসুরঃ ( মহাসুর ) রক্তবীজঃ অপি ( রক্তবীজও ) কোপ-সমাবিষ্টঃ ( ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ) গদয়া ( গদার দ্বারা ) সর্বাঃ ( সকল ) মাতৄঃ ( মাতৃগণকে ) পৃথক্ এব ( পৃথক্‌ভাবেই, প্রত্যেককেই ) অহনৎ ( আঘাত করিল ) ॥ ৫০

শক্তি-শূল-আদিভিঃ ( শক্তি ও শূলাদি দ্বারা ) বহু-ধা ( বহু প্রকারে ) আহতস্য ( আহত ) তস্য ( তাহার, রক্তবীজের ) যঃ বৈ ( যে ) রক্ত-ওঘঃ ( রক্তস্রোত ) ভুবি ( ভূতলে ) পপাত ( পতিত, প্রবাহিত হইল )

কৌমারী শক্তি-অস্ত্র দ্বারা, বারাহী অসির দ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা মহাসুর রক্তবীজকে আঘাত করিলেন। ৪৯

সেই দৈত্য মহাসুর রক্তবীজও ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মহাশক্তি মাতৃগণকে পৃথক্‌ভাবে গদার দ্বারা আঘাত করিল। ৫০

দেবীগণের শক্তি ও শূলাদি অস্ত্রের আঘাতে নানা প্রকার

তৈশ্চাসুরাসৃক্‌সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্॥ ৫২
তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসত্ত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং * বদনং কুরু॥ ৫৩

তেন (তাহার দ্বারা) শত-শঃ (শত শত) অসুরাঃ (অসুর) আসন্ (উৎপন্ন হইল)॥ ৫১

অসুর-অসৃক্-সম্ভূতৈঃ চ (এবং অসুরের [রক্তবীজের] রক্তজাত) তৈঃ (সেই সকল) অসুরৈঃ (অসুরগণ কর্তৃক) সকলং (সমগ্র) জগৎ (পৃথিবী) ব্যাপ্তম্ (পরিব্যাপ্ত) আসীৎ (হইল)। ততঃ (সেই হেতু) দেবাঃ (দেবগণ) উত্তমম্ (অতিশয়) ভয়ম্ (ভয়) আজগ্মুঃ (পাইলেন)॥ ৫২

তান্ (সেই সকল) সুরান্ (দেবগণকে) বিষণ্ণান্ (বিষণ্ণ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) চণ্ডিকা (কৌশিকী) প্রাহসৎ (হাস্য করিলেন) [চ—এবং] কালীম্ (চামুণ্ডাকে) উবাচ (কহিলেন)—চামুণ্ডে (কালি) ত্বরা (শীঘ্র) বদনং (মুখ) বিস্তরং (বিস্তার, ব্যাদান) কুরু (কর)॥ ৫৩

আহত সেই রক্তবীজের শরীর হইতে যে রক্ত-প্রবাহ ভূতলে পতিত হইল, তাহা হইতে শত শত অসুর উৎপন্ন হইল। ৫১

রক্তবীজাসুরের রক্তজাত অসুরগণ সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিল। তাহাতে দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। ৫২

সেই দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা হাস্যকরতঃ কালীকে বলিলেন—চামুণ্ডে, শীঘ্র বদন বিস্তৃত কর। ৫৩

---

* বিস্তীর্ণং ইতি বা পাঠঃ।

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা* ॥৫৪
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥ ৫৫
ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে।
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্ ॥ ৫৬

ত্বং (তুমি) বেগিতা (বেগযুক্তা, ত্বরান্বিতা হইয়া) অনেন (এই) বক্ত্রেণ ([বিস্তৃত] বদন দ্বারা) মৎ-শস্ত্র-পাত-সম্ভূতান্ (আমার শস্ত্রাঘাতে উৎপন্ন) রক্ত-বিন্দূন্ (বিন্দুসকল) [চ=এবং] রক্ত-বিন্দোঃ (রক্তবিন্দুজাত) মহাসুরান্ (মহাসুরগণকে) প্রতীচ্ছ (ভক্ষণ কর) ॥ ৫৪

তৎ-উৎপন্নান্ (তাহা [রক্তবীজ] হইতে জাত) মহাসুরান্ (মহাসুরগণকে) ভক্ষয়ন্তী (ভক্ষণ করিতে করিতে) রণে (যুদ্ধে) চর বিচরণ কর)। এবম্ (এইরূপে) এষঃ (এই) দৈত্যঃ (দৈত্য, রক্তবীজ) ক্ষীণ-রক্তঃ (রক্তহীন হইয়া) ক্ষয়ং (ক্ষয়, বিনাশ) গমিষ্যতি (পাইবে) ॥ ৫৫

ত্বয়া (তোমার দ্বারা) ভক্ষ্যমাণাঃ চ (ভক্ষিত হইয়া) উগ্রাঃ (উগ্র,

এবং আমার অস্ত্রাঘাতে উৎপন্ন রক্তবিন্দুসমূহ ও রক্তবিন্দুজাত মহাসুরগণকে সত্বর ভক্ষণ কর। ৫৪

রক্তবীজজাত মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ কর। তাহা হইলে এই রক্তবীজ রক্তহীন হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। ৫৫

---

* বেগিনা ইতি বা পাঠঃ।

মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্।
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্॥ ৫৭
ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি।
তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্॥ ৫৮
যতস্ততস্তদ্‌বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি।
মুখে সমুদ্‌গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ॥ ৫৯

প্রচণ্ড ) চ অপরে ( অন্য দৈত্যগণ ) ন উৎপৎস্যন্তি চ ( উৎপন্ন হইবে না )। তাম্ ( তাঁহাকে, কালীকে ) ইতি ( ইহা ) উক্ত্বা ( বলিয়া ) দেবী ( চণ্ডিকা ) তম্ ( তাহাকে, রক্তবীজকে ) শূলেন ( শূল দ্বারা ) অভিজঘান ( আঘাত করিলেন )। ততঃ ( তখন ) কালী ( চামুণ্ডা ) মুখেন (মুখে) রক্তবীজস্য ( রক্তবীজের ( শোণিতম্ ( রক্ত ) জগৃহে ( গ্রহণ [ ও পান ] করিলেন )॥ ৫৬-৫৭

অথ ( অনন্তর ) অসৌ ( সে, রক্তবীজ ) গদয়া ( গদার দ্বারা ) চণ্ডিকাম্ ( চণ্ডিকাকে ) তত্র ( তথায় ) আজঘান ( আঘাত করিল )। ততঃ ( কিন্তু ) গদা-পাতঃ ( গদাঘাত ) অস্যাঃ ( ইঁহার, চণ্ডিকার ) অল্পিকাম্ অপি ( অল্পমাত্রও ) বেদনাং ( বেদনা, পীড়া ) ন চক্রে (উৎপন্ন করে নাই) ॥৫৭-৫৮

আহতস্য ( আহত ) তস্য ( তাহার, রক্তবীজের ) দেহাৎ তু ( দেহ হইতে ) বহু ( অনেক ) শোণিতম্ ( রক্ত ) সুস্রাব ( প্রবাহিত হইল )।

তুমি এইরূপে ভক্ষণ করিলে অন্য উগ্রাসুরগণ আর উৎপন্ন হইবে না। চণ্ডিকা কালীকে এইরূপ বলিয়া শূল দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন। তখন কালী রক্তবীজের রক্ত ভূপতিত হইতে না দিয়াই মুখে গ্রহণ ও পান করিলেন। ৫৬-৫৭

তখন রক্তবীজও গদার দ্বারা তথায় চণ্ডিকাকে আঘাত করিল। কিন্তু গদাঘাতে চণ্ডিকা কিঞ্চিন্মাত্রও বেদনা প্রাপ্ত হইলেন না। ( কারণ দেবী চিদানন্দরূপিণী )। ৫৭-৫৮

তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্ ।
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভিঋষ্টিভিঃ ॥ ৬০
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ ॥ ৬১
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ ।
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ ॥ ৬২

চামুণ্ডা ( কালী ) যতঃ ( যথা ) ততঃ ( তথা ) তদ্-বক্ত্রেণ ( তাঁহার মুখে ) সম্প্রতীচ্ছতি ( [ সেই রক্ত ] পান করিলেন ] ॥ ৫৮-৫৯

অথ ( অনন্তর ) অস্যাঃ ( ইঁহার, কালীর ) মুখে ( মুখের মধ্যে ) যে ( যে-সকল ) মহাসুরাঃ ( মহাসুরগণ ) রক্ত-পাতাৎ ( রক্তপ্রবাহ হইতে ) সমুদ্গতাঃ ( উৎপন্ন হইল ) চামুণ্ডা ( কালী ) তান্ ( তাহাদিগকে ) চখাদ ( ভক্ষণ করিলেন ) তস্য চ ( এবং তাহার, রক্তবীজের ) শোণিতম্ ( রক্ত ) পপৌ ( পান করিলেন ) ॥ ৫৯-৬০

দেবী ( চণ্ডিকা ) চামুণ্ডা-পীত-শোণিতম্ ( চামুণ্ডা কর্তৃক রক্ত পীত হইলে ) তং ( সেই ) রক্তবীজং ( রক্তবীজকে ) শূলেন ( শূল দ্বারা ) বজ্রেণ ( বজ্র দ্বারা ) বাণৈঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) অসিভিঃ ( অস্ত্রসমূহ দ্বারা ) ঋষ্টিভিঃ ( একধার খড়্গসমূহ দ্বারা ) জঘান ( বধ করিলেন ) ॥ ৬০-৬১

মহীপাল ( হে ভূপতে [ সুরথ ] ), সঃ ( সেই ) মহাসুরঃ ( মহাসুর )

আহত রক্তবীজের শরীর হইতে বহু রক্ত প্রবাহিত হইল। চামুণ্ডা স্বীয় মুখে সর্বত্র সেই রক্ত পান করিলেন। ৫৮-৫৯

অনন্তর কালীর মুখ-গহ্বরে পতিত রক্তবিন্দু হইতে যে-সকল মহাসুর তথায় উৎপন্ন হইল, চামুণ্ডা (কালী) তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন এবং রক্তবীজের রক্তও পান করিলেন। ৫৯-৬০

চামুণ্ডা রক্তবীজের রক্ত পান করিলে চণ্ডিকা দেবী

তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে রক্তবীজবধো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রক্ত-বীজঃ ( রক্তবীজ ) শস্ত্র-সঙ্ঘ-সমাহতঃ (শস্ত্রসমূহ দ্বারা আহত) নিঃ-রক্তঃ চ ও রক্তশূন্য হইয়া ) মহী-পৃষ্ঠে ( ভূমিতলে ) পপাত ( পতিত হইল ) ॥ ৬১-৬২

নৃ-প ( হে নৃপ, হে সুরথ ), ততঃ ( অনন্তর ) তে ( সেই ) ত্রি-দশাঃ ( দেবগণ ) অতুলম্ ( অনুপম ) হর্ষম্ ( হর্ষ, আনন্দ ) অবাপুঃ ( প্রাপ্ত হইলেন )। তেষাং ( তাঁহাদের [ শরীর ] হইতে ) জাতঃ ( জাত ) মাতৃগণঃ ( [ ব্রহ্মাণী প্রভৃতি ] দেবশক্তিসমূহ ) অসৃক্-মদ-উদ্ধতঃ ( রক্তপানজনিত মদে উন্মত্ত হইয়া ) ননর্ত ( নৃত্য করিতে লাগিলেন ) ॥ ৬২-৬৩

তাহাকে শূল, বজ্র, বাণ, অসি ও ঋষ্টি প্রভৃতির আঘাতে বধ করিলেন। ৬০-৬১

হে মহীপাল, সেই মহাসুর রক্তবীজ শস্ত্রসমূহ দ্বারা আহত ও রক্তশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৬১-৬২

হে নৃপ, তখন সেই দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের শরীর হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাণীপ্রমুখ মাতৃগণও অসুররক্তপানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৬২-৬৩

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকার-সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে রক্তবীজবধ-নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

# উত্তর চরিত্র

## নবম অধ্যায়

## ধ্যান

বন্ধুককাঞ্চননিভং রুচিরাক্ষমালাং
পাশাঙ্কুশৌ চ বরদাং নিজবাহুদণ্ডৈঃ।
বিভ্রাণমিন্দু-শকলাভরণং ত্রিনেত্রম্
অর্ধাম্বিকেশমনিশং বপুরাশ্রয়ামি ॥

বন্ধুক-কাঞ্চন-নিভম্ ( বন্ধুক নামক রক্ত পুষ্প ও উত্তপ্তস্বর্ণতুল্য বর্ণযুক্তা ) ইন্দু-শকল-আভরণং ( চন্দ্রকলা দ্বারা অলঙ্কৃতা ) ত্রি-নেত্রম্ ( ত্রিলোচনা ) চ ( এবং ) নিজবাহু-দণ্ডৈঃ ( স্বীয় হস্তে ) রুচির-অক্ষ-মালাং ( সুচারু রুদ্রাক্ষমালা ) পাশঙ্কুশৌ ( পাশ ও অঙ্কুশ ) বরদাং ( বরমুদ্রা ) বিভ্রাণম্ ( ধারিণী ) অর্ধ-অম্বিকা-ঈশং ( মহাদেবের অর্ধ ) বপুঃ ( অঙ্গিনী, দেবীকে ) অনিশং ( অবিরত ) [ অহম্—আমি ] আশ্রয়ামি ( আশ্রয় করি ) ॥

যাঁহার বর্ণ বন্ধুকপুষ্প ও তপ্তস্বর্ণতুল্য, যিনি শশিধরা, ত্রিলোচনা এবং স্বীয় চারি হস্তে সুচারু রুদ্রাক্ষমালা, বরমুদ্রা, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করেন, মহাদেবের অর্ধাঙ্গিনী সেই দেবীকে আমি সদা আশ্রয় করি।

# উত্তর চরিত্র

## নবম অধ্যায়—নিশুম্ভবধ

রাজোবাচ। ১

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্॥ ২
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ॥ ৩

রাজা (রাজা) [সুরথ]) উবাচ (বলিলেন)—ভগবন্ (হে মহাত্মা [মেধা মুনি]), ভবতা (আপনার দ্বারা) মম (আমার নিকট) আখ্যাতং (কথিত) রক্তবীজ-বধ-আশ্রিতম্ (রক্তবীজের বধজনক) দেব্যাঃ (দেবীর) ইদম্ (এই) চরিত-মাহাত্ম্যং (কর্ম ও প্রভাব) বিচিত্রম্ (অদ্ভুত)॥ ১-২

রক্তবীজে (রক্তবীজ) নিপাতিতে (নিহত হইলে) অতি-কোপনঃ (অতি ক্রুদ্ধ, কুপিত) শুম্ভঃ (শুম্ভাসুর) নিশুম্ভঃ চ (ও নিশুম্ভাসুর) যৎ (যে) কর্ম (কার্য) চকার (করিল) [তৎ=তাহা] ভূয়ঃ চ (পুনরায়) অহং (আমি) শ্রোতুম্ (শুনিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥ ৩

রাজা সুরথ মেধা মুনিকে বলিলেন—হে ভগবান, আপনি রক্তবীজ-বধ সম্বন্ধে দেবীর যে কর্ম ও প্রভাব আমাকে বলিলেন, ইহা অতি অদ্ভুত। ১-২

রক্তবীজ নিহত হইলে অতি কুপিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি। ৩

ঋষিরুবাচ। ৪

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে॥ ৫
হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্ *।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া॥ ৬
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ॥ ৭

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—আহবে (যুদ্ধে) রক্তবীজে (রক্তবীজ) নিপাতিতে (নিহত হইলে) চ অন্যেষু (এবং অন্যান্য [দৈত্য] সকল) হতেষু (হত হইলে) শুম্ভাসুরঃ (দৈত্য শুম্ভ) নিশুম্ভঃ চ (ও নিশুম্ভ) অতুলং (অতিশয়) কোপম্ (ক্রোধ) চকার (করিল)॥ ৪-৫

অথ (অনন্তর) মহাসৈন্যং (বিশাল [দৈত্য] সেনা) হন্যমানং (নিহত হইতে) বিলোক্য (দেখিয়া) নিশুম্ভঃ (নিশুম্ভ) অমর্ষম্ (ক্রোধ) উদ্বহন্ (সংযুক্ত হইয়া) মুখ্যয়া (মুখ্য, প্রধান) অসুর-সেনয়া (অসুরসেনা-সহিত) অভ্যধাবৎ ([দেবীর অভিমুখে] ধাবিত হইল)॥ ৬

তস্য (তাহার, নিশুম্ভের) অগ্রতঃ (সম্মুখে) তথা (এবং) পৃষ্ঠে

মেধা ঋষি বলিলেন—যুদ্ধে রক্তবীজ ও অন্যান্য দৈত্যগণ নিহত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অতিশয় কুপিত হইল। ৪-৫

অনন্তর অসুরসৈন্যগণ দেবী-কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া নিশুম্ভ ক্রোধে অধীর হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রধান প্রধান সৈন্যের সহিত দেবীর দিকে ধাবিত হইল। ৬

* উদ্বমন্ ইতি বা পাঠঃ।

আজগাম মহাবীর্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥ ৮
ততো যুদ্ধমতীবাসীৎ দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥ ৯

( পশ্চাতে ) পার্শ্বয়োঃ চ ( ও উভয় পার্শ্বে ) মহাসুরাঃ ( মহাসুরগণ ) ক্রুদ্ধাঃ ( ক্রুদ্ধ হইয়া ) সন্দষ্ট-ওষ্ঠ-পুটাঃ ( অধর দংশন করিতে করিতে ) দেবীম্ ( দেবীকে ) হন্তুম্ (বধ করিতে ) উপাযযুঃ ( আগমন করিল ) ॥ ৭

মহাবীর্যঃ ( মহাবীর ) শুম্ভঃ অপি ( শুম্ভও ) স্ব-বলৈঃ ( নিজ সৈন্য কর্তৃক ) বৃতঃ ( বেষ্টিত হইয়া ) মাতৃভিঃ ( [ ব্রহ্মাণী প্রভৃতি ] মাতৃগণের সহিত ) যুদ্ধং তু ( যুদ্ধ ) কৃত্বা ( করিয়া ) কোপাৎ ( কোপে, ক্রোধে ) চণ্ডিকাং ( চণ্ডিকাকে ) নিহন্তুম্ ( নিহত করিতে ) আজগাম ( আসিল) ॥ ৮

ততঃ ( তখন ) মেঘয়োঃ ইব ( [ বারিবর্ষণকারী ] মেঘযুগলের ন্যায় ) অতীব ( অতিশয় ) উগ্রং ( ভীষণ ) শর-বর্ষম্ ( বাণবৃষ্টি ) বর্ষতোঃ ( বর্ষণকারী ) শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ( শুম্ভ ও নিশুম্ভের ) দেব্যা ( দেবীর সহিত, চণ্ডিকার সহিত ) অতীব ( ভয়ঙ্কর ) যুদ্ধম্ ( যুদ্ধ ) আসীৎ ( হইল ) ॥ ৯

নিশুম্ভের সম্মুখে, পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে মহাসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করিতে করিতে দেবীকে বধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। ৭

মহাবীর শুম্ভও স্বসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাণীপ্রমুখ মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রোধে চণ্ডিকাকে বধ করিতে আসিল। ৮

তখন শুম্ভ ও নিশুম্ভ বারিবর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় অতি ভীষণভাবে বাণ বর্ষণপূর্বক চণ্ডিকার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ৯

চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকা স্বশরোৎকরৈঃ * ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥ ১০
নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম চাদায় সুপ্রভম্ ।
অতাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥ ১১
তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্ ।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥ ১২

চণ্ডিকা ( দেবী ) স্ব-শর-উৎকরৈঃ ( স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা ) তাভ্যাম্ ( তাহাদের উভয়ের দ্বারা, শুম্ভনিশুম্ভের দ্বারা ) অস্তান্ ( নিক্ষিপ্ত ) শরান্ ( শরসকল, বাণসমূহ ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন ) শস্ত্র-ওঘৈঃ চ ( এবং শস্ত্রসমূহ দ্বারা ) অসুর-ঈশ্বরৌ ( অসুরাধিপতিদ্বয়কে ) অঙ্গেষু ( সর্বাঙ্গে ) তাড়য়ামাস ( আঘাত করিলেন ) ॥ ১০

নিশুম্ভঃ ( নিশুম্ভাসুর ) নিশিতং ( নিশিত, শাণিত ) খড়্গং ( খড়্গ ) সুপ্রভম্ চ (ও প্রভাযুক্ত, উজ্জ্বল) চর্ম ( ঢাল ) আদায় ( লইয়া ) দেব্যাঃ (দেবীর, চণ্ডিকার ) উত্তমম্ ( উত্তম, শ্রেষ্ঠ ) বাহনম্ ( বাহন ) সিংহং ( সিংহকে ) মূর্ধ্নি ( মূর্ধাতে, মস্তকে ) অতাড়য়ৎ ( আঘাত করিল ) ॥ ১১

বাহনে ( বাহন, সিংহ ) তাড়িতে ( আহত হইলে ) দেবী ( চণ্ডিকা ) খুরপ্রেণ ( খুরপ্র বা খুরুপী নামক অস্ত্র দ্বারা ) নিশুম্ভস্য ( নিশুম্ভের ) উত্তমম্

চণ্ডিকা দেবী স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা শুম্ভ ও নিশুম্ভ-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসকল ছেদন করিলেন এবং সেই অসুরাধিপতিদ্বয়ের সর্বাঙ্গে শস্ত্রসমূহ দ্বারা আঘাত করিলেন। ১০

নিশুম্ভ শাণিত খড়্গ ও উজ্জ্বল ঢাল গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহের মস্তকে প্রহার করিল। ১১

---

* চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

ছিন্নে চর্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্॥ ১৩
কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ॥ ১৪

(উত্তম) অসিম্ (অসি, খড়্গ) আশু (তৎক্ষণাৎ) চ (এবং) অষ্ট-চন্দ্রকম্ (অষ্টচন্দ্রবিশিষ্ট) চর্ম অপি (ঢালও) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন)॥ ১২

চর্মণি (চর্মনির্মিত ঢাল) খড়্গে চ (ও খড়্গ) ছিন্নে (ছিন্ন, ভগ্ন হইলে) সঃ (সেই) অসুরঃ (দৈত্য, নিশুম্ভ) শক্তিং (শক্তি-অস্ত্র) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিল)। অস্য (উহার, নিশুম্ভের) অভিমুখ-আগতাম্ (সম্মুখাগত) তাম্ অপি (তাহাও, শক্তিও) [চণ্ডিকা] চক্রেণ (চক্র দ্বারা) দ্বি-ধা (দ্বিখণ্ডিত) চক্রে (করিলেন)॥ ১৩

অথ (অনন্তর) দানবঃ (দানব, অসুর) নিশুম্ভঃ (নিশুম্ভ) কোপ-আধ্মাতঃ (ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া) শূলং (শূল) জগ্রাহ (গ্রহণ করিল)। দেবী (চণ্ডিকা) আয়ান্তং (আগমনকারী) তৎ চ অপি (তাহাও, শূলও) মুষ্টি-পাতেন (মুষ্টিপ্রহারে) অচূর্ণয়ৎ (চূর্ণ করিলেন)॥ ১৪

স্বীয় বাহন সিংহ আহত হইলে দেবী খুরপাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ নিশুম্ভের উত্তম অসি ও অষ্টচন্দ্রযুক্ত ঢাল ছেদন করিলেন। ১২

ঢাল ও খড়্গ ভগ্ন হইলে সেই নিশুম্ভ শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। অভিমুখাগত তাহার সেই শক্তি-অস্ত্রও চণ্ডিকা চক্রদ্বারা দুইখণ্ড করিলেন। ১৩

অনন্তর নিশুম্ভাসুর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল। আসিতে আসিতে তাহাও চণ্ডিকার মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ হইল। ১৪

আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা॥ ১৫
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে॥ ১৬
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্॥ ১৭

অথ (তখন) সঃ অপি (সেও, নিশুম্ভও) গদাং (গদা) আবিধ্য (ঘূর্ণিত করিয়া) চণ্ডিকাং প্রতি (চণ্ডিকার দিকে) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিল)। সা অপি (তাহাও, গদাও) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) ত্রিশূলেন (ত্রিশূলের দ্বারা) ভিন্না (ভগ্ন) ভস্মত্বম্ [চ] (ও ভস্মীভূত) আগতা (হইল)॥ ১৫

ততঃ (তখন) পরশু-হস্তং (হস্তে কুঠারধারী) আয়ান্তং (আগমনকারী) তম্ (সেই) দৈত্যপুঙ্গবম্ (অসুরশ্রেষ্ঠকে, নিশুম্ভকে) দেবী (চণ্ডিকা) বাণ-ওঘৈঃ (বাণসমূহ দ্বারা) আহত্য (আহত করিয়া) ভূ-তলে (ভূমিতলে) অপাতয়ত (পাতিত করিলেন)॥ ১৬

ভীম-বিক্রমে (মহাবল) ভ্রাতরি (ভ্রাতা) তস্মিন্ (সেই) নিশুম্ভে

তখন নিশুম্ভও গদা ঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার দিকে নিক্ষেপ করিল। দেবী সেই গদাও ত্রিশূলের দ্বারা ভগ্ন ও ভস্মীভূত করিলেন। ১৫

তখন দেবী কুঠারহস্তে আগমনকারী সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ নিশুম্ভকে বাণাঘাতে আহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। ১৬

ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূমিতে পতিত হইলে শুম্ভ

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ॥ ১৮
তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্॥ ১৯

( নিশুম্ভ ) ভূমৌ ( ভূমিতে ) নিপাতিতে ( নিপতিত হইলে ) [ শুম্ভঃ ] অতীব ( অতিশয় ) সংক্রুদ্ধঃ [ সন্ ] ( ক্রোধান্বিত হইয়া ) অম্বিকাম্ ( অম্বিকাকে ) হন্তুম্ ( বধ করিতে ) প্রযযৌ ( গমন করিল ) ॥ ১৭

সঃ ( সে, শুম্ভ ) রথ-স্থঃ ( রথে সংস্থিত হইয়া ) অতুলৈঃ ( অনুপম ) তথা ( এবং ) অতি-উচ্চৈঃ ( সুদীর্ঘ ) অষ্টাভিঃ ( অষ্ট ) ভুজৈঃ ( হস্তে, ভুজে ) গৃহীত-পরম-আয়ুধৈঃ ( শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণপূর্বক ) অশেষং ( সমগ্র ) নভঃ ( আকাশ ) ব্যাপ্য ( ব্যাপ্ত করিয়া ) বভৌ ( শোভা পাইল ) ॥ ১৮

দেবী ( চণ্ডিকা ) তম্ ( তাহাকে, শুম্ভকে ) আয়ান্তং ( আসিতে ) সমালোক্য ( দেখিয়া ) শঙ্খম্ ( শঙ্খ ) অবাদয়ৎ ( বাজাইলেন ) ধনুষঃ চ ( ও ধনুতে ) অতীব ( অত্যন্ত ) দুঃসহম্ ( অসহ্য ) জ্যা-শব্দম্ অপি ( টঙ্কার-ধ্বনিও ) চকার ( করিলেন ) ॥ ১৯

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। ১৭

শুম্ভ রথারূঢ় হইয়া অনুপম ও সুদীর্ঘ অষ্টহস্তে পরমাস্ত্র-সকল ধারণপূর্বক সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া শোভা পাইতে লাগিল। ১৮

চণ্ডিকা শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি এবং অতীব দুঃসহ ধনুষ্টঙ্কার করিলেন। ১৯

পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥ ২০
ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥ ২১
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্‌স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥ ২২

[ দেবী ] ( এবং ) সমস্ত-দৈত্য-সৈন্যানাং ( সকল অসুরসৈন্যের ) তেজঃ-বধ-বিধায়িনা ( বলক্ষয়কারক ) নিজ-ঘণ্টা-স্বনেন ( নিজ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা ) ককুভঃ ( দিক্‌সমূহ ) পূরয়ামাস ( পূর্ণ করিলেন ) ॥ ২০

ততঃ ( অনন্তর ) সিংহঃ ( সিংহ, দেবীর বাহন ) ত্যাজিত-ইভ-মহা-মদৈঃ ( ইভ- [ হস্তি- ] গণের মহামদস্রাবনিবারক, ভয়োৎপাদক ) মহানাদৈঃ ( মহাগর্জনের দ্বারা ) গগনং ( আকাশ ) গাং ( পৃথিবী ) তথা ( এবং ) দশ-উপদিশঃ ( সমীপস্থ দশদিক ) পূরয়ামাস ( পূর্ণ করিল ) ॥ ২১

ততঃ ( অনন্তর ) কালী ( চামুণ্ডা ) গগনং ( গগনে, আকাশে ) সমুৎপত্য ( উঠিয়া ) ক্ষ্মাম্‌ ( পৃথিবীকে ) করাভ্যাম্‌ ( করদ্বয় দ্বারা ) অতাড়য়ৎ ( তাড়িত করিলেন )। তৎ-নিনাদেন ( সেই শব্দে ) তে ( সেই সকল ) প্রাক্‌-স্বনাঃ ( পূর্ব শব্দ ) তিরোহিতাঃ ( তিরোহিত হইল ) ॥ ২২

দেবী দৈত্যসৈন্যসমূহের বলহানিকর নিজ ঘণ্টাশব্দে দশদিক পরিপূর্ণ করিলেন। ২০

অনন্তর সিংহ মত্ত হস্তিগণের মদস্রাবনিবারক ( ভীতি-জনক ) মহাগর্জন দ্বারা আকাশ, পৃথিবী ও যুদ্ধক্ষেত্রের দশদিক পূর্ণ করিল। ২১

অনন্তর কালী উলম্ফনে আকাশে উঠিয়া করদ্বয় দ্বারা

অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥ ২৩
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥ ২৪
শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥ ২৫

শিবদূতী ( দেবী ) অশিবম্ ( অশুভ, শত্রুগণের ভয়জনক ) অট্ট-অট্ট-হাসম্ ( মহা অট্টহাস্য ) চকার হ ( করিলেন )। তৈঃ ( সেই সকল ) শব্দৈঃ ( শব্দ দ্বারা ) অসুরাঃ ( অসুরগণ ) ত্রেসুঃ ( ত্রস্ত হইল )। শুম্ভঃ ( শুম্ভাসুর ) পরং ( অত্যন্ত ) কোপং ( ক্রোধ ) যযৌ ( প্রাপ্ত হইল ) ॥ ২৩

দুরাত্মন্ ( রে দুরাত্মা, শুম্ভ ), তিষ্ঠ ( থাম্ ) তিষ্ঠ ( থাম্ ) ইতি ( এইরূপ ) যদা ( যখন ) অম্বিকা ( দেবী ) ব্যাজহার ( বলিলেন ) তদা ( তখন ) আকাশ-সংস্থিতৈঃ ( আকাশস্থিত ) দেবৈঃ ( দেবগণ দ্বারা ) জয় ইতি ( জয়ধ্বনি ) অভিহিতং ( উচ্চারিত হইল ) ॥ ২৪

শুম্ভেন ( শুম্ভ কর্তৃক ) আগত্য ( আগত হইয়া ) জ্বালা-অতি-ভীষণা ( অতি ভীষণ শিখাবিশিষ্ট ) যা ( যে ) শক্তিঃ ( শক্তি অস্ত্র ) মুক্তা

ভূমিতে আঘাত করিলেন। সেই তুমুল শব্দে পূর্বোত্থিত সকল ধ্বনি তিরোহিত হইল। ২২

শিবদূতী শত্রুগণের ভীতিজনক মহা অট্টহাস্য করিলেন। সেই হাস্যধ্বনিতে অসুরগণ ত্রস্ত ও শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। ২৩

'রে দুষ্ট, থাম্, থাম্,' এইরূপ যখন দেবী অম্বিকা শুম্ভকে বলিলেন তখন আকাশে দেবগণ জয়ধ্বনি করিলেন। ২৪

সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্ ।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥ ২৬
শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্ ।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৭

নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ) বহ্নি-কূট-আভা ( অগ্নিরাশির তুল্য তেজোময় ) সা ( তাহা, সেই শক্তি ) আযান্তী ( আসিতে আসিতে ) মহোল্কয়া ( মহোল্কা নামক অস্ত্র দ্বারা ) নিরস্তা ( নিরস্ত, বিনষ্ট হইল ) ॥ ২৫

অবনী-পতে ( হে ভূপতি, হে সুরথ ), শুম্ভস্য ( শুম্ভের ) সিংহ-নাদেন ( হুঙ্কারশব্দে ) লোক-ত্রয়-অন্তরং ( ত্রিলোকের মধ্যস্থল, ভুবর্লোক ) ব্যাপ্তং ( পরিব্যাপ্ত হইল ) । ঘোরঃ ( দারুণ ) নির্ঘাত-নিঃস্বনঃ ( আকস্মিক উৎপাতধ্বনি ) জিতবান্ ( জয়ী হইল ) ॥ ২৬

দেবী ( চণ্ডিকা ) শুম্ভ-মুক্তান ( শুম্ভ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ) শত-শঃ ( শত শত ) সহস্র শঃ ( সহস্র সহস্র ) শরান্ ( শর, বাণ ) উগ্রৈঃ ( উগ্র, ভীষণ ) স্ব-শরৈঃ ( স্বীয় বাণ দ্বারা ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন ) । অথ ( এবং ) শুম্ভঃ ( শুম্ভ ) তৎ-প্রহিতান্ ( তাঁহার [ দেবীর ] দ্বারা নিক্ষিপ্ত ) শরান্ ( বাণসমূহ ) [ চিচ্ছেদ—ছেদন করিল ] ॥ ২৭

শুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অতি ভীষণ শিখাযুক্ত ও অগ্নি-রাশির ন্যায় তেজোময় যে শক্ত্যস্ত্র নিক্ষেপ করিল, তাহা আসিতে আসিতে দেবীর মহোল্কা নামক মহাজ্বালাবতী শক্ত্যস্ত্রদ্বারা বিনষ্ট হইল । ২৫

হে রাজা সুরথ, শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিভুবনের মধ্যস্থল ( ভুবর্লোক ) কম্পিত হইল । অকস্মাৎ ঘোর বজ্রধ্বনি শুম্ভের সেই হুঙ্কারশব্দকে অভিভূত করিল । ২৬

শুম্ভকর্তৃক নিক্ষিপ্ত শত শত, সহস্র সহস্র শর দেবী স্বীয়

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্ ।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্ছিতো নিপপাত হ ॥ ২৮
ততো নিশুম্ভ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্মুকঃ ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥ ২৯
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥ ৩০

ততঃ ( অনন্তর ) সা ( সেই ) চণ্ডিকা ( দেবী ) ক্রুদ্ধা ( ক্রোধযুক্ত হইয়া ) তম্ ( তাহাকে, শুম্ভকে ) শূলেন ( শূলদ্বারা ) অভিজঘান ( আঘাত করিলেন )। সঃ ( সে, শুম্ভ ) তদা ( তখন ) অভিহতঃ ( আহত ) মূর্ছিতঃ ( ও মূর্ছিত হইয়া ) ভূমৌ ( ভূমিতে ) নিপপাত হ ( নিপতিত হইল ) ॥ ২৮

ততঃ ( অনন্তর ) নিশুম্ভঃ ( নিশুম্ভাসুর ) চেতনাম্ ( চেতনা, সংজ্ঞা ) সংপ্রাপ্য ( লাভ করিয়া ) আত্ত-কার্মুকঃ ( ধনু লইয়া ) দেবীং ( দেবীকে, চণ্ডিকাকে ) কালীং ( চামুণ্ডাকে ) তথা ( এবং ) কেশরিণং ( কেশরীকে, সিংহকে ) শরৈঃ ( শর দ্বারা ) আজঘান ( আঘাত করিল ) ॥ ২৯

পুনঃ চ ( পুনরায় ) দনু-জ-ঈশ্বরঃ ( দানবরাজ ) দিতি-জঃ ( দিতিসুত,

ভীষণ শরসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন এবং শুম্ভও দেবী-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগণিত শর স্বীয় বাণে ছিন্ন করিল। ২৭

তৎপর চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া শুম্ভকে শূল দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন সে আহত ও মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল।

অনন্তর নিশুম্ভ সংজ্ঞালাভপূর্বক ধনু হাতে লইয়া শর দ্বারা চণ্ডিকা, চামুণ্ডা ও সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল। ২৯

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্॥ ৩১
ততো নিশুম্ভো বেগেন গদানাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ॥ ৩২

নিশুম্ভ) বাহুনাম্ (বাহুসকলের) অযুতম্ (দশ সহস্র) কৃত্বা (বিস্তার করিয়া) চণ্ডিকাম্ (চণ্ডিকাকে) চক্র-আয়ুধেন (চক্রাস্ত্র দ্বারা) ছাদয়ামাস (আচ্ছাদন করিল)॥ ৩০

ততঃ (তখন) দুর্গ-আর্ত্তি-নাশিনী (দুস্তরভয়বারিণী, দুঃসহপীড়াহারিণী) ভগবতী (ঈশ্বরী) দুর্গা (চণ্ডিকা) ক্রুদ্ধা (কোপযুক্তা হইয়া) তানি (সেই সকল) চক্রাণি (চক্র) তান্ চ (ও সেই) সায়কান্ (সায়কসকল, বাণসমূহ) স্ব-শরৈঃ (স্বীয় শরসমূহ দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন)॥ ৩১

ততঃ (অনন্তর) নিশুম্ভঃ (নিশুম্ভাসুর) দৈত্য-সেনা-সমাবৃতঃ (অসুর-সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া) বেগেন (দ্রুত গতিতে) গদাম্ (গদা) আদায় (লইয়া) চণ্ডিকাম্ বৈ (চণ্ডিকাকে) হন্তুম্ (বধ করিতে) অভ্যধাবত (ধাবিত হইল)॥ ৩২

পুনরায় দানবেশ্বর নিশুম্ভ দশ সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া চণ্ডিকাকে চক্রাস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিল। ৩০

তদনন্তর বিপন্ন জনের দুস্তরভয়হারিণী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া নিশুম্ভকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সকল চক্র ও বাণ স্বীয় বাণের দ্বারা ছিন্ন করিলেন। ৩১

তৎপর নিশুম্ভ দৈত্যসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া দ্রুতবেগে গদা লইয়া চণ্ডিকাকেই বধ করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ৩২

তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে॥ ৩৩
শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা॥ ৩৪
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্॥ ৩৫

চণ্ডিকা ( দেবী ) আপততঃ এব ( আগমনকারী, পতিতপ্রায় ) তস্য ( তাহার, নিশুম্ভের ) গদাং ( গদাকে ) শিত-ধারেণ ( তীক্ষ্ণধার ) খড়্গেন ( খড়্গ দ্বারা ) আশু ( শীঘ্র ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন )। সঃ চ ( সে, নিশুম্ভ ) শূলং ( শূল ) সমাদদে ( গ্রহণ করিল )॥ ৩৩

চণ্ডিকা ( দেবী ) শূল-হস্তং ( শূলহস্তে ) সমায়ান্তং ( আগমনকারী অমর-অর্দনম্ ( দেবশত্রু ) নিশুম্ভম্ ( নিশুম্ভকে ) বেগ-আবিদ্ধেন ( সবেগে ভ্রামিত ) শূলেন ( শূল দ্বারা ) হৃদি ( হৃদয়ে, বক্ষদেশে ) বিব্যাধ ( বিদ্ধ করিলেন )॥ ৩৪

শূলেন ( শূল দ্বারা ) ভিন্নস্য ( বিদীর্ণ ) তস্য ( তাহার, নিশুম্ভের ) হৃদয়াৎ ( হৃদয় হইতে ) অপরঃ ( অন্য ) মহাবলঃ ( মহাবল ) মহাবীর্যঃ ( মহাবীর ) পুরুষঃ ( পুরুষ, অসুর ) তিষ্ঠ ইতি ( 'থাম্' এই ) বদন্ ( বলিতে বলিতে ) নিঃসৃতঃ ( বহির্গত হইল )॥ ৩৫

স্বমস্তকে পতিতপ্রায় নিশুম্ভের গদাটি চণ্ডিকা শীঘ্রই তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন নিশুম্ভ শূল গ্রহণ করিল। ৩৩

তখন চণ্ডিকা অতিবেগে ঘূর্ণিত স্বীয় শূল দ্বারা শূলহস্তে আগমনকারী দেবশত্রু নিশুম্ভের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিলেন। ৩৪

তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ ভুবি ॥ ৩৬
ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥ ৩৭

ততঃ ( তখন ) দেবী ( চণ্ডিকা ) স্বন-বৎ ( সশব্দে, উচ্চৈঃস্বরে ) প্রহস্য ( হাস্য করিয়া ) নিষ্ক্রামতঃ ( নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত ) তস্য ( তাহার ) শিরঃ ( মস্তক ) খড়্গেন ( খড়্গ দ্বারা ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন )। ততঃ ( তখন ) অসৌ ( সে, অসুর ) ভুবি ( ভূমিতে ) অপতৎ ( পতিত হইল ) ॥ ৩৬

ততঃ ( তখন ) সিংহঃ ( সিংহ, দেবীর বাহন ) উগ্র-দ্রংষ্ট্রা-ক্ষুণ্ণ-শিরঃ-ধরান্ ( তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা গ্রীবা বিদীর্ণ করিয়া ) তান্ ( সেই ) অসুরান্ ( অসুরগণকে ) চখাদ ( ভক্ষণ করিল ) তথা ( এবং ) কালী ( চামুণ্ডা ) তথা ( এবং ) শিবদূতী ( শিবদূতী ) অপরান্ ( অন্যান্য [ অসুরগণ- ] কে ) ॥ ৩৭

নিশুম্ভের শূলবিদ্ধ হৃদয় হইতে মহাবল মহাবীর্য অপর এক মহাসুর 'থাম্', 'থাম্' বলিতে বলিতে বহির্গত হইল। ৩৫

তখন দেবী অট্টহাস্য করিয়া নিশুম্ভের হৃদয়-নিঃসৃত সেই অসুরের মস্তক খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। সে তখন ভূপতিত হইল।[১] ৩৬

---

১ 'মায়া সর্বাপি মন্ময়ী' অর্থাৎ সমুদয় মায়া আমা হইতে উৎপন্না। মন্ময়ী ( মদাশ্রিতা ) মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ—এইরূপ ভাবিয়া চণ্ডিকা অসুরকে বিনাশ করিলেন। মহামায়ার শরণাগতি ব্যতীত মায়া-মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই।—শান্তনবী টীকা

কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ॥ ৩৮
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি॥ ৩৯

কে-চিৎ ( কোন কোন ) মহাসুরাঃ ( মহাসুর ) কৌমারী-শক্তি-নির্ভিন্নাঃ ( কৌমারীর শক্তি-অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ) নেশুঃ ( বিনষ্ট হইল )। অন্যে ( অপর কেহ কেহ ) ব্রহ্মাণী-মন্ত্র-পূতেন ( ব্রহ্মাণীর প্রণবপূত ) তোয়েন ( জল দ্বারা ) নিরাকৃতাঃ ( দূরীভূত হইল )॥ ৩৮

অপরে ( অপর অনেকে ) মাহেশ্বরী-ত্রিশূলেন ( মাহেশ্বরীর ত্রিশূলের দ্বারা ) ভিন্নাঃ ( বিদীর্ণ হইয়া ) তথা ( এবং ) কে-চিৎ ( কাহারাও বা ) বারাহী-তুণ্ড-ঘাতেন ( বারাহীর মুখাঘাতে ) চূর্ণীকৃতাঃ ( চূর্ণীকৃত হইয়া ) ভুবি ( ভূতলে ) পেতুঃ ( পতিত হইল )॥ ৩৯

তখন সিংহ সেই অসুরগণের গ্রীবা ( ঘাড় ) উগ্র দন্ত দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিল এবং কালী ও শিবদূতী অন্যান্য অসুরগণকে নিধন করিলেন। ৩৭

কোন কোন মহাসুর কৌমারীর শক্তি-অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইল। অপর কেহ কেহ ব্রহ্মাণীর প্রণবপূত[1] জল দ্বারা দূরীকৃত হইল। ৩৮

অপর অনেকে মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং অন্যান্য সকলে বারাহীর মুখাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৩৯

---

১ প্রণব সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র ও ব্রহ্মবাচক। উপনিষদে প্রণব-জপের (ওঁ-উপাসনার) বহু প্রশংসা আছে। যথা—ওমিত্যেব ধ্যায়থ আত্মানম্। —মুণ্ডক উপঃ। অর্থাৎ পরমাত্মাকে ওঁকার অবলম্বনপূর্বক ধ্যান করিবে।

খণ্ডং খণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে॥ ৪০
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ॥ ৪১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দানবাঃ ( দানবগণ, দৈত্যগণ ) বৈষ্ণব্যা ( বৈষ্ণবী কর্তৃক ) চক্রেণ ( চক্র দ্বারা ) খণ্ডং খণ্ডং চ ( খণ্ড খণ্ড ) কৃতাঃ ( কৃত হইল ) চ ( এবং ) তথা ( সেইরূপ ) অপরে ( অন্য দৈত্যগণ ) ঐন্দ্রী-হস্ত-অগ্র-বিমুক্তেন ( ইন্দ্রশক্তির অঙ্গুলিনিক্ষিপ্ত ) বজ্রেণ ( বজ্র দ্বারা ) [ খণ্ডং খণ্ডং কৃতাঃ—খণ্ড খণ্ড হইল ]॥ ৪০

কে-চিৎ ( কোন কোন ) অসুরাঃ ( অসুরগণ ) বিনেশুঃ ( বিনষ্ট হইল )। মহা-আহবাৎ ( মহা সংগ্রাম হইতে ) কে-চিৎ ( কেহ কেহ ) নষ্টাঃ ( পলায়ন করিল )। অপরে চ ( এবং অন্যান্য অসুরগণ ) কালী-শিবদূতী-মৃগ-অধিপৈঃ ( কালী, শিবদূতী ও পশুরাজ [ সিংহ ] কর্তৃক ) ভক্ষিতাঃ ( ভক্ষিত হইল )॥ ৪১

বৈষ্ণবী চক্রের দ্বারা দৈত্যগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং সেইরূপে ঐন্দ্রী অঙ্গুলি নিক্ষিপ্ত বজ্র দ্বারা অন্যান্য অসুরকেও খণ্ড খণ্ড করিলেন। ৪০

মহাযুদ্ধে কোন কোন অসুর নিহত হইল ও কেহ কেহ পলায়ন করিল। অন্যান্য সকলকে কালী, শিবদূতী ও পশুরাজ সিংহ ভক্ষণ করিলেন। ৪১

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমনুর অধিকারসম্বন্ধীয় দেবী-
মাহাত্ম্যানুবাদে নিশুম্ভবধনামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

# উত্তর চরিত্র

## দশম অধ্যায়

## ধ্যান

উত্তপ্তহেমরুচিরাং রবিচন্দ্রবহ্নিনেত্রাং
ধনুঃশরযুতাঙ্কুশপাশশূলম্ ।
রম্যৈর্ভুজৈশ্চ দধতীং শিবশক্তিরূপাং
কামেশ্বরীং হৃদি ভজামি ধৃতেন্দুলেখাম্ ॥

উত্তপ্ত-হেম-রুচিরাং ( তপ্তস্বর্ণবৎ তেজোময়ী ) রবি-চন্দ্র-বহ্নি-নেত্রাং ( সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি যাঁহার তিনটী নয়ন ) রম্যৈঃ ( রমণীয়, সুন্দর ) ভুজৈঃ ( হস্তচতুষ্টয়ে ) ধনুঃ-শরযুত-অঙ্কুশ-পাশ-শূলম্ ( শরযুত ধনুক, অঙ্কুশ, পাশ ও শূল ) দধতীং ( ধারিণী ), শিব-শক্তি-রূপাং ( মহাদেবের শক্তিরূপিণী ) ধৃত-ইন্দু-লেখাম্ ( ললাটে শশিকলাযুক্তা ) কাম-ঈশ্বরীং ( অভীষ্টদায়িনী ) হৃদি ( হৃদয়ে ) ভজামি ( ভজনা করি ) ॥

যিনি তপ্তস্বর্ণবর্ণবৎ তেজোময়ী ও শিবশক্তিরূপা, সূর্য চন্দ্র ও অগ্নি যাঁহার তিনটী নয়ন এবং যিনি কমনীয় হস্তচতুষ্টয়ে শরযুক্ত ধনুক অঙ্কুশ পাশ ও শূল ধারণ করেন—সেই শশিধরা বরদাত্রী দেবীকে হৃদয়ে ধ্যান করি ।

# উত্তর চরিত্র

## দশম অধ্যায়—শুম্ভবধ

ঋষিরুবাচ। ১

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ॥ ২
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥ ৩

দেব্যুবাচ। ৪

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥ ৫

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—প্রাণ-সম্মিতম্ ( প্রাণ-তুল্য ) ভ্রাতরং ( ভ্রাতা ) নিশুম্ভং ( নিশুম্ভকে ) নিহতং ( নিহত ) বলং চ এব ( ও সৈন্যশক্তিকে ) হন্যমানং ( বিনষ্টপ্রায় ) দৃষ্ট্বা ( দেখিয়া ) শুম্ভঃ ( শুম্ভ ) ক্রুদ্ধঃ (কোপান্বিত হইয়া) বচঃ ( বাক্য ) অব্রবীৎ ( বলিল )—॥১-২

বল-অবলেপ-দুষ্টে ( হে বলগর্বে দুর্বিনীতা ) দুর্গে ( দুর্গা ) ত্বং ( তুমি ) গর্বম্ ( গর্ব ) মা আবহ ( করিও না ) [ যতঃ—যেহেতু ] অতি-মানিনী ( অত্যন্ত অহঙ্কৃতা, গর্বিতা ) যা [ ত্বম্ ] ( যে তুমি ) অন্যাসাং ( অন্যান্য-[ দেবী- ] গণের ) বলম্ ( বলকে, শক্তিকে ) আশ্রিত্য ( আশ্রয় করিয়া ) যুধ্যসে ( যুদ্ধ করিতেছ ) ॥ ৩

দেবী ( চণ্ডিকা ) উবাচ ( বলিলেন )—অত্র ( এই ) জগতি ( জগতে ) অহম্ এব ( আমিই ) একা ( একমাত্র, অদ্বিতীয়া )। মম ( আমার ) অপরা ( অন্যা ) দ্বিতীয়া ( দ্বিতীয়া ) কা ( কে )? দুষ্ট ( রে দুরাত্মা ), এতাঃ ( এই

মেধা ঋষি বলিলেন—প্রাণ-তুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যবলও বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া শুম্ভ ক্রোধভরে বলিল—।১-২

হে বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গা, তুমি গর্ব করিও না। কারণ

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥ ৬

সকল ) মদ্বিভূতয়ঃ ( আমার বিভূতি [ শক্তি ] সকল ) ময়ি এব ( আমাতেই ) বিশন্ত্যঃ ( প্রবেশ করিতেছে ) পশ্য ( দেখ ) ॥ ৪-৫

[ ঋষিঃ উবাচ—ঋষি বলিলেন ] ততঃ ( অনন্তর ) ব্রহ্মাণী-প্রমুখাঃ ( ব্রহ্মাণীপ্রমুখ ) তাঃ ( সেই ) সমস্তাঃ ( সকল ) দেব্যঃ ( দেবী ) তস্যা ( সেই ) দেব্যাঃ ( [ চণ্ডিকা- ] দেবীর ) তনৌ ( তনুতে, শরীরে ) লয়ম্ ( বিলীনা, একীভূতা ) জগ্মুঃ ( হইলেন )। তদা ( তখন ) অম্বিকা ( অম্বিকা দেবী ) একা-এব ( একাকিনীই ) আসীৎ ( রহিলেন ) ॥ ৬

অতিগর্বিতা হইয়াও তুমি অন্যান্য দেবীর শক্তি ( বল ) আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ। ৩

চণ্ডিকাদেবী বলিলেন—একা[১] মাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। মদ্ব্যতিরিক্ত আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে? রে দুষ্ট, ব্রহ্মাণীপ্রমুখ এই সকল দেবী আমারই অভিন্না বিভূতি ( শক্তি )। এই দেখ্, ইহারা আমাতেই বিলীনা হইতেছে। ৪-৫

---

১ একা—স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদহীনা। অনুভূয়মান ভেদ বাস্তব নহে। শান্তনবী টীকাতে উদ্ধৃত আছে—

জগতো নাহমন্যা স্যাং স্যাৎ মদন্যৎ জগৎ চ ন।
জগতো মম চাপ্যৈক্যাৎ ব্যক্তিরন্যা ততোঽস্তি কা ॥
অহং চ জগতী চৈকা জগতী মন্ময়ী মতঃ
দুগ্ধবৎ দধি চাপ্যেকং দধি দুগ্ধময়ং মতঃ ॥

অর্থাৎ আমি জগৎ হইতে পৃথক নহি এবং জগৎ মদ্ব্যতিরিক্ত নয়। আমি ও জগৎ শক্তিতঃ অভেদ বলিয়া মদতিরিক্তা দ্বিতীয়া কেহ জগতে নাই। যেমন দধি দুগ্ধময় এবং এক দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত, তদ্রূপ একা আমিই জগন্ময়ী এবং জগৎও মন্ময়ী।

দেব্যুবাচ। ৭

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ ৮

ঋষিরুবাচ। ৯

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥ ১০

দেবী ( অম্বিকা ) উবাচ ( বলিলেন )—ইহ ( ইহাতে, এই যুদ্ধে ) অহং ( আমি ) বিভূত্যা ( বিভূতি দ্বারা, শক্তি-প্রভাবে ) বহুভিঃ ( বহু ) রূপৈঃ ( রূপে, মূর্তিতে ) যৎ ( যে ) আস্থিতা ( অবস্থিতা ছিলাম ) তৎ ( তাহা ) ময়া ( আমা কর্তৃক ) সংহৃতম্ ( [ স্বদেহে ] প্রত্যাহৃত হইল )। আজৌ ( যুদ্ধে) একা এব ( একাই ) তিষ্ঠামি ( রহিলাম )। স্থিরঃ ( স্থির ) ভব ( হও ) ॥ ৭-৮

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—ততঃ ( অনন্তর ) পশ্যতাং ( অবলোকনকারী ) সর্ব-দেবানাম্ ( সমস্ত দেবতা ) অসুরাণাং চ

মেধা ঋষি বলিলেন—অনন্তর ব্রহ্মাণীপ্রমুখ অষ্ট মাতৃকা[১] চণ্ডিকাদেবীর শরীরে বিলীনা হইলেন। ( কারণ তাঁহারা আদ্যা শক্তি হইতে অভিন্ন )। তখন চণ্ডিকা একাকিনীই রহিলেন। ৬

দেবী বলিলেন—এই যুদ্ধে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে ( মায়া দ্বারা ) আমি যে-সকল মূর্তিতে অবস্থান করিতেছিলাম,

---

১ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী নারসিংহৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ —ডামরতন্ত্র
অর্থাৎ ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা—ইঁহারা অষ্টমাতৃকা।

শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ভূয়ঃ * সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১১
দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতিঘাতকর্তৃভিঃ ॥ ১২

( ও অসুরগণের ) [ সমক্ষে ] দেব্যাঃ ( দেবীর ) শুম্ভস্য চ ( ও শুম্ভের ) উভয়োঃ ( উভয়ের ) দারুণম্ ( দারুণ, ভীষণ ) যুদ্ধং ( যুদ্ধ ) প্রববৃতে ( আরম্ভ হইল ) ॥ ৯-১০

শর-বর্ষৈঃ ( বাণবর্ষণ দ্বারা ), শিতৈঃ ( তীক্ষ্ণ, শাণিত ) শস্ত্রৈঃ চ ( ও খড়্গাদি দ্বারা ) তথা ( এবং ) দারুণৈঃ ( দারুণ, ভীষণ ) অস্ত্রৈঃ এব ( অস্ত্রাদি দ্বারাও ) ভূয়ঃ ( পুনঃ, মহৎ ) তয়োঃ ( উভয়ের মধ্যে ) সর্ব-লোক-ভয়ঙ্করম্ ( সকল লোকের ভয়োৎপাদক ) যুদ্ধম্ ( যুদ্ধ ) অভূৎ ( হইল ) ॥ ১১

অথ ( অনন্তর ) অম্বিকা ( দেবী ) যানি ( যে-সকল ) দিব্যানি ( দিব্য ) অস্ত্রাণি ( অস্ত্র ) শত-শঃ ( শত শত ) মুমুচে ( মুক্ত [ প্রয়োগ ] করিলেন ) তানি ( সেই সকল ) দৈত্য-ইন্দ্রঃ ( দৈত্যরাজ, শুম্ভ ) তৎ-প্রতিঘাত-

সেই সকল এক্ষণে উপসংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনীই রহিলাম। তুমি যুদ্ধে স্থির হও। ৭-৮

মেধা ঋষি বলিলেন—অনন্তর সমস্ত দেবতা ও অসুর-গণের সমক্ষে চণ্ডিকা ও শুম্ভ উভয়ে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ৯-১০

বাণবৃষ্টি এবং শাণিত শস্ত্র ও দারুণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা উভয়ের মধ্যে আবার ত্রিলোকের ভীতিপ্রদ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১১

---

* ভূপ ইতি বা পাঠঃ।

মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী ।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥ ১৩
ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥ ১৪

কর্তৃভিঃ ( সেই সেই অস্ত্রের প্রতিষেধক প্রত্যস্ত্র দ্বারা ) বভঞ্জ ( ভগ্ন করিল ) ॥ ১২

তেন চ ( ও তাহার [ শুম্ভাসুরের ] দ্বারা ) মুক্তানি ( মুক্ত, নিক্ষিপ্ত ) দিব্যানি ( দিব্য ) অস্ত্রাণি ( অস্ত্রসকল ) পরমেশ্বরী ( জগদীশ্বরী ) লীলয়া এব ( অবলীলাক্রমে, অনায়াসেই ) উগ্র-হুঙ্কার-উচ্চারণ-আদিভিঃ ( ভীষণ হুঙ্কার-শব্দাদি দ্বারা ) বভঞ্জ ( ভগ্ন করিলেন ) ॥ ১৩

ততঃ ( অনন্তর ) সঃ ( সেই ) অসুরঃ ( অসুর ) শর-শতৈঃ ( শত শত শর দ্বারা ) দেবীম্ ( দেবীকে ) আচ্ছাদয়ত ( আচ্ছাদন করিল ) চ ( এবং সা ( সেই ) দেবী অপি ( দেবীও ) কুপিতা ( ক্রুদ্ধা হইয়া ) ইষুভিঃ ( বাণসমূহ দ্বারা ) তৎ ( সেই ) ধনুঃ ( ধনু ) চিচ্ছেদ ( ছেদন করিলেন ) ॥ ১৪

অনন্তর অম্বিকাদেবী যে শত শত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন দৈত্যরাজ শুম্ভ প্রতিষেধক অস্ত্রশস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ-পূর্বক তৎসমুদয় খণ্ড খণ্ড করিল । ১২

এবং শুম্ভাসুর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্রসকল পরমেশ্বরী অনায়াসেই উগ্র হুঙ্কারাদি শব্দ দ্বারা ভগ্ন করিলেন । ১৩

অনন্তর সেই অসুর শত শত শরবর্ষণ দ্বারা দেবীকে আচ্ছাদন করিল এবং সেই দেবীও তাহাকে ক্রুদ্ধা হইয়া বাণসমূহ দ্বারা অসুরের সশর ধনু ছেদন করিলেন । ১৪

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥ ১৫
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবৎ তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥ ১৬
তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম চার্ককরামলম্* ॥ ১৭

অথ (অনন্তর) তথা (উক্ত প্রকারে) ধনুষি (ধনু) ছিন্নে (ছিন্ন হইলে) দৈত্য-ইন্দ্রঃ (দৈত্যরাজ, শুম্ভ) শক্তিম্ (শক্তি অস্ত্র) আদদে (গ্রহণ করিল)। দেবী (অম্বিকা) অস্য (উহার, অসুরের) কর-স্থিতাম্ (হস্তস্থিত) তাম্ অপি (তাহাকেও, শক্তিকেও) চক্রেণ (চক্র দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) ॥ ১৫

ততঃ (অনন্তর) দৈত্যানাম্ (দৈত্যগণের) অধিপ-ঈশ্বরঃ (অধিপতি-শ্রেষ্ঠ) তদা (তখন) শত-চন্দ্রম্ (শতচন্দ্রাঙ্কিত ফলক, ঢাল) চ (ও) ভানু-মৎ (সূর্যতুল্য জ্যোতির্ময়) খড়্গম্ (খড়্গ) উপাদায় (গ্রহণ করিয়া), দেবীম্ (দেবীর অভিমুখে) অভ্যধাবৎ (ধাবিত হইল) ॥ ১৬

চণ্ডিকা (দেবী) আশু এব (শীঘ্রই) আপততঃ (পতিতপ্রায়,

অনন্তর উক্ত প্রকারে ধনু ছিন্ন হইলে দৈত্যরাজ শুম্ভ শক্তি-অস্ত্র গ্রহণ করিল। কিন্তু দেবী তাহার হস্তস্থিত সেই শক্তিকেও চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। ১৫

তখন দৈত্যরাজাধিরাজ শুম্ভ শতচন্দ্রাঙ্কিত ঢাল এবং

---

* 'অশ্বাংশ্চ পাতয়ামাস রথং সারথিনা সহ' এই শ্লোকার্ধ অধিক পাঠ কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়।

হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যচ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ॥ ১৮
চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্॥ ১৯

আগতপ্রায়) তস্য (তাহার, শুম্ভের) অর্ক-কর-অমলম্ (সূর্যকিরণ-তুল্য উজ্জ্বল, সুশাণিত) খড়্গং (খড়্গ) চর্ম চ (ও চর্ম, ঢাল) ধনুঃ-মুক্তৈঃ (ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত) শিতৈঃ (তীক্ষ্ণ) বাণৈঃ (বাণসকল দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন)॥ ১৭

তদা (তখন) হত-অশ্বঃ (অশ্বহীন) ছিন্ন-ধন্বা (ভগ্ন-ধনু) বি-সারথিঃ (ও সারথিহীন) সঃ (সেই) দৈত্যঃ (দৈত্য, শুম্ভ) অম্বিকা-নিধন-উদ্যতঃ [সন্] (অম্বিকাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া) ঘোরম্ (ভয়ঙ্কর) মুদ্গরং (মুদ্গার, লৌহময় লগুড়) জগ্রাহ (গ্রহণ করিল)॥ ১৮

আপততঃ ([সমীপে] আগতপ্রায়) তস্য (তাহার, শুম্ভের) মুদ্গারং (মুগ্দর) নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণ) শরৈঃ (বাণের দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন)। তথা অপি (তবুও) সঃ (সে, শুম্ভ) বেগ-বান্ [সন্] (দ্রুতগতিতে) মুষ্টিম্ (মুষ্টি) উদ্যম্য (উদ্যত, প্রসারিত করিয়া) তাম্ (তাঁহার প্রতি, দেবীর প্রতি) অভ্যধাবৎ (ধাবিত হইল)॥ ১৯

সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় খড়্গ লইয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। ১৬

শুম্ভের আগতপ্রায় সূর্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল এবং শাণিত খড়্গ ও ঢাল দেবী চণ্ডিকা ধনুর্মুক্ত তীক্ষ্ণ শরসকল দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। ১৭

তখন অশ্বহীন, ভগ্নধনু ও সারথিশূন্য হইয়া শুম্ভ চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য ভীষণ মুদ্গার গ্রহণ করিল। ১৮

স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥ ২০
তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥ ২১

সঃ (সেই) দৈত্য-পুঙ্গবঃ (দৈত্যশ্রেষ্ঠ, শুম্ভ) দেব্যাঃ (দেবীর) হৃদয়ে (হৃদ্দেশে, বক্ষঃস্থলে) মুষ্টিং (মুষ্ট্যাঘাত) পাতয়ামাস (পাতিত করিল) চ (এবং) সা (সেই) দেবী (অম্বিকা) তম্ অপি (তাহাকেও, শুম্ভকেও) তলেন (করতলের দ্বারা, প্রসৃত চপেট দ্বারা) উরসি (বক্ষে) অতাড়য়ৎ (আঘাত করিলেন) ॥ ২০

সঃ (সেই) দৈত্যরাজঃ (অসুররাজ) তল-প্রহার-অভিহতঃ [সন্] (চপেটাঘাতে আহত হইয়া) মহী-তলে (ভূমিতলে) নিপপাত (নিপতিত হইল) তথা (এবং) সহসা এব (মহাবেগে, তৎক্ষণেই) পুনঃ (আবার) উত্থিতঃ (উত্থিত হইল) ॥ ২১

অম্বিকা আক্রমণোদ্যত শুম্ভের মুদ্গর নিশিত শরের দ্বারা ছেদন করিলেন। তথাপি শুম্ভ মুষ্টি উদ্যত করিয়া দ্রুতবেগে দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। ১৯

সেই দেত্যশ্রেষ্ঠ শুম্ভ দেবীর হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত করিল এবং দেবীও শুম্ভকে করতল দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। ২০

দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবীর চপেটাঘাতে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া তখনই আবার মহাবেগে উত্থিত হইল। ২১

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা॥ ২২
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্॥ ২৩
ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে॥ ২৪

[ শুম্ভঃ ] দেবীং ( দেবীকে ) প্রগৃহ্য ( গ্রহণ করিয়া ) উচ্চৈঃ চ ( এবং উচ্চে, ঊর্ধ্বে ) উৎপত্য ( লম্ফ প্রদান করিয়া ) গগনম্ ( আকাশে ) আস্থিতঃ ( উঠিল )। অত্র অপি ( সেখানেও ) সা ( সেই ) চণ্ডিকা ( দেবী ) নিঃ-আধারা ( অবলম্বনহীনা হইয়া ) তেন ( তাহার সহিত, শুম্ভের সহিত ) যুযুধে ( যুদ্ধ করিলেন )॥ ২২

তদা ( তখন ) দৈত্যঃ ( অসুর, শুম্ভ ) চণ্ডিকা চ ( ও চণ্ডিকা দেবী ) পরস্পরম্ ( পরস্পর ) খে ( আকাশে ) প্রথমং ( প্রথম, অভূতপূর্ব ) সিদ্ধ-মুনি-বিস্ময়-কারকম্ ( সিদ্ধগণ ও মুনিগণের আশ্চর্যজনক ) নিযুদ্ধং ( বাহুযুদ্ধ ) চক্রতুঃ ( করিতে লাগিলেন )॥ ২৩

ততঃ ( অনন্তর ) অম্বিকা ( চণ্ডিকা ) তেন সহ ( তাহার [ শুম্ভের ] সহিত ) সু-চিরং ( বহুক্ষণ ) নিযুদ্ধং ( বাহুযুদ্ধ ) কৃত্বা ( করিয়া ) [ তং—

শুম্ভ দেবীকে গ্রহণ করিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফপ্রদানপূর্বক আকাশে উঠিল। সেখানেও চণ্ডিকা নিরালম্বনা ( শূন্যস্থিতা ) হইয়া শুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২

তখন আকাশে শুম্ভ ও চণ্ডিকা পরস্পর সিদ্ধগণ[১] ও নারদাদি ঋষিগণের বিস্ময়জনক অভূতপূর্ব বাহুযুদ্ধ করিলেন। ২৩

---

১ দেবযোনিবিশেষ

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া॥ ২৫
তমায়ান্তং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি॥ ২৬
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্বতাম্॥ ২৭

তাহাকে] উৎপাত্য ([কন্দুকবৎ) ঊর্ধ্বে তুলিয়া) ভ্রাময়ামাস (ঘুরাইলেন) ধরণীতলে [চ] (ও ভূতলে) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিলেন)॥ ২৪

সঃ (সেই) দুষ্ট-আত্মা (দুরাত্মা) ক্ষিপ্তঃ (নিক্ষিপ্ত হইয়া) ধরণীং (ভূতলে) প্রাপ্য (পড়িয়া) মুষ্টিম্ (মুষ্টি) উদ্যম্য (উদ্যত করিয়া) চণ্ডিকা-নিধন-ইচ্ছয়া (চণ্ডিকাবধের ইচ্ছায়) বেগতঃ (মহাবেগে) অভ্যধাবত ([দেবীর] অভিমুখে ধাবিত হইল॥ ২৫

ততঃ (অনন্তর) দেবী (চণ্ডিকা) আয়ান্তং (আগমনকারী) তম্ (সেই) সর্ব-দৈত্য-জন ঈশ্বরম্ (সকল দৈত্যের প্রভুকে) শূলেন (শূলের দ্বারা) বক্ষসি (বক্ষঃস্থলে) ভিত্ত্বা (বিদ্ধ করিয়া) জগত্যাং (ভূতলে) পাতয়ামাস (পাতিত করিলেন)॥ ২৬

দেবী-শূল-অগ্র-বিক্ষত (দেবীর শূলাগ্র দ্বারা বিক্ষত) সঃ (সে,

অনন্তর অম্বিকা শুম্ভের সহিত বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে কন্দুকবৎ শূন্যে তুলিয়া ঘুরাইলেন এবং ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। ২৪

দুরাত্মা শুম্ভ ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও পুনরুত্থিত হইয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়া চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। ২৫

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥ ২৮
উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥ ২৯

শুম্ভ) গত-অসুঃ (গতপ্রাণ, মৃত হইয়া) স-অব্ধি-দ্বীপাং (সমুদ্র ও দ্বীপ সহিত) স-পর্বতাম্ (ও পর্বত-সহিত) সকলাং (সমগ্র) পৃথ্বীং (পৃথিবীকে) চালয়ন্ (চালিত [কম্পিত] করিয়া) উর্ব্যাং (ভূতলে) পপাত (পতিত হইল)॥ ২৭

ততঃ (অনন্তর) তস্মিন্ (সেই) দুরাত্মনি (দুরাত্মা, শুম্ভ) হতে (নিহত হইলে) অখিলং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) প্রসন্নম্ (প্রসন্ন) [সৎ—হইয়া] অতীব (অতিশয়) স্বাস্থ্যম্ (সুস্থতা) আপ (প্রাপ্ত হইল) নভঃ চ (এবং আকাশ) নির্মলম্ (নির্মল) অভবৎ (হইল)॥ ২৮

প্রাক্ (পূর্বে) যে (যে-সকল) স-উল্কাঃ (উল্কাযুক্ত, অগ্নিবর্ষণকারী) উৎপাত-মেঘাঃ (উৎপাতসূচক মেঘ) আসন্ (ছিল) তত্র (সে, শুম্ভ) পাতিতে (নিহত হইলে) তে (তাহারা, সেই সকল মেঘ) শমং (শান্তভাব) যযুঃ (প্রাপ্ত হইল) তথা (এবং) সরিতঃ (নদীসকল) মার্গ-বাহিন্যঃ (মার্গবাহিনী, উৎপথগামিনী নয়) আসন্ (হইল)॥ ২৯

অনন্তর দেবী আগমনকারী সেই দৈত্যেশ্বর শুম্ভকে বক্ষঃস্থলে শূলবিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ২৬

শুম্ভ দেবীর শূলাঘাতে নিহত হইয়া সাগর, দ্বীপ ও পর্বত সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূপতিত হইল। ২৭

দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হইলে নিখিল বিশ্ব অতিশয় প্রসন্ন ও সুস্থ হইল এবং আকাশও নির্মল হইল। ২৮

শুম্ভবধের পূর্বে যে-সকল উৎপাতসূচক (অশুভকর)

ততো দেবগণাঃ সর্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্বা ললিতং জগুঃ॥ ৩০
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ॥ ৩১

ততঃ ( অনন্তর ) সর্বে ( সকল ) দেবগণাঃ ( দেবতা ) তস্মিন্ ( সে, শুম্ভ ) নিহতে ( নিহত হইলে ) হর্ষ-নির্ভর-মানসাঃ ( আনন্দপূর্ণচিত্ত ) বভূবুঃ ( হইলেন )। গন্ধর্বাঃ ( [ বিশ্বাবসু প্রভৃতি ] গন্ধর্বগণ ) ললিতং ( মধুর স্বরে ) জগুঃ ( গান গাহিতে লাগিলেন ) তথা ( এবং ) অন্যে এব ( অন্য সকলেও ) অবাদয়ন্ ( [ মৃদঙ্গাদি ] বাজাইতে লাগিলেন )। অপ্সরোগণাঃ চ ( ও [ উর্বশী প্রভৃতি ] অপ্সরাগণ ) ননৃতুঃ ( নৃত্য করিতে লাগিলেন ) ॥ ৩০-৩১

তথা ( এবং ) পুণ্যাঃ ( পুণ্য, অনুকূল ) বাতাঃ ( বায়ু ) ববুঃ ( বহিতে লাগিল ), দিবা-করঃ ( সূর্য ) সু-প্রভঃ ( উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী ) অভূৎ ( হইল ), অগ্নয়ঃ চ ( ও [ আহবনীয়াদি ] হোমাগ্নিসকল ) শান্ত-দিক্-জনিত-স্বনাঃ ( সর্বদিকে উৎপন্ন [ অমঙ্গলসূচক ] শব্দাদি প্রশমিত

মেঘ উল্কাবৃষ্টি ( অগ্নিবর্ষণ ) করিত শুম্ভবিনাশের পর তাহারা শান্তভাব ধারণ করিল এবং নদীসমূহ উৎপথগামিনী না হইয়া স্ব স্ব পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ২৯

অনন্তর শুম্ভ নিহত হইলে দেবতাগণের হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইল, বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান ধরিলেন ও অন্য সকলে মৃদঙ্গাদি বাজাইতে লাগিলেন এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ৩০—৩১

পুণ্য বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য দীপ্তিশালী হইল এবং

জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া ) শান্তাঃ ( শান্ত, সৌম্য ) [ সন্তঃ—হইয়া ] জজ্বলুঃ ( জ্বলিতে লাগিল ) ॥ ৩১-৩২

আহবনীয়াদি যজ্ঞাগ্নিসকল সর্বদিকে অশুভ শব্দাদি শান্ত করিয়া সৌম্যভাবে জ্বলিয়া উঠিল। ৩১-৩২

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমনুর অধিকার-
সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে শুম্ভবধনামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

# উত্তর চরিত্র

## একাদশ অধ্যায়

## ধ্যান

বালরবিদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্‌।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীম্‌॥

বাল-রবি-দ্যুতিম্‌ ( সদ্য উদিত সূর্যতুল্য জ্যোতির্ময়ী ) ইন্দু-কিরীটাং (যাঁহার মুকুটে চন্দ্র মণিরূপে বিরাজিত ) তুঙ্গ-কুচাং ( উন্নতস্তনযুগ্মশোভিতা ) নয়ন-ত্রয়-যুক্তাম্‌ ( ত্রিলোচনা ) স্মেরমুখীং ( হাস্যমুখী ) বরদ-অঙ্কুশ-পাশ-অভীতি-করাং ( [ চারিহস্তে ] অঙ্কুশাস্ত্র ও পাশাস্ত্র এবং বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী ) ভুবন-ঈশীম্‌ ( জগতের ঈশ্বরীকে, ভুবনেশ্বরীকে ) প্রভজে ( প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি )॥

যিনি নবোদিত রবিতুল্য প্রভাময়ী, চন্দ্র যাঁহার মুকুট-মণিরূপে বিরাজিত, যিনি উন্নতস্তনযুগলশোভিতা, ত্রিলোচনা ও হাস্যমুখী এবং যিনি চারিহস্তে অঙ্কুশাস্ত্র, পাশাস্ত্র, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, আমি সেই ভুবনেশ্বরীর গভীর ধ্যানে মগ্ন হই।

# উত্তর চরিত্র

## একাদশ অধ্যায়—নারায়ণীস্তুতি

ঋষিরুবাচ। ১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্
বিকাসিবক্ত্রাস্তু বিকাসিতাশাঃ ॥ ২

* দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমেশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ ৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (কহিলেন)—তত্র (তথায়, সেই যুদ্ধে) মহা-অসুর-ইন্দ্রে (অসুরাধিপতি, শুম্ভ) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) হতে (নিহত হইলে) বহ্নি-পুরঃ-গমাঃ (অগ্নিপ্রমুখ) স-ইন্দ্রাঃ (ইন্দ্র সহিত) সুরাঃ (দেবগণ) ইষ্ট-লম্ভাৎ তু ([শুম্ভাদি বধরূপ] অভীষ্টলাভ-

মেধা ঋষি বলিলেন—সেই যুদ্ধে দেবীকর্তৃক অসুরাধিপতি শুম্ভ নিহত হইলে অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভাদিবধরূপ

---

* ইহার নাম নারায়ণীস্তুতি। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

নারায়ণীস্তুতির্নাম সূক্তং পরমশোভনম্।
পুরন্দর তদা দৃষ্টং দেবৈরগ্নিপুরোগমৈঃ ॥
এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি ॥

হে ইন্দ্র, নারায়ণীস্তুতি পরমকল্যাণপ্রদ সূক্ত। ইহা অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ-কর্তৃক দৃষ্ট। এই স্তবের দ্বারা দেবীর পূজা করিলে সর্বজ্ঞত্বলাভ হয়।

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে ॥ ৪

হেতু) বিকাসি-বক্ত্রাঃ (প্রফুল্লবদনে) বিকাসিত-আশাঃ (পূর্ণমনোরথ হইয়া, সকল দিক্ আলোকিত করিয়া) তাম্ (সেই) কাত্যায়নীং (কাত্যায়নীকে) তুষ্টুবুঃ (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ১-২

দেবি (হে অম্বিকে), প্রপন্ন-আর্তি-হরে (হে আশ্রিতের দুঃখহারিণি) প্রসীদ (প্রসন্না হউন)। অখিলস্য (নিখিল) জগতঃ (জগতের) মাতঃ (মাতা, জননী) প্রসীদ (প্রসন্না হউন)। বিশ্ব-ঈশ্বরি (হে বিশ্বের ঈশ্বরি) প্রসীদ (প্রসন্না হউন)। বিশ্বং (বিশ্বকে) পাহি (পালন করুন)। দেবি (হে জগজ্জননি), ত্বম্ (আপনি) চর-অচরস্য (স্থাবর ও জঙ্গম, জগতের) ঈশ্বরী (নিয়ন্ত্রী) ॥ ৩

অলঙ্ঘ্য-বীর্যে (হে অনতিক্রমণীয়-শক্তিশালিনি), ত্বম্ (আপনি) একা (অদ্বিতীয়া, স্বতন্ত্রা, অন্যনিরপেক্ষা) জগতঃ (জগতের) আধার-ভূতা (আশ্রয়রূপা) যতঃ (যেহেতু) মহী-স্বরূপেণ (পৃথিবীরূপে) স্থিতা

অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় প্রফুল্লবদনে সকল দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া সেই কাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১-২

হে ভক্ত-দুঃখ-হারিণি দেবি, আপনি প্রসন্না হউন। হে নিখিলবিশ্বজননি, আপনি প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি, আপনি প্রসন্না হইয়া বিশ্ব পালন করুন। হে দেবি, আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী। ৩

হে অলঙ্ঘ্যবীর্যা, আপনি পৃথিবীরূপে বিরাজিতা বলিয়া একাকিনীই জগতের আশ্রয়স্বরূপা। আপনিই জলরূপে

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৫
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ ৬

( অবস্থিতা ) অসি ( আছেন )। অপাং ( জলের ) স্বরূপ-স্থিতয়া ( স্বরূপে অবস্থিতা ) ত্বয়া ( আপনাকর্তৃক ) এতৎ ( এই ) কৃৎস্নম্ ( সমগ্র [ জগৎ ] ) আপ্যায্যতে ( বর্ধিত [ পুষ্ট ] হইতেছে ) ॥ ৪

দেবি ( হে দেবি ), ত্বম্ ( আপনি ) অনন্ত-বীর্যা ( অনন্তশক্তিশালিনী ) বৈষ্ণবী-শক্তিঃ ( বিষ্ণুশক্তি, জগতের স্থিতিশক্তি ) বিশ্বস্য ( বিশ্বের ) বীজং ( মূল কারণ ) পরমা ( মূলা ) মায়া ( অবিদ্যা ) অসি ( হন )। এতৎ ( এই ) সমস্তম্ ( সমগ্র [ বিশ্ব ] ) [ ত্বয়া = আপনার দ্বারা ] সম্মোহিতং ( বিমোহিত ) ত্বং বৈ ( আপনিই ) প্রসন্না ( প্রসন্না হইলে ) ভুবি ( সংসারে ) মুক্তি-হেতুঃ ( মুক্তির কারণ ) [ অসি = হন ] ॥ ৫

দেবি ( হে দেবি ), সমস্তাঃ ( সকল ) বিদ্যাঃ ( [ বেদাদি অষ্টাদশ ] বিদ্যা ) তব ( আপনার ) ভেদাঃ ( অংশ, মূর্তি )। জগৎসু ( জগতের ) স-কলাঃ ( [ গীতবাদ্যাদি চতুঃষষ্টি ] কলা এবং [ পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য ও

অবস্থিতা হইয়া এই সমগ্র জগৎকে পরিপুষ্ট করিতেছেন। অতএব, আপনি সর্বাত্মিকা। ৪

হে দেবি, আপনি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী শক্তি ( বিষ্ণুর জগৎপালিনী শক্তি )। আপনি বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া।

তারুণ্যাদি ] গুণযুক্তা ) সমস্তাঃ ( সমস্ত ) স্ত্রিয়ঃ ( স্ত্রীগণ ) [ তব ভেদাঃ— আপনার বিগ্রহ ]। অম্বয়া ( অম্বারূপা, জননীরূপা ) ত্বয়া ( আপনার ) একয়া ( একার দ্বারা ) এতৎ ( এই [ জগৎ ] ) পুরিতম্ ( [ অন্তর্বহিঃ ] ব্যাপ্ত )। তে ( আপনার ) স্তব্য-পর-অপর-উক্তিঃ ( স্তবার্হ বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তিরূপে ) স্তুতিঃ ( স্তব ) কা ( আর কি আছে ) ? ৬

আপনি সমগ্র জগৎকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন। আবার আপনিই প্রসন্না হইলে ইহলোকে শরণাগত ভক্তকে মুক্তি প্রদান করেন। ৫

হে দেবি, বেদাদি অষ্টাদশ[১] বিদ্যা আপনারই অংশ। চতুঃষষ্টি[২] কলাযুক্তা এবং পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য ও তারুণ্যাদি-গুণান্বিতা সকল নারীই আপনার বিগ্রহ। আপনি জননীরূপা এবং একাকিনীই এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। স্তবনীয় বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তির নাম স্তুতি। যখন আপনি স্বয়ং সেই সকল উক্তিরূপা তখন আপনার এইরূপ স্তুতি আর কি হইতে পারে ? ৬

---

১ "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণানি বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ॥
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥"

অর্থাৎ, ছয় বেদাঙ্গ ( শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ), চারিবেদ ( ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব ), ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র—এই অষ্টাদশ বিদ্যা।

—চতুর্ধরী টীকাতে উদ্ধৃত

২ ১ গীত, ২ বাদ্য, ৩ নৃত্য, ৪ নাট্য, ৫ আলেখ্য, ৬ তণ্ডুলকুসুম-চলীবিকার, ৭ পুষ্পাস্তরণ, ৮ দশনবসনাঙ্গের রাগ ( দশন-বসন-রঞ্জন ), ৯ মণিভূমিকর্ম, ১০ শয়নরচনা, ১১ উদকবাদ্য, ১২ চিত্রযোগ, ১৩ চিত্রমাল্য-গ্রথনবিকল্প, ১৪ শেখরাপীড়যোজনা, ১৫ নেপথ্যযোগ ( বেশরচনা-কৌশল ),

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বাং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥ ৭

যদা (যখন) সর্বভূতা (বিশ্বাত্মিকা, সর্বভূতস্বরূপা) দেবী (প্রকাশময়ী, দ্যোতনশীলা) (স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী ([প্রবৃত্তিমার্গে] স্বর্গ এবং [নিবৃত্তিমার্গে] মুক্তিদাত্রী) [ইতি—এই প্রকারে] ত্বং (আপনি) স্তুতা (স্তুতা হন) [তদা তব—তখন আপনার] স্তুতয়ে (স্তুতিবিষয়ে) কা বা (কি-ই বা) পরম-উক্তয়ঃ (শ্রেষ্ঠ উক্তিসকল, বর্ণনাসমূহ) ভবন্তু (হইতে পারে)॥ ৭

আপনি সর্বভূতস্বরূপা, স্বর্গ ও মুক্তি-দায়িনী এবং প্রকাশ-রূপিণী (সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপ ক্রীড়াকারিণী)। এইরূপে

---

১৬ কর্ণপত্রভঙ্গি, ১৭ সুগন্ধযুক্তি, ১৮ ভূষণ-যোজনা, ১৯ ঐন্দ্রজাল, ২০ কৌচুমারযোগ (সাজসজ্জা বা কুরূপকে সুরূপ করিবার বিদ্যা), ২১ হস্তলাঘব, ২২ চিত্রশাখাপুপভুক্তবিকারক্রিয়া, ২৩ পানকরসরাগাসব-যোজনা, ২৪ সূচিবয়ন-কর্ম, ২৫ সূত্রক্রীড়া, ২৬ ডমরুবীণাবাদ্যাদি, ২৭ প্রহেলিকা, ২৮ প্রতিমালা, ২৯ দুর্বচকযোগ, ৩০ পুস্তকবাচন, ৩১ নাটকাখ্যায়িকা-দর্শন, ৩২ কাব্যসমস্যাপূরণ, ৩৩ পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প, ৩৪ তর্ককর্ম, ৩৫ তক্ষণ, ৩৬ বাস্তুবিদ্যা, ৩৭ রূপরত্নপরীক্ষা, ৩৮ ধাতুবিদ্যা (শুক্রনীতি-মতে যন্ত্রশিল্প), ৩৯ মণিরাগজ্ঞান, ৪০ আকারজ্ঞান, ৪১ বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, ৪২ মেষকুক্কুটলাবকক-যুদ্ধবিধি, ৪৩ শুকসারিকাপ্রলাপন, ৪৪ উৎসাদন, ৪৫ কেশমার্জনা, ৪৬ অক্ষরমুষ্টিকা (অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষররচনা)-কথন, ৪৭ ম্লেচ্ছিতকবিকল্প, ৪৮ দেশভাষাজ্ঞান, ৪৯ পুষ্পশকটিকা, ৫০ নিমিত্তজ্ঞান, ৫১ যন্ত্রমাতৃকা, ৫২ ধারণমাতৃকা, ৫৩ সংবাচ্য, ৫৪ মানসী কাব্যক্রিয়া, ৫৫ অভিধানবিদ্যা, ৫৬ ছন্দোজ্ঞান, ৫৭ ক্রিয়াবিকল্প, ৫৮ ছলিতকযোগ, ৫৯ বস্ত্রগোপনাদি, ৬০ দ্যূতবিশেষ, ৬১ আকর্ষণক্রীড়া, ৬২ বালক্রীড়নকাদি, ৬৩ বিশেষক-ছেদ্যক-তিলকাদিরচনা, ৬৪ বৈনায়িকী ও বৈয়াসিকী বিদ্যার জ্ঞান।

—শৈবতন্ত্র হইতে দংশোদ্ধার টীকায় উদ্ধৃত

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৮
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে*নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৯

সর্বস্য (সকল) জনস্য (জনের, লোকের) হৃদি (হৃদয়ে) বুদ্ধি-রূপেণ (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপে) সংস্থিতে (অবস্থিতা) স্বর্গ-অপবর্গ-দে (স্বর্গ ও মুক্তি-দায়িনী) দেবি (ব্রহ্মময়ি) নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)॥ ৮

কলা-কাষ্ঠা-আদি-রূপেণ (কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি রূপে) পরিণাম-প্রদায়িনি (রূপান্তরবিধায়িনি, অবস্থান্তরদায়িনি) বিশ্বস্য (বিশ্বের) উপরতৌ (সংহারে) শক্তে (সমর্থা, নিপুণা) নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)॥ ৯

যখন আপনার স্তব করা হয় তখন আপনার স্তবের উপযোগী শ্রেষ্ঠ বাক্য আর কি হইতে পারে? ৭

হে দেবি, আপনি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও মুক্তি-দায়িনী নারায়ণী[১]। আপনাকে প্রণাম করি। ৮

হে দেবি, আপনি কলা[২], কাষ্ঠা[৩], ক্ষণমুহূর্তাদি সূক্ষ্ম

---

* শক্তেঃ (প্রবৃত্তেঃ) ইতি বা পাঠঃ।

১ নারস্য (তত্ত্বসমূহস্য বা জীবসমূহস্য) অয়নী (আশ্রয়রূপা)
—জীবসমূহ বা তত্ত্বসকলের আশ্রয়রূপিণী।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশখণ্ডে ৭ম অধ্যায়ে নারায়ণ স্বয়ং বলিতেছেন—
সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা।
মম তুল্যা চ মন্ময়া তেন নারায়ণী স্মৃতা॥

অর্থাৎ, যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী, প্রকৃতি ও সকলের পরমা জননী এবং যিনি মন্ময়া ও আমার মত শক্তিশালিনী তিনিই নারায়ণী।

২ ১ কলা=৩০ কাষ্ঠা। ৩ ১ কাষ্ঠা=১৮ নিমেষ।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে * শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে † নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১১

সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে ( হে সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপিণী ), শিবে ( মঙ্গলস্বভাবা, কল্যাণকারিণী ) সর্ব-অর্থ-সাধিকে ( [ ধর্মাদি ] চতুর্বর্গ-দায়িকা ) শরণ্যে ( শরণযোগ্যা ) ত্রি-অম্বকে ( ত্রিভুবনজননী বা ত্রিনয়না ) গৌরি ( গৌরবর্ণা, হৈমবতী ) নারায়ণি ( নারায়ণ-শক্তি ) তে ( আপনাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) অস্তু ( হউক ) ॥ ১০

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং ( সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের ) শক্তি-ভূতে ( শক্তিরূপিণী ) সনাতনি ( নিত্যা ) গুণ-আশ্রয়ে ( গুণের আধার ) গুণ-ময়ে ( ত্রিগুণময়ী ) নারায়ণি ( নারায়ণ-শক্তি ) তে ( আপনাকে ) নমঃ ( প্রণাম ) অস্তু ( হউক ) ॥ ১১

কালরূপে জগতের পরিণামদায়িনী ( অর্থাৎ অখণ্ডকালরূপিণী ) এবং জগতের সংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম করি। ৯

আপনি সর্বমঙ্গলস্বরূপা, সর্বাভীষ্টসাধিকা, একমাত্র শরণযোগ্যা, ত্রিভুবন-জননী ( বা ত্রিনয়না=সূর্যচন্দ্রাগ্নিলোচনা ) ও গৌরবর্ণা[১]। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১০

হে দেবি, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিরূপিণী ( অর্থাৎ শৈবী, বৈষ্ণবী ও ব্রাহ্মী )। আপনি সনাতনী ও

---

* সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে ইতি বা পাঠঃ। † গুণাশ্রয়েঽগুণময়ি ইতি বা পাঠঃ।

১ অত্র, শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা নারায়ণীর শৈবীত্ব ধ্বনিত। —নাগোজী ভট্ট

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১২
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৩

দেবি (হে জননি), নারায়ণি (বৈষ্ণবি) শরণ-আগত-দীন-আর্ত-পরিত্রাণ-পর-অয়ণে (আশ্রিত, দীন ও [রোগাদি-] ক্লিষ্ট ব্যক্তির রক্ষা-কারিণী) সর্বস্য-আর্তি-হরে (সকলের দুঃখনাশিনি) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)॥ ১২

হংস-যুক্ত-বিমানস্থে (হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা) ব্রহ্মাণী-রূপ-ধারিণি (ব্রহ্মার শক্তিরূপা) কৌশ-অম্ভঃ-ক্ষরিকে ([কমণ্ডলু হইতে] কুশ দ্বারা [প্রণব-পূত] জল-সেচনকারিণী) দেবি (অম্বিকে) নারায়ণি (বিষ্ণুশক্তি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)॥ ১৩

ত্রিগুণের আধারভূতা (নির্গুণা), অথচ ত্রিগুণময়ী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১১

হে দেবি, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্তগণের পরিত্রাণপরায়ণা (সর্বাপৎনাশিনী বা মুক্তিদায়িনী) এবং সকলের দুঃখ (জন্মমরণাদি)-নাশিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১২

হে দেবি, আপনি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা হইয়া কমণ্ডলু[১] হইতে কুশ দ্বারা (প্রণবপূত) জল সিঞ্চন করেন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৩

---

১ ৮।৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৪
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৫
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৬

ত্রিশূল-চন্দ্র-অহি-ধরে (ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্পধারিণি) মহা-বৃষভ-বাহিনি (মহাবৃষারূঢ়া) মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ (মহেশ্বর-শক্তিরূপিণী) নারায়ণি (হে জগজ্জননি), তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)॥ ১৪

ময়ূর-কুক্কুট-বৃতে (ময়ূর ও কুক্কুট-বেষ্টিতা) মহা-শক্তি-ধরে (মহাশক্তি-ধারিণি) অনঘে (পাপশূন্যা, নিত্যশুদ্ধা) কৌমারী-রূপ-সংস্থানে (কুমারের [কার্তিকেয়ের] শক্তিরূপিণি) নারায়ণি (বৈষ্ণবি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)॥ ১৫

শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-গৃহীত-পরম-আয়ুধে (শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ

হে দেবি, আপনি ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্প ধারণ করেন এবং মহাবৃষ আপনার বাহন। আপনি মহেশ্বর-শক্তিরূপা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৪

হে দেবি, আপনি ময়ূর ও কুক্কুট-বেষ্টিতা মহাশক্তিধারিণী, অপাপবিদ্ধা (নিত্যশুদ্ধা) ও কুমার-শক্তিরূপিণী[১]। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৫

হে দেবি, আপনি বিষ্ণুশক্তিরূপে চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র,

১ শিবার্চনচন্দ্রিকার সুব্রহ্মণ্যানন্দপ্রকরণে ময়ূর ও কুক্কুটকে স্কন্দের বাহনদ্বয়রূপে পূজার বিধান আছে।

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৭
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৮

নির্মিত ধনু [ বা খড়্গ ] এই চারি মহাস্ত্রধারিণী ) বৈষ্ণবী-রূপে ( বিষ্ণু-শক্তিরূপিণি ) নারায়ণি ( দেবি ) প্রসীদ ( প্রসন্না হউন )। তে (আপনাকে ) নমঃ ( প্রণাম ) অস্তু ( হউক ) ॥ ১৬

গৃহীত-উগ্র-মহাচক্রে ( হে ভীষণ মহাচক্রধারিণি ), দংষ্ট্রা-উদ্ধৃত-বসুন্ধরে ( দন্তদ্বারা [ জলমগ্না ] পৃথিবীর উদ্ধারকারিণি ) বরাহ-রূপিণি ( বিষ্ণুর তৃতীয় অবতারের রূপধারিণি ) শিবে ( মঙ্গলময়ি ) নারায়ণি ( দেবি ) তে ( আপনাকে ) নমঃ ( প্রণাম ) অস্তু ( হউক ) ॥ ১৭

উগ্রেণ ( উগ্র, ভয়ঙ্কর ) নৃ-সিংহ-রূপেণ ( নরসিংহরূপে ) দৈত্যান্ ( অসুরগণকে ) হন্তুং ( নাশ করিতে ) কৃত-উদ্যমে ( উদ্যতা, চেষ্টিতা ), ত্রৈলোক্য-ত্রাণ-সহিতে ( ত্রিভুবন-ত্রাণকারিণি )। নারায়ণি ( দেবি ) তে ( আপনাকে ) নমঃ ( প্রণাম ) অস্তু ( হউক ) ॥ ১৮

গদা ও শার্ঙ্গ ( ধনু বা খড়্গ ) এই চারি মহাস্ত্র ধারণ করেন। হে নারায়ণি, আপনি প্রসন্না হউন। আপনাকে প্রণাম। ১৬

হে দেবি, আপনি ভীষণ মহাচক্রধারিণী এবং বরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধারকারিণী। আপনি মঙ্গলময়ী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৭

হে দেবি, ভয়ঙ্কর নরসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া আপনি দৈত্য-বিনাশে উদ্যতা হইয়াছিলেন এবং আপনিই ত্রিভুবন রক্ষা করেন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৮

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৯
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২০
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২১

কিরীটিনি (মুকুটধারিণি) মহাবজ্রে (মহাবজ্রধারিণি) সহস্র-নয়ন-উজ্জ্বলে (সহস্র-চক্ষু-শোভিতা) বৃত্র-প্রাণহরে (বৃত্রাসুরনাশিনি) চ ঐন্দ্রি (এবং ইন্দ্র-শক্তিরূপিণি) নারায়ণি (জগদম্বে) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)॥ ১৯

শিবদূতী-স্বরূপেণ (শিবদূতীরূপা) হত-দৈত্য-মহাবলে (বিশাল অসুরসৈন্য-নাশিনি) ঘোররূপে (ভয়ঙ্করা মূর্তিধারিণি) মহা-রাবে (মহানাদকারিণি) নারায়ণি (জগজ্জননি) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)॥ ২০

চামুণ্ডে (কালি) দংষ্ট্রা-করাল-বদনে (বিকট দন্ত নিমিত্ত ভীষণবদনা)

দেবি, আপনি মুকুটযুক্তা, মহাবজ্রধারিণী, সহস্র-নয়ন[১]-শোভিতা, বৃত্রাসুর[২]-নাশিনী এবং ইন্দ্র-শক্তিরূপা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৯

দেবি, শিবদূতীরূপে আপনি বিশাল-অসুর-সৈন্য-নাশিনী। আপনি ভয়ঙ্করমূর্তিধারিণী ও মহাগর্জনকারিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ২০

চামুণ্ডে, আপনি বিকটদন্তবিশিষ্ট ভীষণ-বদনা, নরমুণ্ড-

---

৩ ১ সহস্রনয়ন—অনন্তনয়ন। ২ বিশ্বকর্মার অপত্য বৃত্র। বৃত্রাসুর-বধের কথা দেবীভাগবতে প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২২
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২৩

শিরঃ-মালা-বিভূষণে (নরমুণ্ডমালিনি) মুণ্ড-মথনে (মুণ্ডাসুরনাশিনি নারায়ণি (দেবি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)॥ ২১

লক্ষ্মি (সুখসম্পদ্রূপিণি) লজ্জে (ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইতে বিমুখকরী বৃত্তিরূপা) মহাবিদ্যে (ব্রহ্মবিদ্যারূপিণি) শ্রদ্ধে (আস্তিক্যবুদ্ধিরূপে) পুষ্টি (শরীরাদির বৃদ্ধি-শক্তিস্বরূপে) স্বধে (পিতৃগণের [তৃপ্তিবিধায়ক] পিণ্ডদানের মন্ত্ররূপিণি) ধ্রুবে (নিত্যে, সনাতনি) মহারাত্রি (মহাপ্রলয়রূপা) মহামায়ে (মহামোহরূপা) নারায়ণি (দেবি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)॥ ২২

মেধে ([বেদাদি মোক্ষশাস্ত্রের] তত্ত্বধারণাবতী বুদ্ধিরূপে) সরস্বতি (বাগ্দেবি) বরে (শ্রেষ্ঠা) ভূতি (সত্ত্বপ্রধানা) বাভ্রবি (রজোগুণান্বিতা) তামসি (তমোগুণযুক্তা) নিয়তে (দৈবশক্তিরূপে) ঈশে (ঈশ্বরি) ত্বং (আপনি) প্রসীদ (প্রসন্না হউন) নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)॥ ২৩

মালিনী ও মুণ্ডাসুরনাশিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ২১

দেবি, আপনিই লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ও স্বধাস্বরূপিণী (মন্ত্ররূপিণী)। আপনি নিত্যা (সনাতনী) মহাপ্রলয়রূপা রাত্রি ও মহামোহরূপা অবিদ্যা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ২২

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ২৪
এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥ ২৫

সর্ব-স্বরূপে ( সকল [ কার্য ও কারণ ] রূপিণি ) সর্ব-ঈশে ( সর্বেশ্বরি ) সর্ব-শক্তি-সমন্বিতে ( সর্বশক্তিমতি ) নঃ ( আমাদিগকে ) ভয়েভ্যঃ ( সকল ভয় হইতে ) ত্রাহি ( ত্রাণ করুন )। দেবি ( নারায়ণি ) দুর্গে ( দুর্জ্ঞেয়া, দুরধিগম্যা ) দেবি ( মহেশ্বরি ), তে ( আপনাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) অস্তু ( হউক ) ॥ ২৪

কাত্যায়নি ( ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূতা দেবি ) তে ( আপনার) এতৎ ( এই ) লোচন-ত্রয়-ভূষিতম্ ( ত্রিনয়ন-শোভিত ) সৌম্যং ( শান্ত ) বদনং ( মুখমণ্ডল ) নঃ ( আমাদিগকে ) সর্ব-ভূতেভ্যঃ ( সকল ভৌতিক প্রাণীর উপদ্রব হইতে ) পাতু ( রক্ষা করুন )। তে ( আপনাকে ) নমঃ ( নমস্কার ) অস্তু ( হউক ) ॥ ২৫

দেবি, আপনি মেধারূপা, বাগ্দেবী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, দৈবশক্তি এবং ঈশ্বরী। আপনি প্রসন্না হউন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ২৩

দেবি, আপনি সর্ব কার্য ও কারণ-রূপিণী, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী ও দুর্জ্ঞেয়া। দেবি, আপনি আমাদিগকে সকল আপদ হইতে রক্ষা করুন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।২৪

কাত্যায়নি, আপনার ত্রিনয়নশোভিত সৌম্য বদন আমাদিগকে সকল ভৌতিক বিকার ও সর্ব ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করুক। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ২৫

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্ ।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥ ২৬
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥ ২৭
অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥ ২৮

ভদ্রকালি ( চণ্ডিকে ), জ্বালা-করালম্ ( প্রচণ্ড দীপ্তি দ্বারা ভীষণ ) অতি-উগ্রম্ ( অতি রুদ্র ) অশেষ-অসুর-সূদনম্ ( অসংখ্য-অসুর-নাশক ) ত্রিশূলং ( ত্রিশূল ) নঃ ( আমাদিগকে ) ভীতেঃ ( ভীতি হইতে ) পাতু ( রক্ষা করুক )। তে ( আপনাকে ) নমঃ ( প্রণাম ) অস্তু ( হউক ) ॥ ২৬

দেবি ( চণ্ডিকে ), যা ( যে ) ঘণ্টা ( ঘণ্টা ) স্বনেন ( ধ্বনি দ্বারা ) জগৎ ( বিশ্ব ) আপূর্য ( পূর্ণ করিয়া ) দৈত্য-তেজাংসি ( দৈত্যগণের তেজ ) হিনস্তি ( নাশ করে ) সা ( তাহা ) অনঃ ( মাতা ) ইব ( যেমন ) সুতান্ ( পুত্রগণকে ) [ অশুভাৎ পাতি—অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন ] নঃ ( আমাদিগকে ) পাপেভ্যঃ ( সকল পাপ হইতে ) পাতু ( রক্ষা করুক ) ॥ ২৭

চণ্ডিকে ( দেবি ), তে (আপনার) অসুর-অসৃক্-বসা-পঙ্ক-চর্চিতঃ (অসুরের

হে ভদ্রকালি, প্রচণ্ডদীপ্তিমান, অতিতীক্ষ্ণ, অসংখ্যাসুর-নাশক আপনার ত্রিশূল আমাদিগকে সকল প্রকার ভয় হইতে রক্ষা করুক। আপনাকে প্রণাম। ২৬

দেবি, আপনার যে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া আপনি দৈত্যতেজ হরণ করেন, তাহা—মাতা যেমন পুত্রকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন—সেইরূপ আমাদিগকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করুক। ২৭

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৯

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥ ৩০

রক্ত ও মেদরূপ কর্দমলিপ্ত ) কর-উজ্জ্বলঃ ( কিরণোজ্জ্বল ) খড়্গঃ ( খড়্গ ) শুভায় ( কল্যাণের কারণ ) ভবতু ( হউক )। ত্বাং ( আপনাকে ) বয়ম্ ( আমরা ) নতাঃ ( প্রণাম করি )॥ ২৮

[ ত্বম্—আপনি ] তুষ্টা ( সন্তুষ্টা হইলে ) অশেষান্ ( অসংখ্য প্রকার ) রোগান্ ( রোগ, বিকার ) অপহংসি ( বিনাশ করেন ) রুষ্টা তু ( এবং রুষ্টা [ অসন্তুষ্টা ] হইলে ) সকলান্ ( সকল ) অভীষ্টান্ ( বাঞ্ছিত, কাম্য ) কামান্ ( বস্তু ) [ অপহংসি—বিনাশ করেন ]। ত্বাম্ ( আপনার ) আশ্রিতানাং ( আশ্রিত ) নরাণাং ( নরগণের ) ন বিপৎ ( বিপদ [ হয় ] না )। ত্বাম্ ( আপনার ) আশ্রিতাঃ হি ( চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণই ) আশ্রয়তাং ( অন্যের আশ্রয়-যোগ্যতা ) প্রয়ান্তি ( প্রাপ্ত হন ) ॥ ২৯

দেবি ( অম্বিকে ), ত্বয়া ( আপনার দ্বারা ) অদ্য ( সম্প্রতি ) আত্ম-

চণ্ডিকে, আপনার হস্তস্থিত তেজোময় এবং অসুরের রক্তসিক্ত ও মেদলিপ্ত খড়্গ আমাদের কল্যাণসাধন করুক। আপনাকে আমরা প্রণাম করি। ২৮

দেবি, আপনি সন্তুষ্টা হইলে সকল প্রকার ( দৈহিক ও

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষু
আদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥ ৩১

মূর্তিম্ ( স্বীয় স্বরূপকে ) অনেকৈঃ ( অনেক ) রূপৈঃ ( [ ব্রাহ্মী আদি ও কালী প্রভৃতি ] মূর্তিতে ) বহু-ধা ( বহু প্রকারে ) কৃত্বা ( ধারণ করিয়া ) ধর্ম-দ্বিষাং ( ধর্ম-বিদ্বেষী ) মহাসুরাণাম্ ( [ শুম্ভাদি ] মহাসুরগণের ) এতৎ ( এই ) যৎ ( যে ) কদনং ( বিনাশ ) কৃতম্ ( করা হইল ) অম্বিকে ( জননি ) তৎ ( তাহা ) অন্যা ( অপর ) কা ( কে ) প্রকরোতি ( করিতে পারে ) ? ৩০

বিদ্যাসু ( [ ঐহিক ] জ্ঞানসমূহে ) শাস্ত্রেষু ( [ মনুস্মৃত্যাদি প্রবৃত্তি-পর ] ধর্মশাস্ত্রসকলে ) বিবেক-দীপেষু ( বিবেক-উৎপাদক, নিবৃত্তিপর ) আদ্যেষু ( আদি ) বাক্যেষু ( [ বেদান্ত ] বাক্যসমূহে ) চ ( এবং ) অতি-মহা-অন্ধকারে ( গভীর-অজ্ঞানরূপ অন্ধকারপূর্ণ ) মমত্ব-গর্তে ( ও মমতা-পূর্ণ

মানসিক ) রোগ বিনাশ করেন। আবার রুষ্টা ( অসন্তুষ্টা ) হইলে অভীষ্ট ( কাম্য ) বস্তুসমূহ নাশ করেন। আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদিগের বিপদ স্থায়ী হয় না। যাঁহারা আপনার চরণাশ্রিত, তাঁহারা অন্যেরও আশ্রয়যোগ্য হন। ২৯

দেবি, সম্প্রতি আপনি ব্রাহ্মী প্রভৃতি ও কালী আদি মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ বহু প্রকারে প্রকটিত করিয়া ধর্মদ্বেষী মহাসুরগণের এই যে বিনাশসাধন করিলেন, অম্বিকে, তাহা আপনি ভিন্ন অন্য কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে ? ৩০

দেবি, সকল ঐহিক বিদ্যায়, মনুস্মৃত্যাদি প্রবৃত্তিপর ধর্মশাস্ত্রসমূহে এবং নিবৃত্তিপর বেদান্তবাক্যসকলে মানুষকে

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা

যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।

দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে

তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ ৩২

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং

বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি

বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ ৩৩

সংসার-গর্তে ) ত্বৎ-অন্যা ( আপনি ভিন্ন অন্য ) কা ( আর কে ) অতীব ( পুনঃ পুনঃ ) এতৎ ( এই ) বিশ্বম্ ( বিশ্বকে ) বিভ্রাময়তি ( ভ্রমণ করাইতে পারে ) ? ৩১

যত্র ( যেখানে ) রক্ষাংসি ( রাক্ষসগণ ), চ ( এবং ) উগ্রবিষা ( তীব্রবিষধর ) নাগাঃ ( নাগসমূহ, সর্পসকল ) যত্র ( যেখানে ) অরয়ঃ ( অরিগণ, শত্রুগণ ) যত্র ( যেখানে ) দস্যু-বলানি ( দস্যুদল ) যত্র ( যেখানে ) দাব-অনলঃ ( বনাগ্নি ) তত্র ( সেখানে ) তথা ( এবং ) অব্‌ধি-মধ্যে ( সমুদ্র-মধ্যে ) স্থিতা ( অবস্থিতা হইয়া ) ত্বং ( আপনি ) বিশ্বম্ ( বিশ্বকে ) পরিপাসি ( পরিপালন করেন )॥ ৩২

বিশ্ব-ঈশ্বরি ( বিশ্বের ঈশ্বরি ) ত্বং ( আপনি ) বিশ্বং ( বিশ্বকে ) পরিপাসি ( পরিপালন করেন )। [ ত্বম্—আপনি ] বিশ্ব-আত্মিকা ( বিশ্বরূপা ) ইতি

আপনি ভিন্ন আর কে প্রবর্তিত করে ? দেবি, গভীর অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার ও মমতাপূর্ণ সংসারগর্তে মানুষকে আপনি ব্যতীত আর কে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে পারে ? ৩১

যেখানে রাক্ষস, যেখানে তীব্র বিষধর সর্প, যেখানে শত্রু

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥ ৩৪

( এই হেতু ) বিশ্বম্ ( বিশ্বকে ) ধারয়সি ( ধারণ করেন )। ভবতী ( আপনি ) বিশ্ব-ঈশ-বন্দ্যা ( ব্রহ্মাদির বন্দনীয়া )। যে ( যাঁহারা ) ত্বয়ি ( আপনাতে ) ভক্তি-নম্রাঃ ( ভক্তিভরে প্রণত ) [ তে—তাঁহারা ] বিশ্ব-আশ্রয়াঃ ( বিশ্বের আশ্রয়স্থল ) ভবন্তি ( হন )॥ ৩৩

দেবি ( অম্বিকে ), প্রসীদ ( প্রসন্না হউন )। যথা ( যেরূপে ) অধুনা ( সম্প্রতি ) সদ্যঃ এব ( ক্ষণমাত্রেই ) অসুর-বধাৎ ( অসুরের বধ দ্বারা ) [ নঃ পালিতবতী—আমাদিগকে রক্ষা করিলেন ] [ তথা—সেইরূপ ] নিত্যং ( সদা ) নঃ ( আমাদিগকে ) [ ইতঃপরং—ভবিষ্যতেও ] অরি-ভীতেঃ ( শত্রুভয় হইতে ) পরিপালয় ( রক্ষা করুন ) সর্ব-জগতাং চ ( ও সমগ্র জগতের ) পাপানি ( পাপসকল ) উৎপাত-পাক-জনিতাং চ ( ও অধর্মের পরিণামে উৎপন্ন ) মহা-উপসর্গান্ ( [ দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ] মহা উপদ্রব ) আশু ( শীঘ্র ) শমং ( উপশম, নাশ ) নয় ( করুন )॥ ৩৪

ও দস্যুদল এবং যেখানে দাবানল ও সমুদ্রবক্ষে সর্বত্র আপনি সদা বিরাজিতা থাকিয়া বিশ্ব পরিপালন করেন। ৩২

হে জগদীশ্বরি, আপনি বিশ্ব পরিপালন করেন। আপনি বিশ্বরূপা, আপনি বিশ্ব ধারণ করেন। আপনি ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়া। যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আপনার শরণাগত হন, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয়স্থল হন। ৩৩

[ ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্বদা অবস্থান করেন। সুতরাং ভক্তের শরণাগত হইলেই ভগবানের আশ্রয়গ্রহণ করা হয়। ]

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥ ৩৫

দেব্যুবাচ। ৩৬

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥ ৩৭

দেবি ( জননি ) বিশ্ব-আর্তি-হারিণি ( জগতের দুঃখনাশিনি ), ত্বং ( আপনি ) প্রসীদ ( প্রসন্না হউন )। ত্রৈলোক্য-বাসিনাম্ ( ত্রিজগদ্বাসিগণের ) ঈড্যে ( আরাধ্যে ) প্রণতানাং ( প্রণত ) লোকানাং ( জনগণের প্রতি ) বর-দা ( বরদাত্রী ) ভব ( হউন )॥ ৩৫

দেবী ( চণ্ডিকা ) উবাচ ( বলিলেন )—সুর-গণাঃ ( হে দেবগণ ), অহং

দেবি, আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। সম্প্রতি স্মরণমাত্রই আপনি যেরূপ অসুরনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও আপনি সর্বদা আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেবি, আপনি কৃপা করিয়া জগতের সমস্ত পাপ এবং অধর্মের[১] পরিণামে উৎপন্ন দুর্ভিক্ষ-মহামারী প্রভৃতি উপদ্রবসকল শীঘ্র নাশ করুন। ৩৪

হে বিশ্বার্তিহারিণি দেবি, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। ত্রিভুবনবাসিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে প্রণত জনগণের প্রতি আপনি বরদা হউন। ৩৫

---

১ দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ব্যাপক উপদ্রব প্রকৃতির নিয়মে উৎপন্ন হয়—এইরূপ অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই সকল ব্যাপক উপদ্রব অধর্মের পরিণামজাত কুফল। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও জগজ্জননীর উপাসনায় এই সকল উপদ্রব প্রশমিত হয়।

দেবা উচুঃ। ৩৮

সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৯

দেব্যুবাচ। ৪০

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥ ৪১

( আমি ) বর-দা ( বর-দানে উদ্যতা )। জগতাম্ ( জগতের ) উপকারকম্ ( হিতকর ) যং ( যে ) বরং ( বর ) মনসা ( মনে মনে ) ইচ্ছথ ( ইচ্ছা কর ) বৃণুধ্বং ( প্রার্থনা কর ) তং ( তাহা ) প্রযচ্ছামি ( প্রদান করিব ) ॥ ৩৬-৩৭

দেবাঃ ( দেবগণ ) উচুঃ ( বলিলেন )—অখিল-ঈশ্বরি ( বিশ্বেশ্বরি ) ত্রৈলোক্যস্য ( ত্রিভুবনের ) সর্ব-আবাধা-প্রশমনম্ ) ( সকল বিঘ্নের শান্তিকর ) অস্মৎ-বৈরি-বিনাশনম্ ( আমাদিগের শত্রুনাশ ) এবম্ এব ( এই প্রকারেই ) ত্বয়া ( আপনার ) কার্যম্ ( করণীয় ) ॥ ৩৮-৩৯

দেবী ( চণ্ডিকা ) উবাচ ( বলিলেন )—বৈবস্বতে ( বৈবস্বত মনুর ) অন্তরে ( অধিকারকালে ) অষ্টাবিংশতিমে ( অষ্টাবিংশতিতম, ২৮তম )

দেবী বলিলেন—দেবগণ, আমি তোমাদিগের প্রতি বরদানে উদ্যতা হইয়াছি। জগতের কল্যাণার্থ যে বর তোমাদের ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর। আমি তাহাই প্রদান করিব। ৩৬-৩৭

দেবগণ প্রার্থনা করিলেন—অখিলেশ্বরি, আপনি এখন আমাদের শত্রুবিনাশ দ্বারা যেরূপ ত্রিভুবনের সকল বিঘ্নের প্রশমন করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও করিবেন। ৩৮-৩৯

দেবী বলিলেন—বৈবস্বত মনুর অধিকারসময় ( সপ্তম মন্বন্তরে ) অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক চতুর্যুগে ( কলি ও দ্বাপরের

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥ ৪২
পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্॥ ৪৩
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ॥ ৪৪

যুগে ( [ চারি ] যুগ ) প্রাপ্তে ( উপস্থিত হইলে ) শুম্ভঃ ( শুম্ভাসুর ) নিশুম্ভঃ চ ( ও নিশুম্ভাসুর ) অন্যৌ ( অপর ) মহাসুরৌ এব ( মহাসুরদ্বয় ) উৎপৎস্যেতে ( উৎপন্ন হইবে )॥ ৪০-৪১

নন্দ-গোপ-গৃহে ( নন্দগোপের গৃহে ) যশোদা-গর্ভ-সম্ভবা ( যশোদার গর্ভে কন্যারূপে ) জাতা ( জাত হইয়া ) বিন্ধ্য-অচল-নিবাসিনী ( বিন্ধ্য পর্বতে অবস্থানপূর্বক ) ততঃ ( তখন ) তৌ ( সেই দুইটী [ অসুর ] কে ) নাশয়িষ্যামি ( নাশ করিব )॥ ৪২

পুনঃ অপি ( পুনরায় ) অতিরৌদ্রেণ ( অতি উগ্র ) রূপেণ ( মূর্তিতে ) পৃথিবী-তলে ( পৃথিবীতে ) অবতীর্য ( অবতীর্ণা হইয়া ) বৈপ্র-চিত্তান্ তু ( বিপ্রচিত্তিবংশীয় ) দানবান্ ( দানবগণকে ) হনিষ্যামি ( বধ করিব )॥ ৪৩

সন্ধিতে ) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে। ৪০-৪১

নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে[১] জন্ম গ্রহণপূর্বক বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করিয়া আমি সেই অসুরদ্বয় নাশ করিব। ৪২

পুনরায় আমি অতি ভয়ঙ্করা মূর্তিতে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়া বিপ্রচিত্তিবংশীয় দানবগণকে বধ করিব। ৪৩

---

১ ইনি নন্দা দেবী নামে খ্যাতা এবং মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। মূর্তিরহস্যের ১-৩ শ্লোকে নন্দা দেবীর স্বরূপ বর্ণিত। শ্রীমদ্ভাগবতে ইনি যোগমায়া নামে অভিহিতা। কংস ইঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ইনি আকাশে উত্থিতা হইয়া কংসবধের দৈববাণী করেন।—ভাগবত, ১০।২।২৯

ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥ ৪৫
ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা * ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥ ৪৬

তান্ ( সেই সকল ) উগ্রান্ ( উগ্র, ঘোর ) বৈপ্র-চিত্তান্ ( বিপ্রচিত্তিবংশীয় ) মহাসুরান্ ( মহাসুরগণকে ) ভক্ষয়ন্ত্যাঃ চ ( ভক্ষণের কালে ) [ মম — আমার ] দন্তাঃ ( দন্তসকল ) দাড়িমী-কুসুম-উপমাঃ ( ডালিম ফুলের মত ) রক্তাঃ ( রক্তবর্ণ ) ভবিষ্যন্তি ( হইবে ) ॥ ৪৪

ততঃ ( এইজন্য ) মাং ( আমাকে ) স্বর্গে ( স্বর্গলোকে ) দেবতাঃ ( দেবতাগণ ) মর্ত্য-লোকে চ ( ও পৃথিবীতে ) মানবাঃ ( মানবগণ ) স্তুবন্তঃ ( স্তব করিতে করিতে ) সততং ( সদা ) রক্তদন্তিকাম্ ( রক্তদন্তিকা নামে ) ব্যাহরিষ্যন্তি ( কীর্তন করিবে ) ॥ ৪৫

ভূয়ঃ চ (পুনরায়) শত-বার্ষিক্যাং ( শতবর্ষব্যাপী ) অনাবৃষ্ট্যাম্ (অনাবৃষ্টিতে) মুনিভিঃ ( মুনিগণ কর্তৃক ) সংস্তুতা ( সংস্তুতা হইয়া ) অনম্ভসি ( জলশূন্যা ) ভূমৌ ( পৃথিবীতে ) অ-যোনি-জা ( [ কর্মফলাধীন মানুষের মত ] যোনিজাত না হইয়া ) সম্ভবিষ্যামি ( আবির্ভূতা হইব ) ॥ ৪৬

সেই সকল উগ্রস্বভাব বিপ্রচিত্তিবংশীয় অসুরগণকে ভক্ষণ করিবার সময়ে আমার দন্তসকল ( রক্তলেপহেতু ) দাড়িম্বকুসুমের মত রক্তবর্ণ হইবে। ৪৪

এই জন্য স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্যে মানবগণ স্তব করিবার সময় আমাকে সতত রক্তদন্তিকা[১] নামে কীর্তন করিবে। ৪৫

( বস্তুতঃ ইঁহার কেশায়ুধাদি সর্বাঙ্গই রক্তবর্ণ বলিয়া ইনি রক্তচামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধা। ইনি কালীর অংশভূতা। )

পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু পৃথিবী জলশূন্যা

---

* সংস্মৃতা ইতি বা পাঠঃ।

১ মূর্তিরহস্যের ৪-১১ শ্লোকে রক্তদন্তিকা দেবীর স্বরূপ বর্ণিত।

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ॥ ৪৭
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥ ৪৮

ততঃ ( তখন ) যৎ ( যেহেতু ) নেত্রাণাং ( নয়নসকলের ) শতেন ( একশত দ্বারা ) মুনীন্ ( মুনিগণকে ) নিরীক্ষিষ্যামি ( নিরীক্ষণ করিব ) ততঃ ( সেই হেতু ) মনু-জাঃ ( মানবগণ ) মাং ( আমাকে ) শত-অক্ষীম্ ( শত-নয়না ) ইতি ( বলিয়া ) কীর্তয়িষ্যন্তি ( কীর্তন করিবে )। ৪৭

সুরাঃ ( হে দেবগণ ), ততঃ ( অনন্তর ) অহম্ ( আমি ) আত্ম-দেহ-সমুদ্ভবৈঃ ( নিজদেহজাত ) প্রাণ-ধারকৈঃ ( জীবনরক্ষক ) শাকৈঃ ( [ পত্রাদি ] শাক দ্বারা ) আবৃষ্টেঃ ( বৃষ্টি পর্যন্ত ) অখিলং ( সমগ্র ) লোকম্ ( জগৎ )

হইলে মুনিগণের স্তবে আমি অযোনিসম্ভবা হইয়া আবির্ভূতা হইব। ৪৬ ( এইরূপে তিনি পার্বতীদেহাবির্ভূতা হইয়াছিলেন। )

তখন স্তবকারী মুনিগণকে শতনয়নে নিরীক্ষণ করিব। সেইজন্য মানবগণ আমাকে শতাক্ষী[১] বলিয়া কীর্তন করিবে। ৪৭

হে দেবগণ, অনন্তর আমি নিজ দেহজাত জীবনধারক পত্রাদি শাক[২] দ্বারা যতদিন না বৃষ্টি হয় ততদিন পর্যন্ত সমগ্র

---

১ শতাক্ষী—অনন্তনয়না, কারণ সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু।
অত্র শত-শব্দ অনন্তবাচী।

২ শাক দশ প্রকার যথা—
পত্রমূলকরীরাগ্রফলকাণ্ডাস্থিরূঢ়কাঃ।
ত্বক্ পুষ্পং কবকং চেতি শাকং দশবিধং স্মৃতম্॥

পত্র, মূল, করীর, অগ্র, ফল, কাণ্ড, অস্থিরূঢ়ক, ত্বক্, পুষ্প, কবক—এই দশ প্রকার শাক।

শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥ ৪৯
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে॥ ৫০

করিষ্যামি (পালন করিব)। তদা (তখন) অহং (আমি) ভুবি (পৃথিবীতে) শাকম্ভরী ইতি (শাকম্ভরী নামে) বিখ্যাতিং (খ্যাতি) যাস্যামি (লাভ করিব)॥ ৪৮-৪৯

তত এব চ (আর তখন, শাকম্ভরী-অবতারে) দুর্গম-আখ্যাং (দুর্গম নামক) মহাসুরম্ (মহাসুরকে) বধিষ্যামি (বধ করিব)। তৎ (এইজন্য)

জগৎ পালন করিব। তখন পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী[১] নামে বিখ্যাত হইব। ৪৮-৪৯ (লক্ষ্মীতন্ত্রমতে বৈবস্বত মন্বন্তরে চত্বারিংশত্তম [৪০ম] যুগে পার্বতীর অংশে নীলবর্ণা শতাক্ষী শাকম্ভরী[২] দেবীর অবতার হইবে।)

আর সেই সময় (শাকম্ভরী অবতারে) দুর্গম নামক

---

১ শতাক্ষী, শাকম্ভরী প্রভৃতি দেবীর স্থান কৃষ্ণাবেণী ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্যভাগে সহ্যাদ্রি পর্বতের ঈষৎ পূর্বে প্রসিদ্ধ। —গুপ্তবতী লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকেশা চ পার্বতী॥
শাকম্ভরীং স্তুবন্ ধ্যায়ন্ শক্র সংপূজয়ন্ নমন্।
অক্ষয়ামশ্নুতে ভুক্তিমন্নং পানং ভবান্তরে॥

শতাক্ষী শাকম্ভরী দেবীই দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকেশা ও পার্বতী নামে খ্যাতা। হে ইন্দ্র! শাকম্ভরীকে স্তব, ধ্যান, পূজা ও প্রণাম করিলে অন্য জন্মে অক্ষয় অন্ন, পান ও ঐশ্বর্য লাভ হয়।

২ শাকম্ভরী দেবীর স্বরূপ মূর্তিরহস্যের ১২-১৭ শ্লোকে বর্ণিত।

রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ।
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ॥ ৫১
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি॥ ৫২

মে ( আমার ) নাম ( নাম ) দুর্গাদেবী ইতি ( দুর্গাদেবী বলিয়া ) বিখ্যাতং ( বিখ্যাত ) ভবিষ্যতি ( হইবে )॥ ৪৯-৫০

পুনশ্চ ( পুনরায় ) যদা ( যখন ) হিম-অচলে ( হিমালয় পর্বতে ) অহং ( আমি ) ভীমং ( ভয়ঙ্করা ) রূপং ( মূর্তি ) কৃত্বা ( ধারণ করিয়া ) মুনীনাং ( মুনিগণের ) ত্রাণ-কারণাৎ ( পরিত্রাণহেতু ) রক্ষাংসি ( রাক্ষসগণ ) ক্ষয়য়িষ্যামি ( বিনাশ করিব ) তদা ( তখন ) সর্বে ( সমস্ত ) মুনয়ঃ ( মুনিগণ ) আনম্র-মূর্তয়ঃ ( নতদেহে ) মাং ( আমাকে ) স্তোষ্যন্তি ( স্তব করিবেন )। তৎ ( এইজন্ত ) মে ( আমার ) নাম ( নাম ) ভীমাদেবী ইতি ( ভীমাদেবী বলিয়া ) বিখ্যাতং ( বিখ্যাত ) ভবিষ্যতি ( হইবে )॥ ৫০-৫২

যদা ( যখন ) অরুণ-আখ্যঃ ( অরুণ নামক অসুর ) ত্রৈলোক্যে ( ত্রিভুবনে ) মহাবাধাং ( মহাবিঘ্ন ) করিষ্যতি ( উৎপন্ন করিবে ) তদা ( তখন ) অহম্

মহাসুরকে বধ করিব বলিয়া আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হইব। ৪৯-৫০

পুনরায় যখন হিমালয়ে আমি ভীমা মূর্তি ধারণপূর্বক মুনিগণের সংরক্ষণের জন্য রাক্ষস বিনাশ করিব তখন মুনিগণ প্রণতদেহে আমার স্তব করিবেন। এইজন্য আমি ভীমাদেবী[১] নামে বিখ্যাত হইব। ৫১-৫২

---

১ লক্ষ্মীতন্ত্রমতে বৈবস্বত মন্বন্তরের পঞ্চাশত্তম ( ৫০ম ) চতুর্যুগে কালীর অংশে নীলবর্ণা ভীমা দেবীর অবতার হইবে। মূর্তিরহস্যের ১৮-১৯ শ্লোকে ভীমা দেবীর স্বরূপ বর্ণিত।

তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাঽসংখ্যেয়ষট্পদম্।
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্॥ ৫৩
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ।
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি॥ ৫৪
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥ ৫৫

(আমি) অসংখ্যেয়-ষট্-পদম্ (অসংখ্যভ্রমরবিশিষ্ট) ভ্রামরং (ভ্রমরসদৃশ) রূপং (আকৃতি) কৃত্বা (ধারণ করিয়া) ত্রৈলোক্যস্য (ত্রিভুবনের) হিত-অর্থায় (কল্যাণের নিমিত্ত) মহাসুরম্ (মহাসুরকে) বধিষ্যামি (বধ করিব) তদা চ (এবং তখন) লোকাঃ (সকল লোকে) সর্বতঃ (সর্বত্র) মাং (আমাকে) ভ্রামরী ইতি (ভ্রামরী নামে) স্তোষ্যন্তি (স্তব করিবে)॥ ৫২-৫৪

ইত্থং (এই প্রকার) যদা (যখন) যদা (যখন) দানব-উত্থা (দানব-উদ্ভূত) বাধা (বিঘ্ন, উৎপীড়ন) ভবিষ্যতি (হইবে) তদা (তখন) তদা

যখন অরুণাসুর ত্রিভুবনে মহা বিঘ্ন উৎপন্ন করিবে তখন আমি অসংখ্যভ্রমরবিশিষ্ট (ভ্রমরসদৃশ) আকৃতি ধারণপূর্বক ত্রিভুবনের মঙ্গলহেতু মহাসুরকে বধ করিব। এই জন্য সকলে সর্বত্র আমাকে ভ্রামরী[১] নামে স্তব করিবে। ৫২-৫৪

এই প্রকারে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূতা[২] হইয়া

---

১ মূর্ত্তিরহস্যের ২০-২১ শ্লোকে ভ্রামরী দেবীর স্বরূপ বর্ণিত। লক্ষ্মী-তন্ত্রমতে বৈবস্বত মন্বন্তরে ষষ্ঠীতম (৬০ম) চতুর্যুগে কালীর অংশে ভ্রামরীর অবতার হইবে। রক্তদন্তিকাদি দেবীর ছয়টী অবতার ভবিষ্যতে হইবে।

২ এলম্বা, তুলজা, একবীরা, যোগলাদি নামে—। এই সকল নাম পদ্মপুরাণের অষ্টশতদেবীতীর্থমালা শীর্ষক অধ্যায়ে গণিত।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে নারায়ণীস্তুতির্নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

( তখন ) অহম্ ( আমি ) অবতীর্য ( অবতীর্ণ হইয়া ) অরি-সংক্ষয়ম্ ( শত্রুনাশ ) করিষ্যামি ( করিব ) ॥ ৫৪-৫৫

দেব-শত্রু অসুরগণকে বিনাশ করিব।[১] ৫৪-৫৫

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমনুর অধিকার-
সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে নারায়ণীস্তুতি-
নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ গীতোক্ত ভগবৎ-প্রতিজ্ঞার মত এই দেবীবাক্য ভক্তগণকে আশ্বস্ত করে।

# উত্তর চরিত্র

## দ্বাদশ অধ্যায়

## ধ্যান

বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতি-স্কন্ধ-স্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবাল-খেট-বিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্ ।
*হস্তৈশ্চক্রধরালি-খেট-বিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥

বিদ্যুৎ-দাম-সম-প্রভাং (বিদ্যুৎ মালার ন্যায় প্রভাময়ী) মৃগ-পতি-স্কন্ধ-স্থিতাং (সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া) ভীষণাং (ভয়ঙ্করী) করবাল-খেট-বিলসৎ-হস্তাভিঃ (করবাল ও খেট-শোভিত-হস্তযুক্তা) কন্যাভিঃ (কন্যা-[শক্তি-] গণ কর্তৃক) আসেবিতাম্ (সেবিতা) হস্তৈঃ (বহু হস্তে) চক্র-ধরালি-খেট-বিশিখান্ চাপং গুণং তর্জনীং† (চক্র, ধরালি, খেট, বিশিখসমূহ, চাপ, গুণ ও তর্জনীমুদ্রা) বিভ্রাণাম্ (ধারিণী) অনল-আত্মিকাং (জ্যোতির্ময়ী (শশিধরাং (ললাটে চন্দ্রকলা-শোভিতা) ত্রি-নেত্রাং (ত্রিনয়না) দুর্গাং (দুর্গাকে) ভজে (ভজনা করি) ॥

বিদ্যুদ্দামতুল্যপ্রভাময়ী, সিংহারূঢ়া, ভীষণা, করবাল ও খেট-ধৃত-হস্তযুক্তা, কন্যাগণ (মাতৃকাগণ) কর্তৃক সেবিতা, হস্তে চক্র, ধরালি, খেট (ঢাল), বিশিখসমূহ, চাপ, গুণ ও তর্জনীমুদ্রা ধারিণী, শশিধরা, অনলস্বরূপা, ত্রিনেত্রা দেবীর ধ্যান করি ।

---

* হস্তৈশ্চক্রবরাসিখেট ইতি অন্যঃ পাঠঃ ।  † তর্জনকারিণী বা ।

# উত্তর চরিত্র

## দ্বাদশ অধ্যায়—ভগবতীবাক্য

দেব্যুবাচ। ১

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্* ॥ ২
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্ বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৩

দেবী ( জগদম্বা ) উবাচ ( বলিলেন )—যঃ চ ( এবং যে ) এভিঃ ( এই ) স্তবৈঃ ( স্তবসমূহ দ্বারা ) সমাহিতঃ [ সন্ ] ( একাগ্রচিত্ত, অনন্যমনা হইয়া ) মাং ( আমাকে ) নিত্যং ( নিত্য ) স্তোষ্যতে ( স্তব করিবে ) অহং ( আমি ) তস্য ( তাহার ) সকলাং ( সকল ) বাধাম্ ( [ ঐহিক ও পারত্রিক ] বিঘ্ন ) অসংশয়ম্ ( নিঃসন্দেহে ) নাশয়িষ্যামি ( বিনাশ করিব ) ॥ ১-২

যে ( যাহারা ) এক-চেতসঃ ( একাগ্রচিত্তে ) মধু-কৈটভ-নাশং ( মধু ও কৈটভ-বধ ) মহিষাসুর-ঘাতনম্ চ ( ও মহিষাসুরবধ ) তৎ-বৎ ( সেইরূপ )

চণ্ডী দেবী বলিলেন—যে ব্যক্তি এই সকল স্তব দ্বারা সমাহিতচিত্তে নিত্য আমার স্তব করিবে, আমি তাহাকে ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিপদ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত করিব। ১-২

---

* শময়িষ্যামি ইতি বা পাঠঃ।

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৪
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥ ৫
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥ ৬

শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ (শুম্ভ ও নিশুম্ভের) বধং (বধ) যে চ (এবং যাহারা) মম চ (আমার) উত্তমম্ (উত্তম, উৎকৃষ্ট) মাহাত্ম্যম্ (মহিমাসূচক লীলা, চরিত্র) অষ্টম্যাং (অষ্টমীতে) নবম্যাং চ (ও নবমীতে) চতুর্দশ্যাং চ (ও চতুর্দশীতে) ভক্ত্যা (ভক্তিসহ) কীর্তয়িষ্যন্তি (কীর্তন [পাঠ] করিবে) শ্রোষ্যন্তি এব (শ্রবণও করিবে)॥ ৩-৪

তেষাং (তাহাদের) কিঞ্চিৎ (কোনও) দুষ্কৃতং (পাপ) ন ভবিষ্যতি (হইবে না) চ (এবং) দুষ্কৃত-উত্থা (পাপজনিত) আপদঃ (বিপদ) ন ([হইবে] না) দারিদ্র্যং (দরিদ্রতা, নির্ধনতা) ন ([হইবে] না) ইষ্ট-বিয়োজনম্ চ এব (এবং প্রিয়বিয়োগও) ন ([হইবে] না)॥ ৫

তস্য (তাহার) শত্রুতঃ (শত্রু হইতে) ভয়ং (ভয়) ন সম্ভবিষ্যতি

যাহারা একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী তিথিতে মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর-বধ এবং সেইরূপ শুম্ভনিশুম্ভ-বধ ভক্তিপূর্বক পাঠ করিবে বা পাঠে অসমর্থ হইলে আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে—৩-৪

তাহাদের কোনও পাপ থাকিবে না এবং পাপজনিত বিপদ, দারিদ্র্য ও প্রিয়বিয়োগ হইবে না। ৫

তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥ ৭
উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম॥ ৮

( হইবে না ) ; দস্যুতঃ ( দস্যু হইতে ) বা রাজতঃ ( বা রাজা হইতে ) ন ( [ ভয় ] নাই ) ; কদাচিৎ ( কখনও ) শস্ত্র-অনল-তোয়-ওঘাৎ ( শস্ত্র, অগ্নি ও জলস্রোত হইতে ) ন ( [ ভয় ] নাই ॥ ৬

তস্মাৎ ( সেই হেতু ) মম ( আমার ) এতৎ ( এই ) মাহাত্ম্যং ( মাহাত্ম্য ) সদা ( নিত্য ) ভক্ত্যা ( ভক্তিপূর্বক ) সমাহিতৈঃ ( একাগ্রচিত্তে ) পঠিতব্যং ( পাঠ করা উচিত ) শ্রোতব্যং চ ( এবং শ্রবণ করা উচিত )। হি ( যেহেতু ) তৎ ( তাহা ) পরং ( শ্রেষ্ঠ ) স্বস্তি-অয়নং ( কল্যাণের মার্গ, মঙ্গলজনক ) ॥ ৭

মম ( আমার ) মাহাত্ম্যং ( মাহাত্ম্য ) মহামারী-সমুদ্ভবান্ ( মহামারী-[ সংক্রামক ব্যাপক ব্যাধি ] জাত ) অশেষান্ ( অসংখ্য, সর্বপ্রকার ) উপসর্গান্ তু ( উপদ্রবও ) তথা ( এবং ) ত্রি-বিধম্ ( [ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ] তিন প্রকার ) উৎপাতং ( আকস্মিক দুর্ঘটনা ( শময়েৎ ( শমন, নিবারণ করে ) ॥ ৮

চণ্ডীর পাঠক বা শ্রোতার শত্রু, দস্যু বা রাজা হইতে এবং শস্ত্র, অগ্নি ও জলপ্রবাহ হইতে কখনও কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ৬

অতএব, আমার এই মাহাত্ম্য সমাহিতচিত্তে নিত্য ভক্তিপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করা কর্তব্য। কারণ, তাহা অতিশয় মঙ্গলজনক। ৭

আমার মাহাত্ম্য মহামারীজনিত সর্বপ্রকার উপদ্রব

যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্‌বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্॥ ৯
বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্যে মহোৎসবে।
সর্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্যং শ্রাব্যমেব চ॥ ১০

যত্র (যে) আয়তনে (গৃহে) মম (আমার) এতৎ (ইহা, এই মাহাত্ম্য) নিত্যম্ (প্রতিদিন) সম্যক্ (সম্যক্‌রূপে, বিশুদ্ধভাবে, অর্থাবধারণপূর্বক) পঠ্যতে (পঠিত হয়) তৎ (তাহা, সেই গৃহ) ন বিমোক্ষ্যামি (ত্যাগ করিব না)। তত্র (তথায়) সদা (সর্বদা) মে (আমার) সান্নিধ্যং (সন্নিধি, অবস্থিতি) স্থিতম্ (থাকে)॥ ৯

বলি-প্রদানে ([দেবোদ্দেশে পশ্বাদি] উপহারদানে) পূজায়াম্ ([গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা দেবতার] অর্চনাতে) অগ্নি-কার্যে (যজ্ঞ-হোমাদিতে) মহা-উৎসবে ([বিবাহাদি] বিশিষ্ট শুভকর্মে) মম (আমার) এতৎ (এই [তিনটী]) সর্বং (সমগ্র) চরিতম্ (মাহাত্ম্য) উচ্চার্যং (পাঠ করিবে) চ শ্রাব্যম্ এব (বা শ্রবণ করিবে)॥ ১০

এবং আধ্যাত্মিক,[১] আধিভৌতিক[২] ও আধিদৈবিক[৩] এই ত্রিবিধ উৎপাতও[৪] নিবারণ করে। ৮

আমার এই মাহাত্ম্য যে গৃহে নিত্য যথোক্তপ্রকারে[৫] অর্থাবধারণপূর্বক পঠিত হয়, সেই গৃহ আমি কখনও ত্যাগ করি না। পরন্তু তথায় আমি সর্বদা অবস্থান করি। ৯

বলিদানে, দেবতার পূজায়, যজ্ঞ ও হোমাদিতে এবং

---

১ জ্বরাদি শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক রাগদ্বেষাদি।
২ ভূতপ্রেতাদিজনিত ভয় ও প্রমাদাদি।
৩ দৈবকৃত বজ্রপাত ও দারিদ্র্যাদি।
৪ গুপ্তবতীটীকার মতে দিব্য, ভৌম ও আন্তরিক উৎপাত ত্রিবিধ।
৫ বারাহীতন্ত্রোক্ত চণ্ডীপাঠ-বিধি এই গ্রন্থের প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে।

জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্॥ ১১
শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ১২

তথা (আরও) জানতা ([পূজাবিধি] জানিয়া) বা অজানতা অপি (বা না জানিয়াও) কৃতাম্ ([চণ্ডীপাঠপূর্বক] কৃত) বলি-পূজাং (বলিসহিত পূজা) তথা (এবং) কৃতম্ (কৃত, অনুষ্ঠিত) বহ্নি-হোমং (অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি) প্রীত্যা (প্রীতির সহিত) অহং (আমি) প্রতীচ্ছিষ্যামি (গ্রহণ করিব)॥ ১১

শরৎ-কালে (শরৎ ঋতুতে) চ (ও [বসন্ত ঋতুতে]) [শুক্লা-নবরাত্রিতে] যা (যে) বার্ষিকী (বাৎসরিক) মহাপূজা (দুর্গোৎসব) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তস্যাং (তাহাতে, সেই দুর্গাপূজায়) মম (আমার) এতৎ (এই) মাহাত্ম্যং (মাহাত্ম্য, চরিত্র) ভক্তি-সমন্বিতঃ (ভক্তিযুক্ত হইয়া) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিলে) মনুষ্যঃ (মানুষমাত্রেই) মৎ-প্রসাদেন (আমার

পুত্রজন্ম-বিবাহাদি মহোৎসবে আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে[১] পাঠ ও শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। ১০

আমার মাহাত্ম্য-পাঠের পর বিধিপূর্বক বা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত বলিদানসহকারে পূজা এবং আমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হোমাদি আমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি। ১১

শরৎকালে ও বসন্তকালে (শুক্লা প্রতিপদ হইতে নব[২]

---

১ একদেশ-পাঠে ছিদ্রতা হয়।

২ নবরাত্রে তু দেবেশি দেবীভাগবতং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ॥—পদ্মপুরাণ

মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন—'দেবেশি, নবরাত্রিতে দেবী-ভাগবত পাঠ করিবে এবং সংযমপূর্বক শুদ্ধচিত্তে সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করিবে।'

সর্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৩
শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্॥ ১৪
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্॥ ১৫

অনুগ্রহে ) সর্ব-আবাধা-বিনির্মুক্তঃ ( সর্ব বিঘ্ন হইতে মুক্ত হইয়া ) ধন-ধান্য-সুত-অন্বিতঃ ( ধন, ধান্য ও পুত্রাদি-যুক্ত ) ভবিষ্যতি ( হইবে ) ন সংশয়ঃ ( সন্দেহ নাই ) ॥ ১২-১৩

মম ( আমার ) এতৎ ( এই ) মাহাত্ম্যং ( চরিত্র ) তথা চ ( এবং ) শুভাঃ ( মঙ্গলকর ) উৎপত্তয়ঃ ( [ ব্রাহ্মী প্রভৃতি রূপে আমার ] উৎপত্তি, আবির্ভাব ) যুদ্ধেষু চ ( ও সকল যুদ্ধে ) পরাক্রমং ( [ আমার ] বিক্রম ) শ্রুত্বা ( শুনিয়া ) পুমান্ ( মানুষ ) নির্ভয়ঃ ( ভয়শূন্য ) জায়তে ( হয় ) ॥ ১৪

মম ( আমার ) মাহাত্ম্যং ( চরিত্র ) শৃণ্বতাং ( শ্রবণকারী ) পুংসাং ( নরগণের ) রিপবঃ ( রিপুগণ, শত্রুসকল ) সংক্ষয়ং ( বিনাশ ) যান্তি ( হয় )

রাত্রি ) যে বাৎসরিক[1] দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিলে মানুষ অমার কৃপায় নিরাপদে ধনধান্যপুত্রাদিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। ১২-১৩

আমার এই মাহাত্ম্য-কথা এবং ব্রাহ্মী প্রভৃতি রূপে আমার শুভাবির্ভাববৃত্তান্ত এবং সকল যুদ্ধে আমার অমিতবিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া মানুষ ভয়মুক্ত হয়। ১৪

১ দেবীভাগবতাদিতে উভয় পূজাই প্রসিদ্ধ।

শান্তিকর্মণি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥ ১৬
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥ ১৭

কল্যাণং চ ( ও কল্যাণ ) উৎপদ্যতে ( উৎপন্ন হয় ) কুলং চ ( ও বংশ ) নন্দতে ( আনন্দিত হয় ) ॥ ১৫

সর্বত্র ( সকল প্রকার ) শান্তি-কর্মণি ( [ রোগাদি-নিবারণার্থ স্বস্ত্যয়নাদি ] শান্তিজনক কর্মে ) তথা ( এবং ) দুঃ-স্বপ্ন-দর্শনে ( অশুভ স্বপ্ন-দর্শনে ) চ ( এবং ) উগ্রাসু ( উগ্র, দারুণ ) গ্রহ-পীড়াসু ( [ শনি, রাহু প্রভৃতি ] গ্রহগণ দ্বারা পীড়িত হইলে ) মম ( আমার ) মাহাত্ম্যং ( চরিত ) শৃণুয়াৎ ( শ্রবণ করিবে ) ॥ ১৬

উপসর্গাঃ ( [ রোগাদি ] উপদ্রব ) চ ( এবং ) দারুণাঃ ( বিষম ) গ্রহ-পীড়াঃ ( গ্রহজনিত ক্লেশ ) শমং ( নিবৃত্তি ) যান্তি ( হয় ) চ ( এবং ) নৃভিঃ ( মনুষ্য কর্তৃক ) দৃষ্টং ( দৃষ্ট ) দুঃ-স্বপ্নং ( অনিষ্টসূচক স্বপ্ন ) সু-স্বপ্নম্ ( সুস্বপ্নে, শুভ স্বপ্নে ) উপজায়তে ( পরিণত হয় ) ॥ ১৭

যাহারা আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করে তাহাদের শত্রুকুল-ধ্বংস হয়, কল্যাণলাভ হয় এবং বংশের উন্নতি হয়। ১৫

সকল প্রকার শান্তিকর্মে, দুঃস্বপ্ন-দর্শনে কিংবা গ্রহ-পীড়া-সময়ে আমার মাহাত্ম্যপাঠ বা শ্রবণ করিবে। ১৬

এই মাহাত্ম্যপাঠে বা শ্রবণে রোগাদি উপসর্গ ও গ্রহজনিত দারুণ ক্লেশ বিনষ্ট হয় এবং মনুষ্যকর্তৃক দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয়, অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন কুফল প্রদান না করিয়া সুফল প্রদান করে। ১৭

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্ ।
সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥ ১৮
দুর্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্ ।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥ ১৯
সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ।
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ॥ ২০

বাল-গ্রহ-অভিভূতানাং ( [ কুমারতন্ত্রে উক্ত ] বালকদিগের পীড়াদায়ক ডাকিনী ও পূতনাদি দ্বারা আবিষ্ট ) বালানাং ( শিশুগণের ) শান্তি-কারকম্ ( রক্ষাকারক ) সংঘাত-ভেদে চ ( এবং ঐক্যভঙ্গে, মৈত্রীবিচ্ছেদে ) নৃণাং ( নরগণের ) উত্তমম্ ( উৎকৃষ্ট ) মৈত্রী-করণম্ ( মিত্রভাস্থাপক ) ॥ ১৮

অশেষাণাং ( সমস্ত ) দুর্বৃত্তানাম্ ( দুশ্চরিত্রসকলের, অনিষ্টকারিগণের ) পরং ( অতিশয় ) বল-হানি-করং ( বল-নাশক ), পঠনাৎ এব ( পাঠ দ্বারাই ) রক্ষঃ-ভূত-পিশাচানাং ( রক্ষ, ভূত ও পিশাচগণের ) নাশনম্ [ ভবতি ] ( বিনাশ হয় ) ॥ ১৯

মম ( আমার ) এতৎ ( এই ) সর্বং ( সমগ্র ) মাহাত্ম্যং ( চরিত্র ) মম ( আমার ) সন্নিধি-কারকম্ ( নৈকট্য-সাধক )। অহর্নিশম্ ( দিবা-রাত্রি ) উত্তমৈঃ ( শ্রেষ্ঠ ) পশু-পুষ্প-অর্ঘ্য-ধূপৈঃ চ ( পশু [ বলি ], পুষ্প,

আমার এই মাহাত্ম্যপাঠে বা শ্রবণে ( কুমারতন্ত্রে প্রসিদ্ধ ) ডাকিনী ও পূতনাদি বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত শিশুগণের শান্তি-লাভ হয় এবং মানুষের বন্ধু-বিচ্ছেদে উত্তমরূপে পুনর্মিলন ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। ১৮

আমার এই মাহাত্ম্যসমূহ দুর্বৃত্তগণের বলনাশ করে এবং কেবলমাত্র এই সকলের পাঠ দ্বারাই রক্ষঃ, ভূত ও পিশাচগণ অপসৃত হয়। ১৯

বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা। ২১
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি। ২২

অর্ঘ্য ও ধূপ দ্বারা ) তথা ( এবং ) গন্ধ-দীপৈঃ ( গন্ধ ও প্রদীপ দ্বারা ) বিপ্রাণাং ( বিপ্রগণের, ব্রাহ্মণগণের ) ভোজনৈঃ ( ভোজনের দ্বারা ) হোমৈঃ ( [ অগ্নিতে বিধিপূর্বক ] ঘৃতাহুতিদান দ্বারা ) প্রোক্ষণীয়ৈঃ ( [ পঞ্চামৃতাদি ] অভিষেকদ্রব্য দ্বারা ) চ ( এবং ) অন্যৈঃ ( অন্যান্য ) বিবিধৈঃ ( নানাবিধ ) ভোগৈঃ ( উপচার ) প্রদানৈঃ ( প্রদান দ্বারা ) বৎসরেণ ( এক বৎসরে ) মে ( আমার ) যা ( যে ) প্রীতিঃ ( প্রসন্নতা ) ক্রিয়তে ( জন্মে ) সা ( তাহা, সেই প্রীতি ) অস্মিন্ ( এই ) সু-চরিতে ( মাহাত্ম্য ) সকৃৎ ( একবার মাত্র ) শ্রুতে ( শ্রবণ করিলে ) [উৎপদ্যতে—লাভ হয়] ॥ ২০-২২

মম ( আমার ) জন্মনাং ( [ মহাকালী প্রভৃতি ] অবতারসমূহের ) কীর্তনং ( পাঠ ) শ্রুতং ( বা শ্রবণ ) পাপানি ( পাপরাশি ) হরতি ( হরণ করে ) তথা ( এবং ) আরোগ্যং ( রোগমুক্তি, সুস্থতা ) প্রযচ্ছতি ( প্রদান

আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠক বা শ্রোতা আমার সান্নিধ্যলাভ করে। উত্তম পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, প্রদীপ, হোম, পঞ্চামৃতাদি বিবিধ অভিষেক-দ্রব্য ও অন্যান্য উত্তম উপচার-প্রদান এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি দ্বারা দিবারাত্রি এক বৎসর পূজা করিলে আমি যেরূপ প্রসন্না হই, একবারমাত্র আমার এই মাহাত্ম্য-শ্রবণে আমি সেইরূপ প্রীতিলাভ করি। ২০-২২

( মহাকালী প্রভৃতি রূপে ) আমার আবির্ভাবসমূহ কীর্তন

রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম ॥

যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্। ২৩

তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥

যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ। ২৪

ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্* ॥

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ। ২৫

করে ) ভূতেভ্যঃ ( [ প্রেত-পিশাচাদি ] ভূতগণ হইতে ) রক্ষাং ( রক্ষা ) করোতি ( করে ) ॥ ২২-২৩

যুদ্ধেষু ( [ অসুরগণের সহিত ] যুদ্ধসমূহে ) দুষ্ট-দৈত্যনিবর্হণম্ ( দুরাত্মা অসুরগণের বিনাশবিষয়ক ) মে ( আমার ) যৎ ( যে ) চরিতং ( মাহাত্ম্য ) তস্মিন্ ( তাহা ) শ্রুতে ( শ্রবণে ) পুংসাং ( মানুষগণের ) বৈরি-কৃতং ( শত্রুজনিত ) ভয়ং ( ভয় ) ন জায়তে ( জন্মে না ) ॥ ২৩-২৪

যুষ্মাভিঃ ( তোমাদের দ্বারা ) যাঃ চ ( যে-সকল ) স্তুতয়ঃ ( স্তুতি ) কৃতাঃ ( কৃত ) ব্রহ্ম-ঋষিভিঃ চ ( ও [ সুমেধাদি ] ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক ) ব্রহ্মণা চ ( ও ব্রহ্মা কর্তৃক ) যাঃ ( যে-সকল ) [ স্তুতি ] কৃতাঃ ( কৃত [ উচ্চারিত ] হইয়াছে ) তাঃ তু ( সেই সকল ) শুভাং ( শুভ, শ্রেয়ঃ ) মতিম্ ( মতি, বুদ্ধি ) প্রযচ্ছন্তি ( প্রদান করে ) ॥ ২৪-২৫

ও শ্রবণে পাপহরণ ও আরোগ্যপ্রদান করে এবং পিশাচাদি ভূতগণ হইতে রক্ষা করে। ২২-২৩

যুদ্ধসমূহে দুষ্ট-দৈত্যবিনাশক আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে কাহারও শত্রুভয় জন্মে না। ২৩-২৪

তোমরা যে-সকল স্তুতি করিয়াছ এবং সুমেধাদি ব্রহ্মর্ষিগণ

---

* গতিম্ ইতি বা পাঠঃ।

দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ । ২৬
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ॥
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে । ২৭

অরণ্যে (বনে) দাব-অগ্নি-পরিবারিতঃ (বনাগ্নিদ্বারা বেষ্টিত) প্রান্তরে বা অপি (বা মাঠেও) দস্যুভিঃ (দস্যুগণ দ্বারা) বা বৃতঃ (বেষ্টিত) বা শূন্যে অপি (বা নির্জন স্থানেও) শত্রুভিঃ (শত্রুগণ কর্তৃক) গৃহীতঃ (ধৃত হইলে) বনে বা (বা জঙ্গলে) বন-হস্তিভিঃ (বন্য হস্তিগণ কর্তৃক) সিংহ-ব্যাঘ্র-অনুযাতঃ বা (সিংহ ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইলে) বা ক্রুদ্ধেন (বা ক্রুদ্ধ) রাজ্ঞা (রাজা কর্তৃক) বধ্যঃ (বধার্থ) আজ্ঞপ্তঃ (আদিষ্ট হইলে) বন্ধ-গতঃ অপি বা (বা কারারুদ্ধ হইলেও)—২৫-২৭

ও ব্রহ্মা যে সমস্ত স্তব করিয়াছেন সেই সকল স্তব[১] পাঠে বা শ্রবণে শুভ মতি লাভ হয় (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হয়)। ২৪-২৫

অরণ্যে বনাগ্নিবেষ্টিত হইলে বা প্রান্তরে দস্যুগণ কর্তৃক পরিবৃত হইলে বা জনশূন্য স্থানে অসহায়ভাবে শত্রুগণ কর্তৃক ধৃত হইলে বা জঙ্গলে বন্য হস্তী, সিংহ বা ব্যাঘ্রগণ কর্তৃক অনুধাবিত হইলে বা ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, ২৫-২৭

---

১　ক ১ম অধ্যায়োক্ত ব্রহ্মা কর্তৃক স্তব 'ত্বং স্বাহা...' ইত্যাদি।
খ ৪র্থ অধ্যায়োক্ত শক্রাদি-স্তুতি 'দেব্যা যয়া...' ইত্যাদি।
গ ৫ম অধ্যায়োক্ত দেবগণকৃত স্তব 'নমো দেব্যৈ...' ইত্যাদি।
ঘ ১১শ অধ্যায়োক্ত নারায়ণীস্তুতি 'দেবি প্রপন্নার্তিহরে...' ইত্যাদি।

পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥
সর্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দিতোঽপি বা। ২৮
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যতে সঙ্কটাৎ ॥
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা। ২৯
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম। ৩০

বা মহা-অর্ণবে ( বা মহাসাগরে ) পোতে ( জলযানে ) স্থিতঃ ( অবস্থিতিকালে ) বাতেন ( প্রবল বায়ু দ্বারা ) আঘূর্ণিতঃ ( আকুলিত হইলে ) ভৃশ-দারুণে ( অতি ভয়ঙ্কর ) সংগ্রামে ( যুদ্ধে ) বা শস্ত্রেষু ( অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ ) পতৎসু অপি ( [ দেহে ] পতিত হইলেও ) ঘোরাসু ( অতি উৎকট ) সর্ব-আবাধাসু ( মহা বিপদসমূহে ) বা বেদনা-অভ্যর্দিতঃ অপি ( বা ব্যথায় প্রপীড়িত হইলে ) মম ( আমার ) এতৎ ( এই ) চরিতং ( মাহাত্ম্য ) স্মরন্ ( স্মরণ করিয়া ) নরঃ ( মানুষ ) সঙ্কটাৎ ( সংকট হইতে ) মুচ্যেত ( মুক্ত হয় ) ॥ ২৭-২৯

মম ( আমার ) প্রভাবাৎ ( প্রভাবে, শক্তিতে ) সিংহ-আদ্যাঃ ( সিংহাদি [ হিংস্রজন্তু ] ) দস্যবঃ ( দস্যুগণ ) তথা ( এবং ) বৈরিণঃ ( বৈরিগণ, শত্রুগণ ) মম ( আমার ) চরিতং ( মাহাত্ম্য ) স্মরতঃ ( সদা স্মরণকারী ব্যক্তির ) দূরাৎ এব ( দূরেই ) পলায়ন্তে ( পলায়ন করে ) ॥ ২৯-৩০

বা মহাসমুদ্রে জলযানে অবস্থানকালে প্রবল বায়ু দ্বারা বিঘূর্ণিত হইলে, বা অতি ঘোরযুদ্ধে শস্ত্রপাত হইলে, বা উপর্যুপরি দারুণ বিপদ ঘটিলে বা ব্রণবিস্ফোটকাদি মহা-পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, মানুষ আমার এই মাহাত্ম্য-স্মরণমাত্রই সমস্ত সংকট হইতে মুক্ত হয়। ২৭-২৯

যে ব্যক্তি আমার এই মাহাত্ম্য সদা স্মরণ করে, আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্র জন্তু, দস্যু ও শত্রুগণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। ২৯-৩০

ঋষিরুবাচ। ৩১

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩২
তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥ ৩৩
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে ॥ ৩৪

ঋষিঃ ( [ মেধা ] ঋষি ) উবাচ ( বলিলেন )—ইতি ( এইরূপে ) উক্ত্বা ( বলিয়া ) চণ্ড-বিক্রমা ( দারুণপরাক্রমা ) ভগবতী ( সর্বশক্তিমতী ) সা ( সেই ) চণ্ডিকা ( দেবী ) পশ্যতাম্ ( দর্শনকারী ) দেবানাম্ এব ( দেবতাগণের সম্মুখেই ) তত্র এব ( সেই স্থানেই ) অন্তঃ-অধীয়ত ( অন্তর্হিতা হইলেন ) ॥ ৩১-৩২

বিনিহত-অরয়ঃ ( শত্রুকুল ধ্বংস হইলে ) তে ( সেই ) সর্বে ( সকল ) দেবাঃ অপি ( দেবতাগণও ) নিঃ-আতঙ্কাঃ ( নির্ভয় হইয়া ) যথা পুরা ( পূর্ববৎ ) যজ্ঞ-ভাগ-ভুজঃ ( যজ্ঞভাগ ভোগপূর্বক ) স্ব-অধিকারান্ ( স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী ) চক্রুঃ ( কার্য করিতে লাগিলেন ) ॥ ৩৩

মহা-উগ্রে ( অতি উদ্ধত ) অতুল-বিক্রমে ( প্রবল-পরাক্রমে ) জগৎ-বিধ্বংসিনি ( বিশ্বনাশী ) মহাবীর্যে ( মহাবীর ) তস্মিন্ ( সেই ) দেব-রিপৌ

মেধা ঋষি বলিলেন—এই বলিয়া চণ্ডবিক্রমা ভগবতীচণ্ডিকা দর্শনকারী দেবতাগণের সম্মুখেই অন্তর্হিতা হইলেন। ৩১-৩২

শত্রুগণ বিনষ্ট হইলে দেবতাগণও নির্ভয়ে পূর্ববৎ স্ব স্ব অধিকার গ্রহণপূর্বক যজ্ঞভাগ ভোগ করিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। ৩৩

অতি উগ্র অতুলশক্তি ত্রিলোকবিনাশী মহাবীর দেব-শত্রুদ্বয়

নিশুম্ভে চ মহাবীর্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥ ৩৫

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।

সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥ ৩৬

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।

সাঽযাচিতা * চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ৩৭

( দেবশত্রু ) শুম্ভে ( শুম্ভ ) নিশুম্ভে চ ( ও নিশুম্ভ ) দেব্যা ( দেবী কর্তৃক ) যুধি ( যুদ্ধে ) নিহতে ( নিহত হইলে ) শেষাঃ ( অবশিষ্ট ) দৈত্যাঃ চ ( দৈত্যগণ ) পাতালম্ ( পাতালে ) আযযুঃ ( প্রবেশ করিল ) ॥ ৩৪-৩৫

ভূ-প ( হে রাজা, হে সুরথ ), সা ( সেই ) ভগবতী ( পরমেশ্বরী ) দেবী ( চণ্ডিকা ) নিত্যা অপি ( নিত্যা ( [ জন্মমৃত্যুরহিতা ] হইয়াও ) পুনঃ পুনঃ ( বারংবার ) এবং ( এইরূপে ) সম্ভূয় (আবির্ভূতা হইয়া ) জগতঃ ( জগতের ) পরিপালনম্ ( পরিপালন ) কুরুতে ( করেন ) ॥ ৩৬

তয়া ( তাঁহার দ্বারা ) এতৎ ( এই ) বিশ্বং ( জগৎ ) মোহ্যতে ( মোহাচ্ছন্ন হয় )। সা এব ( তিনিই, দেবীই ) বিশ্বং ( জগৎ ) প্রসূয়তে ( প্রসব করেন )। সা ( তিনি ) অযাচিতা ( নিষ্কামভাবে আরাধিতা

শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবী কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে অবশিষ্ট অসুরগণ প্রাণভয়ে পাতালে প্রবেশ করিল। ৩৪-৩৫

হে ভূপ, সেই ভগবতী দেবী নিত্যা ( জন্মাদিশূন্যা ) হইয়াও পুনঃ পুনঃ এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করেন। ৩৬ ( ১৬৪-৬৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য )

সেই দেবীই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ মায়া-মুগ্ধ হয়। তাঁহাকে নিষ্কামভাবে আরাধনা করিলে

---

* সা যাচিতা ইতি বা পাঠঃ।

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া॥ ৩৮
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥ ৩৯
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে॥ ৪০

হইলে ) বিজ্ঞানং ( আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান ) তুষ্টা চ ( [ সকাম উপাসনা দ্বারা ] পরিতুষ্টা হইলে ) ঋদ্ধিং ( ঐশ্বর্য ) প্রযচ্ছতি ( প্রদান করেন ) ॥ ৩৭

মনু-জ-ঈশ্বর ( হে নরপতি, হে সুরথ ), মহাকালে ( মহাপ্রলয়ের সময় ) তয়া ( সেই ) মহামারীস্বরূপয়া ( মহামৃত্যুরূপা ) মহাকাল্যা ( মহাকালী কর্তৃক ) এতৎ ( এই ) সকলং ( সমগ্র ) ব্রহ্ম-অণ্ডং ( বিশ্ব ) ব্যাপ্তং ( পরিব্যাপ্ত হয় ) ॥ ৩৮

সা ( তিনি ) অজা ( জন্ম-রহিতা ) সনাতনী এব ( নিত্যা হইয়াও ) কালে ( সৃষ্টিকালে ) সৃষ্টিঃ ( সৃষ্টিশক্তিরূপে ) ভবতি ( প্রকাশিতা হন )। সা এব ( তিনিই ) [ স্থিতিকালে ] ভূতানাং ( সর্বভূতের ) স্থিতিং ( স্থিতি,

তিনি অযাচিতভাবে[১] তত্ত্বজ্ঞান দান করেন এবং তাঁহাকে সকাম উপাসনা দ্বারা পরিতুষ্টা করিলে তিনি ঐশ্বর্য প্রদান করেন।৩৭

হে নরেশ্বর, প্রলয়কালে সেই দেবী মহাকালী মহামারী-রূপে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করেন। ৩৮

সেই জন্মরহিতা সনাতনী দেবীই সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে ( ব্রহ্মারূপে ) প্রকাশিতা হন, তিনিই স্থিতিসময়ে স্থিতিশক্তিরূপে

---

১ ঋষি মার্কণ্ডেয়ের এই বাক্যে বেদান্তসিদ্ধান্তই ধ্বনিত হইতেছে। যথা—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।—কঠোপনিষৎ ( ১।২।২৪ )

অর্থাৎ যাঁহাকে ইনি ( পরমাত্মা ) বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে ( পরমাত্মাকে ) লাভ করেন।

স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে গতিং শুভাম্॥ ৪১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে ফলস্তুতির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পালন) করোতি (করেন)। সা এব (তিনিই) কালে (প্রলয়ে) মহামারী (সংহাররূপা) [ভবতি—হন]॥ ৩৯

সা এব (তিনিই) ভব-কালে (সম্পৎসময়ে, বৈভবকালে) নৃণাং (নরগণের) গৃহে (গৃহে) বৃদ্ধি-প্রদা (সমৃদ্ধিদায়িনী) লক্ষ্মীঃ (লক্ষ্মীরূপিণী) তথা (এবং) সা এব (তিনিই) অভাবে (বিপৎকালে, দুঃসময়ে) বিনাশায় (বিনাশার্থ) অলক্ষ্মীঃ (অলক্ষ্মীরূপে) উপজায়তে (আবির্ভূতা হন)॥ ৪০

পুষ্পৈঃ (পুষ্প) ধূপ-গন্ধ-আদিভিঃ (ধূপ ও গন্ধাদির দ্বারা) সংপূজিতা (সম্যক্‌রূপে পূজিতা হইলে) তথা (এবং) স্তুতা (স্তুতা হইলে) [দেবী] বিত্তং (ধন) পুত্রান্ (পুত্রাদি) চ (এবং) ধর্মে (পরমার্থবিষয়ে) মতিং (বুদ্ধি) শুভাম্ (শুভ) গতিং (গতি) দদাতি (প্রদান করেন)॥ ৪১

(বিষ্ণুরূপে) পালন করেন এবং তিনিই প্রলয়কালে সংহাররূপ (শিবরূপ) ধারণ করেন। ৩৯

তিনিই সুসময়ে লক্ষ্মীরূপে সুখ-সমৃদ্ধি দান করেন এবং তিনিই আবার দুঃসময়ে অলক্ষ্মীরূপে বিনাশার্থ দুঃখদারিদ্র্যাদি দান করেন। ৪০

গন্ধ-পুষ্প-ধূপদীপাদি উপাচারে দেবীর পূজা ও স্তব করিলে তিনি ধনপুত্রাদি, ধর্মে মতি ও শুভ গতি প্রদান করেন। ৪১

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমনুর অধিকার-সম্বন্ধীয়
দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে চণ্ডীপাঠের ফলস্তুতি-
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# উত্তর চরিত্র

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

## ধ্যান

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্ ।
পাশাঙ্কুশবরাভীতীর্ধারয়ন্তীং শিবাং ভজে ॥

বাল-অর্ক-মণ্ডল-আভাসাং (নবোদিত সূর্যমণ্ডলের তুল্য আভাযুক্তা) চতুঃ-বাহুং ত্রি-লোচনাম্ (চারিহস্ত ও নয়নত্রয়-সংযুক্তা) পাশ-অঙ্কুশ-বর-অভীতীঃ-ধারয়ন্তীং ([চারিহস্তে] পাশ ও অঙ্কুশ নামক আয়ুধদ্বয় এবং বর ও অভয় নামক মুদ্রাযুগল-ধারণকারিণী) শিবাং (শিবাকে, মঙ্গলময়ীকে) [অহম্—আমি] ভজে (ভজনা [ধ্যান] করি) ॥

সদ্য উদিত সূর্যমণ্ডলের তুল্য প্রভাময়ী, চতুর্ভুজা ও লোচনত্রয়শোভিতা, চারিহস্তে পাশ ও অঙ্কুশনামক আয়ুধ-যুগল এবং বর ও অভয় নামক মুদ্রাদ্বয়ধারিণী মঙ্গলময়ী জগদম্বাকে আমি ধ্যান করি।

# উত্তর চরিত্র

## ত্রয়োদশ অধ্যায়—দেবীর বরপ্রদান

ঋষিরুবাচ। ১

এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবংপ্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ২
বিদ্যা তথৈব * ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ॥ ৩

ঋষিঃ ( [মেধা] ঋষি ) উবাচ ( কহিলেন )—ভূ-প ( হে রাজন্, হে সুরথ ), এতৎ ( এই ) উত্তমম্ ( উত্তম, সর্বার্থসাধক ) দেবী-মাহাত্ম্যম্ ( দেবীমহিমা ) তে ( তোমাকে ) কথিতং ( কথিত হইল )। সা ( সেই ) দেবী (চণ্ডী দেবী ) এবংপ্রভাবা ( এইরূপ মহিমান্বিতা ) যয়া ( যাঁহার দ্বারা ) ইদং ( এই ) জগৎ ( বিশ্ব ) ধার্যতে ( বিধৃত [ সৃষ্ট ও ধ্বংস ] হয় )॥ ১-২

ভগবৎ-বিষ্ণু-মায়য়া ( ভগবান বিষ্ণুর মায়াশক্তির দ্বারা ) তথা এব ( সেইরূপে ) বিদ্যা ( তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি ) ক্রিয়তে ( উৎপাদিত হয় )। তয়া এব

মেধা ঋষি বলিলেন—হে সুরথ, তোমাকে এই সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্ম্য বলিলাম। সেই দেবী ঈদৃশ প্রভবান্বিতা। তিনিই এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। ১৷২

---

* তথৈব ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্॥ ৪
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥ ৫

( তাঁহার [ মহামায়ার ] দ্বারাই ) ত্বম্ ( তুমি, সুরথ ) চ এষঃ ( এবং এই ) বৈশ্যঃ ( বৈশ্য, সমাধি ) তথা ( এবং ) অন্যে ( অন্যান্য ) বিবেকিনঃ ( বিবেকিগণ, বিবেকাভিমানিগণ, লৌকিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ) মোহিতাঃ ( মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে ) তথা ( সেইরূপ ) অপরে এব চ ( অপর [ অবিবেকিগণ ] ও ) মোহ্যন্তে ( মোহগ্রস্ত হইতেছে ) চ ( এবং ) মোহম্ ( মোহ, মিথ্যাজ্ঞান ) এষ্যন্তি ( প্রাপ্ত হইবে )॥ ৩-৪

মহারাজ ( হে মহারাজ, হে সুরথ ), তাম্ ( সেই ) পরম-ঈশ্বরীম্ ( পরমেশ্বরীর, মহামায়ার ) শরণম্ ( শরণে, আশ্রয়ে ) উপ-এহি ( আগত হও, গ্রহণ কর )। সা এব ( তিনিই, মহাদেবীই ) আরাধিতা ( আরাধিতা, পূজিতা হইলে ) নৃণাং ( নরগণকে, মনুষ্যগণকে ) ভোগ-স্বর্গ-অপবর্গ-দা ( [ ইহলোকে ] ভোগ, [ পরলোকে ] স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন )॥ ৪-৫

সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই[১] আমার তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকাভিমানী পণ্ডিতগণকে পূর্বে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ অপর অবিবেকিগণকে সম্প্রতি মোহগ্রস্ত করিতেছেন এবং উত্তরকালেও মোহযুক্ত করিবেন। ৩-৪

---

১ অব্যক্তং ব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
বিভজ্য স্বার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে॥—কালিকাপুরাণ, ৬।৫৮

অর্থাৎ যিনি অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনভাবে ব্যক্তরূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজনসিদ্ধি করেন, তাঁহার নাম বিষ্ণুমায়া।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ৬

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ *। ৭

প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্॥

নির্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ। ৮

জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে॥

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ। ৯

মার্কণ্ডেয়ঃ (মার্কণ্ডেয় [মুনি] উবাচ (বলিলেন)—মহামুনে (হে মহামুনি, হে ভাগুরি,) অতি-মমত্বেন (অধিক মমতা [মোহ] হেতু) রাজ্য-অপহরণেন চ (এবং [শত্রু কর্তৃক] রাজ্য-অপহরণের দ্বারা) নির্বিণ্ণঃ [সন্] (নির্বেদপ্রাপ্ত, বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া) সঃ (সেই) নর-অধিপঃ (রাজা) সুরথঃ (সুরথ) চ (এবং) সঃ (সেই) বৈশ্যঃ (বৈশ্য, সমাধি) তস্য (তাঁহার, মেধা মুনির) ইতি (এইরূপ) বচঃ (বাক্য, উপদেশ) শ্রুত্বা (শুনিয়া) সংশিত-ব্রতম্ (তীব্রনিয়মনিষ্ঠ, কঠোর ব্রতচারী) তম্ (সেই) মহাভাগম্ (মহাত্মা) ঋষিং (ঋষিকে, মেধাকে) প্রণিপত্য (প্রণাম করিয়া) সদ্যঃ (তখনই) তপসে (তপস্যার জন্য, দেবীর আরাধনার নিমিত্ত) জগাম (গমন করিলেন)॥ ৬-৯

হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত হও।[১] তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গ-সুখ ও মুক্তি প্রদান করিবেন। ৪-৫

[শ্রীভগবতীর শরণাগতিই শ্রেষ্ঠ সাধন। শিশু যেমন সরলভাবে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জননীর উপর নির্ভর করে, সেইরূপ সর্বতোভাবে জগদম্বার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার

* ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ইতি বা পাঠঃ।

১ চণ্ডীতেও গীতার ন্যায় শরণাগতি উপদিষ্ট।

স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্॥ ১০
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ* তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ॥ ১১

সঃ ( সে, সুরথ ) বৈশ্যঃ চ ( এবং বৈশ্য, সমাধি ) অম্বায়াঃ ( [ জগতের ] অম্বার, মাতার) সন্দর্শন-অর্থম্ (সম্যক্ দর্শনলাভের জন্য ) নদী-পুলিন-সংস্থিতঃ ( নদী-তীরে অবস্থানপূর্বক ) পরং ( শ্রেষ্ঠ ) দেবীসূক্তং ( দেবীসূক্ত ) জপন্ ( জপ করিতে করিতে ) তপঃ ( তপস্যা ) তেপে ( আচরণ করিলেন ) ॥ ৯-১০

তৌ ( তাঁহারা উভয়ে ) তস্মিন্ ( সেই ) পুলিনে ( [ নদীর ] তটে ) দেব্যাঃ ( দেবীর, দুর্গার ) মহী-ময়ীম্ ( মৃন্ময়ী, বালুকাময়ী ) মূর্তিং ( মূর্তি, প্রতিমা ) কৃত্বা ( [ নির্মাণ ] করিয়া ) পুষ্প-ধূপ-অগ্নি-তর্পণৈঃ ( পুষ্প, ধূপ, হোম [ বা দীপ ] ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ) তস্যাঃ ( তাঁহার, দেবীর ) অর্হণাং ( পূজা ) চক্রতুঃ ( করিলেন ) ॥ ১০-১১

উপাসনা করিলে তিনি ভক্তকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ প্রদান করেন। ]

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন—হে মহামুনি ভাগুরি, রাজা সুরথ শত্রু কর্তৃক রাজ্যাপহরণ জন্য এবং সমাধি নামক বৈশ্য পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিতে অধিক মমতা[১] ছেদন নিমিত্ত বৈরাগ্যবান হইয়া[২] মেধা ঋষির এইরূপ উপদেশ-শ্রবণানন্তর কঠোর ব্রতনিষ্ঠ মহাভাগ সেই ঋষিকে প্রণতিপূর্বক সেইক্ষণেই দেবীর আরাধনার্থ গমন করিলেন। ৬-৯

---

* যতাত্মানৌ ইতি বা পাঠঃ।

১ মমতা—অস্মৎসুখাবহ অধ্যবসায়। —চতুর্ধরী।
স্বীয়ত্বাধ্যবসায়—নাগোজী।

২ সমাধির প্রকৃত বিষয়-বৈরাগ্য হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জগজ্জননীর

দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্ ।
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ ॥ ১২

নিরাহারৌ ( উপবাসী ) যত-আহারৌ ( অল্পাহারী ) তৎ-মনস্কৌ ( তদ্গতমন, দেবীগতচিত্ত ) সমাহিতৌ ( সমাহিত, অনন্যমনা ) তৌ ( তাঁহারা দুইজনে ) নিজ-গাত্র-অসৃক-উক্ষিতম্ ( স্বদেহ-শোণিত-সিক্ত ) বলিং চ এব ( এবং [ পশু কুষ্মাণ্ডাদি ] পূজোপহার ) দদতুঃ ( প্রদান, নিবেদন করিলেন ) ॥ ১১-১২

সুরথ ও সমাধি জগন্মাতার সম্যক্দর্শনলাভমানসে নদীতীরে অবস্থানপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীসূক্তপাঠ[1] ও তাহার ভাবার্থ অনুধ্যান করিতে করিতে তপস্যারত হইলেন। ৯-১০

সুরথ ও সমাধি উভয়ে সেই নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা[2] নির্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপ ( বা হোম ) ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিলেন। ১০-১১

তাঁহারা কখনও নিরাহার, কখনও বা অল্পাহারী এবং সমাহিত হইয়া তদ্গতচিত্তে স্বদেহ-রক্ত-সিঞ্চিত ( পশু-কুষ্মাণ্ডাদি ) বলি দেবীর চরণে নিবেদন করিলেন। ১১-১২

---

নিকট মুক্তি ( বা ব্রহ্মজ্ঞান ) প্রার্থনা ও লাভ করেন। কারণ, বৈরাগ্যই মুক্তিলাভের প্রধান সহায়। সুরথ সংসারে বিরক্ত হন নাই, সেজন্য তিনি দেবীর নিকট নষ্টরাজ্য প্রার্থনা ও লাভ করেন।

১ লক্ষ্মীতন্ত্র ও নাগোজীভট্টী-টীকামতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চমাধ্যায়োক্ত 'নমো দেব্যৈ' ইত্যাদি স্তুতিই দেবীসূক্ত। অন্য মতে ইহা ঋগ্বেদোক্ত অষ্টমন্ত্রাত্মক দেবীসূক্ত।

২ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে, সুরথ ও সমাধি নদীতীরবর্তী মেধসাশ্রমে পূজাসমাপনান্তে দেবীপ্রতিমা নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়াছিলেন।

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা। ১৩

দেব্যুবাচ। ১৪

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ* ॥ ১৫

ত্রিভিঃ ( তিন ) বর্ষৈঃ ( বৎসর ) এবং ( এইরূপে) যত-আত্মনঃ (সংযত-চিত্তে ) সমারাধয়তঃ ( একাগ্রমনে আরাধনাকারিদ্বয়ের, সুরথ ও সমাধির নিকট ) জগৎ-ধাত্রী ( জগজ্জননী ) চণ্ডিকা ( দুর্গাদেবী ) পরিতুষ্টা ( প্রীতা ) প্রত্যক্ষং ( ও সাক্ষাৎ আবির্ভূ‌তা হইয়া ) প্রাহ ( বলিলেন )—১২-১৩

দেবী ( চণ্ডিকা ) উবাচ ( বলিলেন )—ভূপ ( হে রাজন্, হে সুরথ ) ত্বয়া ( তোমার দ্বারা ) কুলনন্দন ( হে [ বৈশ্য ] বংশগৌরব [ সমাধি ] ), ত্বয়া চ ( এবং তোমার দ্বারা ) যৎ ( যাহা ) মত্তঃ ( আমার নিকট ) প্রার্থ্যতে ( প্রার্থিত ) তৎ ( সেই ) সর্বং ( সকল ) প্রাপ্যতাং ( প্রাপ্ত হইবে )। [ অহম্—আমি ] পরিতুষ্টা ( সন্তুষ্টা হইয়া ) তৎ ( তাহা ) দদামি ( দিব ) ॥ ১৪-১৫

তিন বৎসর এইরূপে সংযতচিত্তে দেবীর আরাধনার ফলে জগদম্বা চণ্ডিকা সন্তুষ্টা হইলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা[১] হইয়া বলিলেন—১২-১৩

চণ্ডিকাদেবী কহিলেন—হে রাজন্ এবং হে বৈশ্যকুলনন্দন, তোমরা উভয়ে আমার নিকট যাহা যাহা প্রার্থনা করিতেছ তৎসমুদায় পাইবে। আমি সন্তুষ্টা হইয়া তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিব। ১৪-১৫

---

* বম্ ইতি বা পাঠঃ।

১ ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, মৃন্ময়ী ধাতুময়ী বা দারুময়ী প্রতিমাতে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর পূজা করিলে প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব হয়। বর্তমান যুগে বাংলার শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীবামাক্ষেপা ও রাজা রামকৃষ্ণ-প্রমুখ শাক্ত সাধকগণ স্ব স্ব সাধনার দ্বারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ১৬

তত‍ো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥ ১৭
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্॥ ১৮

মার্কণ্ডেয়ঃ ( মার্কণ্ডেয় মুনি ) উবাচ ( বলিলেন )—ততঃ ( অনন্তর ) নৃ-পঃ ( নরপতি, সুরথ ) অন্য-জন্মনি ( ভাবী জন্মান্তরে [ সাবর্ণি মনু-রূপে ] ) অবিভ্রংশি ( চিরস্থায়ী, বিচ্যুতিহীন ) রাজ্যম্ ( রাজ্য ) অত্র চ ( এবং ইহজন্মে ) বলাৎ ( বলপূর্বক ) হত-শত্রু-বলং ( নিহত শত্রুসৈন্য ) নিজং ( নিজ, স্বীয় ) রাজ্যম্ এব ( রাজ্যই ) বব্রে ( প্রার্থনা করিলেন) ॥১৬-১৭

ততঃ ( অনন্তর ) নির্বিণ্ণ-মানসঃ ( [ সংসারে ] বিরক্তচিত্ত ) প্রাজ্ঞঃ ( [ মুমুক্ষু বলিয়া ] বিবেকী, বুদ্ধিমান ) সঃ ( সেই ) বৈশ্যঃ অপি ( বৈশ্যও, সমাধিও ) মম ইতি ( [ স্ত্রীপুত্রধনাদি ] আমার এইরূপ ) অহম্ ইতি ( [ দেহাদি ] আমি এইরূপ ) সঙ্গ-বিচ্যুতি-কারকম্ ( [ সংসার ] আসক্তিনাশক ) জ্ঞানং ( তত্ত্বজ্ঞান ) বব্রে ( প্রার্থনা করিলেন ) ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিলেন—অনন্তর রাজা সুরথ জন্মান্তরে সাবর্ণি-মনুরূপে চিরস্থায়ী রাজ্য এবং এইজন্মে স্বীয় শক্তি-প্রভাবে শত্রুবিনাশপূর্বক অপহৃত স্বরাজ্যোদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। ১৬-১৭

অনন্তর বুদ্ধিমান[১] ও বৈরাগ্যবান সেই বৈশ্য সমাধিও

---

১ মোক্ষবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ। মোক্ষবিষয়া বুদ্ধিই প্রকৃত বুদ্ধি। কারণ, সেই বুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও চিরশান্তিলাভ হয়।

দেব্যুবাচ। ১৯

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্। ২০

হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥ ২১

মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ। ২২

সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥ ২৩

দেবী (চণ্ডিকা) উবাচ (বলিলেন)—নৃ-পতে (হে নরপতি), ভবান্ (তুমি) সু-অল্পৈঃ (অত্যল্প) অহোভিঃ (দিনেই) রিপূন্ (শত্রুসমূহ) হত্বা (নিহত করিয়া) স্ব-রাজ্যং (নিজ রাজ্য) প্রাপ্স্যতে (পাইবে), তত্র (তথায়) তব (তোমার [রাজত্ব]) অস্খলিতং (বিচ্যুতিহীন, স্থায়ী) ভবিষ্যতি (হইবে)॥ ১৯-২১

মৃতঃ চ (এবং মৃত্যুর পর) ভবান্ (তুমি) ভূয়ঃ (পুনরায়) বিবস্বতঃ (বিবস্বান, সূর্য) দেবাৎ (দেব হইতে) জন্ম (পুনর্জন্ম) সংপ্রাপ্য (লাভ

স্ত্রীপুত্রধনাদি 'আমার' এবং দেহাদি 'আমি'—এই প্রকার সংসারাসক্তি[১]-নাশক তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। ১৮

চণ্ডী দেবী বলিলেন—হে নরপতি, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তুমি শত্রুনাশ করিয়া নিজ রাজ্য পুনরায় লাভ করিবে। তোমার সেই রাজ্যের আর বিচ্যুতি (স্খলন) হইবে না। ১৯-২১

এবং মৃত্যুর পর পুনরায় তুমি সূর্যদেব হইতে তৎপত্নী সবর্ণার গর্ভে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সার্বর্ণি নামে অষ্টম মনু হইবে। ২২-২৩

১ কারণ 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। এই বুদ্ধি নষ্ট হইলেই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—" 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

বৈশ্যবর্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ। ২৪
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ। ২৬

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা॥ ২৭

করিয়া) ভুবি (পৃথিবীতে) সাবর্ণিকঃ নাম (সাবর্ণি নামে) মনুঃ ([অষ্টম] মনু) ভবিষ্যতি (হইবে)॥ ২২-২৩

বৈশ্য-বর্য* (হে বৈশ্য-শ্রেষ্ঠ), ত্বয়া চ (এবং তোমা কর্তৃক) যঃ (যে) বরঃ (বর) অস্মত্তঃ (আমার নিকট) অভিবাঞ্ছিতঃ (প্রার্থিত হইয়াছে) তং (তাহা, সেই বর) প্রযচ্ছামি (প্রদান করিতেছি)। সংসিদ্ধ্যৈ (মুক্তির নিমিত্ত) তব (তোমার) জ্ঞানং (ব্রহ্মজ্ঞান) ভবিষ্যতি (হইবে)॥ ২৪-২৫

মার্কণ্ডেয়ঃ (মুনি মার্কণ্ডেয়) উবাচ (বলিলেন):—দেবী (চণ্ডীদেবী) তয়োঃ (উভয়ের) ইতি (এইরূপ) যথা-অভিলষিতং (স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ) বরম্ (বর) দত্ত্বা (দান করিয়া) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) তাভ্যাম্ (তাহাদের দ্বারা) অভিষ্টুতা (সংস্তুতা হইয়া) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) অন্তর্হিতা (অদৃশ্যা) বভূব (হইলেন)॥ ২৬-২৭

এবং হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার মুক্তি-প্রদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। ২৪-২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—জগন্মাতা উভয়কে স্ব স্ব অভিলাষানু-

---

* বর্য=বরণীয়=শ্রেষ্ঠ।

এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সূর্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥* ২৮
সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ক্লীং ওঁ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে সুরথবৈশ্যয়োর্বরপ্রদানং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসপ্তশতী-দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

এবং (এইরূপে) দেব্যাঃ (দেবীর, চণ্ডিকার) বরং (বর) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) ক্ষত্রিয়-ঋষভঃ (ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ) সুরথঃ (সুরথ) সূর্যাৎ (সূর্য হইতে) জন্ম (পুনর্জন্ম) সমাসাদ্য (লাভ করিয়া) সাবর্ণিঃ (সাবর্ণি নামক) মনুঃ ([অষ্টম] মনু) ভবিতা (হইবেন), সাবর্ণিঃ (সাবর্ণি) মনুঃ (মনু) ভবিতা (হইবেন) ॥ ২৮-২৯

রূপ বর প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। ২৬-২৭

---

* "স্তোত্রেষু সংহিতায়াং চ অন্ত্যশ্লোকং পঠেৎ দ্বিধা" (অর্থাৎ সংহিতা ও স্তোত্রাদির শেষ শ্লোকটী দুইবার পাঠ করিবে)—এই বচনানুসারে চণ্ডীর অন্ত্যশ্লোক দুইবার পাঠ কর্তব্য। কেহ বা "অন্ত্যশ্লোকং পঠেৎ ত্রিধা"—এইরূপ পাঠ করিয়া চণ্ডীর অন্ত্যশ্লোক তিনবার পাঠ করেন। কাত্যায়নীতন্ত্রমতে "সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ"—এই অংশ দুইবার পাঠ করা উচিত।

এইরূপে মহামায়ার বরলাভ করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ সূর্য ও তৎপত্নী সবর্ণার তনয়রূপে জন্মলাভপূর্বক সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু ( মন্বন্তরাধিপতি ) হইবেন, সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু হইবেন। ২৮-২৯

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকার-সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে সুরথ ও বৈশ্যের বরপ্রদান-নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীসপ্তশতী[১]-দেবীমাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

---

১ সম্যক্ হৃদি স্থিতা সেয়ং জন্মকর্মাবলিস্তুতিঃ।
এতাং দ্বিজমুখাৎ জ্ঞাত্বা অধীয়ানো নরঃ সদা ॥
বিধূয় নিখিলাং মায়াং সম্যক্ জ্ঞানং সমশ্নুতে।
সর্বসম্পৎ তমাপ্নোতি ধুনোতি সকলাপদঃ ॥ —লক্ষ্মীতন্ত্র

অনুবাদ—[ কাত্যায়নীতন্ত্রে সপ্তশতী চণ্ডীকে সপ্তশতিকারূপ মহামালা-মন্ত্র বলা হইয়াছে। ] দেবীর সেই জন্মকর্মাবলীরূপ স্তুতি-মন্ত্র সম্যক্‌রূপে মানব-হৃদয়ে অবস্থিত। কারণ, দেবী মন্ত্রময়ী ও ভক্তহৃদয়বাসিনী। এই স্তুতিরূপ মন্ত্রকে বিপ্রমুখ হইতে অবগত হইয়া যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করেন তিনি নিখিল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন এবং সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব সম্পদ সম্প্রাপ্ত হন।

# চণ্ডীপাঠাপরাধক্ষমাপণস্তোত্র

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
*পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ ১

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া
বিসর্গ-বিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ
সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাম্ ॥ ২

যৎ (যে) অক্ষরং (অক্ষর) পরিভ্রষ্টং (পাঠচ্যুত) যৎ চ (ও যাহা) মাত্রা হীনং (মাত্রাহীন) ভবেৎ (হইয়াছে) মহা-ঈশ্বরি (হে পরমেশ্বরি), ত্বৎ-প্রসাদাৎ (আপনার কৃপায়) তৎ (সেই) সর্বং (সকল) পূর্ণং (সম্পূর্ণ) ভবতু (হউক) ॥ ১

অত্র (এই) পাঠে ([চণ্ডী]-পাঠে) জগৎ-অম্বিকে (হে জগদম্বে) ময়া (আমার দ্বারা) যৎ (যাহা) বিসর্গ-বিন্দু-অক্ষর-হীনম্ (বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু ও অক্ষরহীন) ঈরিতম্ (উচ্চারিত হইয়াছে) প্রসাদতঃ ([আপনার] প্রসাদে, কৃপায়) তৎ (তাহা) সম্পূর্ণতমম্ (পূর্ণতম) অস্তু

হে মহেশ্বরি, এই চণ্ডীপাঠে যে অক্ষর পরিভ্রষ্ট ও যাহা মাত্রাহীন হইয়াছে, আপনার কৃপায় সেই সকল সম্পূর্ণ হউক। ১

---

* ক্ষন্তুমর্হসি তদ্দেবি কস্য ন স্খলিতং মনঃ—ইতি বা পাঠঃ।

যন্মাত্রা-বিন্দু-বিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনম্
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্ব্বং প্রসভকৃতিবশাদ্*ব্যক্তমব্যক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তেস্তবেঽস্মিন্
তৎ সর্ব্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ ॥ ৩

(হউক) সঙ্কল্প-সিদ্ধিঃ চ (ও সঙ্কল্পসিদ্ধি) সদা এব (সদাই) জায়তাম্ (হউক)॥ ২

অম্ব (জননি), তে (আপনার) অস্মিন্ (এই) স্তবে (মাহাত্ম্যে) সাম্প্রতং (সম্প্রতি) প্রসভ-কৃতিবশাৎ (হঠকারিতা বা দ্রুতপাঠহেতু) ভক্ত্যা-অভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক বা অভক্তিপূর্বক) অনুপূর্ব্বং (পূর্বাবধি) যৎ (যাহা) মাত্রা-বিন্দু-বিন্দু-দ্বিতয়-পদ-পদ-দ্বন্দ্ব-বর্ণাদি-হীনং (মাত্রা, অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সন্ধি, সমাস ও বর্ণাদি-হীন) ব্যক্তম্ (স্পষ্ট উচ্চারিত) অব্যক্তম্ (অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত) [হইয়াছে], মোহাৎ (মোহ-হেতু) অজ্ঞানতঃ বা (বা অজ্ঞানহেতু) [যাহা] পঠিতম্ (পঠিত) অপঠিতং (অপঠিত) [হইয়াছে] তৎ (সেই) সর্ব্বং (সকল) ভগবতি (হে ঈশ্বরি), ত্বৎ-প্রসাদাৎ (আপনার কৃপায়) স-অঙ্গম্ (পূর্ণাঙ্গ) আস্তাং (হউক)। বর-দে (হে বরদায়িনি), প্রসীদ (প্রসন্না হউন)॥ ৩

হে জগদম্বিকে, এই পাঠে যাহা আমি বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু ও অক্ষর-হীন উচ্চারণ করিয়াছি তাহা আপনার কৃপায় সম্পূর্ণ হউক এবং সদাই আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। ২

হে জগদম্বে, সম্প্রতি আপনার এই স্তবপাঠে হঠকারিতা বা দ্রুতপাঠহেতু ভক্তি বা অভক্তিহেতু যাহা মাত্রা, অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সন্ধি ও সমাস এবং বর্ণাদি-হীন হইয়া

---

* প্রবচনবচনাৎ ইতি বা পাঠঃ।

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ৪
*যস্যার্থে পঠিতং স্তোত্রং তবেদং শঙ্করপ্রিয়ে।
তস্য দেহস্য গেহস্য শান্তির্ভবতু সর্বদা ॥ ৫

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

অম্ব (হে জননি), ভগবতি (হে ঈশ্বরি), প্রসীদ ( প্রসন্না হউন)। ভক্ত-বৎসলে (হে ভক্তবৎসলা) প্রসীদ (প্রসন্না হউন)। দেবি (হে দেবি), মে (আমাকে) প্রসাদং (কৃপা) কুরু (করুন)। দুর্গে (হে দুর্গা), দেবি (হে দেবি), তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক)। ৪

শঙ্কর-প্রিয়ে (হে শিবপ্রিয়া), তব (আপনার) ইদং ( এই ) স্তোত্রং ( মাহাত্ম্য ) যস্য-অর্থে ( যাহার নিমিত্ত ) পঠিতং ( পঠিত হইল ) তস্য ( তাহার ) গেহস্য ( গৃহের ) দেহস্য (শরীরের) সর্বদা (সদা) শান্তিঃ (কল্যাণ) ভবতু (হউক)॥ ৫

স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়াছে এবং যাহা মোহ-নিমিত্ত বা অজ্ঞানহেতু পঠিত বা অপঠিত হইয়াছে, হে ভগবতি, আপনার প্রসাদে সেই সকল পূর্ণ হউক। হে বরদে, আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ৩

হে জননি ভগবতি, আমার প্রতি প্রসন্না হউন। হে ভক্তবৎসলা, আমার প্রতি প্রসন্না হউন। হে দেবি, আমাকে কৃপা করুন। হে দুর্গা দেবি, আপনাকে প্রণাম করি। ৪

হে শঙ্করপ্রিয়ে, আপনার এই মাহাত্ম্য যাহার জন্য পঠিত হইল, তাহার গৃহের ও শরীরের সর্বদা কল্যাণ হউক। ৫

* অন্যের নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্বক পাঠে প্রয়োজ্য।

# দেবীসূক্ত*

## ( ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক্, ১২৫ সূক্ত )

ওঁ অহমিত্যষ্টর্চস্য সূক্তস্য বাগাম্ভৃণী ঋষিঃ, শ্রীআদিশক্তির্দেবতা, দ্বিতীয়ায়া জগতী, শিষ্টানাং চ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থে সপ্তশতীপাঠান্তে জপে বিনিয়োগঃ।

'অহম্' ইত্যাদি অষ্ট-মন্ত্রাত্মক ঋগ্বেদীয় দেবী-সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি—অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্, দেবতা—পরব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি, কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রটী জগতীছন্দে এবং অবশিষ্ট সপ্ত মন্ত্র ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে নিবদ্ধ। শ্রীজগদম্বার প্রীতির নিমিত্ত সপ্তশতীচণ্ডীপাঠান্তে দেবীসূক্ত-পাঠের বিনিয়োগ হয়।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১

অহং ( আমি, দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী, মহর্ষি অম্ভৃণের দুহিতা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ ) রুদ্রেভিঃ ( =রুদ্রৈঃ, একাদশ রুদ্ররূপে ) [ তথা ] বসুভিঃ ( ও অষ্ট বসুরূপে ) চরামি ( বিচরণ করি )। অহম্ ( আমি ) আদিত্যৈঃ ( দ্বাদশ

---

* ইহাই বৈদিক দেবীসূক্ত। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে ৮ম হইতে ৮২তম মন্ত্রকে তন্ত্রোক্ত দেবীসূক্ত বলে। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া বৈদিক দেবীসূক্তের পরিবর্তে তান্ত্রিক দেবীসূক্ত-পাঠই বিধেয়।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২

আদিত্যরূপে ) উত ( আর ) বিশ্ব-দেবৈঃ ( সকল দেবতারূপে ) [ চরামি—বিচরণ করি ]। অহম্ ( আমি ) উভা ( =উভৌ, উভয় ) মিত্রাবরুণা ( মিত্র ও বরুণ ) বিভর্মি ( ধারণ [ পালন ] করি )। অহম্ [ এব ] ( আমিই ) ইন্দ্র-অগ্নী [ অপি ] ( ইন্দ্র ও অগ্নি ) [ বিভর্মি—ধারণ করি ]। উভা ( =উভৌ, উভয় ) অশ্বিনা ( =অশ্বিনৌ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে) অহম্ ( আমি ) [ বিভর্মি=ধারণ করি ] ॥ ১

অহম্ ( আমি ) আহনসং ( [ দেব- ] শত্রু-হন্তা ) সোমম্ ( সোমদেবকে) বিভর্মি ( ধারণ করি )। অহং ( আমি ) ত্বষ্টারম্ ( ত্বষ্টা নামক দেবতা ) উত ( এবং ) পূষণং ( পূষাদেবকে ) [ ও ] ভগম্ ( ভগদেবকে ) [ বিভর্মি—ধারণ করি ]। [ তথা—এবং ] হবিষ্মতে ( হবিঃযুক্ত ) সুপ্রাব্যে ( হবিঃদ্বারা দেবতাগণের তৃপ্তিসাধনকারী ) সুন্বতে ( [ সোমরস ]-প্রস্তুতকারী ) যজমানায় ( যজমানের, যাগকারীর জন্য ) অহং ( আমি ) দ্রবিণং ( [ যজ্ঞফলরূপ ] ধনাদি ) দধামি ( বিধান করি ) ॥ ২

অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্‌নাম্নী ঋষি ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করিয়া বলিতেছেন—

আমি একাদশ রুদ্র, অষ্টম বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং সকল দেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। ১

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩

অহং ( আমি ) রা ( জগতের ঈশ্বরী ), বসূনাং ( ধনসমূহের ) সংগমনী ( প্রাপয়িত্রী, সঙ্গময়িত্রী ), চিকিতুষী ( স্বাত্মারূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-দ্রষ্ট্রী ) [ অতএব ] যজ্ঞিয়ানাম্ ( যজ্ঞার্হগণের মধ্যে ) প্রথমা ( প্রধানা, মুখ্যা ) ভূরি-স্থাত্রাং ( প্রপঞ্চরূপে, বহুভাবে অবস্থিতা ) ভূরি-আবেশয়ন্তীম্ ( সর্বভূতে জীবভাবে প্রবিষ্টা ) তাং ( সেই ) মা ( =মাং, আমাকে ) পুরুত্রাঃ ( বহু স্থানে, সর্বদেশে ) দেবাঃ ( দেবতাগণ, সুরনরাদি যজমানগণ ) ব্যদধুঃ ( নানাভাবে আরাধনা করে ) ॥ ৩

আমি দেবশত্রুহন্তা সোমদেবকে, ত্বষ্টা নামক দেবতাকে, এবং পূষা[১] ও ভগ[১] নামক সূর্যদ্বয়কে ধারণ করি। প্রচুর হবিঃযুক্ত, উপযুক্ত হবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধনকরী এবং বিধিপূর্বক সোমরসপ্রস্তুতকারী যজমানের জন্য যজ্ঞফলরূপ ধনাদি আমিই বিধান করি। ২

আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধন-প্রদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মশক্তি। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে। ৩

১ দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে দুইটী আদিত্য।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫

যঃ ( যে ) অন্নম্ ( অন্ন, ভোজ্য দ্রব্য ) অত্তি ( ভোজন করে ), যঃ ( যে ) বিপশ্যতি ( দর্শন করে ), যঃ ( যে ) প্রাণিতি ( নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি গ্রহণ করে ), উক্তম্ ( উক্ত বিষয়, শব্দাদি ) শৃণোতি ( শ্রবণ করে ) সঃ ( সে ) ময়া ( আমার দ্বারা )। [ যে—যাহারা ] ঈং ( ঈদৃশ অন্তর্যামিনীরূপে অবস্থিতা ) মাম্ ( আমাকে ) অমন্তবঃ ( [ অন্তর্যামিনীরূপে ] জানে না ) তে ( তাহারা ) উপক্ষিয়ন্তি ( [ জন্ম-মরণাদি ] ক্লেশ ভোগ করে বা [ সংসারে ] হীন হয় )। শ্রুত ( হে বিশ্রুত, হে কীর্তিমান ), শ্রুধি ( শ্রবণ কর ) তে ( তোমাকে ) শ্রদ্ধিবং ( শ্রদ্ধালভ্য [ ব্রহ্মতত্ত্ব ] ) বদামি ( বলিব ) ॥ ৪

আমারই শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে এবং উক্ত বিষয় শ্রবণ করে। যাহারা আমাকে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না, তাহারাই জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় বা সংসারে হীন হয়।[১] হে কীর্তিমান্ সখা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪

১ কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসৃতি হইতে মুক্তি অসম্ভব।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬

দেবেভিঃ ( [ ইন্দ্রাদি ] দেবগণ কর্তৃক ) উত ( এবং ) মানুষেভিঃ ( মানুষগণ কর্তৃক ) জুষ্টম্ ( প্রার্থিত, সেবিত ) ইদম্ ( ইহা, ব্রহ্মতত্ত্ব ) অহম্ এব ( আমিই ) স্বয়ং ( নিজে ) বদামি ( বলিতেছি )। [ অহমেব—এবম্বিধা ব্রহ্ম-স্বরূপিণী আমিই ] যং ( যাহাকে ) কাময়ে ( ইচ্ছা করি ) তং তম্ ( তাহাকে তাহাকে ) উগ্রং ( উগ্র, শ্রেষ্ঠ ) কৃণোমি ( করি ), তং ( তাহাকে ) ব্রহ্মাণং ( ব্রহ্মা ), তম্ ( তাহাকে ) ঋষিং ( ঋষি, অতীন্দ্রিয়বিষয়দর্শী ) তং ( তাহাকে ) সু-মেধাং ( ব্রহ্ম-মেধাবান, প্রজ্ঞাশালী ) [ কৃণোমি—করি ] ॥ ৫

অহং ( আমি ) [ ত্রিপুরাসুরের বিজয়সময়ে ] ব্রহ্মদ্বিষে ( ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ) শরবে ( হিংস্রপ্রকৃতি ত্রিপুরাসুরকে ) হন্ত বৈ ( =হন্তুম্, বিনাশার্থ ) উ ( পাদ-পূরক ) রুদ্রায় ( রুদ্রের ) ধনুঃ ( ধনুকে ) আতনোমি ( জ্যাসংযুক্ত করি, গুণ দেই )। অহং ( আমি ) জনায় ( স্তোতৃজনের কল্যাণার্থ ) সমদং ( সংগ্রাম ) কৃণোমি ( করি ) [ তথা—এবং ] অহং ( আমি ) দ্যাবা-পৃথিবী ( =দ্যাবাপৃথিব্যৌ, স্বর্গে ও পৃথিবীতে [ অন্তর্যামিনীরূপে ] ) আবিবেশ ( অনুপ্রবিষ্টা আছি ) ॥ ৬

দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত ব্রহ্মতত্ত্ব আমি স্বয়ং উপদেশ করিতেছি। আমি ঈদৃশ ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাহাকে ব্রহ্মা করি, কাহাকে ঋষি করি এবং কাহাকেও বা অতি ব্রহ্মমেধাবান করি। ৫

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু * বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭

অস্য ( ইহার, পরমাত্মার ) মূর্ধন্ ( মস্তকে, উপরে ) পিতরম্ ( [ সকল পদার্থের ] পিতাকে † [ কারণস্বরূপ ] দ্যুলোককে ) অহং ( আমি ) সুবে ( প্রসব করিয়াছি )। [ চ = এবং ] মম ( আমার ) যোনিঃ ( কারণ ) অপ্সু-অন্তঃ ( জলের, বুদ্ধির মধ্যস্থ যে ব্রহ্মচৈতন্য সেই ) সমুদ্রে‡ ( সাগরে, পরমাত্মায় )। ততঃ ( = অতঃ, অতএব ) [ অহমেব = আমিই ] বিশ্বা ( = বিশ্বানি, সকল ) ভুবনা ( = ভুবনানি, ভুবনে, ভূতে ) অনু-বিতিষ্ঠে ( বিবিধভাবে বর্তমান আছি )। উত ( আরও ) অমূং ( ঐ, দূরবর্তী ) দ্যাং ( স্বর্গকে, সমস্ত বিকারজাতবস্তুকে ) বর্ষ্মণা ( [ আমার কারণভূত মায়াময় ] দেহ দ্বারা ) উপস্পৃশামি ( স্পর্শ করিয়া [ ব্যাপিয়া ] রহিয়াছি ) ॥ ৭

ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হিংস্র-প্রকৃতি ত্রিপুরাসুর-বধার্থ রুদ্রের ধনুকে আমিই জ্যাসংযুক্ত করি। ভক্তজনের কল্যাণার্থ আমিই যুদ্ধ করি এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে অন্তর্যামিনীরূপে আমিই প্রবেশ করিয়াছি। ৬

আমিই সর্বাধার পরমাত্মার উপরে দ্যুলোককে প্রসব করিয়াছি। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থ যে ব্রহ্মচৈতন্য উহাই আমার অধিষ্ঠান। আমিই ভূরাদি সমস্ত লোকে সর্বভূতে ব্রহ্মরূপে

---

* ভুবনানি ইতি বা পাঠঃ। † দ্যৌঃ পিতা ইতি শ্রুতেঃ।
‡ সমুদ্রবন্তি ভূতজাতানি যস্মাৎ সঃ সমুদ্রঃ পরমাত্মা।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮

ওঁ তৎ সৎ

ইতি ঋগ্বেদোক্তং দেবীসূক্তং সমাপ্তম্।

অহম্ এব ( আমিই ) বিশ্বা ( =বিশ্বানি, সকল ) ভুবনানি ( ভুবন, ভূত ) আরভমাণা ( সৃষ্টি করিয়া ) বাতঃ ইব ( বায়ুর ন্যায়, স্বচ্ছন্দে ) প্রবামি ( [ অন্তরে ও বাহিরে ] বিচরণ করি )। [ যদিও স্বরূপতঃ আমি ] দিবা ( =দিবঃ, আকাশের ) পরঃ ( অতীত ), এনা ( এই ) পৃথিব্যাঃ ( পৃথিবীর ) পরঃ ( উপরে, অসঙ্গ-ব্রহ্মস্বরূপিণী ) [ তথাপি ] মহিনা ( [ নিজ ] মহিমায় ) এতাবতী ( এই সুমহৎ [ জগদ্রূপ ] ) সং বভূব ( হইয়াছি ) ॥ ৮

বিবিধভাবে বিরাজিতা। আমিই মায়াময় দেহ দ্বারা সমগ্র দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত আছি। ৭

আমিই ভূরাদি সমস্ত লোকে সর্বভূত সৃষ্টি করিয়া বায়ুর মত স্বচ্ছন্দে উহাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বিচরণ করি। যদিও স্বরূপতঃ আমি এই আকাশের অতীত ও পৃথিবীর উপরে এবং অসঙ্গ-ব্রহ্মস্বরূপিণী, তথাপি স্বীয় মহিমায় এই সমগ্র জগৎ-রূপ ধারণ করিয়াছি। ৮

শ্রীসায়ণাচার্যের ভাষ্যানুযায়ী ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তের
অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ সমাপ্ত।

# অথ সপ্তশতীরহস্যত্রয়ম্

## প্রাধানিক রহস্য

ওঁ অস্য শ্রীসপ্তশতীরহস্যত্রয়স্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রা ঋষয়ঃ, মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, নবদুর্গা মহালক্ষ্মীঃ বীজম্, শ্রীঃ শক্তিঃ, অভীষ্ট-ফল-সিদ্ধয়ে সপ্তশতীপাঠান্তে জপে বিনিয়োগঃ।

শ্রীসপ্তশতী এই রহস্যত্রয়ের ঋষিগণ যথাক্রমে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ; দেবতাগণ যথাক্রমে—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী ; ছন্দ—অনুষ্টুপ ; বীজ—নবদুর্গা মহালক্ষ্মী এবং শক্তি—শ্রীং। অভীষ্টফলসিদ্ধির জন্য সপ্তশতীপাঠান্তে রহস্যত্রয়পাঠের প্রয়োগ হয়।

### রাজোবাচ

ভগবন্নবতারা মে চণ্ডিকায়াস্ত্বয়োদিতাঃ।
এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্মন্ প্রধানং বক্তুমর্হসি ॥ ১

[ সপ্তশতীর রহস্যত্রয়ের ভাস্কররায়কৃত গুপ্তবতী নাম্নী একটিমাত্র টীকা আছে। তদনুযায়ী উহাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ]

রাজা সুরথ মেধা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, চণ্ডিকা দেবীর অবতারসমূহের কথা আমাকে আপনি বলিয়াছেন। হে বিপ্র, ইঁহাদের প্রধান প্রকৃতির ( প্রাধানিক রহস্যের ) কথা এখন আমাকে বলুন। ১

আরাধ্যং যন্ময়া দেব্যাঃ স্বরূপং যেন বৈ দ্বিজ।
বিধিনা ব্রূহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্য মে॥ ২

ঋষিরুবাচ

ইদং রহস্যং পরমমনাখ্যেয়ং প্রচক্ষ্যতে।
ভক্তোঽসীতি ন মে কিঞ্চিৎ তবাবাচ্যং নরাধিপ॥ ৩
সর্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥ ৪
মাতুলিঙ্গং* গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী।
নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মূর্ধনি॥ ৫

হে দ্বিজ, দেবীর যে স্বরূপ যে বিধির দ্বারা আমার আরাধনা করা কর্তব্য, সেই সকল যথাযথভাবে আমাকে বলুন। আপনাকে প্রণাম করি। ২

মেধা ঋষি বলিলেন—হে নরাধিপ, এই পরম রহস্যকে অনাখ্যেয় (অত্যন্ত গোপনীয়) বলা হয়। কিন্তু তুমি দেবীভক্ত তোমাকে আমার অবাচ্য (অকথনীয়) কিছুই নাই। ৩

পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী[১] ত্রিগুণময়ী (তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী) ও সকলের আদ্যা প্রকৃতি। তিনি লক্ষ্যা (সগুণা) ও অলক্ষ্যা (নির্গুণা) এবং জগৎপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ৪

---

* মাতুলুঙ্গং ইতি বা পাঠঃ।

১ শিবপুরাণাদিমতে মহালক্ষ্মী সদাশিবের অঙ্কারূঢ়া সর্বদেবগুণান্বিতা শিবা শক্তি।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা ॥ ৬
শূন্যং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী ।
বভার রূপমপরং তমসা কেবলেন হি ॥ ৭
সা ভিন্নাঞ্জানসঙ্কাশা দংষ্ট্রাঙ্কিতবরাননা ।
বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যমা ॥ ৮

হে নৃপ, ইনি হস্তে লেবু ( বা শ্রীফল ), গদা, খেট ( চর্ম ) ও পানপাত্র ধারণ করেন[১] এবং মস্তকে নাগ ( ব্রহ্মার চিহ্ন ), লিঙ্গ ( শিবের পুংচিহ্ন ) ও যোনি ( বিষ্ণুর স্ত্রীচিহ্ন ) ধারণ[২] করেন। ৫

ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণযুক্তা ( রক্তবর্ণ ) এবং তপ্তস্বর্ণময়-অলঙ্কারভূষিতা এবং প্রলয়কালে স্বীয় তেজে সমগ্র শূন্য ( মহাকাশ ) পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৬

পরমেশ্বরী ( মহালক্ষ্মী ) প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণ দ্বারা অপর এক নারীরূপ ধারণ করিলেন। ৭ ( মহালক্ষ্মী মহাকালীরূপে পরিণতা হইলেন। )

---

১ সহ্যাদ্রিখণ্ডে রেণুকামাহাত্ম্যে দেবীর আয়ুধধারণক্রম এইভাবে উল্লিখিত আছে—দক্ষিণ অধঃ ও উর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে পানপাত্র ও কৌমোদকী এবং বামঊর্ধ্ব ও অধঃ করযুগলে যথাক্রমে খেটক ও শ্রীফল এবং মস্তকে লিঙ্গ।

ভুবনেশ্বরী সংহিতায় দেবীর আয়ুধার্থ এইরূপ বর্ণিত—মাতুলিঙ্গগ্রহণের দ্বারা সর্বকর্মের ফলদাত্রীত্ব, গদাধারণের দ্বারা ক্রিয়াস্বরূপা বিক্ষেপশক্তি, খেটধারণের দ্বারা জ্ঞানশক্তি এবং পানপাত্র দ্বারা নিরন্তর স্বানন্দানুভব-রস-পান বোধিত।

২ নাগাদিত্রয় দ্বারা ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাত্মকত্ব সূচিত।

খড়্গ-পাত্র-শিরঃ-খেটৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা।
কবন্ধহারমুরসা বিভ্রাণা শিরসা স্রজম্॥ ৯
তাং প্রোবাচ মহালক্ষ্মীস্তামসীং প্রমদোত্তমাম্।
দদামি তব নামানি যানি কর্মাণি তানি তে॥ ১০
মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষা।
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া॥ ১১

( মূলা দেবী মহালক্ষ্মী হইতে ) অভিন্না সেই নারী ( মহাকালী ) অঞ্জনতুল্য গাঢ় নীলবর্ণা, দশন-পীড়িতাননা বিশাল-নয়না এবং মধ্যমাবয়বা হইলেন। ৮

তাঁহার চারি হস্ত খড়্গ, পানপাত্র, শিরঃ ও খেট দ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি উরুদেশে কবন্ধের ( শিরোহীন দেহের ) মালা ও মস্তকে মুণ্ডমালা ধারণ করেন। ৯

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সেই তামসী মহাকালী দেবীকে মহালক্ষ্মী বলিলেন—তোমার যে যে কর্ম আছে তৎ তৎ অনুযায়ী তোমার বিভিন্ন নাম দিতেছি। ১০

তুমি ( ব্রহ্মাদিরও মোহক বলিয়া ) মহামায়া, মহাকালী, মহামারী ( মহামৃত্যুরূপা ), ক্ষুধা ( সর্ব অবিদ্যাদি ভক্ষণেচ্ছাবতী ), তৃষা ( সর্ব অবিদ্যাদি পানেচ্ছাবতী ), নিদ্রা ( যোগনিদ্রা বা সমাধিরূপা ), তৃষ্ণা ( ভক্তকৃত ভক্তীচ্ছাবতী ), একবীরা ( প্রপঞ্চমধ্যে অদ্বিতীয়া ও অলঙ্ঘ্যবীর্যা ), ( কালনাশক বলিয়া ) কালরাত্রি* এবং দুরত্যয়া ( বিনাশরহিতা )। তোমার

---

* শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১।৭৯ মন্ত্রে কালরাত্রি দেবীর উল্লেখ আছে। যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণে ( নির্বাণপ্রকরণ, উত্তর ভাগ, একাশীতিতম সর্গে ) বশিষ্ঠদেব

ইমানি তব নামানি প্রতিপাদ্যানি কর্মভিঃ।
এভিঃ কর্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোঽধীতে সোঽশ্নুতে সুখম্ ॥১২
তামিত্যুক্ত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ।
সত্ত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ ॥ ১৩

এই নামদশক কর্মানুসারে প্রতিপাদ্য (প্রসিদ্ধ)। নামানুসারে তোমার এই সকল কর্ম[১] জানিয়া যে চণ্ডী পাঠ করে সে সুখলাভ করে। ১১-১২

হে নৃপ, তাঁহাকে (সে মহাকালীকে) এইরূপ বলিয়া

---

শ্রীরামচন্দ্রকে কালরাত্রি দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। অনন্ত মহাকাশে নৃত্যমান্ কালভৈরবের দেহ হইতে ভগবতী কালরাত্রির আবির্ভাব হইল। কালরাত্রি করালবদনা, দীর্ঘাঙ্গী, কজ্জলবৎ শ্যামলা ও শীর্ণদেহা। সূর্যাদি দেব ও দানবগণের নানাবর্ণময় মস্তকাবলী দ্বারা কমলমালার ন্যায় মালা গাঁথিয়া তিনি গলে পরিধান করিয়াছেন। তদীয় বস্ত্রাঞ্চল সমীর-সন্ধুক্ষিত দীপ্ত শিখাময় বহ্নিযোগে উজ্জ্বল। তাঁহার লম্বমান কর্ণযুগলে ভুজঙ্গলম্বিত এবং নরমুণ্ডময় কুণ্ডলশোভিত। তাঁহার দন্তরাজি যেন চন্দ্রশ্রেণী। বিশুষ্ক অলাবুলতার ন্যায় তিনি আকাশ ব্যাপিয়া বিরাজিতা। চঞ্চল মারুতহিল্লোলে তিনি নৃত্যরতা। তিনি কখনও একবাহু, কখনও বহুবাহু, কখনও বা বাহুহীনা। কখনও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হ্রস্বকায়, আবার কখনও অসীম-আকাশব্যাপিনী অনন্ত মূর্তি। তদীয় বাহুনিচয়ের উৎক্ষেপণবশে এই বিশাল জগদাকার নৃত্যমণ্ডপ কম্পিতা। তিনি কখনও একবক্ত্র, কখনও বহুবক্ত্র, কখনও বা বক্ত্রবিহীন। তাঁহার নয়নত্রয় কোটরগত বহ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান, ললাটফলক অলঘহিমময় ইন্দ্রনীলমণিমণ্ডিত শৈলতটের সহিত তুলনীয়। সমীররূপ সূত্র দ্বারা তারকানিকর গ্রথিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে মুক্তাহারের ন্যায় প্রতিভাত ইত্যাদি।

১ এই সকল তমোগুণের কার্য, কারণ দেবী তামসী।

অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী।
সা বভূব বরা নারী নামান্যস্যৈব সা দদৌ॥ ১৪
মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী।
আর্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী *॥ ১৫
অথোবাচ মহালক্ষ্মীর্মহাকালীং সরস্বতীম্।
যুবাং জনয়তাং দেব্যৌ মিথুনে স্বানুরূপতঃ॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা তে মহালক্ষ্মীঃ সসর্জ মিথুনং স্বয়ম্।
হিরণ্যগর্ভৌ রুচিরৌ স্ত্রীপুংসৌ কমলাসনৌ॥ ১৭

মহালক্ষ্মী অতি শুদ্ধা সত্ত্বগুণময়ী চন্দ্রপ্রভা অন্য এক মূর্তি ধারণ করিলেন। ১৩ (মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতীরূপে পরিণতা হইলেন।)

সেই শ্রেষ্ঠা নারী (মহাসরস্বতী) অক্ষমালা ও অঙ্কুশ-ধরা এবং বীণা ও পুস্তক-ধারিণী। মহালক্ষ্মী তাঁহাকে মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা ও ধীশ্বরী (বা সুরেশ্বরী)—এই সকল নাম প্রদান করিলেন। ১৪-১৫

অনন্তর মহালক্ষ্মী মহাকালী ও সরস্বতীকে বলিলেন—তোমরা উভয়ে স্ব স্ব অনুরূপ এক দেব (পুরুষ) ও এক দেবী (নারী) সৃষ্টি কর। ১৬

তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিয়া মহালক্ষ্মী স্বয়ং স্বর্ণবর্ণ (বা বিশুদ্ধজ্ঞানদেহ), সুন্দর ও কমলাসনস্থিত একটী পুরুষ এবং তদনুরূপ একটি নারী সৃজন করিলেন। ১৭

---

* সুরেশ্বরী ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মন্ বিধে বিরঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্।
শ্রীঃ পদ্মে কমলে লক্ষ্মীত্যাহ মাতা স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্॥ ১৮
মহাকালী ভারতী চ মিথুনে সৃজতঃ সহ।
এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে॥ ১৯
নীলকণ্ঠং রক্তবাহুং শ্বেতাঙ্গং চন্দ্রশেখরম্।
জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্ত্রিয়ম্॥ ২০
স রুদ্রঃ শঙ্করঃ স্থাণুঃ কপর্দী চ ত্রিলোচনঃ।
ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ সা স্ত্রীভাবা * স্বরাক্ষরা॥ ২১

মহালক্ষ্মী সেই পুরুষকে ব্রহ্মা, বিধি, বিরিঞ্চি ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং সেই নারীকে শ্রী, পদ্মা, কমলা, লক্ষ্মী ও মাতা—এই সকল নামে অভিহিতা করিলেন। ১৮

মহাকালী ও ভারতী (মহাসরস্বতী) যে পুরুষ ও নারী-যুগল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও স্বরূপ তোমাদের বলিতেছি। ১৯

মহাকালী শ্বেতবর্ণা নারী এবং নীলকণ্ঠ, রক্তবাহু, শ্বেতাঙ্গ ও ললাটে চন্দ্রবিশিষ্ট পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। ২০

সেই (সৃষ্ট) পুরুষ রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু, কপর্দী[1] ও ত্রিলোচন এবং সেই (সৃষ্টা) স্ত্রী (বেদ) ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, স্ত্রীভাবা (বালভাবা), অক্ষরা (নিত্যা, স্ফোটরূপা বা ব্যঞ্জনরূপা) এবং স্বরা (ষোড়শস্বররূপা)। ২১

---

* স্ত্রীভাষা ইতি বা পাঠঃ।

১ কপর্দ—জটা, কপর্দী—জটাধারী—শিব।

সরস্বতী স্ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণঞ্চ পুরুষং নৃপ।
জনয়ামাস নামানি তয়োরপি বদামি তে ॥ ২২
বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো বাসুদেবো জনার্দনঃ।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী সুভগা শিবা * ॥ ২৩
এবং যুবতয়ঃ সদ্যঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে।
চক্ষুষ্মন্তো নু পশ্যন্তি নেতরেঽতদ্‌বিদো জনাঃ ॥ ২৪
ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপ ত্রয়ীম্।
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্ ॥ ২৫

হে নৃপ, সরস্বতী এক গৌরবর্ণা স্ত্রী এবং এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। ইঁহাদের নামও তোমাকে বলিতেছি। ২২

পুরুষের নাম বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব ও জনার্দন এবং নারীর নাম উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, সুন্দরী, সুভগা (ভগযুক্তা) ও শিবা। ২৩

পরে যুবতীগণ সদ্য পুরুষত্ব[১] প্রাপ্ত হইলেন। চক্ষুষ্মান্‌ (জ্ঞানি) গণ এই তত্ত্ব দর্শন করেন (অবগত হন), অপরে (অজ্ঞানিগণ) নহে। কারণ, উক্ত তত্ত্ব জ্ঞানচক্ষুর দৃশ্য, চর্ম-চক্ষুর অদৃশ্য। ২৪

হে নৃপ, মহালক্ষ্মী ব্রহ্মাকে ত্রয়ী (সরস্বতী), রুদ্রকে বরদাত্রী গৌরী এবং বিষ্ণুকে শ্রীপত্নীরূপে প্রদান করিলেন। ২৫ (এই মিথুনত্রয় কারণদেহ-সূক্ষ্মদেহ-স্থূলদেহ-অভিমানী।)

---

* শুভা ইতি বা পাঠঃ।

১ মহালক্ষ্মী ব্রহ্মত্ব, মহাকালী রুদ্রত্ব ও মহাসরস্বতী বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

স্বরয়া সহ সম্ভূয় বিরঞ্চোঽণ্ডমজীজনৎ।
বিভেদ ভগবান্ রুদ্রস্তদ্‌গৌর্যা সহ বীর্যবান্॥ ২৬
অণ্ডমধ্যে প্রধানাদি-কার্যজাতমভূন্নৃপ।
মহাভূতাত্মকং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ২৭
পুপোষ পালয়ামাস তল্লক্ষ্ম্যা সহ কেশবঃ।
সংজহার জগৎ সর্ব্বং সহ গৌর্যা মহেশ্বরঃ॥ ২৮
মহালক্ষ্মীর্মহারাজ সর্বসত্ত্বময়ীশ্বরী।
নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ॥
নামান্তরৈর্নিরূপ্যৈষা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ॥ ২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রাধানিকং রহস্যং সমাপ্তম্।

বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) স্বরার (বা সরস্বতীর) সহিত মিলিত হইয়া এক অণ্ড সৃষ্টি করিলেন। বীর্যবান ভগবান রুদ্র গৌরীর সহিত সেই অণ্ডকে বিভক্ত করিলেন। ২৬

হে নৃপ, সেই অণ্ডমধ্যে মহাভূতাত্মক স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎ মহদহঙ্কারাদি (প্রকৃতির) কার্য দ্বারা জাত হইল। ২৭

কেশব লক্ষ্মীর সহিত সেই সকল পোষণ ও পালন করিলেন এবং গৌরীর সহিত মহেশ্বর প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ সংহার করিলেন। ২৮

হে মহারাজ, সর্বসত্ত্বময়ী ঈশ্বরী মহালক্ষ্মী[1] নিরাকারা

১ গ্রন্থের স্বারসিক আশয় এই যে, চরিত্রত্রয়ের মধ্যে মহালক্ষ্মী সর্বোত্তমা—

নির্গুণা হইয়াও সাকারা ( সগুণা )। সাকার অবস্থায় তিনি বিবিধ নাম ও রূপ ধারণ করেন। নির্গুণরূপে তিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ—এই স্বরূপলক্ষণের দ্বারা নিরূপ্যা (লক্ষণীয়া); কিন্তু প্রত্যক্ষাদি অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা বোধ্য নহেন। ২৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত প্রাধানিক রহস্যের
অনুবাদ সমাপ্ত।

---

এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব উপাসকের অভিমান মাত্র। দেবীর ব্যষ্টিত্রয় সত্ত্বেও তিনি তুরীয়া। তাঁহার ব্যষ্টিমূর্তিত্রয় উপাসনান্তে তুরীয় রূপই প্রধানতঃ উপাস্য। এই জন্য চণ্ডীতে চারিটী স্তোত্র আছে। ৫ম অধ্যায়োক্ত দেবীসূক্ত তুরীয় স্বরূপেরই স্তব; অন্য তিনটী স্তোত্র মহাকাল্যাদি চরিত্রত্রয়ের স্তব। পাঞ্চরাত্র লক্ষ্মীতন্ত্রের পরদেবতা-ইন্দ্রসংবাদে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে মহীয়সী দেবীর ব্যষ্টিরূপত্রয় অনিত্য এবং কূটস্থ, নিরাকার ও নির্গুণ স্বরূপই নিত্য। —গুপ্তবতী

# বৈকৃতিক রহস্য

ঋষিরুবাচ

ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্ত্বিকী যা ত্রিধোদিতা। *
সা শর্বা চণ্ডিকা দুর্গা ভদ্রা ভগবতীর্যতে॥ ১
যোগনিদ্রা হরেরুক্তা মহাকালী তমোগুণা।
মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ॥ ২
দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা।
বিশালয়া রাজমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলে—যে ত্রিগুণময়ী দেবীর তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী এই ত্রিবিধা[১] মূর্তির কথা বলা হইল তিনি শর্বা, চণ্ডিকা, দুর্গা, ভদ্রা ও ভগবতী বলিয়া উক্তা হন। ১

পদ্মাসন ব্রহ্মা মধুকৈটভনাশার্থ যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, তিনিই বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপা তামসী মহাকালী বলিয়া কথিতা। ২

তাঁহার দশ মুখ, দশ হস্ত ও দশ পাদ। তিনি অঞ্জন-প্রভা[২] ও বিশাল ত্রিশটী[৩] নয়নমালার সহিত বিরাজমানা। ৩

---

* ত্রয়োদিতা ইতি বা পাঠঃ। ১ ত্রিবিধাপি সা বস্তুতঃ একৈব।

২ কাজলের মত কাল রং যাঁহার।

৩ দেবীর প্রত্যেক মুখমণ্ডলে তিনটী নেত্র—এই হিসাবে দশটী মস্তকে ত্রিশটি চক্ষু।

স্ফুরদ্দশনদংষ্ট্রা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ।
রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়ঃ॥ ৪
খড়্গ-বাণ-গদা-শূল-শঙ্খ-চক্র-ভুশুণ্ডিভৃৎ।
পরিঘং কার্মুকং শীর্ষং নিশ্চ্যোতদ্রুধিরং দধৌ॥ ৫
এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া।
আরাধিতা বশীকুর্যাৎ পূজাকর্তুশ্চরাচরম্॥ ৬
সর্বদেবশরীরেভ্যো যাবির্ভূতামিতপ্রভা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমর্দিনী॥ ৭

হে রাজন্, সুন্দর দাঁড়া ও উজ্জ্বলদন্তযুক্তা এবং ভীমরূপা হইলেও তিনি ভক্তগণকে রূপ, সৌভাগ্য ও কান্তি প্রভৃতি মহা-শ্রী প্রদান করেন। ৪

(দক্ষিণাধঃকর হইতে বামাধঃকর পর্যন্ত) তিনি খড়্গ, বাণ, গদা, শূল, শঙ্খ, চক্র ও ভূশুণ্ডি ধারণ করেন এবং পরিঘ, কার্মুক (ধনু) ও রুধির-ক্ষরণ-শীল শীর্ষ (মস্তক) ধারণ করেন। ৫

এই দুরত্যয়া (অনতিক্রমণীয়া) বিষ্ণুমায়া মহাকালী আরাধিতা হইলে পূজাকর্তার (পূজকের) চরাচর জগৎ বশীভূত হয়। ৬

সকল দেবতার শরীর হইতে যে অমিতপ্রভা দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মহিষমর্দিনী সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী। ৭ (চণ্ডী, ২।১০-১৩ দ্রষ্টব্য।)

শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোরুরুন্মদা ॥ ৮
সুচিত্রজঘনা চিত্রমাল্যাম্বরবিভূষণা।
চিত্রানুলেপনা কান্তি-রূপ-সৌভাগ্য-শালিনী ॥ ৯
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥ ১০
অক্ষমালা চ কমলং বাণোঽসিঃ কুলিশং গদা।
চক্রং ত্রিশূলং পরশুঃ শঙ্খো ঘণ্টা চ পাশকঃ ॥ ১১
শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম চাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুঃ।
অলঙ্কৃতভুজামেভিরায়ুধৈঃ কমলাসনাম্ ॥ ১২

তিনি শ্বেতাননা[১] ও নীলহস্তা। তাঁহার স্তনমণ্ডল অতি শ্বেতবর্ণা ও শরীরের মধ্যভাগ রক্তবর্ণা। তিনি রক্তচরণা। তাঁহার জঙ্ঘা ও ঊরু নীলবর্ণা ও তিনি ব্রহ্মানন্দে উন্মাদিনী। ৮

তিনি সুচিত্রজঘনা, বিচিত্রমাল্যা ও বস্ত্রবিভূষিতা, বিবিধ-অনুলেপন (গন্ধ)-যুক্তা এবং কান্তি, রূপ ও সৌভাগ্য-মণ্ডিতা। ৯

তিনি সহস্রভুজা[২] হইলেও অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা। দক্ষিণ দিকের নিম্নহস্তক্রমে তাঁহার ( হস্তস্থিত ) আয়ুধ-( অস্ত্র- ) সমূহ এখানে বলা হইতেছে। ১০

কমলাসনা দেবীর অষ্টাদশ হস্ত রুদ্রাক্ষমালা, পদ্ম, বাণ,

---

১ শিবাংশনির্মিত আনন শ্বেতবর্ণ। মধ্যম চরিত্র দ্রষ্টব্য।

২ এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। দেবী সহস্রভুজা অর্থাৎ অনন্তভুজা।
—গুপ্তবতী টীকা

সর্বদেবময়ীমীশাং মহালক্ষ্মীমিমাং নৃপ।
পূজয়েৎ সর্বলোকানাং স দেবানাং প্রভুর্ভবেৎ ॥ ১৩
গৌরীদেহাৎ সমুদ্‌ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুর-নিবর্হিণী ॥ ১৪
দধৌ চাষ্টভুজা বাণমুসলে শূলচক্রভৃৎ।
শঙ্খং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্চ কার্মুকং বসুধাধিপ ॥ ১৫
এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি।
নিশুম্ভমথিনী দেবী শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥ ১৬

অসি, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা ও পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম (ঢাল), চাপ (ধনু), পানপাত্র ও কমণ্ডলু—এই অষ্টাদশ অস্ত্রে অলঙ্কৃত। ১১-১২

হে নৃপ, সর্বদেবময়ী ঈশ্বরী এই মহালক্ষ্মীকে যিনি পূজা করেন তিনি সকল লোকের ও দেবগণের প্রভু হন। ১৩

যে সত্ত্বগুণময়ী দেবী গৌরীদেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনিই শুম্ভাসুরনাশিনী সাক্ষাৎ সরস্বতী বলিয়া উক্তা। ১৪

হে পৃথিবীপতি, এই অষ্টভুজা মহাসরস্বতী দেবী অষ্ট হস্তে বাণ, মুসল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাঙ্গল ও ধনু ধারণ করেন। ১৫

এই নিশুম্ভমর্দিনী শুম্ভাসুরনাশিনী দেবী ভক্তিপূর্বক সম্পূজিতা হইলে সর্বজ্ঞত্ব প্রদান করেন। ১৬

ইত্যুক্তানি স্বরূপাণি মূর্তীনাং তব পার্থিব।
উপাসনং জগন্মাতুঃ পৃথগাসাং নিশাময়॥ ১৭
মহালক্ষ্মীর্যদা পূজ্যা মহাকালী সরস্বতী।
দক্ষিণোত্তরয়োঃ পূজ্যে পৃষ্ঠতো মিথুনত্রয়ম্॥ ১৮
বিরিঞ্চিঃ স্বরয়া মধ্যে রুদ্রো গৌর্যা চ দক্ষিণে।
বামে লক্ষ্ম্যা হৃষীকেশঃ পুরতো দেবতাত্রয়ম্॥ ১৯
অষ্টাদশভুজা মধ্যে বামে চাস্যা দশাননা।
দক্ষিণেঽষ্টভুজা লক্ষ্মীর্মহতীতি সমর্চয়েৎ॥ ২০
অষ্টাদশভুজা চৈষা যদা পূজ্যা নরাধিপ।
দশাননা চাষ্টভুজা দক্ষিণোত্তরয়োস্তদা॥ ২১

হে নৃপ, তোমার নিকট জগন্মাতার মূর্তিসমূহের স্বরূপ এইরূপে উক্ত হইল। এখন পৃথকভাবে ইঁহাদের উপাসনা শ্রবণ কর। ১৭.

যখন মহালক্ষ্মীর পূজা করিবে তখন দক্ষিণে মহাকালী ও উত্তরে সরস্বতী এবং পশ্চাতে (পূর্বোক্ত) মিথুন-(স্ত্রীপুরুষ-) ত্রয় পূজা করিবে। ১৮

মধ্যে স্বরা (সরস্বতী) সহ বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা), দক্ষিণে গৌরীসহ রুদ্র, বামে লক্ষ্মীসহ হৃষীকেশ এবং সম্মুখে দেবতা-ত্রয়ের পূজা করিবে। ১৯

মধ্যে অষ্টাদশভুজা, ইঁহার বামে দশাননা মহাকালী ও দক্ষিণে অষ্টভুজা মহালক্ষ্মী অর্চনা করিবে। ২০

হে নরাধিপ, যখন অষ্টাদশভুজা বা দশাননা বা অষ্টভুজার

কালমৃত্যু চ সংপূজ্যৌ সর্বারিষ্টপ্রশান্তয়ে।
যদা চাষ্টভুজা পূজ্যা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥ ২২
নবাস্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যাস্তথা রুদ্রবিনায়কৌ।
নমো দেব্যা ইতি স্তোত্রৈর্মহালক্ষ্মীং সমর্চয়েৎ ॥ ২৩
অবতারত্রয়ার্চায়াং স্তোত্রমন্ত্রাস্তদাশ্রয়াঃ।
অষ্টাদশভুজা চৈষা পূজ্যা মহিষমর্দিনী ॥ ২৪
মহালক্ষ্মীর্মহাকালী সৈব প্রোক্তা সরস্বতী।
ঈশ্বরী পুণ্যপাপানাং সর্বলোকমহেশ্বরী ॥ ২৫

পূজা করিবে, তখন সকল অরিষ্ট ( বিঘ্ন )-প্রশান্তির জন্য দক্ষিণ ও উত্তর দিকে যথাক্রমে মহাকাল ও মহামৃত্যুর পূজা করিবে। যখন শুম্ভাসুরনাশিনী অষ্টভুজার পূজা করিবে, তখন ইঁহার শৈলপুত্রী প্রভৃতি নবশক্তির[১] এবং রুদ্র ও গণেশের পূজা করিবে এবং 'নমো দেব্যৈ'[২]। ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা মহালক্ষ্মীর অর্চনা করিবে। ২১-২৩

দেবীর অবতারত্রয়ের অর্চনায় তত্তৎ মাহাত্ম্যোক্ত স্তোত্র-মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে ও অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনীর পূজা করিবে। তিনিই পাপপুণ্যের ঈশ্বরী ( ফলদাত্রী ), সর্বলোকের মহেশ্বরী। তিনিই ত্রিগুণানুসারে মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী নামে অভিহিতা। ২৪-২৫

---

১ দেবীকবচ দ্রষ্টব্য। ২ শ্রীশ্রীচণ্ডীর ৫।৯-৮২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

মহিষান্তকরী যেন পূজিতা স জগৎপ্রভুঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্ ॥ ২৬
অর্ঘ্যাদিভিরলঙ্কারৈর্গন্ধপুষ্পৈস্তথাক্ষতৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাভক্ষ্যসমন্বিতৈঃ ॥ ২৭
রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপ।
প্রণামাচমনীয়েন চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥ ২৮
সকর্পূরৈশ্চ তাম্বুলৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতৈঃ।
বামভাগেঽগ্রতো দেব্যাশ্ছিন্নশীর্ষং মহাসুরম্ ॥ ২৯
পূজয়েন্মহিষং যেন প্রাপ্তং সাযুজ্যমীশয়া।
দক্ষিণে পরতঃ সিংহং সমগ্রং ধর্মমীশ্বরম্ ॥ ৩০

মহিষাসুরের অন্তকরী (নাশকারিণী) যাঁহার দ্বারা পূজিতা হন, তিনি জগতের প্রভু হন। অতএব, ভক্তবৎসলা জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার পূজা করিবে। ২৬

হে নৃপ, অর্ঘ্যাদি, অলঙ্কারসকল, গন্ধপুষ্প এবং আতপ তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নানা আহার্যসমন্বিত নৈবেদ্য, রুধিরসিক্ত বলি, মাংস, মদ, প্রণাম, আচমনীয়, সুগন্ধি চন্দন এবং কর্পূরযুক্ত তাম্বুলাদি উপচার দ্বারা ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করিবে। দেবীর সম্মুখে বামভাগে দেবীর সাযুজ্যপ্রাপ্ত[1]

---

১ ইহাতে শত্রুর প্রতিও দেবীর বাৎসল্য প্রকাশিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের পাদটীকা এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ২১তম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বাহনং পূজয়েদ্দেব্যা ধৃতং যেন চরাচরম্ ।
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তুবীত চরিতৈরিমৈঃ ॥ ৩১
একেন বা মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ ।
চরিতার্ধন্তু ন জপেজ্জপংশ্ছিদ্রমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২
স্তোত্রমন্ত্রৈঃ স্তুবীতেমাং যদি বা জগদম্বিকাম্ ।
প্রদক্ষিণা-নমস্কারান্ কৃত্বা মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৩
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং মুহুর্মুহুরতন্দ্রিতঃ ।
প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সং তিলসর্পিষা ॥ ৩৪

ছিন্নশির মহাসুর মহিষকে এবং দক্ষিণদিকের পুরোভাগে সমগ্র ধর্মস্বরূপ চরাচরধারী ভগবান সিংহের[১] পূজা করিবে। ২৭-৩০

দেবীর বাহন সিংহ চরাচর বিশ্ব ধারণ করেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে এই চরিত্রসমূহ দ্বারা দেবীর স্তব করিবে। ৩১

একমাত্র মধ্যম চরিত্র দ্বারাই স্তব করিতে পার। কিন্তু কেবলমাত্র প্রথম বা উত্তর চরিত্র দ্বারা স্তব করিবে না। চরিতার্ধ পাঠ করাও উচিত নয়। এইরূপ পাঠে পূজার অঙ্গহানি হয়। ৩২

অথবা মস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম সহকারে সকল স্তোত্ররূপ মন্ত্রপাঠপূর্বক এই দেবীর স্তব করিবে। ৩৩

অনলস হইয়া মুহুর্মুহু জগদ্ধাত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

১ সিংহের ধ্যান দ্রষ্টব্য।

জুহুয়াৎ স্তোত্রমন্ত্রৈর্বা চণ্ডিকায়ৈঃ শুভং হবিঃ।
নমো নমঃ পদৈর্দেবীং পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ॥ ৩৫
প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বঃ প্রাণানারোপ্য* চাত্মনি।
সুচিরং ভাবয়েদ্দেবীং চণ্ডিকাং তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৩৬
এবং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৭

করিবে। সপ্তশতীর প্রতিশ্লোক পাঠপূর্বক[১] তিলযুক্ত ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিবে। ৩৪

অথবা কেবল শুদ্ধ ঘৃত দ্বারা প্রতিশ্লোক পাঠ করিয়া চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে হোম করিবে এবং 'নমঃ নমঃ' ইত্যাদি পদ[২] দ্বারা সমাহিতচিত্তে দেবীর পূজা করিবে। ৩৫

সংযতচিত্ত, কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া আত্মায় প্রাণবায়ু-সমূহ আরোপ (সংযোগ) করিয়া দীর্ঘকাল চণ্ডিকাদেবীর ভাবনা করিতে করিতে তন্ময় হইবে। ৩৬

এইরূপে যিনি ভক্তিপূর্বক প্রত্যহ পরমেশ্বরীর পূজা করেন, তিনি যথাভিলষিত বস্তু ভোগ করিয়া মহিষাসুরবৎ দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। ৩৭

---

* প্রণম্যারোপ্য ইতি বা।

১ কবচত্রয় ও রহস্যত্রয়ের প্রতিশ্লোকে হোম করা নিষিদ্ধ। মূর্খতাবশতঃ এইরূপ করিলে দেহপাত ও নরকবাস হয়। দুর্গাহোমপরায়ণ অন্ধকাসুর কবচাহুতিজাত পাপের জন্য মহেশ কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল। —গুপ্তবতী

২ পঞ্চম অধ্যায়োক্ত স্তব।

যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্।
ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী ॥ ৩৮
তস্মাৎ পূজয় ভূপাল সর্বলোকমহেশ্বরীম্।
যথোক্তেন বিধানেন চণ্ডিকাং সুখমাপ্স্যসি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে বৈকৃতিকরহস্যং সমাপ্তম্।

যিনি ভক্তবৎসলা চণ্ডীর পূজা না করেন, পরমেশ্বরী তাঁহার সকল পুণ্য ভস্মীভূত করিয়া তাঁহাকে উৎপীড়িত করেন। ৩৮

অতএব হে ভূপাল, যথোক্ত বিধানে সর্বলোক-মহেশ্বরী চণ্ডিকার পূজা করিবে। তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইবে। ৩৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত বৈকৃতিকরহস্যের
অনুবাদ সমাপ্ত।

# মূর্তিরহস্য

## ঋষিরুবাচ

নন্দা ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজা।
সা স্তুতা পূজিতা ধ্যাতা বশীকুর্যাজ্জগত্রয়ম্ ॥ ১
কনকোত্তমকান্তিঃ সা সুকান্তিকনকাম্বরা।
দেবী কনকবর্ণাভা কনকোত্তমভূষণা ॥ ২
কমলাঙ্কুশপাশাব্জৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা।
ইন্দিরা কমলা লক্ষ্মীঃ সা শ্রীরুক্মাম্বুজাসনা ॥ ৩

[ নন্দজাদি সপ্ত মূর্তির উপাসনা উক্ত হইতেছে— ]

( মেধা ) ঋষি বলিলেন—ভগবতী নন্দা[১] নামে যে নন্দ-দুহিতা আবির্ভূতা হইবেন, তাঁহাকে স্তব, পূজা ও ধ্যান করিলে ত্রিলোক বশীভূত হইবে। ১

সেই দেবী উজ্জ্বল-সুবর্ণ-কান্তিযুক্তা, স্বর্ণপ্রভ-বস্ত্রপরিহিতা, কনকবর্ণা ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিতা। ২

তাঁহার চারি হস্ত পদ্ম, অঙ্কুশ, পাশ ও অব্জ[২] ( শঙ্খ ) দ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী ও শ্রী এবং তাঁহার আসন রুক্মাম্বুজ (স্বর্ণপদ্ম )।৩

---

১ চণ্ডীর ১১।৪২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

২ এখানে অব্জের অর্থ পদ্মও হইতে পারে। কারণ, লক্ষ্মীর ধ্যানে দুই হস্তে পদ্ম অন্যত্র দৃষ্ট হয়। —গুপ্তবতী টীকা

যা রক্তদন্তিকা নাম দেবী প্রোক্তা ময়ানঘ।
তস্যাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু সর্বভয়াপহম্॥ ৪
রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্বাঙ্গভূষণা।
রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা॥ ৫
রক্ততীক্ষ্ণনখা রক্তরসনা রক্তদন্তিকা।
পতিং নারীবানুরক্তা দেবীভক্তং ভজেজ্জনম্॥ ৬
বসুধেব বিশালা সা সুমেরুযুগলস্তনী।
দীর্ঘৌ লম্বাবতিস্থূলৌ তাবতীব মনোহরৌ॥ ৭
কর্কশাবতিকান্তৌ তৌ সর্বানন্দপয়োনিধী।
ভক্তান্ সংপায়য়েদ্দেবী সর্বকামদুঘৌ স্তনৌ॥ ৮

হে অনঘ (নিষ্পাপ), যে রক্তদন্তিকা[১] দেবীর কথা আমাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে তাঁহার সর্বভয়নাশক স্বরূপ বলিব, শ্রবণ কর। ৪

তিনি রক্তবসনা, রক্তবর্ণা, রক্তালঙ্কারে সর্বাঙ্গশোভিতা, রক্তবর্ণ-অস্ত্রধারিণী, রক্তনয়না, রক্তকেশা ও অতিভীষণা। ৫

তাঁহার তীক্ষ্ণ নখগুলি রক্তবর্ণ এবং তিনি রক্ত-জিহ্বা ও রক্ত-দংষ্ট্রা। নারী যেমন পতির প্রতি অনুরক্তা হন, তিনি সেইরূপ ভক্তজনের প্রতি অনুরাগিনী (কৃপালু)।

তাঁহার শরীর বিশ্বের ন্যায় বিশাল এবং তাঁহার সুমেরুতুল্য স্তনযুগল দীর্ঘ, লম্বা, অতিস্থূল, অতীব মনোহর, কর্কশ, অতিশয়

১ চণ্ডীর ১১।৪৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

খড়্গং পাত্রঞ্চ মুসলং লাঙ্গলঞ্চ বিভর্তি সা।
আখ্যাতা রক্তচামুণ্ডা দেবী যোগেশ্বরীতি চ ॥ ৯
অনয়া ব্যাপ্তমখিলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ইমাং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা স ব্যাপ্নোতি চরাচরম্ ॥ ১০
অধীতে য ইমং নিত্যং রক্তদন্তা-বপুস্তবম্।
তং সা পরিচরেদ্দেবী পতিং প্রিয়মিবাঙ্গনা ॥ ১১
শাকম্ভরী নীলবর্ণা নীলোৎপলবিলোচনা।
গম্ভীরনাভিস্ত্রিবলী-বিভূষিত-তনূদরী ॥ ১২

কান্তিযুক্ত, সর্বানন্দের পয়োনিধি (সাগর) এবং দেবী ভক্তগণকে সর্ব-কামধুক (সকলবাসনাপূরক) সেই স্তনযুগল পান করাইয়া থাকেন। ৭-৮

দেবী হস্তে খড়্গা, মধুপানের পাত্র, মুসল ও লাঙ্গল ধারণ করেন। তিনি রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী নামে আখ্যাতা। ৯

সমগ্র স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তাঁহাকে যিনি ভক্তিপূর্বক পূজা করেন, তিনি চরাচরব্যাপী হন (অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্বরূপ অত্মজ্ঞান লাভ করেন)। ১০

যিনি রক্ত-দন্তা মূর্তির এই স্তব নিত্য পাঠ করেন, তাঁহাকে দেবী—নারী যেরূপ প্রিয় পতিকে সেবা করেন—সেইরূপ পরিচর্যা (প্রতিপালন) করেন। ১১

শাকম্ভরী দেবী নীলবর্ণা ও নীলপদ্মনয়না। তাঁহার নাভি গভীর, তাঁহার উদর ক্ষীণ ও ত্রিবলী*-ভূষিত। ১২

* বলী—উদরাদি অঙ্গের লোদুল্যমান অঙ্গ।

সুকর্কশ-সমোত্তুঙ্গ-বৃত্তপীনঘনস্তনী।
মুষ্টিং শিলীমুখাপূর্ণং কমলং কমলালয়া॥ ১৩
পুষ্পপল্লবমূলাদি-ফলাঢ্যং শাকসঞ্চয়ম্।
কাম্যানন্তরসৈর্যুক্তং ক্ষুৎতৃণ্মৃত্যু-জরাপহম্॥ ১৪
কার্মুকঞ্চ স্ফুরৎকান্তিঃ বিভ্রতী পরমেশ্বরী।
শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা॥ ১৫
বিশোকা দুষ্টদমনী শমনী দুরিতাপহাম্।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকা সাপি পার্বতী॥ ১৬
শাকম্ভরীং স্তুবন্ ধ্যায়ন্ জপন্ সম্পূজয়ন্নমন্।
অক্ষয্যমশ্নুতে শীঘ্রমন্নপানামৃতং ফলম্॥ ১৭

তাঁহার স্তনযুগল সুকর্কশ, সমান, উত্তুঙ্গ (উচ্চ), বৃত্ত (সুগোল), পীন ও ঘনসন্নিবিশিষ্ট এবং তাঁহার মুষ্টি (হস্ত) শিলীমুখ (বান), পদ্ম, পুষ্প, পল্লব, মূল ও ফলাদিযুক্ত ও শাক-শোভিত। ইনি কমলাসনা, অনন্ত-কাম্যরসযুক্তা এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৃত্যু ও জরা-নাশিনী। ১৩-১৪

সেই পরমেশ্বরী শাকম্ভরী কার্মুকধারিণী, উজ্জ্বলকান্তিযুক্তা ও শত-নয়না। তিনিই দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা। ১৫

তিনিই বিশোকা, দুষ্টদমনী, পাপনাশিনী ও বিপত্তারিণী। তিনিই উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকা ও পার্বতী নামে অভিহিতা। ১৬

শাকম্ভরী[১] দেবীকে স্তব, ধ্যান, জপ, পূজা ও নমস্কার করিলে শীঘ্র অক্ষয় অন্নপানরূপ অমৃত ফল লাভ হয়। ১৭

---

১ চণ্ডী, ১১।৪৯ দ্রষ্টব্য।

ভীমাপি নীলবর্ণা সা দংষ্ট্রাদশন-ভাস্বরা।
বিশাললোচনা নারী বৃত্তপীন-পয়োধরা॥ ১৮
চন্দ্রহাসঞ্চ ডমরুং শিরঃ পাত্রঞ্চ বিভ্রতী।
একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা স্তুতা॥ ১৯
তেজোমণ্ডলদুর্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ।
চিত্রানুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা॥ ২০
চিত্রভ্রমরপাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে।
ইত্যেতা মূর্তয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা বসুধাধিপ।
জগন্মাতুশ্চণ্ডিকায়াঃ কীর্তিতাঃ কামধেনবঃ॥ ২১

সেই ভীমা দেবী নীলবর্ণা। তাঁহার দাড়া (লম্বা দাঁত) ও দন্ত উজ্জ্বল। সেই দেবী বিশালনয়না। তাঁহার স্তনযুগল গোলাকার, পীন (স্থূল) ও অমৃতপূর্ণ। ১৮

তিনি হস্তে চন্দ্রহাস (খড়্গ), ডমরু, মস্তক ও পানপাত্র ধারণ করেন। তিনি একবীরা ও কালরাত্রি নামে উক্তা। তিনি সংস্তুতা হইলে অভীষ্টদাত্রী হন। ১৯

সেই দেবী ভ্রামরী[1] অনেকবর্ণধারিণী, তেজোমণ্ডলদীপ্তা, নানাবর্ণ-অনুলেপনে অনুলিপ্তা এবং বিচিত্র অলঙ্কার-শোভিতা। ২০

তিনি হস্তে নানাবর্ণ ভ্রমর ধারণ করেন এবং তিনি মহা-মারী (মহামৃত্যু) নামে অভিহিতা। হে পৃথিবীপতি,

১ চণ্ডী, ১১।৫৪ দ্রষ্টব্য। ভ্রামরী সপ্তমী মূর্তি।

ইদং রহস্যং পরমং ন বাচ্যং যস্য কস্যচিৎ ॥ ২২

আখ্যানং দিব্যমূর্তীনামধীষ্বাবহিতঃ স্বয়ম্ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দেবীং জপ নিরন্তরম্ ॥ ২৩

সপ্তজন্মার্জিতৈর্ঘোরৈর্ব্রহ্মহত্যাদিকৈরপি ।

পাঠমাত্রেণ মন্ত্রাণাং মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥ ২৪

দেব্যা ধ্যানং তবাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে মূর্তিরহস্যং সমাপ্তম্ ।

জগন্মাতা চণ্ডিকা দেবীর এই সকল মূর্তি ব্যাখ্যাত হইল। এই মূর্তিসমূহ কামধেনুরূপে ( সর্বকামপ্রদারূপে ) কীর্তিতা। ২১

এই পরম মূর্তিরহস্য যাহাকে-তাহাকে বলা উচিত নহে। এই সকল দিব্য মূর্তির আখ্যান স্বয়ং অবধানপূর্বক পাঠ[১] করা উচিত। অতএব সর্বপ্রযত্নে নিরন্তর দেবীমাহাত্ম্য জপ কর। ২২-২৩

এই মাহাত্ম্যপাঠমাত্রই মানুষ সপ্তজন্মার্জিত ব্রহ্মহত্যাদি সকল ঘোর পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ২৪

গুহ্য হইতে গুহ্যতর, মহৎ ও সর্বকাম-ফলপ্রদ দেবী-ধ্যান তোমার নিকট বর্ণিত হইল। অতএব সর্বপ্রযত্নে তাঁহার আরাধনা কর। ২৫

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত মূর্তিরহস্যের
অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ ইহার দ্বারা রহস্যত্রয়ের অধ্যয়ন বিধান করা হইল। —গুপ্তবতী

# চণ্ডী-পাঠের ফল

চণ্ডীপাঠ-ফলং দেবী শৃণুষ্ব গদতো মম ।
একাবৃত্ত্যাদি পাঠানাং প্রত্যহং পঠতাং নৃণাম্ ॥ ১
সঙ্কল্প্য পূজ্যাং সম্পূজ্য ন্যস্যাঙ্গেষু মনূন্ সকৃৎ ।
পশ্চাদ্ বলিপ্রদানেন ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২
উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ ।
গ্রহদোষোপশান্ত্যর্থং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে ॥ ৩
মহাভয়ে সমুৎপন্নে সপ্তাবৃত্তমুদীরয়েৎ ।
নবাবৃত্ত্যা ভবেচ্ছান্তির্বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৪

হে দেবি, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠকের একবৃত্ত্যাদি ( চণ্ডী ) পাঠের ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

অঙ্গন্যাসাদি সহকারে সঙ্কল্পপূর্বক দেবীর পূজা করিয়া চণ্ডীর সপ্তশত মনু ( মন্ত্র ) একবারমাত্র পাঠ ও পশ্চাৎ বলি প্রদান করিলে মানুষ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। ২

উপসর্গ ( উপদ্রব )-শান্তির ( নিবারণের ) জন্য তিন বার চণ্ডীপাঠ করিবে এবং গ্রহদোষ-শান্তির নিমিত্ত পাঁচ বার চণ্ডীপাঠ করা উচিত। ৩

মহাভয় উপস্থিত হইলে সপ্তাবৃত্তি ( সাত বার ) পাঠ করিবে এবং নবাবৃত্তিপাঠে শান্তি ও বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। ৪

রাজবশ্যায় ভূত্যৈ চ রুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
অর্কাবৃত্ত্যা কাম্যসিদ্ধির্বৈরিনাশশ্চ জায়তে॥ ৫
মন্বাবৃত্ত্যা রিপুর্বশ্যস্তথা স্ত্রীবশ্যতামিয়াৎ।
সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যা শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ॥ ৬
কলাবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ।
রাজভীতিবিনাশায় বৈরস্যোচ্চাটনায় চ॥ ৭
কুর্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে।
মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নর॥ ৮

রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য ও বিভূতি (ঐশ্বর্য)-লাভের জন্য রুদ্রাবৃত্তি[১] (একাদশ বার) চণ্ডী পাঠ করিবে এবং অর্কাবৃত্তি[২] (দ্বাদশ বার) পাঠ করিলে কামনাসিদ্ধি ও শত্রুনাশ হয়। ৫

মনু-আবৃত্তি[৩] (চৌদ্দ বার) পাঠ করিলে দুর্জয় শত্রু ও দুষ্টা স্ত্রী বশীভূত হয় এবং পঞ্চদশাবৃত্তিপাঠে মানবের মিত্রতা ও সম্পদ্ লাভ হয়। ৬

কলাবৃত্তি[৪] (ষোড়শ বার) পাঠে পুত্রপৌত্র ও ধনধান্য লাভ হয়। রাজভয়-বিনাশার্থ সপ্তদশাবৃত্তি, শত্রুর উচ্চাটনার্থ অষ্টাদশাবৃত্তি এবং দুষ্ট ব্রণ হইতে মুক্তির জন্য বিংশাবৃত্তি পাঠ করিবে। ৭-৮

---

১ কারণ, একাদশ রুদ্র। ২ কারণ, দ্বাদশ আদিত্য।
৩ কারণ, চতুর্দশ মনু। ৪ কারণ, ষোড়শ কলা।

পঞ্চবিংশাবর্তনাচ্চ ভবেদ্ বন্ধবিমোক্ষণম্।
সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে দুশ্চিকিৎস্যভয়ে সদা ॥ ৯
জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আয়ুষো নাশ আগতে।
বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ ধননাশে তথা ক্ষয়ে ॥ ১০
তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে।
কুর্যাদ্ যত্নাৎ শতাবৃত্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ১১
বিপদস্তস্য নশ্যন্তি ততো যাতি পরাং গতিম্।
শ্রিয়ো বৃদ্ধিঃ শতাবৃত্ত্যা রূপবৃদ্ধিস্তথাপরা ॥ ১২
মনসা চিন্তিতং দেবি সিদ্ধেদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ।
শতাশ্বমেধ-যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সুব্রতে ॥ ১৩

পঞ্চবিংশাবৃত্তিপাঠে কারাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। সঙ্কটকাল ও দুশ্চিকিৎস্য রোগভয় উপস্থিত হইলে, জাতিধ্বংস, কুলনাশ ও আয়ুক্ষয় আরম্ভ হইলে, শত্রুবৃদ্ধি বা রোগবৃদ্ধি হইলে, ধননাশ বা ধনক্ষয়-সময়ে, ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) উৎপাত (উপদ্রব) উৎপন্ন হইলে বা অতিপাতক (মহাপাপ) অনুষ্ঠিত হইলে যত্নপূর্বক যথাবিধি শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিবে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিপদসমূহ বিনষ্ট হইয়া মঙ্গললাভ হইবে। ৯-১১

যিনি শতাবৃত্তি চণ্ডী পাঠ করেন তাঁহার সকল বিপদ নাশ হয়, পরাগতি (ঊর্ধ্বলোকে গতি) লাভ হয় এবং তাঁহার বুদ্ধি ও সৌন্দর্য উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ করে। ১২

সহস্রাবর্তনাল্লক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা।
প্রাপ্তো মনোরথান্ কামান্ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুষু দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ।
স্তবানামপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ॥ ১৫
অথবা বহুনোক্তেন কিমন্যেন বরাননে।
চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তপাঠাৎ সর্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ॥ ১৬

ইতি বারাহীতন্ত্রে চণ্ডীপাঠফলং সমাপ্তম্।

হে সুব্রতে, অষ্টোত্তরশতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয় এবং শত অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয়। ১৩

যে ব্যক্তি সহস্রাবৃত্তি চণ্ডী পাঠ করেন, চঞ্চলা লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহার গৃহে অচলা হন, তাঁহার সকল মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং সেই ব্যক্তি অন্তে মোক্ষলাভ করেন। ১৪

যজ্ঞসমূহের মধ্যে যেমন অশ্বমেধযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মধ্যে যেমন হরি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তোত্রসমূহের মধ্যে সপ্তশতী চণ্ডীই শ্রেষ্ঠ। ১৫

হে বরাননে, অধিক আর কি বলিব, শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠের ফলে সকল সিদ্ধিই লাভ হয়। ১৬

শ্রীবারাহীতন্ত্রোক্ত চণ্ডীপাঠফলের অনুবাদ সমাপ্ত।

# পুটিত চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপুরশ্চরণের বিধি

সঙ্কল্প মন্ত্র—বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্বাবাধা-বিনির্মুক্তত্ব-ধনধান্য-সুতান্বিতত্বকামঃ * "ওঁ সর্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্য-সুতান্বিতঃ। মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥" ইতিমন্ত্রপুটিত-প্রতিশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদ-ব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্যা-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত-সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয়-'ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়' ইত্যাদি 'ওঁ সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ' ইত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্যস্য একাবৃত্তিপাঠমহং করিষ্যে। †

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাত শত মন্ত্রের প্রত্যেকটীর আদিতে ও অন্তে "ওঁ" পুটিত (সংযুক্ত) করিয়া পাঠ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। আদিতে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এবং অন্তে "ওঁ স্বঃ ভুবর্ভূরোঁ" পুটিত করিয়া শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে অল্পকালে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। "ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বানাবেব সিন্ধুম্ দুরীতত্যগ্নিঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পুটিত চণ্ডীপাঠে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। "ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধো মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা মৃতাৎ।" এই মন্ত্র চণ্ডীপাঠের আদিতে একশতবার এবং অন্তে একশতবার জপ করিলে, অথবা প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া পাঠ করিলে অপমৃত্যু নিবারিত হয়। প্রতিশ্লোকে "শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে। ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যা-

---

* কামনা বিভিন্নরূপ হইলে তাহা উল্লেখ করিবেন এবং 'ওঁ সর্বাবাধা' ইত্যাদি শ্লোকের পরিবর্তে যে শ্লোক পঠিতব্য তাহা পাঠ করিবেন।

† পরার্থে 'করিষ্যামি' হইবে।

নিঃস্বনেন চ ॥” ৪।২৪ এই শ্লোকপুটিত চণ্ডীপাঠে বা কেবল উক্ত শ্লোকের লক্ষ, অযুত, সহস্র বা শতবার জপেও অপমৃত্যু নিবারিত হয়। প্রতি শ্লোকে “শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে। সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥” ১১।১২ এই শ্লোকপুটিত চণ্ডীপাঠে সর্বকার্য সিদ্ধ হয়। প্রতি শ্লোকে “করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী” ৫।৮১—এই অর্ধশ্লোক-পুটিত চণ্ডীপাঠেও সর্বকার্যসিদ্ধি হয়। অভীষ্টবরলাভ-কামনায় “এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ॥” ১৩।২৮ এই শ্লোক পুটিত করিয়া চণ্ডীপাঠ কর্তব্য। সর্ববিপদবিনাশার্থ “দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ। স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। দারিদ্র্যদুঃখ-ভয়হারিণি কা ত্বদন্যা সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্র-চিত্তা॥” ৪।১৭ এই শ্লোক-পুটিত চণ্ডীপাঠ বিধেয়। কেবল এই শ্লোকের লক্ষ, অযুত, সহস্র বা শতবার জপেও উক্ত ফললাভ হয়। “সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলক্যস্যাখিলেশ্বরি। এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥” ১১।৩৯ এই শ্লোকের লক্ষ জপে বা প্রতিশ্লোক-পুটিত পাঠে শ্লোকোক্ত সুফল পাওয়া যায়। “ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদা-বতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥” ১১।৫৫ এই শ্লোক জপ করিলে মহামারীর শান্তি হয়। “ততো বব্রে নৃপো রাজ্যম-বিভ্রংশ্যন্যজন্মনি। অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥” ১৩।১৬ এই মন্ত্রজপে হৃতরাজ্য লাভ হয়। “হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ। সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥” ১১।২৭ এই মন্ত্রদ্বারা সদীপ বলিদানে এবং ঘণ্টাবন্ধনে বালগ্রহ-শান্তি হয়।

অনুলোমক্রমে প্রথমাবৃত্তি, বিলোমক্রমে দ্বিতীয়াবৃত্তি, পুনরায় অনুলোমক্রমে তৃতীয়াবৃত্তি—এইরূপে চণ্ডীপাঠে শীঘ্র কার্যসিদ্ধি হয়। প্রথমে "দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি" এই অর্ধমন্ত্র, তৎপরে "যদন্তি যচ্চদূরকে" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র এবং তদন্তে "দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।"—এই অর্ধমন্ত্র এইরূপে লক্ষ, অযুত, সহস্র বা শতবার জপে সকল বিপদ দূরীভূত হয়। প্রতি শ্লোকে "কাংসোস্মি" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র-পুটিত চণ্ডীপাঠে লক্ষ্মীপ্রাপ্তি ঘটে। প্রতি শ্লোকে "অণৃনামস্মিন্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র-পুটিত চণ্ডীপাঠে ঋণপরিহার হয়। মারণার্থ "এবমুক্ত্বা" ইত্যাদি শ্লোক প্রতিশ্লোকে পুটিত করিয়া চণ্ডীপাঠ কর্তব্য। "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥" ১।৫০ এই শ্লোক জপমাত্র মোহনাশ হয়। উক্ত মন্ত্র প্রতিশ্লোকে পুটিত পাঠে অবশ্যই মোহনাশ ঘটে। প্রতি শ্লোকে "রোগানশেষান্ অপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলান্ অভীষ্টান্।" ১১।২৯ ইত্যাদি শ্লোকপুটিত পাঠে রোগমুক্তি হয় এবং ইহার কেবল জপেও রোগনাশ হয়। প্রতি শ্লোকে "ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী" ইত্যাদি শ্লোক-পুটিত পাঠে বা স্বতন্ত্র জপে বিদ্যালাভ এবং জিহ্বার জড়তা দূর হয়। "ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।" ১।৩৪ ইত্যাদি দ্বাদশাধিক শতাক্ষর মন্ত্রজপ সর্বকামপ্রদ এবং সর্ববিঘ্ননাশক। "দেবি প্রপন্নার্তি-হরে প্রসীদ।" ১১।৩ ইত্যাদি শ্লোকের লক্ষ, অযুত, সহস্র বা শতবার জপে এবং প্রতি শ্লোক-পুটিত পাঠে সর্ববিপদ্ বিনষ্ট এবং সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়।

এই সকল প্রয়োগে প্রতিশ্লোকে দীপাগ্রে প্রণাম, অথবা কেবল প্রণাম করিলে অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়। প্রতি শ্লোক কামবীজ "ক্লীং" পুটিত করিয়া একচল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ তিনবার পাঠে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। উক্ত বিধিতে প্রত্যহ দ্বাদশবার বা ত্রয়োদশবার করিয়া একুশ দিন পর্যন্ত পাঠ করিলে বশীকরণ হয়। "হ্রীং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া সাতদিন পর্যন্ত প্রত্যহ ত্রয়োদশবার পাঠে উচ্চাটন হয়। এইরূপে প্রত্যহ এগার বার করিয়া চারি দিন পাঠে সকল উপদ্রব্য বিনষ্ট হয়। প্রতি শ্লোকে "শ্রীং" বীজ পুটিত করিয়া উনপঞ্চাশ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ পনর বার পাঠে লক্ষ্মীলাভ হয়। প্রতি শ্লোকে "ঐং" বীজ পুটিত করিয়া শতবার পাঠে বিদ্যাপ্রাপ্ত হয়। "ওঁ হৌং নমঃ" এই মন্ত্র প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া আদিতে অনুলোমক্রমে এবং অন্তে বিলোমক্রমে প্রথম চরিত্র-পাঠে, এইরূপে "হ্রীং নমঃ" এই মন্ত্রে প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া মধ্যম চরিত্র-পাঠে এবং এইরূপে "ওঁ ক্লীং নমঃ" এই মন্ত্র প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া অন্ত চরিত্র-পাঠে শীঘ্র কার্যসিদ্ধি হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, "সৌং" বীজ ষড়ঙ্গন্যাস এবং "ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্ত্বিকী যা ত্রিধোদিতা" ইত্যাদি বৈকৃতিক রহস্যোক্ত ধ্যানে পূজা করিতে হয়।

## চণ্ডী-পুরশ্চরণের বিধি

'দুর্গাপ্রদীপে' আছে, "জপেদ্ বিল্বং সমাশ্রিত্য মাসমেকং তু যো নরঃ। হুত্বা বিল্বদলৈর্মাসং মধুরত্রয়যোগতঃ॥ হুত্বা

দশাংশতো বাপি কমলৈঃ ক্ষীরসংঘৃতৈঃ। ধনদেন সমাং লক্ষ্মীং প্রাপ্নুয়াদুত্তমং ধ্রুবম্ ॥”

অনুবাদ—চণ্ডীপুরশ্চরণার্থী বিল্ববৃক্ষতলে একমাস যাবৎ জপ করিবেন। জপান্তে দধি-মধু-ঘৃতাক্ত বিল্বপত্র দ্বারা, অথবা দুগ্ধের সহিত পদ্মপুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন। ইহার ফলে তিনি কুবের ও লক্ষ্মীর কৃপা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীগণেশায় নমঃ

# কুঞ্জিকাস্তোত্র *

## শিব উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্ ।
যেন মন্ত্রপ্রভাবেণ চণ্ডীজপশুভং ভবেৎ ॥ ১
কবচং নার্গলাস্তোত্রং কীলকং ন রহস্যকম্ ।
ন সূক্তং নাপি ধ্যানং চ ন ন্যাসং ন চ বার্হর্চনম্ ॥ ২
কুঞ্জিকাপাঠমাত্রেণ দুর্গাপাঠফলং লভেৎ ।
অতি গুহ্যতরং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩
গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিবচ্চ পার্বতি ।
মারণং মোহনং বশ্যং স্তম্ভনোচ্চাটনাদিকম্ ॥ ৪
পাঠমাত্রেণ সংসিদ্ধিং কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্ ॥

### অথ মন্ত্রঃ

ওঁ শ্রূং শ্রূং শ্রূং শং ফট্ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ জ্বলোজ্জ্বল-প্রজ্জ্বল হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ স্রাবয় স্রাবয় শাপং নাশয় নাশয় শ্রীঁ শ্রীঁ শ্রাঁ জূঁ সঃ আদয়ে স্বাহা ॥

নমস্তে রুদ্ররূপায়ৈ নমস্তে মধুমর্দিনি ।
নমস্তে কৈটভারী চ নমস্তে মহিষমর্দিনি ॥ ১

---

* কাশী হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর এক সংস্করণে কুঞ্জিকাস্তোত্র-পাঠান্তে অর্গলস্তোত্রাদি-পাঠ বিধেয় ।

নমস্তে শুম্ভহন্ত্রী চ নিশুম্ভাসুরঘাতিনী।
নমস্তে জাগতে দেবি জপসিদ্ধিং কুরুষ্ব মে॥ ২
ঐঁকারীসৃষ্টিরূপায়ৈ হ্রীঁ কারী চ প্রপালিকা।
ক্লীঁ কালী কালরূপিন্যৈ বীজরূপে নমোঽস্তুতে॥ ৩
চামুণ্ডা চণ্ডঘাতী চ যৈঁকারী বরদায়িনি।
বিচ্চেনে ভয়দা নিত্যং নমস্তে মন্ত্ররূপিণি॥ ৪

ধাং ধীং ধূং ধূর্জটেঃ পত্নী বাং বীং বূং বাগীশ্বরী তথা।
ক্রাং ক্রীং ক্রুং কুঞ্জিকা দেবী শাং শীং শুম্ভে শুভং কুরু॥
হূং হূং হুংকাররূপায়ৈ জাং জীং জূং ভালনাদিনি॥ ৫
ভ্রাং ভ্রীং ভ্রুং ভৈরবী ভদ্রে ভবান্যৈ তে নমোনমঃ।
ওঁ অং কং চং টং তং পং সাং বিদুরাং সাং বিদুরাং বিমর্দয় বিমর্দয় হং ক্ষাং ক্ষীং স্ত্রীং জীবয় জীবয় ত্রোটয় ত্রোটয় জম্ভয় জম্ভয় দীপয় দীপয় মোচয় মোচয় হূং ফট্ জাং বৌষট্ ঐঁ হ্রীঁ ক্লী রঞ্জয় রঞ্জয় সংজয় সংজয় গুঞ্জয় গুঞ্জয় বন্ধয় বন্ধয় ভ্রাং ভ্রীং ভ্রুং ভৈরবি ভদ্রে সকুঞ্চ সকুঞ্চ সঞ্চল সঞ্চল ত্রোটয় ত্রোটয় ম্লীঁ স্বাহা॥
পাং পীং পূং পার্বতী পূর্ণা খাং খীং খূং খেচরী তথা।
ম্লাং ম্লীং ম্লূং মূলবিস্তীর্ণকুঞ্জিকায়ৈ নমোনমঃ॥
সাং সীং সপ্তশতী দেব্যা মন্ত্রসিদ্ধিং কুরুষ্ব মে।
ইদং তু কুঞ্জিকাস্তোত্রং মন্ত্রজাগৃতহেতবে।
অভক্তে ন চ দাতব্যং গোপিতং রক্ষ পার্বতি॥
বিহীনাং কুঞ্জিকাদেব্যা যস্তু সপ্তশতীং পঠেৎ।
ন তস্য জায়তে সিদ্ধির্হ্যরণ্যে রোদিতং যথা॥
ইতি রুদ্রযামলে গৌরীতন্ত্রে শিবপার্বতীসংবাদে
কুঞ্জিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

কাত্যায়নীতন্ত্রসম্মত

## শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক ও মন্ত্র-সংখ্যা *

১ম অধ্যায়ে—৭৮ শ্লোক=১০৪ মন্ত্র=
১৪ উবাচ+২৪ অর্ধ শ্লোক+৬৬ পূর্ণ শ্লোক

২য় অধ্যায়ে—৬৮ শ্লোক=৬৯ মন্ত্র=
১ উবাচ+৬৮ পূর্ণ শ্লোক

৩য় অধ্যায়ে—৪১ শ্লোক=৪৪ মন্ত্র=
৩ উবাচ+৪১ পূর্ণ শ্লোক

৪র্থ অধ্যায়ে—৩৬ শ্লোক=৪২ মন্ত্র=
৫ উবাচ+২ অর্ধ শ্লোক+৩৫ পূর্ণ শ্লোক

৫ম অধ্যায়ে—৭৬ শ্লোক=১২৯ মন্ত্র=
৯ উবাচ+৬৬ খণ্ড শ্লোক+৫৪ পূর্ণ শ্লোক

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে—২০ শ্লোক=২৪ মন্ত্র=
৪ উবাচ+২০ পূর্ণ শ্লোক

৭ম অধ্যায়ে—২৫ শ্লোক=২৭ মন্ত্র=
২ উবাচ+২৫ পূর্ণ শ্লোক

৮ম অধ্যায়ে—৬১½ শ্লোক=৬৩ মন্ত্র=
১ উবাচ+১ অর্ধ শ্লোক+৬১ পূর্ণ শ্লোক

---

* রুদ্রযামলতন্ত্রমতে চণ্ডীর ৫৭৯ শ্লোক এবং বারাহীতন্ত্রমতে চণ্ডীতে ৫৮৮½ শ্লোক আছে।

৯ম অধ্যায়ে—৩৯ শ্লোক=৪১ মন্ত্র=

২ উবাচ+৩৯ পূর্ণ শ্লোক

১০ম অধ্যায়ে—২৭½ শ্লোক=৩২ মন্ত্র=

৪ উবাচ+১ অর্ধ শ্লোক+২৭ পূর্ণ শ্লোক

১১শ অধ্যায়ে—৫০½ শ্লোক=৫৫ মন্ত্র=

৪ উবাচ+১ অর্ধ শ্লোক+৫০ পূর্ণ শ্লোক

১২শ অধ্যায়ে—৩৮ শ্লোক=৪১ মন্ত্র=

২ উবাচ+২ অর্ধ শ্লোক+৩৭ পূর্ণ শ্লোক

১৩শ অধ্যায়ে—১৭½ শ্লোক=২৯ মন্ত্র=

৬ উবাচ+১১ অর্ধ শ্লোক+১২ পূর্ণ শ্লোক

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মোট ৫৭৮ শ্লোক=৭০০ মন্ত্র আছে।

---

কাত্যায়নীতন্ত্রে আছে—

অষ্টসপ্তত্যুত্তরানাং শ্লোকানাং শতপঞ্চকম্।
প্রোক্তং সপ্তশতীস্তোত্রং তৎ সপ্তশতসংখ্যায়া॥
বিভজ্য জুহুয়াৎ মন্ত্রমিতি কাত্যায়নীমতম্॥

অনুবাদ—সপ্তশতী চণ্ডীতে অষ্টসপ্ততি অধিক পঞ্চশত (৫৭৮) শ্লোক আছে। এই শ্লোকসমূহকে সাত শত মন্ত্রে ভাগ করিয়া চণ্ডীহোম করাই কাত্যায়নীতন্ত্রের মত।

এবং ত্রয়োদশাধ্যায়াঃ হোমপূজনতৃপ্তিষু।
শতানি সপ্ত সংখ্যানি তব প্রোক্তানি শৈলজে॥

হে শৈলসুতে, এইরূপে চণ্ডীর তেরটী অধ্যায়ে পূজা, হোম ও তর্পণের জন্য তোমার সাত শত মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

# নির্ঘণ্ট

[ দাঁড়ির পূর্বের ও পরের সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে চণ্ডীর অধ্যায় ও মন্ত্র সূচিত ]


অনন্ত ৪।৪

অপরাজিতা ৫।৫, ৮।২৪

অলক্ষ্মী ১২।৪০, ৩।৫

অম্বিকা ৩।২, ১২, ২৪, ৩০ ; ৪।৩, ২৪, ২৭, ৩৭ ; ২।৫২ ; ৫।৮৭, ৮৯ ; ৬।১৩, ২৪ ; ৭।৫ ; ৮।১৭ ; ৯।১৭, ২৪ ; ১০।৬, ১২, ১৮ ; ১১।৬০

একার্ণব ১।৬৬, ৯২

কাত্যায়নী ৮।২৯ ; ১১।২, ২৫

কালরাত্রি ১।৭৯

কালিকা ৫।৮৮

কালী ৭।৬, ১৬, ১৯, ২৩, ২৬ ; ৮।১০, ১১, ৩২, ৫৩, ৫৭ ; ৯।২২, ২৯, ৩৭, ৪১

কেশব ১।৯৫

কোলাবিধ্বংসী ১।৫, ৬

কৌমারী ৮।১৭, ৩৪, ৪৯ ; ৯।৩৮ ; ১১।১৫

কৃষ্ণ ২।২০

গৌরী ৪।১১, ৪১ ; ১১।১০

চণ্ডিকা ২।৪৯ ; ৩।২।৮, ৩৪, ৩৫ ; ৪।৪ ; ৭।২৩ ; ৮।৮, ১৩, ২২, ৫৩, ৫৭ ; ৯।৮, ১০, ১৫, ১৮, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪ ; ১০।১৭, ২২, ২৩, ২৫ ; ১১।২৮ ; ১২।৩২ ; ১৩।১৩

চণ্ডিকা শক্তি ৮।২৩

চামুণ্ডা ৭।২৭ ; ৮।৫৩, ৫৯, ৬০, ৬১ ; ১১।২১

জগদ্ধাত্রী ১।৭০ ; ৪।২৯ ; ১৩।১৩

জগন্মাতা ৩।৩৪

জাহ্নবী ৫।৮৪

ত্রিদশ ২।৫ ; ৩।১১ ; ৪।৩০, ৩২ ; ৫।৫

দুর্গম ১১।৪৯

দুর্গা ৪।১১, ১৭ ; ৫।১২, ১১৬ ; ৯।৩১ ; ১০।৩ ; ১১।২৪, ৫০
ধর্ম ১২।৪১
নারায়ণী ১১।৮-২৩
পার্বতী ৫।৮৪, ৮৭, ৮৮
পুরন্দর ২।২
প্রকৃতি ১।৭৮ ; ৪।৭ ; ৫।৯
প্রজাপতি ২।৪, ২৩ ; ৫।৯৭
প্রাজাপত্য ২।১৭
বলি ১৩।১২ ; বলিপ্রদান ১২।১০ ; বলিপূজা ১২।১১
বসুন্ধরা ২।৬৫
বারাহী ৮।১৯, ৪৯ ; ৯।৩৯
বিষ্ণু ১।৬৬, ৬৮, ৭১, ৮৪, ৯০ ; ৮।১৩ ; বিষ্ণুতেজ ২।১৪
বিষ্ণুমায়া ৫।৭, ১৪ ; ১৩।৩
বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ১১।৪২
বিশ্বকর্মা ২।২৭
বৈপ্রচিত্ত ১১।৪৩, ৪৪
বিবস্বত ১২।২২ ; বৈবস্বত ১১।৪১ ; ১৩।২৩
বৈষ্ণবী ৮।১৮, ৩৪, ৪৭, ৪৮ ; ৯।৪০ ; ১১।৫, ১৬
ব্রহ্মা ১।৬৮, ৭২, ৯১, ৯৩, ১০৪ ; ২।১০, ১৬, ২৩ ; ৪।৪ ; ৮।১৩, ১৫ ; ১২।২৫
ব্রহ্মাণী ৮।১৫, ৩৩ ; ৯।৩৮ ; ১০।৬ ; ১১।১৩
ব্রহ্মবিৎ ১।৬২
ব্রহ্মাণ্ড ১২।৩৮
ব্রহ্মর্ষি ১২।২৪
বৃত্র ১১।১৯
ভগবতী ৪।৯, ১০, ৩৪ ; ৫।১১৬ ; ১২।৩২
ভদ্রকালী ৩।৯ ; ৪।৩৯ ; ১১।২৬
ভ্রামরী ১১।৫৪
মনু ১।২ ; ১৩।২৩, ২৯
মনুজ ১।৪৯ ; ১১।৪৭
মনুজেশ্বর ১১।৩৮
মনুজব্যাঘ্র ১।৫২
মন্বন্তর ১।৩
মহামায়া ১।৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৭৭, ৯৪ ; ১১।১২
মহাকালী ১২।৩৮
মহীময়ী মূর্তি ১৩।১০
মায়া ১১।৫

মার্কণ্ডেয় ১।১, ৩৫ ; ১৩।১৭, ২৬
মেধা ১।১০
মেরুগিরি ৩।৩
মৌর্যা ৮।৬
মুক্তি ১।৫৭ ; ৪।৯ ; মুক্তিহেতু ১১।৫
যশোদা ১১।৪২
যোগনিদ্রা ১।৫৪, ৬৬, ৬৯
রক্তদন্তিকা ১১।৪৫
লক্ষ্মী ১২।৪০
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ ৮।১৮ ; ১১।১৬
শঙ্কর ২।১০
শম্ভু ২।৯
শক্র ৪।২ ; ৮।২১
শর্ব ৮।২৯
শাস্ত্র ১১।৩১
শাকম্ভরী ১১।৪৯
শেষ ১।৬৭ ; ২।৩০
শিবদূতী ৮।২৮, ৩৮ ; ৯।২৩, ৩৭, ৪১
শিবদূতীস্বরূপ ১১।২০
সনাতনী ১।৫৭ ; ১২।৩৯
সমাধি ১।২১, ৩৭
সরস্বতী ১১।২৩
সাবিত্রী ১১।৭৫
সাবর্ণি ১।২, ৩ ; ১৩।২৪, ২৮, ২৯
সিংহবাহিনী ২।৩৪
সুরথ ১।৪ ; ১৩।২৮
সূর্য ১৩।২৮ ; ১।২
স্বর্গ ৪।১৬
স্বারোচিষ ১।৪
হিমাচল ৫।৮৮, ৯০ ; ১১।৫
তুহিনাচল ৬।৮ ; শৈলেন্দ্র ৭।৩
নগেশ্বর ৫।৭ ; হিমবান ২।২৯ ; ৫।৭
হরি ১।৭০, ৯৩ ; ৪।৭

# শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

**স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত**

( ষষ্ঠ সংস্করণ )

ইহাতে মূল সংস্কৃত, অন্বয়মুখে মূল সংস্কৃতের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুসারে প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, সানুবাদ গীতামাহাত্ম্য ও গীতার ধ্যান ইত্যাদি আছে। এতদ্ব্যতীত মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর স্বামী, আনন্দগিরি প্রভৃতির টীকানুসারে পাদটীকায় দুরূহ অংশের সরল ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বিস্তৃত ভূমিকায় গীতার তারিখ, প্রাচীনতা, প্রতিপাদ্য তত্ত্ব প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় আলোচিত। বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচী, নির্ঘণ্ট ইত্যাদিও আছে। নিত্যপাঠাদির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

প্রবাসী, আনন্দবাজার, মডার্ণ রিভিউ, অমৃত-বাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে এবং বাংলার বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত। প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠা, মনোরম কাপড়ে লিম্প-বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা মাত্র।